পুরাণ সংগ্রহ

# বরাহ পুরাণ

# বরাহ পুরাণ

## প্রথম অধ্যায়।

—()—

### সম্বন্ধ।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে।

যে আদিপুরুষ স্বেচ্ছায় বরাহবিগ্রহ ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, গিরিশ্রেষ্ঠ সুমেরু যাঁহার খুর মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, তাঁহাকে নমস্কার। সাগরপরিবেষ্টিতা ধরিত্রী নদ নদী ও পর্ব্বতাদির সহিত সামান্য মৃৎপিণ্ডবৎ যাঁহার দংষ্ট্রাগ্রে পাতালগর্ভ হইতে উদ্ধৃতা হইয়াছিলা, সর্ব্বকল্যাণের নিকেতন, সেই মুরারি, মধুকৈটভহারী, নরকান্তকারী, দশাননসংহারী কংসনিসূদন দেব-দেব জগন্ময় কৃষ্ণ আমার রিপুকুলকে সংহার করুন।

সূত কহিলেন, "ব্রহ্মন্! বসুমতী বরাহরূপী ভগবান্ কর্তৃক উদ্ধৃতা হইলে ভক্তিসহকারে বিভুর চরণে প্রণাম করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রভো! প্রতিকল্পেই আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন; কিন্তু হে কেশব, আদিসর্গে আমি আপনার বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি।

আদিসর্গে বেদচতুষ্টয় নষ্ট হইলে আপনি মৎস্যরূপ ধারণ-পূর্ব্বক রসাতল হইতে তৎসমস্তই উদ্ধার করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার পর দেবাসুর কর্ত্তৃক সাগরমন্থনকালে আপনি কূর্ম্মরূপে মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া অবস্থিত হইয়াছিলেন; হে মধুসূদন! পুনর্ব্বার আমি মহার্ণবে নিমগ্ন হইলে আপনি দংষ্ট্রা দ্বারা আমাকে উদ্ধার করেন। দুরাচার দৈত্য হিরণ্যকশিপু কমলযোনি ব্রহ্মার বরদানে দর্পিত হইয়া পৃথিবীতে অশেষ উৎপাত করিয়াছিল; ভগবন্। আপনি নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন। তাহার পর কার্ত্তবীর্য্যা-র্জ্জুন প্রভৃতি দুরন্ত ক্ষত্রিয়গণের দৌরাত্ম্যে বিশ্বসংসার নিরতিশয় নিপীড়িত হইলে আপনি জামদগ্ন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। প্রভো! আপনার মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব? দুর্ব্বৃত্ত দশান-নের উৎপীড়নে জগৎ অতীব কাতর হইলে আপনি রামরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে সবংশে সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করেন। আপনি বামনরূপে ব্রাহ্মণগৃহে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যরাজ বলিকে পাতালে আবদ্ধ করিয়াছেন; আপ-নার মহিমা বুঝি—আমার এমন সাধ্য কৈ? আপনি নন্দ-গোষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া কংসাসুরকে সংহার করিয়াছেন; এক্ষণে লোকমোহণ বুদ্ধরূপে লীলা করিতেছেন; হে ভগ-বন্! আপনার চরণে বারম্বার নমস্কার করি।

"প্রভো! আমাকে রসাতল হইতে বারম্বার উদ্ধার করিয়া কেন সৃষ্টি করেন? সৃষ্টি করিয়া কেনই বা পালন

করেন এবং পরিশেষে জগৎসংসার কেন ধ্বংস করিয়া থাকেন ?—এই সকল কারণ কৃপা করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। জগন্নাথ! আপনার চরণযুগল ভবসাগর তরণের তরণীস্বরূপ; বলুন, প্রভো, কিসে ইহা সহজে লাভ করা যায়? কোন্ উপায়ে সেই অমরদুর্লভ পদারবিন্দের মকরন্দ-পানে সর্ব্বদা সুখী হইতে পারি? কিরূপে যুগচতুষ্ট-য়ের সৃষ্টি হয়? তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? কোন্ কোন্ রাজা পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? কাঁহারাই বা সিদ্ধিলাভ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন? হে কেশব! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করুন।”

বরাহরূপী ভূতভাবন ভগবান্ পরমেশ্বর ধরণীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; তখন জগদ্ধাত্রী সবিস্ময়ে দেখিলেন, ভগবানের কুক্ষি মধ্যে রুদ্রাদি দেবগণ, বসুগণ, সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিবৃন্দ বিরাজ করিতে-ছেন; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ এবং সপ্তলোকাদি ভুবন তাহার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে! এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বসুন্ধরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। বিস্ময়ে—সাশ্চর্য্যে তিনি নয়ন নিমীলন করিলেন; তাহার পর চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র দেখিতে পাই-লেন শঙ্খচক্র-গদাপাণি নারায়ণ চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসীম অনন্ত মহাসাগরে শেষ-শয়নে শয়ান রহিয়াছেন! তদ্দর্শনে দেবী জগদ্ধাত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদ্‌গদ্‌স্বরে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন——

হে পদ্মপলাশলোচন, পীতাম্বরধর নারায়ণ ! তোমাকে নমস্কার। সুরারি-নিপাতকারিন্ ! পরমাত্মন্ ! হে শেষপর্য্যঙ্ক-শায়িন্ ! তোমাকে নমস্কার। হে মোক্ষকারিন্ ! দেব দেব দামোদর ! হে শঙ্খচক্রগদাধারিন্ ! চতুর্ভুজ নারায়ণ ! তুমি অজ ও অমর ; তোমার নাভিকমলে বিরিঞ্চি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন ; তুমি সকলের ঈশ্বর, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন ! তোমার অধরৌষ্ঠ, পাণিপল্লব ও চরণ সরোজ বিদ্রুমবৎ আরক্ত ; আমি তোমার সেই চরণতলে শরণ লইলাম ; আমাকে ত্রাণ কর। হে জগন্নাথ ! তোমার পূর্ণ নীলাঞ্জন-বর্ণ বরাহরূপ দর্শন করিয়া ভীতা হইয়াছি ; এক্ষণে আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমারে পরিত্রাণ কর ! আমি তোমার চরণে বারম্বার প্রণাম করিতেছি।"

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## আদিভূত-বৃত্তান্ত।
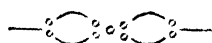
সূত কহিলেন ; হে ব্রহ্মন্ ! জগৎ-চিন্তামণি হরি ধরণীর ভক্তিপূর্ণ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে বরাহরূপ ধারণ-পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন এবং ধরাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে সুশ্রোণি ! এক্ষণে আমি সর্ব্বশাস্ত্রের সার

সংগ্রহ করিয়া পুরাণের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; তুমি তাহা অবহিত মনে শ্রবণ কর।"

বরাহ কহিলেন, "পুরাণ পঞ্চলক্ষণান্বিতঃ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুকীর্ত্তন—এই পাঁচটিই পুরাণের লক্ষণ। হে বরাননে! আমি তোমাকে আদিসর্গের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ কর। ইহাতে দেব ও রাজগণের পবিত্র চরিত যথাক্রমে বর্ণিত হইবে। শোভনে! আমি জীবগণের আত্মাস্বরূপ পরমাত্মা; সৃষ্টিকালে আমি নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হইয়া থাকি। আমার স্বকীয় মায়া লয়প্রাপ্ত হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র মৎস্বরূপ হইয়াছিল, অর্থাৎ তৎকালে অন্য দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই দেখা যায় নাই। সে সময়ে একমাত্র আমিই প্রকাশ পাইয়াছিলাম; সুতরাং স্বয়ং দ্রষ্টা হইলেও অন্য কোন দৃশ্যই দেখিতে পাই নাই। অতএব মায়াদি শক্তি লয়প্রাপ্ত হওয়াতে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃত্বের অভাবে "আপনি যেন নাই" এইরূপ ধারণা হইতে পারে; কিন্তু চিৎশক্তি দেদীপ্যমানা ছিল; এই জন্য আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আমি দ্রষ্টৃস্বরূপ এবং আমার সেই শক্তি কার্য্যকারণরূপা। দেবী! ঐ শক্তিরই নাম মায়া; আমি ইহার দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি। সেই মায়া হইতে মহতের সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর সেই মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উদ্ভূত হইল। সেই অহংবুদ্ধি তিন প্রকার, বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস, ও তামস। সাত্ত্বিক অহঙ্কার সৃষ্টির নিমিত্ত

বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মনঃ উৎপন্ন হইল। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এতদুভয়ই রাজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ; তামসিক অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে শব্দের উৎপত্তি হইল ; এই শব্দ হইতেই আকাশ হইয়াছে; তাহাই আমার লিঙ্গশরীর। অনন্তর কাল ও মায়ার অংশ যোগে আমি আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম ; তাহাতে সেই আকাশ হইতে স্পর্শ জ্ঞান উদ্ভূত ও রূপান্তরিত হইয়া বায়ু সৃষ্টি করিল, অর্থাৎ আকাশ হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র দ্বারা পবনের উৎপত্তি হইল। তাহার পর মহাবল-শালী বায়ু আকাশের সহিত বিকার প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে রূপ-তন্মাত্র দ্বারা তেজের সৃষ্টি হইল ; ভদ্রে সেই তেজই সকল ভুবনের প্রকাশক।

"দেবি ! অনন্তর সেই তেজঃ বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে সলিল সৃষ্ট হইল এবং সেই জল হইতে গন্ধতন্মাত্র দ্বারা তোমাকে সৃষ্টি করিলাম। হে ভূতধাত্রি ! এই সমস্ত ভূত আমার ইচ্ছাক্রমে পরস্পর মিলিত হওয়াতে সমষ্টি ও ব্যষ্টিস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল। সেই অণ্ড বহুসহস্র বর্ষ জলের উপর ভাসমান ছিল; আমি সেই অণ্ডকে সচেতিত করিলাম ; পরে সেই অণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে আমি তাহা হইতে নির্গমনপূর্ব্বক তাহাকে পৃথক করিয়া অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে পবিত্র গর্ব্ভোদক নামে উদক্ সৃষ্টি করিলাম। সেই জলে আমি সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলাম। দেবি ! নার ঐ উদকের নামান্তর ; উহা আমার অয়ন

অর্থাৎ স্থিতি-স্থান হওয়াতে আমার নাম নারায়ণ হইয়াছে।

"দেবি! কল্পে কল্পে আমি এই জলের উপর অনন্ত শেষ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকি। তৎকালে আমার দৃষ্টি সৃষ্টির নিমিত্ত সূক্ষ্ম অর্থে অভিনিবিষ্ট হয়; আমার অন্তরস্থিত সেই সূক্ষ্ম অর্থ কালানুসারে রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত হইয়া পদ্মাকারে মদীয় নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত হইল। বেদময় ব্রহ্মা এই পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলাম। কিন্তু তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রমাগত চিন্তা করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার মহা রোষ সম্ভূত হইল, এবং সেই প্রচণ্ড রোষ হইতে এক নীললোহিত বালক উৎপন্ন হইলেন। উৎপন্ন হইয়াই তিনি ক্রমাগত রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। অনন্তর সেই বালক রোদন সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আমাকে নাম দিন।" তদনুসারে ব্রহ্মা তাঁহার রুদ্র নাম রাখিলেন ও তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে কহিলেন; কিন্তু তিনি অশক্ত হইয়া তপশ্চরণ করিবার নিমিত্ত জলে নিমগ্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা স্বীয় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে অন্য এক প্রজাপতি এবং বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে তাঁহার পত্নী সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রজাপতি সেই ভার্য্যায় স্বায়ম্ভুব মনুকে উৎপাদন করেন। এই মনু হইতেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পৃথিবী কহিলেন, "সুরেশ্বর! কল্পারম্ভে কমলযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপ নরায়ণাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আদিসর্গে

সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট তাহা সবিস্তরে বর্ণন করুন।”

ভগবান কহিলেন, “দেবি! নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা যেরূপে সমস্ত ভূত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তার সহকারে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। অতীব কল্পাবসানে নিশা-যোগে একদা ব্রহ্মা নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সত্বগুণ উদ্রিক্ত হয়; তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, জগৎ-সংসার শূন্য;— কোথাও জীবমাত্রের অস্তিত্ব নাই। হে দেবি! সৃষ্টির অগ্রে আদিস্রষ্টা ব্রহ্মা তমঃ অর্থাৎ স্বরূপের অপ্রকাশ; মোহ অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি; মহামোহ অর্থাৎ ভোগেচ্ছা; তামিস্র অর্থাৎ ক্রোধ ও অন্ধতামিস্র অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু-নাশে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল, এইরূপ বুদ্ধি—এই সকল অজ্ঞানবৃত্তি সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর বৃক্ষলতাদি স্থাবর ও তাহার পর পশ্বাদি তির্য্যগ্‌যোনি সৃষ্ট হইল। কিন্তু প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহাদিগকে অসাধক মনে করিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি ঊর্দ্ধচারিদিগকে সৃষ্টি করিলেন; পুনশ্চ তাঁহাদিগের দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না দেখিয়া তিনি অন্যপ্রকার সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে অর্ব্বাক্‌স্রোত মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হয়। ইহাদের আহার সঞ্চার অধোভাগে হইয়া থাকে। ইহারা রজোগুণ-প্রধান; সুতরাং ইহারা সর্ব্বদা কর্ম্মতৎপর এবং বহুল দুঃখান্বিত। হে সুভগে! এইত নয় প্রকার সৃষ্টির বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। তৎসমুদায়ের মধ্যে প্রথম মহৎ, দ্বিতীয়

পঞ্চতন্মাত্র; তৃতীয় বৈকারিক বা ঐন্দ্রিয়ক। এই তিনটী প্রাকৃত সৃষ্টি; অনন্তর বৈকৃত সৃষ্টির বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ধরণি! বৈকৃত সৃষ্টি পাঁচ প্রকার; যথা, মুখ্য, ইহারা স্থাবর নামে প্রসিদ্ধ,; তাহার পর তির্য্যক্স্রোত। তাহার পর উর্দ্ধস্রোত, ইহা সপ্তম সৃষ্টি: অষ্টম, অনুগ্রহ সৃষ্টি; ইহা সাত্বিক ও তামসিক; নবম কৌমার সর্গ। দেবি! এইত প্রজাপতির নয় প্রকার সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?"

ধরণী কহিলেন, "অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার এই নয় প্রকার সৃষ্টি কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এক্ষণে আপনি তাহা কীর্ত্তন করিয়া অনুগৃহীত করুন।"

বরাহদেব কহিলেন, "দেবি! কমলযোনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রথমে রুদ্রাদি তপোধনগণ; তাহার পর সনক, সনন্দ, সনাতন ও সৎকুমার; তদনন্তর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, নারদ সৃষ্ট হইলেন। ব্রহ্মা সনক প্রভৃতিকে নিবৃত্ত্যাখ্য মার্গে এবং নারদকে মুক্ত করিয়া মরীচি প্রভৃতিকে প্রবৃত্তি ধর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। যিনি প্রজাপতির দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন, তিনিই আদ্য প্রজাপতি; এই নিখিল জগৎ তাঁহারই বংশ। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও বিহগ সকলই প্রজাপতি দক্ষের কন্যা অদিতি হইতে উদ্ভূত; তাহারা সকলেই পরম ধার্ম্মিক। পরমেষ্ঠি পিতামহ ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার কুটিল ভ্রূকুটি-বিকৃত ললাট হইতে রুদ্র নামে যে পুত্র উদ্ভূত হয়েন, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ নর এবং অপরার্দ্ধ নারী দেহ;—দেখিতে অতি

ভয়ঙ্কর। তাঁহার প্রকৃতি অতীব প্রচণ্ড। "নিজ দেহ বিভাগ করিয়া লও" তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা পুনর্ব্বার অন্তর্দ্ধান করিলেন। তদনুসারে রুদ্র পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ দ্বিধা বিভক্ত করিলেন; তাহাতে পুরুষ ও স্ত্রী দুইটী পৃথক্ পৃথক্ দেহ হইল। অনন্তর তিনি পুরুষভাগকে আবার একাদশ ভাগে বিভাগ করিলেন। ইহারা একাদশ রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ। দেবি! এইত আমি রুদ্রসর্গ বর্ণন করিলাম। এক্ষণে অল্প কথায় যুগমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে অনঘে! যুগ চারিটী—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সত্যযুগে যে সমস্ত দেব, অসুর ও রাজগণ প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে প্রথম কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার দুই পুত্র;—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। ইহঁরা উভয়েই তুল্য ধার্ম্মিক ও দেবভক্ত। জ্যেষ্ঠ প্রিয়ব্রত রাজা তপোবলসমন্বিত ও মহাযাজ্ঞিক ছিলেন। তিনি অগণ্য ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভরত প্রভৃতি স্বীয় পুত্রদিগকে সপ্তদ্বীপের সাম্রাজ্যে অভিষেক করিয়া বিশাল বরদায় গমনপূর্ব্বক উৎকট তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন।

"দেবি! রাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়ব্রত এইরূপ কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার দর্শনাভিলাষে তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রিয়ব্রত দেবর্ষিকে দিবাকরের ন্যায় দীপ্তমান তেজে আকাশপথ উদ্ভাসিত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রোত্থান করিলেন

এবং পাদ্যাদি দানে সৎকার করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর পরস্পরে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে রাজা প্রিয়ব্রত ব্রহ্মবাদী নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! এই সত্যযুগে আপনি যদি কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট তাহা বর্ণন করুন।"

নারদ কহিলেন, "প্রিয়ব্রত! আমি এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। গত পরশ্বদিবসে আমি শ্বেতাখ্য দ্বীপে গমন করিয়াছিলাম; তথায় প্রফুল্ল কমলালঙ্কৃত এক বিশাল সরোবর দেখিতে পাইলাম। সেই সরোবর-তীরে এক বিশাললোচনা রমণী নয়নগোচর হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং সেই মধুরভাষিণীকে মধুর কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভদ্রে! তুমি কে? কোথা হইতে এখানে আসিলে? এবং এখানে কি করিতেছ? তোমার অভিপ্রায় কি?" আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই অনবদ্যাঙ্গী কন্যা আমার প্রতি অনিমিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাক অবস্থায় অবস্থিতি করিতে দেখিয়া আমার স্মৃতিশক্তি সহসা বিলুপ্ত হইল; আমি সকল দেব, সমস্ত যোগ, শিক্ষা, বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি সমুদায়ই ভুলিয়া গেলাম। কি আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই কুমারী আমার সমস্ত জ্ঞান হরণ করিলেন! আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত ও শোকাকুল হইলাম; এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া যেমন তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, অমনি তদীয় শরীরে এক দিব্য পুরুষকে দেখিতে পাইলাম; সেই পুরুষের হৃদয়ে অপর একটি

পুরুষ এবং ইহার বক্ষে আবার দ্বাদশাদিত্যের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন একটী রক্তনেত্র পুরুষ দৃষ্ট হইলেন। রাজেন্দ্র! সেই কন্যাশরীরে সেই পুরুষত্রয় দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম, এবং ক্ষণপরে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র দেখিলাম সেই কুমারী একা রহিয়াছেন; কিন্তু সেই পুরুষত্রয়কে আর দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি সেই কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "ভদ্রে! আমার স্মৃতিশক্তি হঠাৎ কেন বিলুপ্ত হইল; তাহার কারণ আমার নিকট প্রকাশ কর।"

কন্যা কহিলেন, "আমি সমস্ত বেদের জননী;—নাম সাবিত্রী। তুমি আমাকে জাননা বলিয়া তোমার বেদজ্ঞান হরণ করিয়া লইয়াছি।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলাম এবং সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শোভনে! তোমার দেহে সেই যে পুরুষত্রয় দৃষ্ট হইলেন, তাঁহারা কে?"

কন্যা কহিলেন, "সেই যে রমণীয় বিগ্রহধারী সর্ব্বাঙ্গবান্ পুরুষ আমার শরীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ ঋগ্বেদ; তাঁহাকে উচ্চারণ করিবামাত্র লোকের পাপ তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহার হৃদয়ে আত্মজরূপে যিনি বিরাজ করিতেছিলেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান সাক্ষাৎ ব্রহ্মা; তিনিই যজুর্ব্বেদ, এবং তাঁহার বক্ষে অবার যিনি আসীন ছিলেন, সেই জ্বলন্ত অনলসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট পুরুষ স্বয়ং রুদ্ররূপী সামবেদ। ইনি আদিত্যের ন্যায় সকল পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই সেই মহাবেদত্রয় ত্রিগু-

ণাত্মক বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই অকারাদি বর্ণমালা এবং বচনসমূহ। এক্ষণে তোমার স্মৃতিশক্তি পুনরুদ্রিক্ত হইল, তুমি ত্রিবেদ ও সর্ব্বশাস্ত্র এবং তোমার সর্ব্বজ্ঞত্ব পুনর্গ্রহণ করিয়া এই বেদ-সরোবরে স্নান কর, তাহা হইলেই তোমার জন্মান্তরীয় কথা মনে পড়িবে। এই কথা বলিয়া বেদমাতা সাবিত্রী অন্তর্দ্ধান করিলেন। অতঃপর আমি সেই বেদসরোবরে স্নান করিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।”

# তৃতীয় অধ্যায়।

## নারদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত।

প্রিয়ব্রত কহিলেন “দেবর্ষে! আপনার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুন।”

নারদ কহিলেন, “রাজেন্দ্র! বেদমাতা সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণে সেই বেদ-সরোবরে স্নান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমার পূর্ব্বজন্মের সমস্ত কাহিনী স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

“মহীপতে! পূর্ব্বে অপর এক সত্যযুগে আমি অবন্তী-পুরে এক ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করি। পিতা আমার নাম

সারস্বত রাখেন; ঈশ্বরানুগ্রহে আমি সমস্ত বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রেই পারদর্শী হইয়াছিলাম। আমার বহু ভৃত্য, পরিবারবর্গ এবং বিপুল ধনধান্যও ছিল; ফলতঃ সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত হইয়া আমি এক প্রকার সুখে জীবন যাপন করিতাম; কিন্তু আমার অন্তঃকরণ সময়ে সময়ে সংসারসুখে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত এবং আমি প্রায়ই ভাবিতাম, "হায়! পরম পদার্থ ভুলিয়া আর কতদিন এই অসার অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখে মগ্ন হইয়া থাকিব; সাংসারিক দ্বন্দ্বে আর কতকাল অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করিব? এই সমস্ত ধন, এই সকল পুত্র-কন্যা, আত্মীয় স্বজন, এই সমুদায় বিষয়-সম্পত্তি লইয়া আমার কি হইবে? অতএব এই সমস্ত অসার পদার্থ ত্যাগ করিয়া পরম পদার্থ হরির চরণতরি-লাভের সোপানস্বরূপ তপস্যায় মনোনিবেশ করি।" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া আমি সমস্ত বিষয়সম্পত্তি পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিলাম এবং তপস্যায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া সত্বর সারস্বত-তীরে উপস্থিত হইলাম। রাজন্! সেই সারস্বত এক্ষণে পুষ্কর নামে প্রসিদ্ধ। সেই পবিত্র সরোবরতীরে গমন করিয়া আমি পরম ভক্তিসহকারে পুরাণপুরুষ সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলাম। তৎকালে আমি নারায়ণাত্মক ব্রহ্মপারময় স্তব জপ করিতেছিলাম, ভক্তানুরক্ত ভগবান্ কেশব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন!"

ব্রহ্মপারময় স্তবের নাম শুনিয়া রাজা প্রিয়ব্রতের মনে অতিশয় কৌতুহল জন্মিল; তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি-

লেন "ব্রহ্মন্! ব্রহ্মপার স্তব কি প্রকার? আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনি তাহা উল্লেখ করুন।"

অনন্তর দেবর্ষি নারদ মোক্ষের পদবীস্বরূপ পরম পবিত্র ব্রহ্মপার স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ;—

("পরং পরাণামমৃতং পুরাণং
পারং পরং বিষ্ণুমনন্তবীর্যম্।
নমামি নিত্যং পুরুষং পুরাণং
পরায়ণং পারগতং পরাণাম্॥
পুরাতনং ত্বং প্রতিমং পুরাণং
পরাপরং পারগমুগ্রতেজসম্।
গম্ভীর-গম্ভীরধিয়াং প্রধানং
নতোঽস্মি দেবং হরিমীশিতারম্॥
পরাৎপরং চাপরমং প্রধানং
পরাস্পদং শুদ্ধপদং বিশালম্।
পরাৎপরেশং পুরুষং পুরাণং
নারায়ণং স্তৌমি বিশুদ্ধভাবঃ॥
পুরা পুরং শূন্যমিদং সসর্জ্জ
তদা স্থিতত্বাৎ পুরুষঃ প্রধানম্।
জনে প্রসিদ্ধঃ শরণং মমাস্তু
নারায়ণো বীতমলঃ পুরাণঃ॥
পারং পরং বিষ্ণুমপাররূপং
পুরাতনং নীতিমতাং প্রধানম্।
ধৃতক্ষমং শান্তিধরং ক্ষিতীশং
শুভং সদা স্তৌমি মহানুভাবম্।

সহস্র মূর্দ্ধানমনন্তপাদ—
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।
তমক্ষরং ক্ষীরসমুদ্রনিদ্রং
নারায়ণং স্তৌম্যমৃতং পরেশম্ ॥
ত্রিবেদগম্যং ত্রিনবৈকমূর্ত্তিং
ত্রিশুক্লসংস্থং ত্রিহুতাশভেদম্ ।
ত্রিতত্ত্বলক্ষ ত্রিযুগং ত্রিনেত্রং
নমামি নারায়ণমপ্রেয়ম্ ॥
কৃতেসিতং রক্তনুং তথাচ
ত্রেতাযুগে পীততনুং পুরাণম্ ।
তথা হরিং দ্বাপরতঃ কলৌচ
কৃষ্ণীকৃতাত্মানমথো নমামি ॥
সসর্জ্জ যো বক্তৃত এব বিপ্রান্
ভুজান্তরে ক্ষত্রমথোরুযুগ্মে ।
বিশঃ পদাগ্রেষু তথৈব শূদ্রান্
নমামি তং বিশ্বতনুং পুরাণম্ ॥
পরাৎপরং পারগতং প্রমেয়ং
যুধাম্পতিং কার্য্যত এব কৃষ্ণম্ ।
গদাসিবর্ম্মণ্যম্নতোত্থপাণিং
নমামি নারায়নমপ্রমেয়ম্ ॥ (১)”

(১) এই স্তবটী অতি প্রাচীন, পবিত্র ও মনোহর; আদিম শব্দালঙ্কারে ইহার যে অনুপম লালিত্য আছে, ভাষান্তরিত হইলে সেরূপ থাকিবার অতি অল্পই সম্ভাবনা; তদ্ব্যতীত অনেকে তাহাতে ইহাকে অপবিত্র বলিয়া মনে করিতে পারেন; এই জন্যই ইহা এস্থানে অবিকল প্রকটিত হইল। পাঠক, ইহার অনুবাদ দেখিতে ইচ্ছা করিলে পরিশিষ্টে পাইবেন।

রাজন্! দেবদেব নারায়ণ মৎকর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং নীরদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বর যাচ্ঞা কর।" তখনই আমি পরম সাযুজ্য প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে আদিদেব সনাতন কহিলেন, "বিপ্র! সংসারে উপরতি হইবা মাত্র তুমি আমাতে লয়প্রাপ্ত হইবে। নার অর্থে পানীয়; বৎস! তুমি তাহা পিতৃলোককে দান করিয়াছ, এই জন্যই তোমার নাম নারদ হইবে।" এই কথা বলিয়া নারায়ণ তখনই অন্তর্দ্ধান করিলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে এই দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার মানসপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

# চতুর্থ অধ্যায়।

## অশ্বশিরা রাজার উপাখ্যান।

পৃথিবী কহিলেন, "ভগবন্! দেবদেব পরমাত্মা নারায়ণ কিরূপে এই বিশ্ব ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আমার বিষম সংশয় হইতেছে; অতএব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ছেদন করুন।"

বরাহদেব কহিলেন, 'দেবি! নারায়ণের দশ অবতার;—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম,

কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী। যাহারা সেই ভগবানের চরণকমল দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, এই দশমূর্ত্তি তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির সোপান স্বরূপ। তিনি ঐ সকল অবতার মূর্ত্তিতেই সকলের নয়নগোচর হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার যে পরম রূপ, দেবতারাও তাহা দেখিতে পান না। আমাদের স্বরূপেই তিনি বিশ্বের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। ধরণি! তুমিই সেই পরমাত্মার আদ্য মূর্ত্তি; সলিল দ্বিতীয়; তৃতীয় তেজোমূর্ত্তি; চতুর্থ বায়ুমূর্ত্তি; আকাশ পঞ্চম মূর্ত্তি; সূর্য্য ষষ্ঠ; চন্দ্র সপ্তম এবং তপস্যা অষ্টম মূর্ত্তি। এই অষ্ট মূর্ত্তিতেই ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে তোমার আর কি শুনিতে বাসনা, তাহা বল।"

পৃথিবী কহিলেন, 'প্রভো! রাজা প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদের নিকট সেই অত্যাশ্চর্য্যকর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি করিলেন, ; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুন।"

বরাহদেব কহিলেন, "দেবি! রাজা প্রিয়ব্রত নারদের নিকট সেই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং তোমাকে অর্থাৎ সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরাকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় পুত্রদিগকে প্রদান পূর্ব্বক তপস্যার্থ বন গমন করিলেন। নারায়ণের প্রতি তাঁহার দৃঢ়া মতি,—অচলা ভক্তি,—অটল বিশ্বাস। হরির চরণে শরণ লইয়া একান্তমনে তাঁহার পবিত্র নাম জপ করিতে করিতে তিনি পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন। হে বরারোহে! অপার করুণাসিন্ধু ভক্তবৎসল ভগবানের অনুপম চরিত্রের আর একটী বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে

অশ্বশিরা নামে এক পরম ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি বহুল দক্ষিণা দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক অবভৃথ স্নানান্তে একদা ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে যোগীশ্বর ভগবান্ কপিল ও যোগিরাজ জৈগীষব্য আগমন করিলেন। তাঁহাদের দুইজনকে সমাগত দেখিয়া রাজা অশ্বশিরা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং পাদ্যার্ঘ ও আসন দানে তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিয়া মনে মনে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। অনন্তর সেই তীক্ষবুদ্ধি মুনিদ্বয়ের শ্রান্তি অপগত হইলে রাজা যথাকালে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনারা উভয়েই পরম প্রাজ্ঞ, এক্ষণে এক বিষয়ে আমাদের সংশয় হইয়াছে;—পরব্রহ্ম নারায়ণকে কি প্রকারে আরাধনা করিলে তাঁহার প্রীতিলাভ করিতে পারা যায়; করুণা করিয়া তাহাই এক্ষণে আমাকে বলিয়া সংশয় দূর করুন।"

বিপ্রদ্বয় কহিলেন, "রাজন্। তুমি কাহাকে পরম পুরুষ নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ! আমরাই ত দুইজনে নারায়ণ হরি; অদ্য তোমার প্রত্যক্ষীভূত হইলাম।"

রাজা কহিলেন, "আপনারা উভয়েই সিদ্ধ ব্রাহ্মণ; তপস্যাদ্বারা আপনাদের পাপরাশি বিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু "আমরা উভয়েই নারায়ণ" এরূপ বিচিত্র কথা আপনারা কেন বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না! দেবদেব জনার্দ্দন নারায়ণ চতুর্ভুজ; তাঁহার চতুর্হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভমান; পরিধান পীত বসন; মস্তকে অপূর্ব্ব কিরীট শোভমান;

গরুড় তাঁহার বাহন। বলুন দেখি, তাঁহার সদৃশ প্রভাব-শালী এই ত্রিজগতে কে আছে?" রাজার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সেই শংসিতব্রত ব্রাহ্মণযুগল হাস্য করিয়া কহি-লেন, "রাজন্! এই বিষ্ণু দর্শন কর।" তখনই মহাত্মা কপিল শঙ্খ, চক্র গদাধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং মহামুনি জৈগীষব্য গরুড় হইয়া তাঁহার চরণ-তলে অবস্থিত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। মহাযশস্বী রাজা অশ্বশিরা কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় নম্রবচনে কহিলেন' "হে ব্রাহ্মণদ্বয়! ক্ষান্ত হউন; ভগবান্ বিষ্ণু এরূপ নহেন। একার্ণবীভূত সলিলরাশির উপর শেষ-শয়নে যিনি শয়ান হইলে ব্রহ্মা যাঁহার নাভিনলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই জগন্ময় বিষ্ণু এরূপ নহেন।"

রাজা অশ্বশিরার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া যোগমায়া-বিশা-রদ সেই মুনিপুঙ্গবদ্বয় উৎকট মায়া রচনা করিলেন। সেই মহামায়া-প্রভাবে কপিল পদ্মনাভ বিষ্ণু এবং জৈগীষব্য প্রজা-পতি ব্রহ্মা রূপে প্রতীয়মান হইলেন; ব্রহ্মার ক্রোড়ে রুদ্র শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা সেই কালাগ্নি সদৃশ দ্যুতিমান্ রক্তলোচন রুদ্রকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! ইহা যোগিগণের মায়া; ভগবান্ জগন্ময় বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী; তিনি সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজ করিতেছেন।" রাজা অশ্বশিরার ঐ কথা শেষ হইতে না হইতে সেই রাজ-বাটীর সর্ব্বত্র কোটি কোটি যুক, মৎকুন, মশক, ভ্রমর, বিহঙ্গ, উরগ, তুরঙ্গ, ধেনু, ও মাতঙ্গ, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল,

মৃগ, অন্যান্য নানাবিধ পশু, নানাবিধ কীট পতঙ্গ এবং গ্রাম্য ও বন্য পশু লক্ষিত হইল। এই অদ্ভুত ভূতসংঘ দর্শন করিয়া রাজা অশ্বশিরা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার জ্ঞান হইল যে, ইহা মহাত্মা কপিল ও জৈগীষব্যের মাহাত্ম্য। অনন্তর তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় নম্র বচনে ভক্তিসহকারে সেই ঋষিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠদ্বয়! ইহা কি?"

দ্বিজদ্বয় কহিলেন, "রাজন্! পৃথিবীতলে বিষ্ণুকে কিরূপ পূজা করিতে হয় এবং কি উপায়ে বা তাঁহাকে সহজে লাভ করিতে পারা যায়, তাহা তুমি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই জন্য তাহা আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম। নরনাথ! এই যে সমস্ত প্রপঞ্চ দর্শন করিলে, ইহা সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষের গুণ। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণ কামরূপ; তিনি নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া আছেন। তিনি সকলেরই শরীরে বিরাজ করিতেছেন; ভক্তিসহকারে দেখিলে নিজের শরীরেই সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজন্! আমাদিগের দুইজনের প্রতি যাহাতে তোমার বিশ্বাস হয়, এই কারণে আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম। তুমি যে, এইমাত্র ইতস্ততঃ কোটি কোটি জীবজন্তু দর্শন করিলে, তৎসমুদায়ই বিষ্ণুময়, এক্ষণে সেই বিষ্ণুকে সর্ব্বময় পরমেশ্বররূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রতি দৃঢ়া ভক্তি কর। তাঁহা অপেক্ষা আর কিছুই উৎকৃষ্টতর নাই, তাঁহার সদৃশও কিছুই নাই; এই ভাবে তাঁহার সেবা করিবে। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে পরিপূর্ণ

ভাবিয়া ধূপাদি গন্ধদ্রব্য, বিবিধ পূজোপহার, ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তি-বিধান দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে; তাহা হইলেই তাঁহাকে সহজে লাভ করিতে পারিবে।”

# পঞ্চম অধ্যায়

—()—

## রাজা অশ্বশিরার মোক্ষলাভ।

অশ্বশিরা কহিলেন, “আপনারা পরম জ্ঞানী ও মীমাংসক; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমার একটী সন্দেহ ছেদন করিয়া দিউন। সেই সংশয় ছিন্ন হইলেই আমার সংসার-পাশ বিচ্ছিন্ন হইবে।” যোগিবর ধর্ম্মাত্মা কপিল যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ সেই নৃপতির এ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন “রাজন্! তোমার মনোমধ্যে কি সন্দেহ স্থান পাইয়াছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর; অচিরে এখনই তাহা ছেদন করিয়া অভীষ্ট বিষয় বর্ণন করিব।”

মহর্ষি কপিলের এই সুমধুর আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অশ্বশিরা কহিলেন “মুনে! কর্ম্ম না, জ্ঞান সাহায্যে মোক্ষলাভ করা যায়? ফলতঃ এই দুয়ের মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মোক্ষ সুলভ, আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।”

কপিল দেব কহিলেন "রাজন্! তুমি আমাকে এক্ষণে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র রৈভ্য ও মহীপতি বসু সুরগুরু বৃহস্পতিকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মহারাজা বসু, চাক্ষুষ মনুর মন্বন্তরে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি পরম বিদ্বান্ ও দানপতি নরেন্দ্র ছিলেন। ব্রহ্মার বংশ তাঁহা দ্বারা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরে একদা রাজা বসু ব্রহ্মার পাদপদ্ম দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তদীয় নিকেতনে গমন করেন; পথিমধ্যে বিদ্যাধরশ্রেষ্ঠ চৈত্ররথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বসু তাঁহাকে ব্রহ্মার অবসরের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে চৈত্ররথ উত্তর করিলেন "ব্রহ্মার গৃহে এখন ইন্দ্র অবস্থিতি করিতেছেন।" তৎশ্রবণে রাজা বসু কমলযোনির ভবনদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে মহাতপা রৈভ্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বসুর আনন্দ হইল। তিনি সেই মুনিকে পরম প্রীতি সহকারে পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনে! কোথায় যাইতেছেন?" রৈভ্য কহিলেন, "মহারাজ! কোন একটী গুরুতর বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমি সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহারই নিকট হইতে আসিতেছি।" রৈভ্যের এই কথা শেষ হইতে না হইতে অমরগণ ব্রহ্মার আবাসভবন হইতে প্রস্থান করিলেন এবং বৃহস্পতি রাজা বসু ও রৈভের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বসু ও রৈভ্য তাঁহার পূজা করিলে তিনি তাঁহাদিগের উভয়ের সহিত স্বভবনে আগমন করিলেন।

তথায় সকলে যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলে বৃহস্পতি রৈভ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বেদবেদাঙ্গপরাগ মহাভাগ আমাকে কি করিতে হইবে বল ?"

রৈভ্য কহিলেন "বৃহস্পতে ! আমার একটী বিষয়ে সংশয় হইতেছে ;—কর্ম্ম দ্বারা, না জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায় ? প্রভো ! আমার এই সংশয় চ্ছেদন করুন।"

বৃহস্পতি কহিলেন, "দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পুরুষ যে কোন কর্ম্ম করুক না কেন, যদি সে তৎসমস্তই নারায়ণে অর্পণ করে, তাহা হইলে তাহাকে তজ্জনিত ফলাফলে লিপ্ত হইতে হয় না। এস্থলে আমি তোমাদিগকে একটী উদাহরণ বলিতেছি ; ইহা শ্রবণ করিলে এই সমস্যা বিশদ হইয়া পড়িবে। পুরাকালে অত্রিগোত্র সম্ভূত সংযমননামে এক পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিত্য প্রাতঃস্নান ও ব্রতধারণ পূর্ব্বক তপশ্চরণ ও বেদাভ্যাস করিতেন। একদা সর্ব্বকল্যাণদায়িনী ভাগীরথীর পবিত্র জলে স্নান করিবার নিমিত্ত তিনি ধর্ম্মারণ্যে আগমন করিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে একদল হরিণ তাঁহার নয়ন গোচর হইল। ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক বিচক্ষণ ব্যাধ ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া সেই মৃগযূথকে বধ করিবার নিমিত্ত উদ্যত রহিয়াছে। সেই ব্যাধের নাম নিষ্ঠুরক। হে রাজন্ ! সংযমন সেই ব্যাধকে মৃগবধে উদ্যত দেখিয়া এই বলিয়া নিবারণ করিলেন "ভদ্র ! জীবহত্যা করিওনা। জীবনাশে তোমার কি

লাভ হইবে ?” মুনির এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ব্যাধ হাস্য করিয়া কহিল, “মুনে ! আমি জীবকুলকে হত্যা করিনা; মায়াবী যেমন মন্ত্র দ্বারা নির্জ্জীব মৃতপুত্তলিকে সজীব করিয়া ক্রীড়া করে, সাক্ষাৎ পরমাত্মা নারায়ণ সেইরূপ এই সমস্ত প্রাণীদ্বারা লীলা করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্ ! যাঁহারা মোক্ষ-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অহংভাব বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য; “আমি, আমার” ইত্যাদি ভাব জীবের যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ সে কিছুতেই মোক্ষলাভ করিতে পারিবে না।” লুব্ধকের মুখে এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বিপ্রেন্দ্র সংযমন বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “হে ভদ্র ! এই প্রত্যক্ষ হেতুময় বাক্য তুমি কোথায় শিখিলে ? ইহার অর্থ কি ?” ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মজ্ঞ নিষ্ঠুরক একখানি লৌহজাল প্রস্তুত করিল এবং তাহার নিম্নভাগে কাষ্ঠভার স্থাপন পূর্ব্বক সংযমনের হস্তে অগ্নি ন্যস্ত করিয়া কহিল, “আপনি এই কাষ্ঠ গুলিতে অগ্নি সংযোগ করুন।” তদনুসারে বিপ্র ফুৎকার দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। এইরূপে জাল নিম্নস্থ অনল প্রজ্জ্বলিত হইলে সেই জালের প্রত্যেক গবাক্ষ দিয়া কাদম্বিগোলবৎ এক একটী শিখা পৃথক্ পৃথক্ বহির্গত হইতে লাগিল ; অতএব বহ্নি একমাত্র হইলেও সেই জাল-ছিদ্র দ্বারা সহস্র-রূপে প্রকাশমান হইল। অনন্তর ব্যাধ কহিল “মুনে ! আপনি একটী শিখা গ্রহণ করুন ; আমি অবশিষ্ট সমস্ত শিখা নিবাইয়া দিতেছি।” এই কথা বলিয়া নিষ্ঠুরক সেই অনলের উপরিভাগে এক কলসী জল নিক্ষেপ করিল ; তখনই অনল নির্ব্বাণ হইয়া গেল।

অনন্তর ব্যাধ সেই বিপ্রকে কহিল, "ভগবন্! আপনি যে অগ্নিশিখা রক্ষা করিতেছিলেন, সেইটী আমাকে অর্পণ করুন; আমি তাহাতে এই সমস্ত মাংস পাক করিয়া ভক্ষণ করি।" ব্রাহ্মণ সেই লৌহজালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা-মাত্র দেখিতে পাইলেন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে; তদ্দর্শনে তিনি অপ্রতিভ হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। তখন লুব্ধক তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিল, "হে দ্বিজোত্তম! এই জালের নিম্নভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ইহার সহস্র সহস্র গবাক্ষ দ্বারা সহস্র সহস্র ভাবে প্রতীয়মান হইয়াছিল; কিন্তু সেই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ শিখার মূলস্বরূপ অগ্নি নির্ব্বাণ হওয়াতে সেই সমস্ত শিখাও যেমন অদৃশ্য হইয়াছে, সেইরূপ এই আত্মাকে জানিবেন। আত্মা এক—অভিন্ন। পাত্রভেদে ইনি পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মন্! এ পৃথিবীতে কেহ কাহাকে বধ করিতে পারে না; ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রী পুরুষাকার ধারণ করে; তাহাদের পরস্পরের সংসর্গে আবার অন্য স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এইরূপে সৃষ্টি সাধিত হয়। ঐ সমস্ত ভূত পালকের আকারে পরিণত হইলেই তদ্দ্বারা স্থিতি এবং হন্তার আকার ধারণ করিলেই তদ্দ্বারা সংহার হইয়া থাকে। কিন্তু এই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য পর-মাত্মার মায়া দ্বারা গুণ সমূহের পরস্পরের সম্বন্ধ বশতঃ হইয়া থাকে।"

অনন্তর যোগীশ্বর কপিল রাজা অশ্বশিরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজোত্তম! সেই পরম ধার্ম্মিক

ব্যাধ এই কথা বলিবামাত্র আকাশ হইতে তাহার মস্তকোপরি পুষ্প বৃষ্টি হইল। দ্বিজবর সংবরণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, স্বর্গলোক হইতে নানা-রত্ন-শোভিত অসংখ্য দিব্য বিমান নামিয়া আসিতেছে; এবং সেই সমস্ত দেবযানের প্রত্যেকটিতেই তিনি কামরূপী লুব্ধককে একরূপ মূর্ত্তিতেই অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান সঞ্জাত হইল: তিনি পরমানন্দ লাভ করিয়া নিজ আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। রাজন্! সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট এই পরমার্থময় উদাহরণ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি রৈভ্য ও রাজা বসুর সন্দেহ নিরস্ত হইল; তাঁহারা তথা হইতে বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। অতএব, মহারাজ! তুমি সেই পরম প্রভু নারায়ণকে স্বদেহে অভেদ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাঁহার আরাধনা কর।"

যোগীবর কপিলের এই কথা শ্রবণে রাজা অশ্বশিরার সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থূলশিরাকে স্বরাজ্যে অভিষেক করিয়া তপস্যার্থ পরম পবিত্র নৈমিষারণ্যে প্রবেশ করিলেন; তথায় যজ্ঞতনু যজ্ঞেশ্বর হরিকে যজ্ঞমূর্ত্তি স্তব দ্বারা নিত্য আরাধনা করিয়া অন্তে পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

পৃথিবী কহিলেন, "ভগবন্! রাজা অশ্বশিরা যে যজ্ঞমূর্ত্তি স্তব দ্বারা নারায়ণের প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।"

বরাহদেব কহিলেন; "যিনি একও অদ্বিতীয় হইয়াও ত্রিগুণভেদে ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজ করেন; সূর্য্য, চন্দ্র, হুতাশন,

মরুদ্গণ যাঁহার রূপান্তর ; সেই যজ্ঞতনু যজ্ঞেশ্বর হরিকে নমস্কার করি। যাঁহার দংষ্ট্রা অতি ভীষণ ; সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার দুইটী চক্ষু ; সম্বৎসর যাঁহার কুক্ষি ; কুশাদি যাঁহার তনূরূহ ; সেই সনাতন যজ্ঞনর যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার করি। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও দিক্ সকল যাঁহার বিরাট তনু দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ; এই সমস্ত জগৎ যাঁহা কর্ত্তৃক প্রসূত ; সেই সকলের পূজনীয় পরমেশ্বরকে আমি নিত্য নমস্কার করি। যিনি জন্মরহিত হইয়াও দেবতাদিগের রক্ষা এবং অধর্ম্মাচারী অসুরদিগের সংহার করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে আত্মমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ; সেই যজ্ঞমূর্ত্তি যজ্ঞেশ্বরকে আমি সতত প্রণাম করি। দৈত্যকুল নাশের নিমিত্ত যিনি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্খচক্রাদি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞতনুর চরণতলে যেন প্রতিনিয়ত আমার মতি থাকে। যিনি কখন সহস্র শির কখন পর্ব্বত সদৃশ বিরাট তনু, আবার কখন বা ত্রসরেণু তুল্য অতি সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, সেই যজ্ঞনর যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার। যিনি চতুর্ভুজ ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, চক্রপাণি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে সমস্ত পালন করিতেছেন এবং কালানল সদৃশ ভীষণ রুদ্ররূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করিতেছেন, সেই দেব-দেব জগন্নাথ যজ্ঞপুরুষকে নমস্কার। সংসার-চক্র যাঁহার ঈঙ্গিতমাত্রে পরিচালিত হইতেছে ; যিনি যোগিগণের ধেয়স্বরূপ পরম পদার্থ ; সেই পুরাণ পুরুষ সর্ব্বব্যাপী যজ্ঞ-মূর্ত্তির চরণতলে আমি নিত্য প্রণাম করি। প্রভো ! তুমিই সকলের ঈশ্বর। আমি মনঃপ্রাণ সমস্তই তোমাকে

অর্পণ করিয়াছি; তুমি ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই; অতএব আমাকে ত্রাণ করুন।” দেবি! বসুন্ধরে! রাজা অশ্বশিরা এইরূপে স্তব করিবামাত্র তাঁহার সম্মুখে প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ একটী প্রচণ্ড তেজ আবির্ভূত হইল। রাজা তখনই সেই তেজোমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরম মোক্ষ লাভ করিলেন।

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

—()—

## বসুরাজার উপাখ্যান।

পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্! রাজা বসু ও মুনিসত্তম রৈভ্য সুরগুরু বৃহস্পতির বাক্যে সন্দেহচ্ছেদ করিয়া কি করিলেন?” বরাহদেব কহিলেন, “দেবি! সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি বসু স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিয়া যথানিয়মে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভূরিদক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইলে তাঁহার রাজ্যভোগে ক্রমে বিতৃষ্ণা জন্মিল; চিত্ত নিবৃত্তিমার্গে ধাবিত হইল; তিনি সংসার হইতে অবসর লইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন এবং শত পুত্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিবস্বান্‌কে রাজ্যে অভিষেক করিয়া তপোবনের শান্তিনিকেতনে আশ্রয়

গ্রহণ করিলেন। যে পুষ্কর সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ; বিষ্ণু-পরায়ণ ব্যক্তিরা যেখানে ভগবানের পুণ্ডরীকাক্ষ নামক মূর্ত্তিকে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া থাকে; কাশ্মীরাধিপতি রাজা বসু সেই তীর্থশ্রেষ্ঠ পুষ্করে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় স্বীয় শরীর শোষণ করিলেন। ভগবতি! রাজা বসু পুণ্ডরীকাক্ষপার নামক পবিত্র স্তব পাঠ করিয়া ভগবান নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং স্তোত্রান্তে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধরণী কহিলেন, "পরমেশ্বর! পুণ্ডরীকাক্ষপার স্তব কি প্রকার? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।" অনন্তর আদিদেব বরাহ পরম পবিত্র পুণ্ডরীকাক্ষপার স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন;—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মধুসূদন! সর্ব্বলোকেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। হে তিগ্মচক্রিন্! সর্ব্বতেজোময়, সর্ব্বশক্তিমান্ বরদ! এ বিশ্ব তোমারই মূর্ত্তি; তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা; তোমা ব্যতীত কিছুই নাই; প্রভো! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আদিদেব, তুমিই মহাদেব; কি বেদ, বেদাঙ্গ, কিছু দ্বারাই তোমার অন্ত জানা যায় না; তুমি বেদবেদাঙ্গের অতীত; তোমাকে নমস্কার। হে কমলাকান্ত কমলেক্ষণ! তোমার সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু; তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছ; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকলের শরণ্য। হে লোক-শরণ! হে বিষ্ণো! জিষ্ণো! হে দেবদেব সনাতন! মুরারে! নীল নীরদতুল্য তোমার দেহকান্তি অতি মনোরম; আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

তুমি জন্মরহিত, কর্ম্মরহিত ; অন্তহীন ; সগুণ হইয়াও নির্গুণ তোমা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখিতে পাইনা ; যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই তোমাকে পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতে দেখিতে পাই ; হরি ! তোমাকে বারবার নমস্কার।" দেবি ! রাজা বসু এইরূপ স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দেহ হইতে এক ভীমাকার পুরুষ নির্গত হইল। তাহার দেহ খর্ব্ব, বর্ণ গাঢ় নীল ; নয়নযুগল আরক্ত এবং বদনমণ্ডল অতি ভয়ঙ্কর ! সেই ভীষণাকার পুরুষ রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল 'রাজন্ ! কি করিব, আদেশ করুন।'

রাজা কহিলেন, "হে ব্যাধ ! তুমি কে ? কোথা হইতে আসিতেছ ? এখানেই বা কি প্রয়োজন ?"

ব্যাধ কহিল "রাজন্ ! পূর্ব্ব কলিযুগে তুমি সোমবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। দক্ষিণাপথে তোমার রাজ্য ছিল। তোমার রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা দেখিয়া লোকে তোমাকে অতি বিচক্ষণ নরপতি বলিয়া প্রশংসা করিত। একদা তুমি বহু অশ্বরোহী পুরুষে পরিবৃত হইয়া শ্বাপদকুল সংহার করিবার নিমিত্ত অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে, তথায় মৃগবেশধারী এক মুনি তোমার হস্তস্থিত দণ্ডাঘাতে ভূপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। "হরিণ মারিলাম" মনে করিয়া তুমি আনন্দভরে তদভিমুখে ধাবমান হইলে ; কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিলে, মৃগবেশী মুনি তোমার দণ্ডাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া গিরি-প্রস্রবণে পতিত রহিয়াছেন ; তখন তোমার ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।

দুঃখে—বিষাদে—দারুণ মনোবেদনায় নিরতিশয় কাতর হইয়া তুমি গৃহে প্রত্যাগত হইলে এবং কিসে সেই ভয়াবহ ব্রহ্ম-হত্যা পাতক হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলে। হে রাজন্! তৎকালে তোমার অন্য চিন্তা ছিল না; সতত শয়ন করিয়াও তুমি ঐ দারুণ চিন্তানলে দগ্ধ হইতে থাকিতে। এইরূপ কয়েক দিবস অতীত হইলে একদা তুমি ভাবিলে, যে কার্য্য দ্বারা আমি এই ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি পাই, এক্ষণে আমাকে তাহাই করিতে হইবে।

"মহারাজ! অনন্তর সর্ব্বকল্যাণপ্রদ নারায়ণের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া শুভা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া রহিলে এবং নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত সুবর্ণ ও বহু গাভী দান করিলে; কিন্তু সেই ব্রত সম্পূর্ণ হইতে না হইতে উদর-শূলে তোমার মৃত্যু হইল। দ্বাদশীব্রত সমাপ্ত না হওয়াতে তুমি অমুক্ত হইয়া রহিলে; তোমার পত্নী নারায়ণী তোমার সহিত সহমরণে উদ্যত হইলেও তোমার উদ্ধারের জন্য ব্রত উজ্জাপন করিলেন; তাহাতেই তোমার সদ্গতি লাভ হইল। রাজন্! মরণান্তে বিষ্ণু-ভবনে তুমি এক কল্প অতি-বাহিত করিয়াছিলে; আমি তখনও তোমার দেহে ছিলাম, সেই জন্য সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তৎকালে আমার মনোমধ্যে একান্ত অভিলাষ ছিল যে, মহাঘোর ব্রহ্মগ্রহ হইয়া তোমার ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপের নিমিত্ত পীড়ন করিয়া তোমার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করি। এমন সময়ে বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া আমাকে মুষল দ্বারা নিদারুণ আঘাত করিতে

লাগিলেন; তাঁহাদের প্রহারে আমি অতিশয় নিপীড়িত হইয়া তোমার রোমকূপ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িলাম।

"হে রাজন্! তুমি স্বর্গ গমন করিলেও আমি স্বীয় তেজঃ প্রভাবে তোমার অঙ্গে অবস্থিত রহিলাম। এই-রূপে বহুদিন অতীত হইলে ক্রমে ব্রহ্মার দিবাকল্প অতি-ক্রান্ত হইয়া রাত্রি আসিল। এক্ষণে তুমি কৃতযুগে আদি-সর্গে কাশ্মীরাধিপতি সুমনার গৃহে তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলে। অধুনা তুমি যে, পুণ্ডরীকাক্ষ-পার স্তব পাঠ করিলে, তাহার প্রভাবে আমি তোমার রোমসমূহ পরিত্যাগ করিয়া একীভূত হইলাম এবং ব্যাধরূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিলাম। আমি নিতান্ত পাপী; সেই পাপ-মূর্ত্তিতে ভগবানের পবিত্র স্তোত্র শ্রবণ করিয়া মুক্তি লাভ করিলাম; আমার ধর্ম্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে।"

ব্যাধের ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বসু সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং যারপরনাই প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "ব্যাধ তোমার দ্বারা যখন জন্মান্তরীণ ব্যাপার আমার স্মৃতিপথে পুনরুদিত হইল, তখন আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, আমার প্রভাবে তুমি ধর্ম্মব্যাধ হইবে। আর যে ব্যক্তি এই পরম পবিত্র পুণ্ডরীকাক্ষ-পার স্তোত্র শ্রবণ করিবে, সে পুষ্করতীর্থে বিধিবৎ স্নানের ফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে।"

বরাহদেব কহিলেন, "ভূতধারিণি! রাজা বসু ব্যাধকে এই কথা বলিয়া উৎকৃষ্ট বিমানে অরেহোন পূর্ব্বক স্বীয় তেজে সর্ব্বদিক্ আলোকিত করিতে করিতে স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

---

# সপ্তম অধ্যায়।

---o---

## রৈভ্য চরিত।

বসুন্ধরা কহিলেন, "ভগবন্! সেই মুনিশার্দ্দূল রৈভ্য কাশ্মীররাজ সিদ্ধ বসুর ঐ সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কি করিলেন, তদ্বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।"

বরাহদেব কহিলেন, "দেবি! মুনিশ্রেষ্ঠ তপোধন রৈভ্য সিদ্ধ বসুর নিকট ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম পবিত্র পিতৃতীর্থ গয়াধামে আগমন করিলেন এবং তথায় পিণ্ড দানে পিতৃলোকের তৃপ্তিবিধান করিয়া দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বসুমতি! ধীমান্ রৈভ্য সেইরূপে কঠোর তপশ্চরণ করিতেছেন, এমন সময়ে একদা মহাযোগী সনৎকুমার অতি দীপ্তিমান্ বিমানে আরোহণ করিয়া তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। সেই তেজঃপুঞ্জ পরম পুরুষ ত্রসরেণু সমান অতি সূক্ষ্ম বিমানে পরমাণু প্রমাণ দেহ ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিয়া কহিলেন, "রৈভ্য! কি নিমিত্ত এই অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ?" এই কথা বলিয়া তিনি দিবাকর সদৃশ তেজোময় বিমানে যুগপৎ ভূতল ও বিষ্ণুভবন

ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। মুনিবর রৈভ্য তদ্দর্শনে যারপরনাই বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মহাযোগিন্! আপনি কে?"

পুরুষ কহিলেন, "আমার নাম সনৎকুমার। আমি ব্রহ্মার মানসপুত্র; রুদ্রের কনিষ্ঠ। আমি জনলোকে বাস করিয়া থাকি। তপোধন! তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়া আমি তোমার নিকট আগমন করিলাম। বৎস! তুমি সর্ব্বতোভাবে ধন্য; কেননা তোমার দ্বারা ব্রহ্মার কুল বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

রৈভ্য কহিলেন, "হে বিশ্বরূপ! যোগিবর! আপনাকে নমস্কার! আমার প্রতি দয়া করুন। আমি এমন কি মহৎ কার্য্য করিয়াছি যে, আপনি আমাকে ধন্য বলিয়া প্রশংসা করিলেন?"

সনৎকুমার কহিলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি পরম পবিত্র পিতৃতীর্থ গয়াধামে আগমন করিয়া যজ্ঞ, ব্রত, জপ ও হোম দ্বারা পিণ্ডদানে পিতৃলোকের তৃপ্তিবিধান করিয়াছ; অতএব তুমি ধন্য। এ সম্বন্ধে আমি একটী ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে বিশাল নগরীতে বিশাল নামে এক নরপতি বাস করিতেন। তিনি ধীর, শান্তস্বভাব ও ধৃতিমান। একদা তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্র হইবে কি না?" [illegible] বিপ্রগণ কহিলেন, "রাজন্! পবিত্র গয়াধামে গমন পূর্ব্বক পিণ্ডদানে আপনি পিতৃলোকের তৃপ্তিবিধান করুন; তাহা হইলেই পুত্র লাভ করিবেন। আপনার সেই পুত্র সকল

নৃপতির শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান দাতা হইবেন।" ব্রাহ্মণদিগের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া বিশালাধিপতি রাজা বিশাল পিতৃতীর্থ গয়াধামে উপস্থিত হইলেন এবং মাসে মাসে যথাবিধানে ভক্তিসহকারে পিণ্ডদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিণ্ডদান কার্য্য সমাপ্ত হইলে রাজা বিশাল আকাশমার্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তিনটী মূর্ত্তি আকাশপথ আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সিত, একজন অসিত এবং অপর ব্যক্তি রক্তবর্ণ। রাজা বিশাল এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কহিলেন, "এসব কি ?"

সিত ব্যক্তি কহিলেন, "তাত ! আমি তোমার জনক ; তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র ; আর এই যাঁহাকে রক্তবর্ণ দেখিতেছ, ইনি আমার পিতা। নাম অধীশ্বর ; ইনি ঘোর পাতকী। এই নৃশংস ব্যক্তি জীবিতকালে কত নরহত্যা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কৃষ্ণ বর্ণ পুরুষ ; ইহাঁরই পিতা অর্থাৎ আমার পিতামহ। ইহাঁর নাম কৃষ্ণ। ইনি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহার কার্য্যও সেইরূপ। ইহার হস্তে পুরাকালে অনেক ঋষি নিহত হইয়াছে। বৎস ! ইহারা দুই জনেই মরণান্তে মহারৌদ্র অবীচিনামক নরক-কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আমি স্বীয় শুদ্ধতার হেতু দুর্লভ শক্রাসন লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার পিণ্ডদান প্রভাবে ইহারা দুইজনেই দুস্তর নরক হইতে মুক্তি লাভ করিল। হে অরিন্দম ! তোমার প্রদত্ত এই জল দ্বারা আমি পিতৃপিতামহদিগকে তৃপ্ত করিলাম। সেই জন্যই অদ্য আমরা সকলে এক সময়ে একত্রে মিলিত হইলাম।

এক্ষণে তীর্থ মাহাত্ম্যে নিশ্চয়ই পিতৃলোকে গমন করিতে পারিব। দেখ, এই তীর্থের কি অপার মহিমা! তোমার এই পিতৃপিতামহদ্বয় ঘোরতর পাপানুষ্ঠান বশতঃ নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তোমার পিণ্ডদান প্রভাবে উভয়েই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন। এই পবিত্র গয়াতীর্থের এমনই প্রভাব যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘ্ন, তাহার পুত্র এখানে আসিয়া পিণ্ডদান করিলে সেই ব্রহ্মঘাতী পিতাকে উদ্ধার করিতে পারে। এই কারণে আমি ইহাঁদেব উভয়কে লইয়া তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত এই তীর্থে আসিয়াছি। এক্ষণে আমি বিদায় হইলাম।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহাযোগী সনৎকুমার মহর্ষি রৈভ্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রৈভ্য! এই জন্যই আমি তোমাকে ধন্য বলিতেছি। দেখ, এই পবিত্র গয়াতীর্থে আগমন করিয়া পিণ্ডদান করা সকলের ভাগ্যে হইয়া উঠে না; কিন্তু তুমি মহাভাগ্যবান্, সেই জন্য এখানে আসিতে পারিয়াছ এবং আসিয়া পিণ্ডদানে পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন করিয়া সাক্ষাৎ গদাধর নারায়ণকে দর্শন করিয়াছ। দ্বিজোত্তম! এই তীর্থে ভগবান্ বিষ্ণু গদাধারণ করিয়া সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন, এই জন্য ইহা জগতে প্রসিদ্ধ এবং পরম পবিত্র।" এই কথা বলিয়া মহাযোগী সনৎকুমার সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। রৈভ্যও গদাপাণি হরির স্তোত্র পাঠ করিলেন, "যাহার পদারবিন্দ স্মরণ করিবামাত্র সকল অমঙ্গল ও সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়; দেবতারা সর্ব্বদা যাঁহার সেবা ও আরাধনা করিতেছেন, বিশাল অসুর সেনা যাঁহার ইঙ্গিত-

মাত্রে নিপাতিত হয়, সেই আর্ত্তিবিনশন সর্ব্বমঙ্গলময় গদাপাণি নারায়ণকে নমস্কার করি। দৈত্য রাজ বলিকে ছলনা করিবার নিমিত্ত যিনি ব্রাহ্মণগৃহে বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট হইতে পৃথিবী কাড়িয়া লইয়াছিলেন; সেই পুরুষ্টুত পুরাণপুরুষ অগতির গতি, গদাপাণি কেশবকে নমস্কার। যাঁহার ভাব বিশুদ্ধ, যাঁহাকে ভাবনা করিলে লোকে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, যিনি বিবিধ বিভবে অলঙ্কৃত; কমলা কর্ত্তৃক যিনি নিত্য নিষেবিত; বিগতপাপ ক্ষিতীশ্বরগণ অনুদিন যাঁহার আরাধনা করিতেছেন, সেই অমল চরিত উত্তমঃশ্লোক গদাধর হরিকে যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে প্রণাম করে, সে পরম সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। সুরাসুরগণ যাঁহার চরণকমল পূজা করিতেছেন; কেয়ুর, অঙ্গদ, হার, ও কীরিট যাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের শোভা বিস্তার করিতেছে; যিনি কল্পান্তে ক্ষীরসমুদ্রে শেষশয়নে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই চক্রপাণি গদাধরকে যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে ভজনা করে, তাহার কোন বিষয়েই কষ্ট হয় না। কৃতযুগে যিনি শ্বেত, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরে নবদুর্ব্বাদলশ্যাম এবং কলিতে ভ্রমরবৎ কৃষ্ণবর্ণ, সেই গদাপাণি মহেশ্বরকে যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে প্রণাম করে, সে পরম সুখে বাস করিতে পারে। যাঁহার নাভি-কমলে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন; বিষ্ণুরূপে যিনি সংসার পালন এবং ভীষণ রুদ্ররূপে সমস্তই ধ্বংস করিতেছেন, সেই ত্রিমূর্ত্তিমান্ ত্রিগুণেশ্বর গদাধর কেশবের জয় হউক। সত্ব, রজঃ ও

তম,—এই ত্রিগুণ-ভেদে যিনি ত্রিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া জগৎ সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করিতেছেন ; যিনি তিন হইলেও এক ও অদ্বিতীয় ; সেই পরমদেব পরমেশ্বর আমাকে ত্রাণ করুন। অহো ! এই সংসাররূপ ভীষণ সমুদ্রে দুঃখ জলরাশি স্বরূপ, প্রিয়জন-বিয়োগ ইহাতে ভীষণ নক্রাদিতুল্য ; যাঁহার চরণযুগল এই মহাসাগরে তরণীসদৃশ : যিনি ত্রিমূর্ত্তিতে স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন, স্বীয় শক্তি প্রভাবে যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎ একার্ণবে নিমগ্ন হইলে যিনি মৎস্যরূপে ইহাকে স্বীয় শৃঙ্গে ধারণ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সেই ধরাধর নারায়ণকে আমি বারম্বার নমস্কার করি। যিনি সুরনরগণের সংরক্ষার্থে নানা অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন, যজ্ঞস্বরূপে যিনি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন ; সেই গদাপাণি নারায়ণ আমার সদ্গতি বিধান করুন।”

বরাহদেব কহিলেন, “দেবি ! মুনীন্দ্র রৈভ্য কর্ত্তৃক ভগবান্ হরি এইরূপে স্তুত হইয়া বরদ মূর্ত্তিতে তখনই তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ; তাঁহার পরিধানে পীতবসন ; চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভমান ; বাহন গরুড়। স্বীয় জ্বলন্ত জ্যোতি দ্বারা গগনমণ্ডল বিভাসিত করিয়া নারায়ণ নীরদগম্ভীর নিস্বনে শান্তবাক্যে কহিলেন, “হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ রৈভ্য ! তোমার তীর্থস্নান, অকপট ভক্তি ও স্তুতি দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভিমত বর গ্রহণ কর।”

রৈভ্য কহিলেন, “জনার্দ্দন ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন

হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এরূপ সদ্গতি দান করুন যদ্দারা আমি সনকাদি মহাত্মাদিগের নিকট অবস্থিতি করিতে পারি।” নারায়ণ তাহাই হউক বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং পরম প্রাজ্ঞ রৈভ্য ভগবানের অনু-গ্রহে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া ক্ষণমধ্যে সনকাদি মহাত্মা-দিগের নিষেবিত লোকে উপস্থিত হইলেন। হে বসুন্ধরে! পরম পবিত্র গয়াতীর্থে গমন করিয়া যে ব্যক্তি রৈভ্য কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট গদাপাণি বিষ্ণুর এই স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক পিণ্ডদান করে, সে জগতে যশোলাভ করিতে পারে।”

---

# অষ্টম অধ্যায়।

—***—

## ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান।

বরাহদেব কহিলেন, “হে বরারোহে! কাশ্মীরাধিপতি বসুর দেহে যে ব্যক্তি ব্যাধরূপে অবস্থিতি করিত এবং সেই রাজার বর প্রভাবে যে ধর্ম্মব্যাধ উপাধি লাভ করিয়া-ছিল, সে নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া চারি সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিল। সেই ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় কুটুম্ব-দিগের জন্য প্রত্যহ মৃগাদি বধ করিত; প্রতি পর্ব্বে মিথিলায় স্বীয় আচার ব্যবহার অনুসারে পিতৃ শ্রাদ্ধ করিত

এবং অগ্নিদেবের তৃপ্তিবিধানে তৎপর হইত। সে কদাপি মিথ্যা কহিত না; কখনও কাহার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিত না এবং স্বধর্ম্মানুসারে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কিছুকাল অতীত হইলে ধর্ম্মব্যাধের অর্জ্জুনক নামে এক ধর্ম্ম-বুদ্ধি মহাতপা পুত্র উদ্ভূত হইল। তাহার পর আরও দীর্ঘ-কাল পরে সেই ধর্ম্মবিৎ ব্যাধ অর্জ্জুনকা নামে এক বরবর্ণিনী কন্যাও লাভ করিল। অর্জ্জুনকা যৌবন বয়সে উপনীত হইলে ধর্ম্মব্যাধ ভাবিল, "কোন্ ব্যক্তির সহিত এই কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়? কোথায় বা ইহার যোগ্য পাত্র পাইব?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহর্ষি মতঙ্গ-তনয় মতঙ্গের প্রতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। সে তাহাকেই স্বীয় কন্যার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া মহাত্মা মতঙ্গের নিকট গমন করিল এবং কৌশলে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিল, "ভগবন্! মদীয় কন্যা অর্জ্জুনীকে আপনি মহাত্মা মাতঙ্গের সহিত বিবাহ দিন।"

মতঙ্গ কহিলেন, "ব্যাধসত্তম! আমার পুত্র প্রসন্ন হইয়াছেন; অতএব তিনি তোমার কন্যাকে গ্রহণ করিবেন।" মহাতপা ধর্ম্মব্যাধ তদনুসারে অর্জ্জুনীকে ধীমান্ মাতঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এদিকে অর্জ্জনকা স্বামিগৃহে থাকিয়া শ্বশুর, শ্বশ্রূ ও পতির বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল অতীত হইলে অর্জ্জুনকার শ্বশ্রূ একদা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তুই ব্যাধকন্যা; কিরূপে পতিসেবা ও তপস্যা করিতে হয়, তাহা তুই কিরূপে জানিবি?" এই কঠোর ভর্ৎসনা-

বাক্যে অর্জ্জুনীর সুকুমার হৃদয় ভগ্ন হইল। সে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃগৃহে চলিয়া আসিল। তাহাকে মুহুর্মূহুঃ রোদন করিতে দেখিয়া ধর্ম্ম-ব্যাধ জিজ্ঞাসা করিল, "বৎসে! কি হইয়াছে? রোদন করিতেছ কেন?" কন্যা কহিল, "পিতঃ! আমার শ্বাশুড়ী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে চণ্ডাল-দুহিতা, জীবঘাতুক-কন্যা ইত্যাদি কঠোর বাক্যে যারপরনাই তিরস্কার করিয়াছেন।" কন্যার প্রতি এইরূপ অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মব্যাধের ক্রোধোদয় হইল। সে তখনই মতঙ্গের গৃহে গমন করিল। মহাত্মা মতঙ্গ বৈবাহিককে আগমন করিতে দেখিয়া আসন, অর্ঘ্য ও পাদ্যাদি দানে তাহার যথোচিত সৎকার করিলেন এবং বিনয় নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র! কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন হইল? কিরূপে আমি তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিব?"

ব্যাধ কহিল, "মহাত্মন্! যে সকল ভোজ্য দ্রব্যের চেতনা নাই, আমি তাহা কিছু ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার গৃহে সেরূপ চেতনাবর্জ্জিত খাদ্য দ্রব্য থাকেত, আমাকে প্রদান করুন; আমি আহার করিব।" ধর্ম্ম-ব্যাধের এই কথা শুনিয়া মতঙ্গ কহিলেন, "তপোধন! আমার গৃহে সুসংস্কৃত গোধূম, ব্রীহি ও যবাদি প্রচুর পরি-মাণে রহিয়াছে, তুমি যত ইচ্ছা ভক্ষণ কর।"

ব্যাধ কহিল, "আপনার গৃহে যে সমস্ত গোধূম, যব ও ধান্য স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ষিত আছে, তৎসমুদায় কিরূপ, একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

বরাহদেব কহিলেন, "দেবি! বসুমতি! ধর্ম্মব্যাধের এই কথা শ্রবণ করিয়া মতঙ্গ তখনই শূর্পপূর্ণ গোধূম ও ব্রীহি দেখাইলেন। ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় ধরাসনে বসিয়া তৎসমস্ত দেখিল এবং কোন কথা না বলিয়া আসন ত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "মহামতে! একি? কিজন্য তুমি প্রস্থান করিতেছ? আমি স্বয়ং তোমার জন্য উত্তম অন্ন পাক করিয়া রাখিয়াছি; তবে তাহা ভোজন না করিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই চলিয়া যাইতেছ কেন?"

ব্যাধ কহিল, "প্রত্যহ যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র, কোটি কোটি জীব হত্যা করিতেছে, কোন্ সাধুপুরুষ তাহার পাপ অন্ন ভোজন করিবে? তবে যদি তোমার গৃহে চৈতন্যহীন ও সুসংস্কৃত অন্ন থাকে, তাহাই লইয়া আইস; ভক্ষণ করিতেছি; নতুবা চলিলাম। দেখ, আমি প্রত্যহ গভীর অরণ্য হইতে এক একটী পশু মারিয়া আনি এবং তাহার সুসংস্কৃত অন্ন পিতৃলোককে উৎসর্গ করিয়া পরে পুত্ত্রাদির সহিত ভোজন করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি প্রত্যহ কোটি কোটি প্রাণি হত্যা করিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত আহার করিয়া থাক; অতএব তুমি যাহা আহার কর, আমার মতে তাহা নিতান্ত অখাদ্য। দেখ, ভগবান্ ব্রহ্মা আহারার্থ ওষধি ও বিরুধ লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন; প্রাণিবর্গের তাহাই উপযুক্ত আহার;—ইহাই শ্রুতির বচন। তৎকর্ত্তৃক দিব্য, ভৌম, পৈত্র, মানুষ ও ব্রাহ্ম এই পঞ্চ মহাযজ্ঞও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গো, মৃগ ও পক্ষিদিগকে

আহার দিয়া এবং যথাবিধানে অতিথি সৎকার করিয়া গৃহস্থ সাধু ব্যক্তি স্বজনগণ সমভিব্যাহারে আহার করিবে; এইরূপ করিলেই অন্ন শুদ্ধ হইয়া থাকে; অন্যথা এই এক একটী ব্রীহি ও যব এক একটী জীবন্ত মৃগপক্ষী; সুতরাং দাতা ও ভোক্তার পক্ষে এগুলি মহামাংস স্বরূপ। আমি তোমার পুত্রের হস্তে মদীয় দুহিতাকে সমর্পণ করিয়াছি; কিন্তু তোমার ভার্য্যা সেই বালিকাকে "জীবঘাতীর কন্যা" "চণ্ডাল দুহিতা" ইত্যাদি কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিয়াছেন। ভাল, তুমি কিরূপ সাধু ব্যক্তি, তোমার অতিথি-সৎকার, দেবার্চ্চন, পিতৃশ্রাদ্ধ ও অপরাপর আচার ব্যবহার কিরূপ তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি তোমার বাটিতে আসিয়াছি। আসিয়া দেখিলাম, ইহার একটীও তুমি কর না; সেই জন্য আমি প্রস্থান করিতেছি। আমি এখানে আহার করিব না। অদ্য আমাকে স্বগৃহে গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তপোধন! আমি জীবঘাতী; কিন্তু তুমি ত লোকহিংসক নহ? অহিংসাইত তোমার পরম ধর্ম্ম। আর তোমার পুত্রত ধার্ম্মিক? তবে সেই ধার্ম্মিক পতি লাভ করিয়া জীবঘাতকের কন্যা স্বামির পুণ্যপ্রভাবে অবশ্যই পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া ধর্ম্মব্যাধ আসন পরিত্যাগ করিল এবং মতঙ্গপত্নীকে এই বলিয়া অভিশাপ দিল;—অদ্য হইতে শ্বশ্রূ ও স্নুষা পরস্পরকে বিশ্বাস ও পরস্পরের মঙ্গল কামনা করিবে না; পরস্পরের প্রীতি থাকিবে না। বসুন্ধরে! এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া ধর্ম্মব্যাধ স্বগৃহে প্রস্থান করিল; তথায় দেব ও পিতৃলোককে পরম ভক্তি

সহকারে পূজা করিয়া পুত্র অর্জ্জুনককে স্বীয় বিষয় সম্পত্তির আধিপত্যে স্থাপন পূর্ব্বক ত্রিভুবনখ্যাত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিল, এবং এই স্তোত্র পাঠ করিয়া সমাহিত মনে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। দেবি! সেই স্তোত্র এই ;—সাগর-মন্থনকালে যিনি কূর্ম্মরূপে মন্দরগিরিকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন ; যাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে কমলা নিত্য বিরাজ করিতেছেন, বলিছলন কালে যাঁহার ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি দর্শনে জগৎ স্তব্ধ হইয়াছিল, যিনি নীতিমান্ সাধু পুরুষদিগের পরমা গতি, সেই অসুরনাশন দেবদেব বিষ্ণুকে আমি সর্ব্বদা নমস্কার করি। স্বীয় তীব্রবুদ্ধি প্রভাবে যিনি ভূতল জয় করিয়াছিলেন, যাঁহার শুভ্র যশোবিভা জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ; ভ্রমরাঙ্গবৎ যাঁহার দেহ অসিত বর্ণ, দৈত্যকুল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত যিনি বারবার পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হয়েন, সেই ত্রিলোকশরণ্য বিষ্ণু, দামোদর জনার্দ্দনকে আমি নমস্কার করি। ত্রিগুণভেদে যিনি ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজ করেন ; তীক্ষ্ণ রথাঙ্গ যাঁহার হস্তে শোভমান ; অনুত্তম অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাই, তদ্রূপ অনুপম গুণগ্রামে যিনি অলঙ্কৃত ; সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি। যিনি মহাবরাহরূপে জগৎকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; সেই হবির্ভোজী চতুর্ম্মুখ প্রভু জনার্দ্দন আমার মঙ্গল বিধান করুন ; স্বীয় চরণতরি দিয়া আমাকে ভব সাগর হইতে পার করিয়া দিন ; আমি তাঁহার চরণে শরণ লইলাম। যিনি এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ; যেমন একমাত্র অগ্নি দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই

রূপ যিনি মায়াবরণে জগতের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন; সেই জগৎপতি বিষ্ণুর চরণতলে আমি শরণ লইলাম। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ পৃথিবী, পবন ও জল যাঁহার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি; সেই অচিন্ত্য রূপধারী মুরারি কেশব আমার মঙ্গল বিধান করুন।"

ধর্ম্মব্যাধ উক্তরূপে স্তব পাঠ করিলে, পুরাণপুরুষ সনাতন বিষ্ণু সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অনন্ত চরণ, অনন্ত উদর, অনন্ত বাহু ও অনন্ত মুখ। সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ হইয়া ভগবান্ নারায়ণ কহিলেন "বর গ্রহণ কর।" ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের এই সানুগ্রহ বচন শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মব্যাধ কহিল, "ভগবন্! যদি দাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দান করেন, তবে এই বর দিন যেন আমি পুত্র পৌত্রাদি সহিত শাশ্বত পরব্রহ্মে লয় পাইতে পারি। আমার সন্তান সন্ততিগণ ক্রিয়াকলাপ ও অধ্যাত্ম বিদ্যা দ্বারা আপনার মহিমা অবগত হইয়া পরমাবিদ্যার সাহায্যে যেন আপনাতে বিলীন হয়।" বরপ্রদ ভগবান্ হরি ধর্ম্মব্যাধের এই প্রার্থিত বর শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তুমি এবং তোমার সন্তান সন্ততিগণ প্রসন্নবুদ্ধি লাভ করিয়া শাশ্বত পরব্রহ্মে লয় পাইবে।" নারায়ণ তখনই অন্তর্হিত হইলেন। অমনি ধর্ম্মব্যাধ দেখিল তাহার নিজ দেহ হইতে একটী জ্বলন্ত তেজ উত্থিত হইয়া আকাশে বিলীন হইল। অতএব সে তৎক্ষণাৎ স্বদেহ ত্যাগ করিয়া সনাতন ব্রহ্মে লয় পাইল। বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি সর্ব্বসময়ে বিশেষতঃ বিষ্ণুবাসরে উপবাস করিয়া হরির আরাধনান্তর

ভক্তিসহকারে এই উৎকৃষ্ট স্তব পাঠ করিবে এবং যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে ; তাহারা উভয়েই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে স্থান পাইবে এবং সপ্ততি মন্বন্তর-কাল পরম সুখে বাস করিবে।"

---

# নবম অধ্যায়।

## সৃষ্টি-বর্ণন।

ধরণী কহিলেন, "ভগবন্! বিশ্বমূর্ত্তি নারায়ণ অন্তর্হিত হইলে লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেহ ও মানস হইতে কত প্রকার প্রজা সৃজন করিয়াছিলেন ?"

বরাহদেব কহিলেন, "বসুন্ধরে! ভগবান্ নারায়ণ যে যে উপদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, ব্রহ্মা তদনুসারে আত্মাতে অর্থাৎ নারায়ণে মনোনিধান পূর্ব্বক দিব্য পরিমাণের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। তিনি যে পদ্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাকে আকাশব্যাপী দেখিয়া চিন্তা করিলেন "এই পদ্ম দ্বারাই আমি পুনর্ব্বার ত্রিলোক সৃষ্টি করিব।" তখন তিনি সেই পদ্মকোষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লোকত্রয় রূপে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। দেবি! উক্ত পদ্ম অতি বিশাল ; তাহাতে বহুবিধ লোক

সৃষ্টি হইতে পারে; সুতরাং তদ্দ্বারা ত্রিলোক সৃষ্টি বিচিত্র নহে। ধরণি! এই ত্রিলোক, প্রত্যহ সৃজ্যমান জীব-লোকের ভোগ্যস্থানের রচনা বিশেষ; কিন্তু ব্রহ্ম, সত্য, মহঃ প্রভৃতি লোক ইহার ন্যায় প্রত্যহ সৃষ্ট হয় না; কারণ তৎসমুদায় নিষ্কাম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ, অতএব অবি-নশ্বর। কিন্তু এই ত্রৈলোক্য কাম্য কর্ম্মের ফল; এই জন্য প্রতি কল্পে ইহার সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে। ব্রহ্ম, সত্য, অথবা মহর্লোক সমুচিত নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল; সেই জন্য পরার্দ্ধদ্বয় বৎসর পর্য্যন্ত তৎসমুদায়ের ধ্বংস হইবে না। তাহার পর তত্তৎস্থানের অধিবাসিগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অতএব ত্রিলোক সেই ব্রহ্মলোকাদির তুল্য নহে। দেবি! এই বিশ্ব ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াতে সংহৃত হইয়া ব্রহ্ম তন্মাত্র হইয়াছিল; আর পরমেশ্বর অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার প্রকাশিত করিয়াছেন। এক্ষণে এই বিশ্বকে যেরূপ দেখিতেছ, পূর্ব্বে সেই রূপ ছিল পরেও সেই রূপ থাকিবে। এই বিশ্বের সৃষ্টি নয় প্রকার;—তদ্ব্যতীত যে প্রাকৃত ও বৈকৃত সৃষ্টি আছে, তাহা দশম। এই কারণেই কাল, দ্রব্য ও গুণদ্বারা তিন প্রকার প্রলয় হইয়া থাকে; অর্থাৎ কেবল কাল নিমিত্ত নিত্য প্রলয়, সঙ্কর্ষণের মুখানল দ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয় এবং স্ব স্ব কার্য্যের গ্রাসকারী গুণদ্বারা প্রাকৃতিক প্রলয়; এই ত্রিবিধ প্রলয় হইয়া থাকে।

বসুন্ধরে! যে নয়প্রকার সৃষ্টির উল্লেখ করিলাম, তাহা এই—প্রথম মহৎ; আত্মস্বরূপ ভগবানের সকাশ হইতে

যে গুণবৈষম্য উদ্ভূত হয়, তাহাকে মহৎ বলা যায়। দ্বিতীয়, অহঙ্কার সৃষ্টি; ইহার লক্ষণ এই যে, ইহা দ্বারা দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়ার উদয় হইয়া থাকে। তৃতীয়, পঞ্চতন্মাত্ররূপ ভূতসৃষ্টি। চতুর্থ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় স্বরূপ সৃষ্টি। পঞ্চম, বৈকারিক সৃষ্টি। ষষ্ঠ, অবিদ্যার সৃষ্টি; তাহা হইতেই জীব সকলের অবুদ্ধি হইয়া থাকে। সপ্তম, স্থাবর-সৃষ্টি; ইহা অন্যান্য প্রকার সৃষ্টির মুখবৎ হইয়াছিল, এই জন্য ইহা মুখ্য সৃষ্টি নামেও অভিহিত হয়। অষ্টম, তির্য্যগ্-যোনি দিগের সৃষ্টি। নবম, মনুষ্য সৃষ্টি।

বসুন্ধরে! এইরূপ সৃষ্টির পর ভগবান আবার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; তখনই তাঁহার নয়ন যুগল হইতে দুইটী তেজ বহির্গত হইল। দক্ষিণ চক্ষু হইতে যে তেজ নির্গত হইল, তাহা বহ্নিসদৃশ উষ্ণ এবং বাম অক্ষি হইতে যাহা বাহির হইল, তাহা তুহীনের ন্যায় শীতস্পর্শ। এই দুই তেজ হইতেই সূর্য্য চন্দ্র কল্পিত হয়েন। অনন্তর প্রাণবায়ু হইতে বহ্নি; বহ্নি হইতে বারি উদ্ভূত হইল। অনন্তর ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।

অনন্তর পরমপ্রভু নারায়ণ যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতি এবং ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিলেন এবং সেই সমস্ত লোক তত্তদুপযোগী জীবে পরিপূরিত হইল। ভূলোক নর ও পশু পক্ষিগণে, ভুবলোক ব্যোমচারিসমূহে, স্বর্লোক স্বর্গগামিগণে, মহর্লোক সনক, সনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি

সমূহে, জনলোক বৈরাজ সমূহে, তপোলোক তপোনিষ্ঠ দেবগণে এবং সত্যলোক অন্যান্য অমরগণে পরিপূরিত হইল।

হে দেবি বসুন্ধরে! ভূতভাবন ভগবান্ পরমেশ্বর এই রূপে লোক সৃষ্টি করিয়া নিদ্রিত হইলেন। সেই কল্পাবসানে ভগবানের নিদ্রা হইতে রজনী সৃষ্টি হইল। তাহার পর তিনি জাগরিত হইলে দিবস দেখা দিল। অনন্তর ভগবান্ বেদচতুষ্টয় এবং বেদমাতা সাবিত্রীকে চিন্তা করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, চারি বেদ সাগরমধ্যে নিহিত, তখনই ভগবান্ মৎস্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি স্বরূপ নীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার প্রবেশকালে সেই একার্ণবীভূত অনন্ত মহাসাগরের জলরাশি ক্ষোভিত হইল। এইরূপে ভগবান মহোদধিমধ্যে প্রবেশ করিলে, দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ;—

"হে মৎস্যরূপধারিন্! হে বিশ্বমূর্ত্তে! বেদবেদান্তাদি দ্বারাও তোমার মহিমা জানা যায় না। হে নারায়ণ! তোমাকে নমস্কার। প্রভো! তোমার অনেক রূপ ; চন্দ্র সূর্য্য তোমার দুই নেত্র। বিষ্ণো! বিশ্ব জলমধ্যে নিমগ্ন, এক্ষণে মৎস্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর ; আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে অনন্তমূর্ত্তে! এই বিশ্ব তোমা কর্ত্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছে ; ইহা তোমরই মূর্ত্তি, তোমা হইতে ইহা পৃথক নহে। আমরা তোমার চরণে শরণ লইলাম ; আমাদিগকে রক্ষা কর। হে কমলাক্ষ! হে পুরাণমূর্ত্তে! সূর্য্য, চন্দ্র, বহ্নি ও মন তোমার রূপ। হে শম্ভো! হে দেবদেব! তোমাতেই এই জগৎ বিভাসিত

রহিয়াছে। আমি ভক্তিহীন ; অতএব আমাকে ক্ষমা কর। ভগবন ! জগন্নিবাস ! তোমার অদ্রিতুল্য রূপ বিরুদ্ধ। আমরা ইহাতে ভীত হইয়াছি ; অতএব শান্তি অবলম্বন করিয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর। প্রভো ! তোমার এই ভীষণ রূপদর্শনে আমরা ভীত হইয়াছি, চরণে শরণ লইলাম ; আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া এই রূপ সংহার কর।"

নারায়ণ এইরূপে স্তুত হইয়া সেই সাগর গর্ভ হইতে বেদ উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি গ্রহণ করিলেন এবং স্বমূর্ত্তিতে অবস্থিত হইলেন। সেই মূর্ত্তি কূটস্থ হইলেই বিশ্ব বিলীন হয় এবং বিস্তৃত হইলেই বিশ্বের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

## দশম অধ্যায়।

## দুর্জ্জয়-চরিত।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে ! ভূতভাবন ভগবান নারায়ণ এইরূপে সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে বিরত হইলেন। তদবধি স্বতই এই সৃষ্টি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়া নানাবিধ যজ্ঞে সেই পুরাতন পুরুষ নারায়ণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। জম্বু প্রভৃতি সকল দ্বীপে এবং ভারতাদি সমুদায় বর্ষে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। দেবগণের শ্রদ্ধা ও

ভক্তির পরিসীমা রহিল না ; তাদৃশ ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে নারায়ণকে প্রীত করিবার আর কিছুই উদ্দেশ্য নহে ; কেবল আপনারা স্বয়ং সকলের নিকট পূজ্য হইতে পারিবেন, এই মাত্র। যাহাই হউক এইরূপে নারায়ণের অর্চ্চনা করিতে করিতে তাঁহাদিগের সহস্র বর্ষ কাল অতীত হইল। তখন নারায়ণ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে—তাঁহার অনন্ত বাহু, অনন্ত উদর, অনন্ত মুখ ও অনন্ত নেত্র দৃশ্যমান হইতে লাগিল। তিনি মহাগিরির শিখরদেশের ন্যায় অবস্থান করিয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগের প্রার্থনা কি, তোমাদিগের নিমিত্ত আমায় কি করিতে হইবে, বল।

দেবগণ কহিলেন, হে গোবিন্দ! হে মহানুভাব! তোমার জয়হউক, তোমার সাহায্যবলেই আমরা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছি। এমন কি তোমাব্যতিরেকে মনুষ্যলোকেও আমাদিগের সমাদর নাই। এই যে চন্দ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎগণ ও অপ্‌গণ, আমরা সকলেই তোমার শরণাগত। হে বিশ্বমূর্ত্তে! আমরা যাহাতে সকলের পূজ্য হই, তাহাই কর।

যোগিবর হরি, দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া "যাহাতে তোমরা সকলের পূজ্য হও, তাহা করিব" এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এদিকে দেবগণও ভগবান্ নারায়ণের গুণানুবাদ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সেই পরমপুরুষ কিছুকাল স্বয়ং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব ধারণ করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। সাত্ত্বিকভাবে বেদপাঠ ও যজ্ঞ কার্য্যদ্বারা দেবগণের পূজা করিতে লাগিলেন। রজোগুণে মহাদেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আপনারই অন্যতম রৌদ্ররূপিণী রাজসী মূর্ত্তির আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং তমোগুণে অসুরমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বসুন্ধরে! ভগবান নারায়ণ এইরূপে ত্রিগুণাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা আরম্ভ করিলে, সুতরাং অন্যান্য লোক সকলও দেবগণের পূজায় প্রবৃত্ত হইল।

সেই বিশ্বব্যাপী ভগবান্ এইরূপে যুগপ্রধান সত্যযুগে বিভু, ত্রেতাযুগে রুদ্র, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিতে নারায়ণরূপ প্রভৃতি বিবিধরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। হে সুশ্রোণি! হে ভামিনি ধরে! এক্ষণে সেই আদি স্রষ্টা মহাতেজা বিষ্ণুর চরিত বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সত্যযুগে সুপ্রতীক নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক নরপতি ছিলেন। নরপতির অতি মনোরম সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে একের নাম বিদ্যুৎপ্রভা ও অপরের নাম কান্তিমতী। রাজা স্বয়ং সক্ষম হইলেও অনুরূপ পুত্র-লাভে বিলম্ব হইতে লাগিল। তখন তিনি পর্ব্বতপ্রধান চিত্রকূটে বীতকল্মষ মুনিবর আত্রেয়ের নিকট গমন করিয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল অতীত হইলে মুনিবর সন্তুষ্ট হইয়া সুপ্রতীককে বরদান করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে দেবরাজ

ইন্দ্র ঐরাবতারোহণে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া মুনি-বরের পার্শ্বে মৌনভাবে উপবেশন করিলেন। তদ্দর্শনে মুনিবর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, যে, রে মূঢ় দেবরাজ! তুই যেমন আমায় অবজ্ঞা করিলি, আমি বলিতেছি, তুই অচিরাৎ স্বর্গরাজ্য হইতে পরিচালিত হইয়া অন্যলোকে বাস করিবি।” তৎপরে রাজা সুপ্রতীককে কহিলেন, “রাজন্! তুমি অচিরাৎ বিপুলবিক্রম এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র ইন্দ্রের ন্যায় রূপবান্ বলবান্ প্রতাপ-বান, বিদ্যাবান্, ক্রূরকর্ম্মা ও দুর্জ্জেয় হইবে।” এই বলিয়া মুনিবর আত্রেয় স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাজা সুপ্রতীক সানন্দমনে স্বভবনে প্রত্যাগত হইলে ভার্য্যা বিদ্যুৎপ্রভার গর্ভসঞ্চার হইল। অনন্তর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে তিনি সুখে সুকুমার এক কুমার প্রসব করিলেন। মুনি-বর আত্রেয় স্বয়ং আসিয়া তাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সকল সম্পন্ন করিলেন। ঐ কুমারের নাম দুর্জ্জয় হইল। দুর্জ্জয় দিন দিন অতি বলবান হইতে লাগিল। আত্রেয় মুনিদ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া কুমারের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া কুমার অনেকাংশে মুনিবরের সৌসাদৃশ লাভ করিল। ক্রমশঃ বেদবিদ্যায় পারদর্শী, ধার্ম্মিক ও পবিত্রস্বভাব হইয়া উঠিল।

নরপতি সুপ্রতীকের কান্তিমতী নামে যে অপরা মহিষী-ছিলেন, তাঁহার গর্ভ হইতেও এক সুকুমার কুমারের উৎপত্তি হইল। ঐ কুমারের নাম সুদ্যুম্ন, সুদ্যুম্নও বেদবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, রাজা সুপ্রতীক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, “আমার বৃদ্ধদশা

উপস্থিত এবং পুত্র দুর্জ্জয়ও সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে ইহার প্রতিই এই বারাণসী রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হই।" অনন্তর নরপতি দুর্জ্জয়ের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। এদিকে রাজকুমার দুর্জ্জয় হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং রাজ্যবিস্তারের অভিলাষ করিলেন। পরিশেষে চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। তদ্দেশস্থ নরপতিরা অবনতমস্তকে তাঁহার বশবর্ত্তী হইল। তাহারপর তিনি ভারতবর্ষ স্ববশে আনয়ন করিয়া কিম্পুরুষ বর্ষে গমন করিলেন। তাহাও নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার হস্তগত হইল। তৎপরে হরিবর্ষে যাত্রা করিয়া জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন। তাহার পর রমণীয় রোম্যবত, কুরু, ভদ্রাশ্ব, ইলাবৃত ও মেরুমধ্য প্রভৃতি সমস্ত দেশ জয় করিলেন। এইরূপে সমুদায় জম্বুদ্বীপে জয়পতাকা উড্ডীন হইলে পরিশেষে সমস্ত সুরগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিবার নিমিত্ত সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। তথায় দেবতা গন্ধর্ব্ব, দানব, গুহ্যক, কিন্নর ও দৈত্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। তখন ব্রহ্মার পুত্র মুনিবর নারদ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দেবেন্দ্র! নরপতি দুর্জ্জয় প্রায় সমস্ত দেশ জয় করিয়াছে, পরিশেষে আপনাকে জয় করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

দেবরাজ নারদের মুখে এই বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া লোকপালগণের সমভিব্যাহারে অবিলম্বে দুর্জ্জয়কে

জয় করিতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যাইবামাত্র স্বয়ং দুর্জ্জয় কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। অনন্তর সুমেরু পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন। লোকপালগণও তাঁহার সমভিব্যহারে সমাগত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত পরিশেষে বিবৃত করিব।

এদিকে নরপতি দুর্জ্জয় যখন সুরগণকে পরাজিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, তখন গন্ধমাদন পর্ব্বতে স্কন্ধাবার সন্নিবেশিত করিয়া কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থান কালে দুই তাপস তথায় সমাগত হইয়া কহিল, রাজন! আপনিত লোকপালগণকে পরাজিত করিলেন; কিন্তু লোকপাল ব্যতীত রাজ্যপদ সুশৃঙ্খলে চলিবার উপায় নাই। অতএব প্রর্থনা, আপনি আমাদিগকে তৎপদে বিনিযুক্ত করুন।

তাপসদ্বয় এই কথা কহিলে ধার্ম্মিকবর দুর্জ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? তখন তাহারা কহিল, আমরা উভয়েই অসুর। আমাদিয়ের নাম বিদ্যুৎ ও সুবিদ্য। আমাদিগের ইচ্ছা, আপনি সজ্জন সমাজে ধর্ম্মসংস্কার করেন এবং আমরা তাহাই প্রচার করি। এতদ্ভিন্ন লোকপালদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমস্তই সাধন করিব"।

তাপসদ্বয় এইরূপ কহিলে নরপতি দুর্জ্জয় তাহাদিগের উভয়কে স্বর্গরাজ্যে লোকপালপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন তাহারা উভয়ে স্বকার্য্যসাধানে প্রস্থান করিল। বসুন্ধরে! ঐ দুই লোকপালের বৃত্তান্ত পরে বিবৃত করিব।

রাজা দুর্জ্জয় যখন মন্দরপর্ব্বতোপরি নন্দনপ্রতিম রমণীয় কুবেরকানন সন্দর্শন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন দেখিলেন সুবর্ণ বৃক্ষের পাদদেশে অলোকসামান্য রূপবতী দুই কন্যা আসীন রহিয়াছে। তাদৃশ রূপমাধুরী কখন রাজার নয়নগোচর হয় নাই। দর্শনমাত্র নরপতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া এই দুইটি রূপবতী কন্যা কে?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যেমন ক্ষণকাল তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, অমনি তাপসদ্বয় তাহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে নরপতি অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। সসম্ভ্রমে গজপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিদিগের উভয়ের চরণবন্দনা করিলেন। তৎপরে তাপসদ্বয় উৎকৃষ্ট কুশাসন প্রদান করিলে নরপতি তদুপরি আসীন হইলেন। তখন তাপসদ্বয় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতে আসিতেছ? এবং এস্থানে অবস্থিতির কারণ কি?

তখন নরপতি উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, আমি সুবিখ্যাত রাজা সুপ্রতীকের পুত্র; আমার নাম দর্জ্জয়। আমি পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালবর্গের পরাজয় কামনায় বহির্গত হইয়া দিগ্বিজয় ব্যপদেশে এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। আমার নাম আপনাদিগের কর্ণগোচর হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। যাহাই হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমার অনুগ্রহপ্রত্যাশায় আপনারা কে এস্থানে উপস্থিত হইলেন, বলুন।

তাপসদ্বয় কহিলেন, আমরা উভয়ে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র, আমাদিগের একের নাম হেতা এবং অন্যতরের নাম প্রহেতা।

আমরা উভয়ে দেবগণের বিনাশসাধননিমিত্ত সুমেরুপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। আমাদিগের সমভিব্যাহারে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য ছিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর যখন দেবগণ দেখিলেন, আমাদিগের হস্তে তাঁহাদিগের অসীম দৈববল বিলয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা আমাদিগের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর সকলে সমবেত হইয়া ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ শ্রীহরির নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবাদিদেব! হে শ্রীহরে! অসুরগণ আমাদিগের সমস্ত সৈন্য পরাজয় করিয়াছে। আমরা ভয়ার্ত্ত হইয়া তোমার শরণাগত হইলাম। এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা কর। হে কেশব! পূর্ব্বে একবার দেবাসুরসংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে যখন মায়াবী কালনেমী সহস্রবাহু বিস্তার করিয়া আমাদিগকে উন্মূলিত করিতে উদ্যত হয়, তখন একমাত্র তুমিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে। সম্প্রতি আবার হেতো ও প্রহেতো নামে দুই মহাসুর বহুতর সৈন্যসমবেত হইয়া দেবগণের উচ্ছেদে সমুদ্যত হইয়াছে। অতএব হে জগৎপতে! হে দেবগণের প্রভু! এখনও তুমি তাহাদিগের উভয়কে বিনাশ করিয়া দেবগণের পরিত্রাতা হও।

বিশ্বব্যাপী জগৎপতি প্রভু নরায়ণ দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন "দেবগণ! আমি অবিলম্বেই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে যাইতেছি, অতএব তোমরা এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর।" অনন্তর দেবগণ ভাবিতচিত্তে নারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে সুমেরুসন্নিধানে গমন করিলেন।

এদিকে গদাচক্রধারী নারায়ণ আমাদিগের সেই সুবিস্তীর্ণ সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্যবলে একাকীই কখন দশধা, কখন শতধা, কখন সহস্রধা, কখন লক্ষধা, কখনবা কোটিধা বিভক্ত হইয়া আমাদিগের সেই দুস্তর সৈন্যসমুদ্র বিলোড়িত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! যে কোন অসুর আমাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল তাহার কেহই অবশিষ্ট রহিল না; সকলেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিল। সেই বিশ্বম্ভরের মায়াবলে ক্ষণকালমধ্যে আমাদিগের তাদৃশ, পদাতি ও ধ্বজসঙ্কুল চতুরঙ্গিনী বাহিনী কোথায় যে বিলীন হইল; তাহার আর চিহ্ন রহিল না, কেবল আমরা উভয়ে জীবিত রহিলাম। তদ্দর্শনে চক্রধারী ভগবান ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। আমরাও তাঁহার ঈদৃশ অদ্ভুতকার্য্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহারই শরণাগত এবং তাঁহারই আরাধনায় নিবিষ্টমনা হইয়াছি। রাজন্! তুমি আমাদিগের পরমবন্ধু সুপ্রীতিকের পুত্র। এই দুইটি আমাদিগের কন্যা, তোমায় সমর্পণ করিলাম গ্রহণ কর। এইটীর নাম সুকেশী, এটী আমার কন্যা এবং এইটির নাম মিশ্রকেশী, এ আমার ভ্রাতা প্রহেতার কন্যা।

হেতা এইরূপ কহিলে, রাজবর দুর্জ্জয় সেই কন্যাদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া যথাবিধানে তাহাদিগের উভয়ের পাণিগ্রহণ করিলেন। সহসা এরূপ রত্নলাভে রাজার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি নিজ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে

রাজমহিষীদ্বয়ের গর্ভ সঞ্চার হইল। সুকেশীর গর্ভ হইতে যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার নাম প্রভব এবং মিশ্রকেশীর পুত্রের নাম সুদর্শন। কুমারদ্বয় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে রাজা মৃগয়াব্যপদেশে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। দিন দিন ভয়ঙ্কর বন্যজন্তু সকল বিনাশ করিতে করিতে একদা এক মুনির পুণ্যাশ্রম তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। দেখিলেন বীতকলুষ মহাভাগ এক মুনি আশ্রমে আসীন হইয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। ঐ ঋষির নাম গৌরমুখ। ঋষিবর তত্রত্য অন্যান্য মুনিগণের রক্ষক এবং পাপাত্মাদিগের পরিত্রাণ-কারক। সেই আশ্রমে প্রকাণ্ডকাণ্ড বনস্পতি সকল বিরাজমান রহিয়াছে এবং বিমল-জল-কণবাহী সুগন্ধ গন্ধবহ সঞ্চারণে তাহার বিটপ সকল অনবরত আন্দোলিত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন আকাশ হইতে মেঘ সকল ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ আশ্রমের সম্মুখে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে অম্বরতল উদ্ভাসিত হইয়াছে। কেমন পবিত্র-ভাব! মনোহর গন্ধে চতুর্দ্দিক কেমন সুবাসিত! শিষ্যগণের সামবেদাধ্যয়নশব্দে আশ্রম কেমন প্রতিধ্বনিত হইতেছে! ইতস্তত পরমসুন্দরী ঋষিকন্যাগণ আশ্রম উজ্জ্বল করিয়া পরি-ভ্রমণ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ সকল বিকসিত কুসুম সমূহে পরিপূর্ণ। এইরূপ আশ্রম মধ্যে ঋষিবর গৌরমুখ স্বীয় আবাসস্থান কল্পনা করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন।

# একাদশ অধ্যায়।

## দুর্জ্জয়-চরিত।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! তখন রাজা দুর্জ্জয় তাপসবর গৌরমুখের এইরূপ আশ্রম দর্শনে মনে মনে তাহার রমণীয়তাবিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে "এই আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পরম ধার্ম্মিক ঋষিগণের পাদপদ্ম দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ করি" এইরূপ মনে করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। তখন পরম ধার্ম্মিক ঋষিবর গৌরমুখ নরপতিকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া সাদরে পরিগ্রহ করিলেন এবং স্বাগতপ্রশ্নান্তে নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথাশেষে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নরপতে! "অদ্য অনুচরবর্গের সহিত আমার এই আশ্রমেই আহারাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে; অতএব বাহনদিগকে উন্মুক্ত করিয়া দেউন" এই বলিয়া ব্রতাবলম্বী ঋষি মৌনাবলম্বন করিলেন। এদিকে রাজাও অশ্বাদিবাহন উন্মুক্ত করিয়া ভক্তিসহকারে সানুচরবর্গে তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার সমভিব্যাহারে পাঁচ অক্ষৌহিণী সৈন্য রহিয়াছে। একজন তাপস কিরূপে এতাদৃশ অনুচরবর্গের সহিত আমায় ভোজন প্রদান করিবে।"

এদিকে মুনিবরও রাজা দুর্জ্জয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে

মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি এক জন তাপস, রাজ কে নিমন্ত্রণ করিলাম, কিন্তু এক্ষণে কিরূপে আহার প্রদান করি"। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহর্ষি একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ঐ সময় দেবাদিদেব শ্রীহরি তাঁহার মনোমন্দিরে আবির্ভূত হইলেন। তখন তিনি ভাগীরথী-সলিলে অবতীর্ণ হইয়া নারায়ণকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তখন ধরা কহিলেন, হে ধরণীধর! মুনিবর গৌরমুখ কি প্রকারে নারায়ণকে পরিতুষ্ট করিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমি একান্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, তৎকালে মুনিবর গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বিষ্ণো! হে পীতাম্বরধারিন্! তুমি বিশ্বের আদি, তুমি জলরূপী, তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপ, তুমি জলশায়ী, তুমি ক্ষিতিরূপী, তুমি তেজোময়, তুমি বায়ু, তুমি ব্যোম, তুমি সমস্ত ভূতের অধিষ্ঠাতা, তুমি হৃদয়স্থিত প্রভু, তুমি ওঙ্কার, তুমি বষট্কার, তুমি সমস্ত দেবতার আদি, কিন্তু তোমার আদি কেহই নাই, তুমি ভূ, তুমি ভুব, তুমি স্ব, তুমি জন, তুমি মহ, তুমি তপ, তুমি সত্য, তোমাতেই এই চরাচর বিশ্ব অবস্থান করিতেছে, তোমা হইতে সমুদায় ভূতের, সমুদায় বিশ্বের, ঋগাদি সমুদায় বেদের সমুদায় শাস্ত্রের, সমুদায় যজ্ঞের, সমস্ত বৃক্ষের, সমুদায় লতার, সমস্ত বনৌষধীর, সমুদায় পশু পক্ষীর ও সমুদায় সর্পের সমুৎপত্তি হইয়াছে। আজি রাজা দুর্জ্জয় সবলে

আমার আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি ধনবিহীন, অতএব হে দেবাদিদেব! হে জগৎপতে! হে জনার্দ্দন! আমি কিরূপে তাঁহার অতিথ্যসৎকার করিব? হে প্রভো! আমি তোমার একান্ত ভক্ত, যাহাতে অদ্য আমার অন্নের সংস্থান হয়, তাহা করিয়া দেও। হে পরমেশ! আমি যাহা হস্তে স্পর্শ করিব, যাহা নয়নে নিরীক্ষণ করিব, যাহা মনে চিন্তা করিব, তৎসমস্তই যেন তোমার প্রসাদবলে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ খাদ্যে এবং অভিলষিত দ্রব্যে পরিণত হয়। তোমাকে নমস্কার।

বরাহদেব কহিলেন, হে ধরে! জগৎপতি কেশব মুনিবরের স্তুতিবাদ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজবর! "আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" এই কথা শ্রবণে মুনিবর যেমন নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলেন, অমনি দেখিলেন শঙ্খচক্রগদাপাণি পীতাম্বর জনার্দ্দন গরুড়োপরি বিরাজমান। তাঁহার রূপচ্ছটা দ্বাদশ আদিত্যের প্রভাসদৃশ। অথবা দ্বাদশ আদিত্যের কথা কি বলিব, যদি এককালীন গগনমণ্ডলে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়, তথাপি তাহার সদৃশ হইতে পারে না। এই জগতে কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু সে সমস্তই সেই একাধারে বিরাজমান। তদ্দর্শনে মুনিবরের নয়নদ্বয় বিস্ময়ে বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কেশব! যদি প্রসন্ন হই-

য়াই থাক, যদি বরদানের ইচ্ছাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই মাত্র বর প্রদান কর, যেন রাজা দুর্জ্জয় সবলবাহনে আজ আমার আশ্রমে অতিথিসৎকার লাভ করিয়া কল্য প্রভাতে স্বীয় রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেন।

বসুন্ধরে! দেবদেব নারায়ণ ঋষিকর্ত্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে চিত্তসিদ্ধি প্রদান করিয়া অর্থাৎ "তুমি যাহাই অভিলাষ করিবে তাহাই হইবে" এইরূপ বর দিয়া তাঁহাকে মহাপ্রভ এক মণি সমর্পণ করি-লেন, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই তিনি কোথায় অন্তর্হিত হই-লেন, তাহা আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন গৌর-মুখ ঋষিগণ-নিষেবিত স্বীয় পুণ্যাশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মনে মনে কল্পনা করিলেন যে, আমার এই আশ্রমে হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গাকৃতি, প্রকাণ্ড অভ্রখণ্ডের ন্যায় উন্নত, সুধাংশু-কিরণ-সদৃশ ধবলবর্ণ শতহস্তপ্রমাণ অট্টালিকা সকল প্রস্তুত হউক। এইরূপ কল্পনার পর তিনি বিষ্ণুদত্তবরপ্রভাবে তাদৃশ সহস্র সহস্র হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিলেন। প্রত্যেক ভবনের প্রান্তভাগে সমুন্নত প্রাচীর, ঐ প্রাচীরের সম্মুখেই রমণীয় উদ্যান। ঐ উদ্যানমধ্যে কোকিলকুল ঝঙ্কার করিতেছে। অন্যান্য বিহঙ্গগণ শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিতেছে। স্থানে স্থানে চম্পক, অশোক, পুন্নাগ ও নাগকেশর প্রভৃতি নানা-জাতি বৃক্ষসকল ভবনোদ্যানে বিরাজমান। কোন স্থানে হস্তিশালা, কোন স্থানে বা অশ্বশালা কল্পিত হইল। সকল স্থানেই চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়াদি বিবিধ খাদ্যদ্রব্য ও হেম-পাত্র সকল সজ্জিত হইল।

অনন্তর ঋষিবর নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে সমস্ত প্রস্তুত, আপনি সৈন্যসামন্ত ও ভৃত্যগণকে ভবনান্তরে প্রবেশ করিতে অনুমতি করুন। তখন রাজা স্বয়ং ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্য ও ভৃত্যবর্গকে প্রবেশের আদেশ করিলে, তাহারা শশব্যস্ত হইয়া ঋষিনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহর্ষি নারায়ণপ্রদত্ত দিব্য মণি ধারণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, নরপতে! পথশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন; অতএব আপনার অঙ্গমর্দ্দন ও স্নানাদি নিমিত্ত দাস দাসী প্রেরণ করিতেছি, স্নান করিয়া শ্রমাপনোদন করুন। এই কথা কহিয়া ঋষিবর নরপতির সমক্ষেই একান্তে সেই বিষ্ণুপ্রদত্ত মণি স্থাপন করিলেন। তাহার পর সহসা তাহা হইতে দিব্যমূর্ত্তি সহস্র সহস্র রমণী সম্ভূত হইল। তাহাদিগের সর্ব্বশরীর অতি কোমল, সর্ব্বাঙ্গ অঙ্গরাগে পরিপূর্ণ, কপোলদেশ অতি মনোহর, কেশপাশ আগুল্ফ বিলম্বিত ও চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্ণপাত্র হস্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। দাস দাসীগণ সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। দিব্যাঙ্গনা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল, কেহ কেহ সঙ্গীত আলাপন করিতে লাগিল। এইরূপে রাজা দুর্জ্জয় যেন দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহাসমারোহে স্নান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! একি মুনিবরের তপোবল! না এই মণির অদ্ভুত শক্তি!

এইরূপে নরপতির স্নান সমাপন হইলে উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজোপচারে বিবিধ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলেন। রাজভৃত্যেরাও রাজার ন্যায় বিবিধোপচারে ভোজন কার্য্য সমাপন করিল। যেমন সকলের ভোজন সমাপন হইল, অমনি এ দিকে দিনমণি অরুণিমারাগ ধারণপূর্ব্বক অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। ওদিকে রজনী শারদীয় শশধরের উজ্জ্বল জ্যোতি সহকারে হাসিতে হাসিতে সমাগত হইলেন। সুধাংশু ক্রমশ অংশুজাল বিস্তার করিয়া সমস্ত জগৎ রঞ্জিত করিয়া তুলিলেন। ভৃগু-কুলতিলক দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য শনৈশ্চরের সহিত গগনতল অলঙ্কৃত করিলেন। যদিও তিনি সুরসমাজ-নমস্কৃত, তথাপি দৈত্যপক্ষ অবলম্বনে ক্ষীণালোক হইয়া প্রকাশমান হই-লেন। না হইবেন কেন, অসৎপক্ষ অবলম্বনে কাহার না তেজোহ্রাস হইয়া থাকে? মঙ্গল এবং রাহুগ্রহও ক্রমশঃ মানবগণের নয়নপথবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু চন্দ্রমার ন্যায় নয়নপ্রীতিকর প্রভা কোথায় পাইবেন? কারণ এ জগতে স্বভাবই লোকের বলাবলের হ্রাসবৃদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত যেরূপ গ্রহগতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে শনৈশ্চর নির্ম্মল নভোমণ্ডলে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে, কেতু তাহার বিরুদ্ধে আর অন্ধকার বিস্তার করিলেন না। কেনইবা করিবেন? শঠে শঠে প্রীতি অতীব তৃপ্তিকর। উদারচেতা দ্বিজ-রাজতনয় বুধ দেবও জগৎ প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং স্বপথে প্রকাশমান হইলেন। বিনয় সজ্জনগণনার প্রধান অবলম্বন।

দেখিতে দেখিতে কেতু সমুদিত হইয়া চন্দ্রমার পথবর্ত্তী হই-লেন। আকাশমণ্ডলের আর তাদৃশ উজ্জ্বল জ্যোতি রহিল না। ক্রমে সমস্ত কপিশবর্ণ হইয়া উঠিল। না হইবে কেন, সজ্জনসভায় অসজ্জনের সমাগম হইলে কখনই সুশৃঙ্খল হয় না। চন্দ্ররশ্মিসংযোগে যদিও দিক সকল প্রকাশিত হইল, কিন্তু নক্ষত্রগণের তাদৃশ জ্যোতি রহিল না। বায়ু, পিত্ত ও কফের বৃদ্ধিকারক বরুণদেবের পুত্র চন্দ্রমার উদয়ে সূর্য্যরশ্মি সমাচ্ছন্ন হইল। না হইবে কেন, বেদবিহিত কার্য্যের অন্যথা কখনই সম্ভবপর নহে। যে ধ্রুব পূর্ব্বকালে বাল্যাব-স্থায় নৃপাসন লাভ করিতে না পারিয়া হরির আরাধনায় নিবিষ্টমনা হইয়াছিলেন, সেই ধ্রুব ক্রমে আকাশমণ্ডল অল-ঙ্কৃত করিলেন।

বসুন্ধরে! এইরূপে সেই শুভ রজনী ক্রমশঃ পরি-বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সৈন্য সামন্ত ও রাজানুচরগণ যথা-বিহিত বস্ত্রালঙ্কার লাভে পরিতৃপ্ত হইল। গৃহে গৃহে বিবিধ বহুমূল্য রত্ন ও মহার্হ পট্ট বস্ত্রে যে সকল খট্টা সমলঙ্কৃত ছিল, সে সমস্তই বরাঙ্গণাগণের অধিষ্ঠানে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজা দুর্জ্জয় ক্রমে সামন্ত নরপতিদিগকে এবং প্রধান সচিবগণকে স্ব স্ব গৃহে শয়ন করিতে অনুমতি করি-লেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় দিব্যাঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

ধরিত্রি! সেই ঋষিবরের তপঃপ্রভাবে রাজা দুর্জ্জয় এইরূপে পরমসুখে সৈন্য সামন্ত ও অনুচরগণের সহিত

নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যামিনী বিগত হইলে যেমন নরপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল, অমনি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। আর সে স্ত্রীগণ নাই, সে অট্টালিকা নাই, সে খট্টাও নাই। সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে রাজার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এ সমস্ত কি এই মণির প্রভাব, না মহর্ষির তপঃপ্রভাব! অবশেষে মণিপ্রভাবেই এই সমস্ত সম্ভূত হইয়াছে, ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া অনতিবিলম্বে সামন্তগণের সহিত মিলিত হইলেন, এবং এই মণি, অবশ্য গ্রাহ্য, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া আশ্রমবহির্ভাগে গমন পূর্ব্বক মন্ত্রণা কবিয়া তথা হইতে সচিবপ্রধান বিরোচনকে ঋষিবর গৌরমুখের নিকট প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রিবর বিরোচন ঋষিবরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তাপোধন! রাজা সমুদায় বররত্নের একমাত্র আধার। অতএব আপনার আশ্রমস্থিত এই মণিটি তাঁহাকে সমর্পন করুন।

সচিব-বাক্য-শ্রবণে ঋষিবর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "নরপতি মাত্রেই দাতা এবং বিপ্রমাত্রেই গ্রহীতা। অতএব তিনি রাজা হইয়া কিরূপে দরিদ্রের ন্যায় বিপ্রের নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন? অতএব তুমি শীঘ্র গিয়া সেই দুরাচারকে বল, যেন সে এই লোকমর্য্যাদা অতিক্রম না করে।"

বিরোচন, ঋষিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নরপতি দুর্জ্জয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং গৌরমুখ যাহা কহিয়াছিলেন, অবিকল সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন

রাজা ঋষিবরের উক্তি শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নীল নামক সামন্তকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অবিলম্বে ঋষির নিকট গমন করিয়া বলপূর্ব্বক সেই মণি গ্রহণ করতঃ প্রত্যাগমন কর।

নীল, রাজাজ্ঞা লাভ করিবামাত্র বহুতর সৈন্যে পরি-বেষ্টিত হইয়া বিপ্রবরের আশ্রমে যাত্রা করিল। তথায় অগ্নিহোত্রগৃহে ঐ মণি স্থাপিত ছিল। নীল তদ্দর্শনে স্বয়ং রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মণিগ্রহণমানসে যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি মণি হইতে রণদুর্জ্জয় বিবিধ সৈন্য বিনির্গত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ রথী, কেহ ধ্বজী, কেহ অশ্বারোহী, কেহ অসিচর্ম্মধারী, কেহ বা সতূণীর ধনু-র্ব্বাণধারী। মণিমধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া তাহারা তথায় বিচরণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে যে, পঞ্চদশ সংখ্যক সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদিগের নাম—সুপ্রভ, দীপ্রতেজা, সুরশ্মি, শুভদর্শন, সুকান্তি, সুন্দর, সুন্দ, প্রফুল্ল, সুমনা, শুভ, সুশীল, সুখদ, শম্ভু, সুদান্ত ও সোম। ঐ পঞ্চদশ সেনাপতি বিরোচনকে বহুতর সৈন্য সমবেত সন্দর্শন করিয়া নানাবিধ অস্ত্র লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের শরাসনের প্রভা কনকের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং শর সকল সুবর্ণপুঙ্খ। ভয়ঙ্কর খড়্গ ভুশুণ্ডি ও শূল সকল নিপতিত হইতে লাগিল। রথে রথে, গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, ও পদাতি পদাতি দলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ বা পরস্পর পরস্পরকে ভৎর্সনা করিতে করিতে অগ্রসর

হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। সেই ভীষণ সমরমধ্যে বিরোচন হতচেতন হইয়া ক্ষণবিলম্বেই শমনসদনে আতিথ্য স্বীকার করিল। অনন্তর রাজা দুর্জ্জয় মন্ত্রিবরের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে স্বয়ং সসৈন্যে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য লইয়া সেই মণিপ্রভব সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তুমুল সংগ্রাম সমারব্ধ হইলে, নরপতি দুর্জ্জয়ের পক্ষ হইতে অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিল। তখন হেতা ও প্রহেতা উভয়ে মহাবাহু জামাতা দুর্জ্জয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

বসুন্ধরে! ঐ যুদ্ধে দুর্জ্জয়ের পক্ষে যে সকল দৈত্য সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদিগের নাম, প্রখস, বিঘস, সঙ্ঘস, অশনিপ্রভ, বিদ্যুৎপ্রভ, সুঘোষ, উন্মত্তাক্ষ, ভয়ঙ্কর, অগ্নিদত্ত, অগ্নিতেজা, বাহু, শক্র, প্রতর্দ্দন, বিরাধ, ও ভীমকর্ম্মা বিপ্রচিত্তি। দানবপক্ষে এই পঞ্চদশ দৈত্যই প্রধান। উহাদিগের মধ্যে এক একজন এক এক অক্ষৌ-হিণী সৈন্য লইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুরাত্মা দুর্জ্জয়ের মায়া অতিবিচিত্র। সেই মায়াবলে মণিপ্রভব সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সমর সমারব্ধ হইল। দীপ্রতেজা তিন শরে বিঘসকে, সুরশ্মি দশশরে সঙ্ঘসকে, শুভদর্শন পঞ্চশরে অশনিপ্রভকে, সুকান্তি বিদ্যুৎ প্রভকে, সুন্দর সুঘোষকে এবং সুন্দ পাঁচশরে উন্মত্তাক্ষকে বিদ্ধ করিল। তৎপরে নতপর্ব্ব এক বাণে উন্মত্তাক্ষের শরাসন

দ্বিখণ্ডিত হইল। সুমনা অগ্নিদংষ্ট্রকে, সুবেদ অগ্নিতেজাকে, সুনল বায়ু ও শক্রকে এবং সুবেদ প্রতর্দ্দনকে প্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে দৈত্যপক্ষীয় সকলেই প্রায় মণিপ্রভব সৈন্যগণের প্রহারে আহত হইয়া পড়িল।

বসুন্ধরে! যখন ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মুনিবর গৌরমুখ সমিধ পুষ্প ও কুশাদি আহরণ করিয়া আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া রাজা দুর্জ্জয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তৎপরে আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া যখন জানিলেন, মণির নিমিত্তই এইরূপ তুমুলসংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি দেবাদিদেব নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র পীতাম্বরধারী নারায়ণ খগেন্দ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঋষিবরের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, মুনে! কিনিমিত্ত আমায় স্মরণ করিয়াছ? এক্ষণে তোমার কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে?

তখন ঋষিবর গৌরমুখ কৃতাঞ্জলিপুটে পুরুষোত্তম নারায়ণকে কহিলেন, ভগবন্! রাজা দুর্জ্জয় সসৈন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব উহাকে বিনাশ করুন। ঋষিকর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইবামাত্র নারায়ণ চক্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রজ্বলিত চক্রানলে নিমেষমধ্যে সমস্ত অসুর সৈন্য ভস্মসাৎ হইল। অনন্তর নারায়ণ মুনিবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋষে! যখন নিমেষ মধ্যে এই অরণ্যে সমস্ত

দানবকুল নির্ম্মূল হইল, তখন আমি কহিতেছি, এই অরণ্য "নৈমিষারণ্য" নামে বিখ্যাত হইবে। এইস্থলে ব্রাহ্মণগণ বাসস্থল কল্পনা করিয়া যজ্ঞ আরব্ধ করিবেন। আমি সেই যজ্ঞের যজ্ঞপুরুষ হইব। এই পঞ্চদশ নেতা যজ্ঞে পূজনীয় হইবেন। ইহারাই সত্যযুগে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। বসুন্ধরে! দেব নারায়ণ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন. এদিকে ঋষিবর গৌরমুখও পরমানন্দে স্বীয় আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

---

## দ্বাদশ অধ্যায়।

---

## নারায়ণের ঐশ্বর্য্য।

বরাহ দেব কহিলেন, ধরে! শ্রীকৃষ্ণের চক্রানলে সমস্ত সৈন্য সামন্ত ভস্মসাৎ হইলে, রাজা দুর্জ্জয় শোকে একান্ত কাতর হইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞানের উদ্রেক হইল। তিনি ভাবিলেন. নারায়ণ যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করেন. তখন ইনি রামরূপী; অতএব এক্ষণে আমি চিত্রকূটে গমন করিয়া রামরূপী এই জগৎপতি নারায়ণের স্তব পাঠ করি। এইরূপ চিন্তার পর রাজা পুণ্যধাম চিত্রকূটে গমন করিয়া স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

বসুন্ধরে! রাজা দুর্জ্জয় যে স্তোত্রপাঠ করিয়াছিলেন তাহা এই—হে নরনাথ! হে অচ্যুত! হে রাম! তোমাকে

নমস্কার করি। তুমি পুরাতন কবি ; তুমি দেবগণের সমস্ত অরাতি নিপাতন করিয়া থাক, তুমি মঙ্গলস্বরূপ। তোমা হইতে সমস্ত ভূতের সমুৎপত্তি হইয়াছে। তুমি মহেশ্বর, তুমি দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিগণের দুঃখদূর করিয়া থাক। তুমি সমুদায় ঐশ্বর্য্যের ও সমুদায় তেজের আধার। তুমি সময়ে সময়ে নানাবিধ রূপধারণ করিয়া স্বীয়তেজ প্রকাশ করিয়া থাক। তুমি ভূমণ্ডলে পাঁচ প্রকার, জলে চারিপ্রকার, তেজে তিন প্রকার, এবং বায়ু মধ্যে দুই প্রকার রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছ। হে ভগবন্ হরে ! তুমি শব্দময় পুরুষ, তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য এবং তুমিই হুতাশন, সমস্ত জগৎ তোমাতেই বিলীন হইয়া থাকে। এই জগৎ তোমা হইতে সম্ভূত হইয়া আরামে অবস্থান করিতেছে, এই জন্যই তোমার রামনাম জগদ্বিখ্যাত। হে হরে ! কি দুঃখ-তরঙ্গ-সঙ্কুল ভবসাগর, কি মীন-ইনক্রাদি-গ্রাহসঙ্কুল ভীষণ অর্ণব,মনুষ্য যেখানেই নিমগ্ন হউক না কেন, একবার তোমার নামস্মরণরূপ ভেলা অবলম্বন করিলে আর কিছুতেই বিনষ্ট হয় না ; সেই নিমিত্তই ঋষিবর গৌরমুখ বিপন্ন হইয়া তপোবনে তোমায় স্মরণ করিয়াছিলেন। হে হরে ! যখন বেদবিপ্লব সমুপস্থিত হয়, তখন তুমিই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তাহার উদ্ধার কর। হে বিভো ! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, যে প্রলয়াগ্নিমুখে সমুদায় দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ হইয়াছিল,তুমি সেই প্রলয়াগ্নি। হে বহুরূপধারিন্ ! তুমিই প্রলয়ের পর কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া ধরার উদ্ধার সাধন করিয়াছ। মাধব ! তুমি যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাক। জনার্দ্দন ! কোন কালে কোন জগতে তোমার তুল্য আর

দ্বিতীয় নাই। হে মহাত্মন্ ! তোমা হইতেই এই বিশ্বের বিবৃতি হইয়াছে। কি লোক সকল, কি বেদ, কি দিক্ সকল, সমস্তই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিভো! তুমি আদিপুরুষ, তুমি প্রধানতম আশ্রয়; তোমায় পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইব ? সর্ব্বাদৌ একমাত্র তুমিই বিরাজমান ছিলে। তাহার পর তোমা হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, তৎপরে তাহা হইতে জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ,, মন বুদ্ধি ও গুণ সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব বিভো ! তুমিই সমুদায়ের কারণ। আমার বিশ্বাস, তুমিই সনাতন পুরুষ। হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্ত্তে ! হে সহস্রবাহো ! হে দেবদেব ! হে মহাভাব ! হে রাম ! তোমার জয় হউক্ তোমাকে নমস্কার।

বসুন্ধরে ! দেবাদিদেব নারায়ণ নরপতি দুর্জ্জয়কর্ত্তৃক এইরূপে অভিষ্ঠুত হইয়া প্রসন্ন হইলেন, এবং স্বীয় রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, সুপ্রতীক! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। তখন রাজা সুপ্রতীক নারায়ণের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া সসন্ত্রমে প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, দেবেশ্বর ! আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না, আমাকে এই মাত্র বর প্রদান করুন, যেন আমার আত্মা আপনার শরীরে বিলীন হয়।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে ! সুপ্রতীক এই কথা বলিয়া যেমন ধ্যানাশক্ত হইলেন, অমনি তাঁহার দেহ তৎক্ষণাৎ নারায়ণশরীরে বিলীন হইল। রাজা একেবারে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিলেন। এই আমি তোমার নিকট পুরাতন বৃত্তা-

ন্তের যৎকিঞ্চিৎ কীৰ্ত্তন করিলাম। এমন কি সহস্র বদন লাভ হইলেও কেহ স্বচ্ছন্দে সকল বিষয় বর্ণন করিতে পারে না। আমার যৎকিঞ্চিৎ যাহা স্মরণ ছিল, উদ্দেশে কহিলাম, কিন্তু অর্ণবগর্ভে যে পরিমাণ সলিল বিদ্যমান আছে, তাবৎ পরিমাণ অর্থাৎ অসংখ্যবর্ষ পর্য্যন্ত দান করিলেও ইহার মূল্য নিরূপণ হয় না। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ও নারায়ণ স্বয়ং যখন যাহা কহিয়াছেন, তখনি ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, সুতরাং মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অনন্তের গুণকীৰ্ত্তন নিতান্তই অযুক্ত। তথাপি যতদূর সাধ্য তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম। এমন কি, সমুদ্রের বালুকা ও পৃথিবীর ধূলিকণার সংখ্যা করিতে পারা যায়, তথাপি অনন্তদেব কতকাল ক্রীড়া করিতেছেন, তাহার পরিমাণ নাই। অয়ি সুহাসিনি ! আমার যতদূর সাধ্য নারায়ণের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা কীৰ্ত্তন করিলাম। ইহা সত্যযুগের বৃত্তান্ত, এক্ষণে অন্য আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় ব্যক্ত কর।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

---

## শ্রাদ্ধ-কল্প।

ধরিত্রী কহিলেন, ভগবন্! মুনিবর গৌরমুখ এবং মণিজাত পঞ্চদশ সেনাপতি, ইহাঁরা নারায়ণের সহিত সাক্ষাত করিয়া কি ফল লাভ করিয়াছিলেন? পরম ধার্ম্মিক গৌরমুখ মুনিই বা কে? তিনি শ্রীহরির দর্শনে কি করিয়া-

ছিলেন ? এই সমস্ত বিষয়ে আমার বিশেষ কুতূহল আছে ; অতএব আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! মুনিবর গৌরমুখ, ভগবান্ নারায়ণ নিমেষমধ্যে দানববিনাশরূপ মহৎ কার্য্য সাধন করিলেন দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার আরাধনায় গমন করিলেন। তীর্থ মাহাত্মবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দৈত্যান্তকারী ভগবান্ নারায়ণ প্রভাসতীর্থেই অবস্থান করিয়া থাকেন। মুনিবর তথায় গমন করিয়া দানবনিসূদন নরায়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাহার কিয়দ্দিন পরে মহাযোগী মুনিবর মার্কণ্ডের তথায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে গৌরমুখের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি পাদ্য অর্ঘ দিয়া একান্ত ভক্তিসহকারে মার্কণ্ডেয়কে পূজা করিলেন। অনন্তর ঋষিবর কুশাসনে আসীন হইলে গৌরমুখ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রতধারিন্ মহর্ষে! আমায় আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন মহাতপা মার্কণ্ডেয় মধুর বচনে তাঁহাকে কহিলেন, মুনে! গুরুদেব নারায়ণ সমস্ত দেবতার আদি। তাঁহা-হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মা আবার সাত জন মুনিকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তোমরা আমারই অর্চ্চনা কর" কিন্তু পিতামহসৃষ্ট মুনিগণ তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আপনারা আপনাদিগের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা "যখন তোমরা আমার বাক্যে অবহেলা করিলে, তখন আমি এই শাপপ্রদান করিতেছি যে, এই ব্যভিচারনিবন্ধন তোমারা সকলেই জ্ঞান-

ভ্রষ্ট হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।” ব্রহ্মার তনয়গণ পিতাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া তাঁহারা সাতজনে স্ব স্ব তনয় উৎপাদন পূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। বেদবিদ্ বিপ্রগণ স্বর্গপ্রয়াণ করিলে, তৎপুত্রগণ শ্রাদ্ধ কার্য্য দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিল। এদিকে সেই সমস্ত ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ বিমানযানে অবস্থান পূর্ব্বক পুত্রগণের পিণ্ডদান কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

গৌরমুখ জিজ্ঞাসিলেন, মুনিবর! পিতৃগণের সংখ্যা কত? তাঁহারা কোন্ লোকে অবস্থান করিতেছেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ঋষে! দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম মরীচি প্রভৃতি সাতজন সোমবর্দ্ধন ঋষি বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদিগকে পিতৃলোক কহে। তাঁহাদিগের মধ্যে চারিজন শরীরী এবং অন্য তিনজন অশরীরী। এক্ষণে তাঁহাদিগের লোকসৃষ্টি বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সন্তানক নামে যে ভাস্বর লোক বিরাজমান আছে, পিতৃগণ তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবগণের পিতা এবং দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন। এই পিতৃগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়া সনাতন লোকে গমন করেন। তাহার পর শতযুগ সমতীত হইলে তাঁহারা পুনরায় ব্রহ্মবাদী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন। তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। সেই স্মৃতির বলে তাঁহারা অত্যুৎকৃষ্ট সাধ্যযোগ অবলম্বন করেন। তাহাতে পুনরাবৃত্তিরহিত অতি বিশুদ্ধ যোগগতি লাভ হয়। এই পিতৃগণ শ্রাদ্ধে যোগিগণের

যোগবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। আবার ইহাঁরাই যোগিগণের যোগবলে পরম পরিতুষ্ট হন। অতএব শ্রদ্ধাসহকারে যোগীদিগকেও দান করা কর্ত্তব্য। এই আমি সোমপায়ী পিতৃগণের প্রথম সৃষ্টিবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ইহাঁরা সকলেই একাত্মা, এবং সকলেই স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকেন। ভূলোকনিবাসিগণ ইহাঁদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, অত্রি ও অঙ্গিরা প্রভৃতি যেসকল ঋষিরা মরুদ্গণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের অপর নাম। কল্পবাসী। সনকাদি তিনজন ঋষি বিরাজের পুত্র, এই নিমিত্ত তাঁহারা বৈরাজ নামে বিখ্যাত। বৈরাজগণ তপঃপরায়ণ। সমুদায়ে পিতৃলোকের এই সাত সংখ্যা কীর্ত্তন করিলাম ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই এই সাত পিতৃলোকের যাগ করিতে পারেন। শূদ্রের প্রতি ইহাঁদিগের পৃথক্ বিধান নাই। সুতরাং শূদ্রগণ বর্ণত্রয়কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অনায়াসে ঐ পিতৃলোকের যাগ করিতে পারে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন শূদ্রজাতীয় পিতৃলোক পৃথক্ আছে। এই পিতৃলোকের মধ্যে একেবারে মুক্ত বা চেতনাযুক্ত কেহই নাই। তবে ভূয়োভূয়ঃ শাস্ত্রদর্শনে, পুরাণপর্য্যালোচনা ও ঋষিসমাদৃত শাস্ত্রে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, পুত্রগণও পিতৃগণের যাজ্য। কারণ পিতৃগণ পুত্রগণের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞানবলে, নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। কশ্যপাদি ঋষিগণ বসুগণের এবং বসুগণ সমুদায় বর্ণের পিতৃলোক। গন্ধর্ব্বাদি, দেবযোনিগণও বসু প্রভৃতির ন্যায় সমুদায় বর্ণের পিতৃলোক। হে মুনিবর! এই আমি উদ্দেশে পিতৃলোকের সৃষ্টির

বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এমন কি কোটি বৎসরেও ইহাব তদন্ত করিতে পারা যায় না। সম্প্রতি শ্রাদ্ধের কাল নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। শ্রাদ্ধের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া যথাকালে অর্থাৎ দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ কালে, মহাবিষুব সংক্রমণে, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, সূর্য্যের দ্বাদশরাশিসংক্রমণে, বিরুদ্ধ গ্রহনক্ষত্রপীড়া উপস্থিত হইলে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে ও নব শস্যের সমাগম হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধকরা অবশ্যকর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন যখন আদ্রা, বিশাখা ও স্বাতি নক্ষত্র সংযুক্ত অমাবস্যা উপস্থিত হয়, তখন শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ আট বৎসরের নিমিত্ত পরিতৃপ্ত হন। আর যদি পুষ্যা, আদ্রা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসরের জন্য পরিতৃপ্তি লাভ করেন। বাসব, অজৈকপাদ ও বারুণ নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করা নিতান্ত দুর্ল্লভ। এমন কি দেবগণও এরূপ সংযোগ প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করেন। যাহাই হউক পূর্ব্বকথিত নব নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। এমন কি কোটিসহস্র বৎসরেও ইহার পুণ্য ক্ষয় হয় না।

মুনিবর! এতদ্ভিন্ন পিতৃশ্রাদ্ধের অন্য কালও নিয়মিত আছে। বৈশাখ মাসের তৃতীয়া ও কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী, মাঘ মাসের পূর্ণিমা, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ, চারি অষ্টকা এবং দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ কালে শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। এমন কি, পিতৃগণ বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বকথিত কালে প্রযত হইয়া তিলযুক্ত জলাঞ্জলি

প্রদান করিলেও, তাঁহারা সহস্রবর্ষ শ্রাদ্ধের তৃপ্তিলাভ করেন। মাঘমাসের অমাবস্যায় বারুণ নক্ষত্রের সংযোগ লাভ, সহজ পুণ্যের কথা নহে। আবার যদি তাহাতে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের সংযোগ উপস্থিত হয়, ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে পিতৃলোক অযুত বৎসর শ্রাদ্ধের তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। আবার মাঘ মাসের অমাবস্যায় যদি পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের মিলন হয় এবং কেহ ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃলোককে জলপিণ্ড প্রদান করে, তাহা হইলে তাঁহারা চিরযুগের জন্য সুখে নিদ্রাসুখ অনুভব করেন।

গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশ ও গোমতীতীর্থে গমন করিয়া পরম যত্নসহকারে গোবৎসাদির অর্চ্চনা করিলে, পিতৃলোকের অহিতসকল দূরে পলায়ন করে। পিতৃগণ বলিয়া থাকেন যে, যদি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী মঘা নক্ষত্রযুক্ত হয় এবং পুত্রগণ যত্নসহকারে তীর্থ-তোয়াঞ্জলি প্রদান করে, তাহা হইলে আমাদিগের তৃপ্তির পরিসীমা থাকে না। পুত্রগণের ধন, মন বিশুদ্ধ হয়। সময় সুপ্রসন্ন ও ক্রিয়া ফলবতী হইয়া থাকে। কোন অভীষ্টই সুসিদ্ধ হইতে অবশিষ্ট থাকে না।

হে বিপ্রবর! এক্ষণে পিতৃগীতা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে গীতানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে এবং মনুষ্যমাত্রেরই তাদৃশ ভক্তিযুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃগণ বলিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া অর্থাৎ স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে পিতৃতর্পণ করে, সে প্রশংসনীয় হইয়া পরিণামে আমাদিগের কুলে জন্মগ্রহণ

করিতে পারে। যে ব্যক্তি বিভববান্ হইয়া আমাদিগের উদ্দেশে রত্ন, বস্ত্র, মহাযান ও জলাদি বস্তু সকল ব্রাহ্মণসাৎ করে, যে ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক নম্রভাবে শ্রাদ্ধকালে অন্নাদি ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণগণের যেমন তৃপ্তি সাধন করে, সে ব্যক্তি সেইরূপ বিভবশালী হইয়া থাকে।

এমন কি যদি কোন ব্যক্তি অন্নদানে অসমর্থ হইয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে যথাশক্তি বন্য শাকমাত্র প্রদান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করে; যদি কেহ তাহাতেও অপারক হইয়া ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণদিগকে কিয়ৎপরিমাণে কৃষ্ণতিল প্রদান করে, বা যে ব্যক্তি আমাদিগের উদ্দেশে সপ্তাষ্ট মাত্রতিলের সহিত জলাঞ্জলি প্রদান করে, অথবা যে ব্যক্তি যথাকথঞ্চিৎ কোন স্থান হইতে গোদুগ্ধ আহরণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে আমাদিগকে প্রীত করে; এমন কি যদি কিছুমাত্র সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অবশেষে বনমধ্যে গমন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যাদি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র বলিতে থাকে যে "আমার অর্থ বা অন্য কোন প্রকার সামর্থ্য নাই যে পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করি, অতএব আমি প্রণতভাবে পিতৃগণকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা কেবল আমার ভক্তিমাত্র ধনে পরিতৃপ্ত হউন। এই অধম তাঁহাদিগের নিমিত্ত আকাশপথে হস্ত উত্তোলন করিল"। হে মুনিবর! এই আমি সমর্থ ও অসমর্থপক্ষে শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিলাম। অভাবপক্ষে পিতৃলোকের উদ্দেশে পূর্ব্বোক্ত রূপ আচরণ করিলেই, শ্রাদ্ধকার্য্যের ফল লাভ হইয়া থাকে।

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

## শ্রাদ্ধ কল্প।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিপ্রবর! পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র সনকের অনুজ ধীমান সনন্দ শ্রাদ্ধ বিষয়ে আমার নিকট যে রূপ কহিয়া ছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

অগ্নিত্রয়ে দীক্ষিত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ যড়ঙ্গবিদ, ব্যক্তি পুরোহিত, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, শ্বশুর, জামাতা, মাতুল, তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পঞ্চাগ্নিতে অভিরত শিষ্য, শ্যালক অথবা পিতৃমাতৃভক্ত পুত্রকে শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রতিনিধি প্রদান করিবে, কিন্তু মিত্রদ্রোহী কুনখী শ্যাবদন্ত কন্যাবিক্রেতা, অগ্নি-প্রদ, সোমবিক্রয়ী, শাপগ্রস্ত, তস্কর, খল, গ্রাম্যযাজক, বেদবিক্রয়ী, শূদ্রাধ্যাপক, অন্যপূর্ব্বাগ্রাহী, বা তাদৃশ পিতামাতার ঔরসে সমুৎপন্ন, বৃষলীপুত্রের পোষ্য বা বৃষলী-পতি অথবা দেবল ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য নহে।

প্রথমতঃ শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহা-দিগের পরিতৃপ্তি হইলে সমাগত যতিদিগকে ভোজন করা-ইবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ ভবনে সমাগত ইহলে প্রথমে তাঁহারা ধৌতপাদ ও কৃতাচমন হইলে তাঁহাদিগকে ভোজনার্থ আসনে উপবেশন করাইবে। পিতৃশ্রাদ্ধ অযুগ্ম ব্রাহ্মণ এবং দেব পক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে; অথবা কি দেবপক্ষ, কি পিতৃপক্ষ, উভয়পক্ষেই এক একটী ব্রাহ্মণ বসাইলেও হানি

নাই। কিন্তু মাতামহপক্ষে বিশ্বেদেবসমন্বিত শ্রাদ্ধ করাই কর্ত্তব্য।

দেবপক্ষে যে ব্রাহ্মণদ্বয়ের ভোজন ব্যবস্থা হইল, তাহা পূর্ব্বাহ্ণে হওয়াই আবশ্যক; আর পিতৃ বা পিতামহাদি পক্ষে উত্তরাস্য করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ঐ উভয়পক্ষীয় ব্রাহ্মণ পৃথক পৃথক ভোজন করাইবে এবং কোন কোন ঋষি বলিয়া থাকেন যে, পৃথক পৃথক্ কেন? একত্র ভোজন করানই বিধি।

প্রথমতঃ পিতৃগণকে উপবেশনার্থ কুশ প্রদান করিয়া যথাবিধি অর্ঘ প্রদান করা কর্ত্তব্য। তৎপরে তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে আবাহন করিবে। দেবতাদিগের অর্ঘ প্রদানের সময় যব মিশ্রিত উদকে অর্ঘকল্পনা করা বিধেয়। তাহার পর তাঁহাদিগকে যথাবিধি সুগন্ধ ধূপ ও দীপ প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃলোকের উদ্দেশে যাহা কিছু কল্পিত হইবে তৎ সমস্তই অপসব্যবিধানে অর্থাৎ উত্তরীয় ও উপবীত দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ করিয়া করা কর্ত্তব্য। তাহার পর ব্রাহ্মণের নিকট ভোজনপাত্র স্থাপনের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া ভূতলে কুশসকল দ্বিভাগে আস্তীর্ণ করিবে। তৎপরে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পিতৃগণের আবাহন করিয়া সতিল গঙ্গোদকের সহিতঅর্ঘাদি প্রদান করিবে। যদি ঐ সময়ে কোন পান্থ বুভুক্ষু হইয়া তথায় উপস্থিত হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের অনুমোদনে তাহারও তৃপ্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। কারণ যোগিগণ মানবমণ্ডলীর হিতসাধনাভিলাষে কে জানে কি উদ্দেশে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। অতএব শ্রাদ্ধকালে

সমাগত যোগীকে যত্নপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহা না করিলে অর্থাৎ সমাগত অতিথি অবমানিত হইলে পিতৃশ্রাদ্ধের ফল একেবারে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনলে আহুতি প্রদান করিবার সময় ব্যঞ্জন বা লবণযুক্ত চরু আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বারত্রয় আহুতিপ্রদান করাই বিধেয়। প্রথম আহুতি প্রদানের সময় "অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা" দ্বিতীয় "সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" এবং তৃতীয় আহুতি প্রদানের সময় "বৈবস্বতায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে যাহা হুতাবশিষ্ট থাকিবে, তাহা অল্প অল্প করিয়া বিপ্রগণের ভোজন পাত্রে সমর্পণ করিবে এবং মধুরভাবে বলিবে যে, "হে ভোক্তৃগণ! আমি যত্নপূর্ব্বক এই অভিমত অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি, অতএব আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করুন"। অনন্তর যাঁহারা ভোজন করিবেন, তাঁহাদিরেও যেরূপ সুস্থিরচিত্তে সুপ্রসন্নভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য, শ্রাদ্ধকর্ত্তাকেও তদ্রূপ ক্রোধপরিশূন্য হইয়া ভক্তিভাবে পরিবেশন করাও বিধেয়। "রক্ষোঘ্ন" মন্ত্রপাঠ করিয়া ভূতলে তিল আস্তৃত করত হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা আমার আজ্যপায়ী পিতৃস্বরূপ। আজি আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ হুতান্নে আপ্যায়িত হইয়া তৃপ্তিলাভ করুন। আজি তাঁহারা আপনাদিগের দেহে অবস্থান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হউন। আজি আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত ভক্তিভাবে ভূতলে পিণ্ডপ্রদান করিতেছি, তাঁহারা মদ্দত্ত পিণ্ডলাভে

পরিতৃপ্ত হউন। মাতামহ, পিতা ও বিশ্বেদেবগণ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করুন। আজ যাতুধানগণের পরিতৃপ্তি বিদূরিত হউক। যিনি সমুদায় যজ্ঞের প্রণেতা, যিনি যজ্ঞেশ্বর, যাঁহার আত্মার বিকার নাই, সেই সর্ব্বেশ্বর, হরি আজি আমার পিতৃ-শ্রাদ্ধের ভোক্তা হউন। আজি সেই সর্ব্বেশ্বর হরির সন্নিধান-বশতঃ সমস্ত রাক্ষস ও সমুদায় অসুর এখান হইতে দরে পলায়ন করুক।

এইরূপে ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে ভূতলে অন্ন বিক্ষেপ এবং তাঁহাদিগের আচমনের নিমিত্ত অল্পে অল্পে জলপ্রদান করিবে। অনন্তর অন্ন ও জলদ্বারা পরিতৃপ্ত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পিণ্ড সকল সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া পিতৃতীর্থে প্রদান করিবে। তৎপরে সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার পর সেই প্রকারে আবার সেই সমস্ত মাতামহ পক্ষে সমর্পণ করিবে। অনন্তর সেই উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে দক্ষিণাগ্র কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া গন্ধপুষ্পধূপ দীপাদি দ্বারা পূজাকরতঃ প্রথমতঃ স্বীয় পিতা, তৎপরে পিতামহ এবং তৎপরে প্রপিতামহের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। তাহার পর সেই সমাস্তৃত কুশমূলে লেপভুক্ পিতৃগণের উদ্দেশে হস্ত সংঘর্ষণ করিবে। আবার ঐ প্রকারে গন্ধ মাল্য ধূপ দীপাদির সহিত মাতামহগণকে পিণ্ডপ্রদান করিয়া তৎ-পরে শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আচমনার্থ জল প্রদান করিবে।

এইরূপে তদ্গতচিত্তে একান্ত ভক্তিসহকারে পিতৃগণের পিণ্ডপ্রদান করিয়া স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা

প্রদান করিবে। দক্ষিণাদানের পরক্ষণেই শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বয়ং যেমন বৈশ্বদৈবিক মন্ত্র অর্থাৎ "হে বিশ্বেদেবগণ ! তোমরা প্রীত হও" এই মন্ত্র পাঠ করিবে, অমনি ব্রাহ্মণগণকেও সেই মন্ত্র পাঠ করাইবে। ব্রাহ্মণেরা ঐ মন্ত্র পাঠ করিলে তাঁহা-দিগের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। তাহার পর প্রথমতঃ পিতৃদেবগণ এবং তৎপরে মাতামহদেবগণকে বিদায় দিবে।

মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহশ্রাদ্ধে একজন বিজ্ঞতম ব্রাহ্মণকে ভোজন করানই বিধেয়। ভোজনের পর যথোচিত সম্মাননা ও যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিবে। বিদায় দানকালে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তৎপরে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৈশ্য-দেবাদ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। তৎপরে কি পূজনীয় ব্যক্তি, কি ভৃত্য, কি আত্মীয় স্বজন, সকলের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে।

বিপ্রবর ! কি পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধ, কি মাতামহপক্ষের শ্রাদ্ধ সমস্তই এইরূপে সম্পাদন করিবে। পিতৃগণ শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্ত হইয়া সমুদায় অভীষ্ট সম্প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধে দৌহিত্র, কুতপ অর্থাৎ অষ্টম নবম ভাগ এবং তিল এই তিন পবিত্র পদার্থ। শ্রাদ্ধে রজত দান করা কিম্বা শ্রাদ্ধ করিতে করিতে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করা অথবা ক্রোধবশতঃ আসন হইতে গাত্রোত্থান করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রাদ্ধ করিলে বিশ্বেদেবগণ, পিতৃগণ ও মাতামহগণ পরিতৃপ্ত হইয়া কুল উজ্জ্বল করেন। পিতৃগণ যেমন সোমাধার, চন্দ্রমা

সেইরূপ যোগাধার, অতএব যোগবর্দ্ধন শ্রাদ্ধ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। হে বিপ্রবর! একজনমাত্র যোগী সহস্র বিপ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একমাত্র যোগী শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকিলে সমুদায় ভোক্তা ও যজমানকে পরিত্রাণ করেন। সাধারণতঃ সমুদায় পুরাণে ইহাই পিতৃশ্রাদ্ধের নিয়ম। এই কর্ম্মকাণ্ড বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে লোক ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। দ্বিজবর! ব্রতাবলম্বী ঋষিগণও ইহার আশ্রয়ে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়াছেন; অতএব তুমিও এই শ্রাদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনে তৎপর হও। বিপ্রবর! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই কীর্ত্তন করিলাম। পিতৃকার্য্য করিয়া শ্রীহরির স্মরণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ শ্রীহরির স্মরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম পদার্থ আর কিছুই নাই। সুতরাং পিতৃতন্ত্র যে হরিনাম স্মরণ হইতে নিকৃষ্ট তাহার আর সংশয় নাই।

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

## আদিবৃত্তান্ত কথন।

বসুন্ধরা কহিলেন, ভগবন্! মহামুনি গৌরমুখ মার্কণ্ডেয়ের প্রমুখাৎ শ্রাদ্ধবিধির কথা শ্রবণ করিয়া কি করিলেন?

বরাহদেব কহিলেন, ভূতধাত্রি! মার্কণ্ডেয় মুখে পিতৃতন্ত্র শ্রবণ করিবামাত্র মুনিবর গৌরমুখের পূর্ব্বতন শতজন্ম বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল।

ধরণী কহিলেন, ভগবন্‌! দ্বিজোত্তম গৌরমুখ পূর্ব্বজন্মে কি ছিলেন? কেনই বা তাঁহার পূর্ব্বজন্ম কথা স্মরণ হইল? স্মরণ করিয়াই বা কি করিলেন?

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! গৌরমুখ পূর্ব্বজন্মে সাক্ষাৎ দ্বিজবর ভৃগু ছিলেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয়ও ঐ বংশোদ্ভব। পূর্ব্বকালে কমলযোনি ব্রহ্মা ভৃগুকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা পুত্রগণকর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া সদ্গতি লাভ কবিবে; সেই জন্যই গৌরমুখ মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মারিত হইলেন। সমস্ত জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, যাহা করিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক সমুদায় কহিতেছি শ্রবণ কর।

ঋষিবর গৌরমুখ কার্কণ্ডেয়ের নিকট পিতৃতন্ত্র বিষয় শ্রবণ করিয়া দ্বাদশ বৎসরকাল পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। শ্রাদ্ধ সমাপনের পর ত্রিলোকবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে অবস্থান করিয়া সেই দৈত্যান্তকারী ভগবান শ্রীহরির স্তব পাঠ করেন।

গৌরমুখ কহিলেন, হে নারায়ণ! হে রিপুদর্পহারিন্‌! হে মহেন্দ্র! হে শিব! তুমি ব্রহ্মবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য! তুমি চন্দ্রে, সূর্য্যে ও অশ্বিনীকুমারযুগলে বিরাজমান রহিয়াছ। তুমি সকলের কারণ। হে দৈত্যান্তকারিন্‌ হরি! তোমাকে স্তব করি। হে আদিপুরুষ! তুমিই পূর্ব্বকল্পে বেদবিনাশের সময় মৎস্য দেহ ধারণ করিয়াছিলে। কত কত ভূধর তোমার দেহের উপর অবস্থান করিয়াছিল। তোমারই পুচ্ছাগ্র আস্ফালনে অর্ণব সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তুমিই দেবগণের শত্রুদিগকে বিনিপাতিত কর। সমুদ্রমন্থনকালে তুমিই কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ

করিয়া গিরিবর সুমেরুকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলে। হে দৈত্যদর্পহারিন্! হে সুরেশ্বর! হে আদিপুরুষ! তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমিই মহাবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভূতলের তলভাগে প্রবেশ করিয়াছিলে। দেবগণ ও সিদ্ধগণ তোমাকে যজ্ঞপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যুগে যুগে তুমিই ভীষণতর নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক। তুমিই বলি-রাজার যজ্ঞের বিঘ্নকারক। তুমিই যোগাত্মা এবং তুমিই যোগরূপী। তুমিই বামনরূপে দণ্ডাজিন ধারণ করিয়া ত্রিপাদ-বিক্রমে পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমিই জামদগ্ন্যরূপে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া, পরিশেষে কশ্যপকে প্রদান করিয়াছ। তুমিই রামাদিরূপে দেহ চতুর্ধা বিভাগ করিয়াছ। তুমি যে কখন কি মূর্ত্তি ধারণ কর, তাহা কে বলিতে পারে? যখন দেবগণ চাণূর ও কংসাসুরভয়ে একান্ত ভীত হইয়াছিলেন, তখন তুমিই বসুদেবগৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের ভয়ভঞ্জন করিয়াছ। তুমি প্রতিযুগেই ঐরূপ রূপ ধারণ করিয়া থাক। তুমি কল্পে কল্পে কতপ্রকার অদ্ভুতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক তাহার ইয়ত্তা নাই। তুমি যুগে যুগে কল্কি নামে অবতীর্ণ হইয়া থাক। তুমিই বর্ণস্থিতি রক্ষার নিমিত্ত নানারূপ ধারণ করিয়া থাক।

হে সনাতন! হে ব্রহ্মময়! হে পুরাতনপুরুষ! কি সুরগণ, কি সিদ্ধগণ, কি দৈত্যগণ, জ্ঞানমার্গ ভিন্ন কেহই তোমার প্রকৃতরূপ দর্শন করিতে পারেন না। অতএব হে পুরুষোত্তম! আমি বারম্বার তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমি আমার মোক্ষপথের পথপ্রদর্শক হও।

ধরে ! মহর্ষি গৌরমুখ তদ্গতচিত্তে বারম্বার নারায়ণকে নমস্কার করিতে করিতে ভগবান শঙ্খ-চক্র-গদাধর তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ঋষিবরের দেহে নির্ম্মল জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইল। তখন তিনি একেবারে শাশ্বত পরমব্রহ্মে বিলীন হইলেন। তদবধি তিনি জঠরযন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

—০—

## ষোড়শ অধ্যায়।

—০—

## সরমার উপাখ্যান।

বসুন্ধরা কহিলেন, ভগবন্ ! দেবরাজ ইন্দ্র অত্রি-তনয় দুর্ব্বাসার শাপে দুর্জ্জয়কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেবগণের সহিত ভূলোকে আগমন করিয়া ছিলেন। কিন্তু ভগবান নারায়াণ দুর্জ্জয়কে বিনিপাতিত করিলে, দেবরাজ কি করিলেন ? বিদ্যুৎ ও সুবিদ্যুৎ নামক যে দুইজন দৈত্য স্বর্গে লোকপালপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই বা কি করিলেন ? অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি ধরিত্রি ! দেবরাজ দুর্জ্জয়কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেবতা, যক্ষ ও মহোরগগণের সহিত প্রথমতঃ ভারতবর্ষে বারাণসী নগরীতে গমন করিলেন। এদিকে বিদ্যুৎ ও সুবিদ্যুৎ উভয়ে বায়ুযোগ অবলম্বন করিয়া, কিরূপে ত্রিলোকের আধিপত্য আপনাদিগের হস্তগত থাকে এই চিন্তায় একান্ত আক্রান্ত হইল।

ক্রমশঃ তাহারা যোগবলে সমুদায় লোকপালত্ব আপনা-দিগের আয়ত্ত করিল এবং ভুর্জ্জয় মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছে শুনিয়া চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে দেবগণের প্রতি সমরযাত্রা করিল। উভয়ে সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে দেবগণও চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্যসংগ্রহ করত সুসজ্জিত হইয়া পুনরায় ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্তির অভিলাষে স্থিরভাবে মন্ত্রণা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে আদৌ অঙ্গিরার পুত্র গুরুদেব বৃহস্পতি কহিলেন, হে অমরগণ! প্রথমতঃ তোমরা গোমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও, তৎপরে অন্যান্য যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবে ; আমি তোমাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিলাম। অতএব তোমরা আর বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

ধরে ! বৃহস্পতি এই কথা বলিবামাত্র দেবগণ কতকগুলি গোধন যজ্ঞীয় পশু কল্পনা করিয়া তাহাদিগের রক্ষার্থ এবং চারণার্থ এক কুক্কুরীকে নিযুক্ত করিলেন। গোধনসকল সরমা-রক্ষিত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে যথায় অসুরগণ অবস্থান করিতেছিল তথায় উপস্থিত হইল। তখন অসুরগণ তদ্দর্শনে গুরুদেব শুক্রচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রহ্মন্ ! ঐ দেখুন,দেবগণের গোধন সকল দেবশুনী সরমাকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বিচরণ করিতেছে, এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি ?

সেই কথা শ্রবণে শুক্রাচার্য্য কহিলেন, “দৈত্যগণ ! আর বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র গোধন অপহরণ কর।” তদনুসারে দৈত্যগণ তৎক্ষণাৎ গোধন সকল অপহরণ করিল। সরমা ধেনুগণের অদর্শনে ইতঃস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল,

দৈত্যগণ তাহাদিগকে অপহরণ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সময় গোধন অন্বেষণে প্রবৃত্তা সরমা দৈত্যগণের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলে, তাহারা প্রথমতঃ শান্তভাবে তাহ'কে কহিল, "সরমে! তোমায় এই গোধনের ক্ষীর প্রদান করিতেছি, পান কর। কিন্তু ধেনুগণ এস্থানে অবস্থান করিতেছে দেবরাজকে তাহা কদাচ নিবেদন করিওনা।"

দৈত্যগণ এই কথা বলিয়া বিদায় দিলে, দেবশুনী সরমা কম্পিতকলেবরে দেবগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্রকে প্রণাম করিল। তখন সুরপতি সন্দিহান হইয়া মরুদ্গণকে কহিলেন, "মারুতগণ! তোমরা অলক্ষিতভাবে এই সরমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া, ইহার কার্য্য অনুসন্ধান কর।" এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র মারুতগণ সূক্ষ্ম কলেবর ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং তৎকৃত ব্যাপার প্রত্যক্ষকরতঃ প্রত্যাগমন করিয়া দেবরাজকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর কুক্কুরী সমাগত হইলে দেবেন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরমে! আমার গোধন সকল কি হইল?" সরমা কহিল, "প্রভো! তাহারা কোথায়, আমি অবগত নহি।" তখন দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া মরুদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মরুদ্গণ! আমার যজ্ঞীয় গোধন সকল কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে, তোমরা কি তাহা অবগত আছ?" তখন মরুদ্গণ সরমাকৃত সমুদায় বৃত্তান্ত দেবরাজের নিকট নিবেদন করিলেন। শ্রবণমাত্র মহেন্দ্র সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, কহিলেন

"মূঢ়ে ! দৈত্যগণ আমার যজ্ঞীয় গোধন অপহরণ করিয়াছে এবং তুই তাহার দুগ্ধপান করিয়াছিস্, অথচ 'আমি জানি না' বলিতেছিস্।" এই বলিয়া তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন। সেই পদাঘাতে ক্ষীর বমনকরতঃ সরমা যেমন গমন করিবে অমনি দেবরাজ সসৈন্যে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। গিয়া দেখিলেন, অসুরগণ গোধন সকল বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। তখন তিনি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণের প্রহারে দানবগণ একান্ত ব্যথিত হইয়া গোধন সকল উন্মোচন করিল। তখন দেবেন্দ্র ধেনুলাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নানাবিধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্রসহস্র যজ্ঞ সমাধানে তাঁহার বল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সৈন্যগণ ! তোমরা শীঘ্র সুসজ্জিত হও। অবিলম্বেই দৈত্যগণের উন্মূলনে যাত্রা করিতে হইবে।"

বসুন্ধরে ! দেবরাজ এইরূপ আদেশ করিবামাত্র দেবসৈন্য সমুদায় তৎক্ষণাৎ বর্ম্মচর্ম্মাদি ধারণপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইল। অনন্তর দেবেন্দ্র অসুরগণের বিনাশে যাত্রা করিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর দানবী সেনা পরাজিত হইল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন দেবরাজ জয়লাভ করিয়া লোকপালগণের সহিত পুনরায় স্বর্গধামে গমন করিয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ধরে ! যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে প্রতিদিন এই অদ্ভুত উপা-

খ্যান শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন, এবং যে নরপতি অধিকার-চ্যুত হইয়া সমাহিতচিত্তে ভক্তিভাবে এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনিও দেবেন্দ্রের ন্যায় পুনরায় স্বীয় রাজ্যলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

## সপ্তদশ অধ্যায়।

---

## মহাতপার উপাখ্যান।

ধরণী কহিলেন, ভগবন্! ঋষিবর গৌরমুখের মণি হইতে যে সকল মহাত্মগণ সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগকে এই বরপ্রদান করেন যে, তাঁহারা ত্রেতাযুগে নরপতিরূপে সমুৎপন্ন হইবেন; কিন্তু তাঁহারা কি প্রকারে জন্মপরিগ্রহ করিলেন? কে কি কার্য্য করিয়াছিলেন? তাঁহা-দিগের নাম কি? কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, হে ভুতধাত্রি! মণি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া যিনি সুপ্রভ নাম ধারণ করেন, তাঁহার উৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে শ্রুতকীর্ত্তি নামে বিখ্যাত, আজানুলম্বিতবাহু বলবান্ এক নরপতি ছিলেন। সুপ্রভ তাঁহারই পুত্ররূপে প্রজাপাল নামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। বলবান প্রজাপাল একদিন মৃগয়া উপলক্ষে শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম কাননে প্রবেশ করেন। প্রবেশমাত্র

দেখিলেন, এক মহর্ষির সুদীর্ঘ অতিরমণীয় এক আশ্রম বিদ্যমান রহিয়াছে এবং মহাতপা নামে পরমধার্ম্মিক এক ঋষি নিরাহারে সনাতন ব্রহ্মনাম জপ করিয়া তপস্যা করিতেছেন। দর্শনমাত্র আশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছা হওয়াতে প্রজাপাল তথায় প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশকালে দেখিলেন, পথের উভয়পার্শ্বে নানাবিধ বনবৃক্ষ সকল ভূমি ভেদ করিয়া উদ্গত হইয়াছে। লতাগৃহ সকল শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে। কিন্তু তথায় বিলাস-রসিক ভৃঙ্গের সমাগম নাই। বরাঙ্গনাগণ—যাঁহাদিগের নখাগ্রভাগ রক্তকোকনদের শোভা বিস্তার করিতেছে, তাঁহারা বৃত্রশত্রু ইন্দ্রের স্বর্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া তথায় অলক্তাক্ত পদপংক্তি বিস্তার করিতেছেন। কোন স্থানে বিবিধ বিহঙ্গ সকল শাখায় আসীন হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গান করিতেছে, কোন স্থানে ষট্‌পদগণ মধুপানে মত্ত হইয়া পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিতেছে। বিবিধ বিটপ সকল পুষ্পিত হইয়া অতীব মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে। বিহঙ্গগণ কদম্ব, নীপ, অর্জ্জুন, শীল, শাল প্রভৃতি বৃক্ষের নীড়ে বসিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণে আশ্রম পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত এবং ধূমশিখা উদ্গত হইতেছে। পাপের লেশমাত্র নাই। যেন মদমত্ত কেশরী সকল তীক্ষ্ণদশনে অধর্ম্মরূপ করির মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

বসুন্ধরে! রাজা প্রজাপাল এইরূপ বিবিধ শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখি-

লেন, মধ্যাহ্ন দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর বেদবিদগ্রণ্য ঋষিবর মহাতপা কুশাসনে আসীন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে মহীপতি প্রজাপালের আর মৃগয়াপ্রবৃত্তি রহিল না; বরং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই বলবতী হইয়া উঠিল।

এদিকে মুনিবর সেই বীতকল্মষ অনুপম নরপতিকে সন্দর্শন করিয়া অভ্যাগত সৎকারার্থ তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। নরপতি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া সেই ঋষিদত্ত আসনে আসীন হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ভগবন ! এই দুঃখৈকনিদান সংসার-সাগর-নিমগ্ন বিজিগীষু মানবগণের উদ্ধারের উপায় কি, আমাকে কীর্ত্তন করুন।"

মহাতপা কহিলেন, মহীপতে। যাহারা ভবসাগরে নিমগ্ন হয়, তাহাদিগের উদ্ধারের নিমমিত্ত এক নির্দ্দিষ্ট সুদৃঢ় তরণী আছে, নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি ত্রিলোকীনাথ নারায়ণের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে প্রাণের সহিত পূজা, হোম, দান, ধ্যান, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে একমাত্র তিনিই তোমার পোতস্বরূপ হইবেন এবং লব্ধমোক্ষ সুরযাত্রীরা রজ্জু দ্বারা তোমাকে সেই পোতে তুলিয়া লইবেন। যিনি নরক-নিস্তার-কর্ত্তা সুরেশ্বর নারায়ণকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করেন, তিনি বীত-শোক হইয়া, শোকশূন্য নারায়ণের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নরপতি কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, অতএব জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, মানবগণ মোক্ষার্থী হইয়া সনাতন নারায়ণকে পূজা করে কেন ?

মহাতপা কহিলেন রাজন্! তুমি ত বিজ্ঞবর। এক্ষণে যোগীশ্বর হরি যেরূপে কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলের প্রতি প্রসন্ন হন, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদে বলিয়া থাকে যে,এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদি যাবতীয় দেবতা ও পিতৃগণ,সকলেই নারায়ণ হইতে সম্ভূত। কি অগ্নি, কি অশ্বিনীকুমারযুগল, কি গৌরী, কি পঞ্চানন, কি যড়ানন, কি ভুজঙ্গগণ, কি আদিত্যগণ, কি দুর্গাপ্রভৃতি মাতৃগণ, কি দশদিক, কি ধনপতি কুবের, কি বিষ্ণু, কি যম, কি রুদ্র, কি শশী, কি পিতৃগণ, ইহাঁরা সকলেই জগৎপতি নারায়ণ হইতে সম্ভূত হইয়াছেন বটে; কিন্তু সকলেই স্বস্ব প্রধান। হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ চতুরাননের শরীরই ইহাঁদিগের উৎপত্তিস্থান। কিন্তু প্রাধান্যবিষয়ে ইহাঁদিগের সকলেরই গর্ব্ব সমান। ইহাঁরা সমুৎপন্ন হইয়া পরস্পর সকলেই বলিতে লাগিলেন "যে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা সুযোগ্য এবং আমিই পূজার্হ"। এমন কি সুরসভায় সাগরসংক্ষোভের ন্যায় মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে অগ্নি সর্ব্বাগ্রে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "যদি পূজা বা ধ্যান করিতে হয়, তাহা হইলে লোকে আমারই পূজা এবং আমারই ধ্যান করুক্। কারণ যদি আমিই না পূজ্য হইব, তাহা হইলে আমায় পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় শরীর সুগঠিত হইত। যখন আমা ভিন্ন দেহ ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারে না, তখন আমিই যে সর্ব্বপ্রধান, তাহার আর সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া অগ্নি শরীর ত্যাগ করিয়া নির্গত হইলেন। নির্গত হইলেন বটে, কিন্তু শরীর সমভাবেই রহিল, কিছুমাত্র শীর্ণ হইল না।

অনন্তর শরীরস্থ প্রাণ ও অপানস্বরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়

কহিলেন, "আমরা উভয়ে দেহস্থিত প্রাণ ও অপানবায়ু, অতএব আমরা উভয়ে সর্ব্বপ্রধান ও পূজনীয়' এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে শরীর হইতে নির্গত হইয়া একান্তে অবস্থান করিলেন, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর নারায়ণের প্রভাবে শরীর সমভাবে রহিল।

তখন গৌরী কহিলেন, "আমারই প্রাধান্য, এই দেখ, আমি শরীর পরিত্যাগ করিলাম।" এই বলিয়া গৌরী শরীর হইতে বিনির্গত হইলেন, কিন্তু গৌরী ব্যতীত শরীর তদবস্থই রহিল।

তখন আকাশনামা গণপতি কহিলেন, "আমি ভিন্ন শরীর ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না।" এই বলিয়া আকাশ দেহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, দেহ আকাশশূন্য হইল; কিন্তু তথাপি বিনষ্ট হইল না।

এইরূপে সকলে শরীর পরিত্যাগ করিল, তথাপি দেহ নষ্ট হইল না দেখিয়া শরীরস্থিত ধাতু সকল কহিল, "আমরা দেহ ত্যাগ করিলে আর ক্ষণকাল দেহস্থিতির সম্ভাবনা নাই।" এই বলিয়া তাহারা শরীর ত্যাগ করিল; কিন্তু দেহ বিনষ্ট হইল না। একমাত্র নারায়ণাখ্য পুরুষ দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অহঙ্কারস্বরূপ স্কন্দ কহিলেন, "শরীর রক্ষার কথা দূরে থাক্, আমি ভিন্ন শরীরের উৎপত্তিই হইতে পারে না।" এই বলিয়া অহঙ্কাররূপী স্কন্দ শরীর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া একান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই অক্ষয়পুরুষের প্রভাবে শরীর অক্ষতভাবে অবস্থিত রহিল।

তদ্দর্শনে ভানু—যিনি আদিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তিনি কুপিত হইয়া কহিলেন, "আমাভিন্ন এই দেহ

ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না।" এই বলিয়া আদিত্য প্রস্থান করিলেন, কিন্তু শরীর কিছুমাত্র শীর্ণ হইল না।

অনন্তর মাতৃনামা কামাদিগণ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "আমরা না থাকিলে শরীরের স্থায়িতা নাই, এই বলিয়া কামাদিগণ শরীর ত্যাগ করিয়া একান্তে অবস্থান করিলেন; কিন্তু দেহ কিছুমাত্র ক্ষীণ হইল না।

তাহার পর দুর্গানাম্নী মায়া কুপিত হইয়া "আমি ভিন্ন দেহ কখনও ক্ষণস্থায়ী হইতে পারিবে না" এই বলিয়া তিনি শরীর হইতে অন্তর্হিত হইলেন; কিন্তু দেহ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই রহিল।

তখন দিক সকল গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, আমরা ভিন্ন এ দেহের কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তৎপরে চারিকাষ্ঠা সেই রূপে সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ক্ষণমধ্যেই অন্তর্হিত হইল। তৎপরে ধনপতি কুবের, বায়ু ও পবন প্রভৃতি সকলে ঐরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর ধর্ম্ম কহিলেন, আমিই দেহ রক্ষা করিয়া থাকি, অতএব আমি প্রস্থান করিলে দেহ আর কি প্রকারে অবস্থান করিবে?" এই বলিয়া ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু শরীর বিন্দুমাত্র বিশীর্ণ হইল না।

অনন্তর অব্যক্তরূপী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব, যাঁহার নাম মহৎ, তিনি কহিলেন, "আমি ভিন্ন শরীর ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিতে পারে না" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, কিন্তু শরীর সেই সমভাবেই রহিল।

তাহার পর পিতৃগণ, কহিলেন, "আমরা প্রাণান্তর স্বরূপ, আমরা ভিন্ন শরীর ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারে না" এই

বলিয়া পিতৃগণ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে অগ্নি, প্রাণ, অপান, আকাশ, ধাতুসকল, অহঙ্কার ভানু, কামাদি মাতৃগণ, দুর্গানাম্নী মায়া, কাষ্ঠা, বায়ু, বিষ্ণু, ধর্ম্ম, শম্ভু ও ইন্দ্রিয়গণ সকলেই শরীর পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু সেই শরীর ইন্দুরূপী সোমাখ্য পুরুষকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সমভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। এমন কি সেই ষোড়শকলাত্মক সোম শরীরমধ্যে অবস্থান করাতে, দেহ পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্টের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শরীরস্থিত দেবতাগণ, দেহ, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া সমভাবে অবস্থান করিতেছে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টমনে সকলে সেই পরাৎপর দেব পরমেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং সকলেই পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন।

মহারাজ! তাঁহারা যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা এই, হে সর্ব্বজ্ঞপুরুষ! তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রাণ, তুমিই অপান, তুমিই সরস্বতী, তুমিই আকাশ, তুমিই কুবের, তুমিই শরীরস্থিত ধাতু, তুমিই অহঙ্কার, তুমি আদিত্য, তুমি মায়া, তুমি পৃথিবী, তুমি দুর্গা, তুমি দশদিক্‌, তুমিই মরুতপতি, তুমি বিষ্ণু, তুমি ধর্ম্ম, তুমি জিষ্ণু, তুমি অপরাজিত, তুমি অক্ষরার্থ স্বরূপ পরমেশ্বর; নতুবা আমরা সকলে শরীর পরিত্যাগ করিলে দেহ কিরূপে পূর্ব্ববৎ অবস্থায় অবস্থান করিবে? হে দেব! তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আর কেহই নাই। যদিও আমরা দেহত্যাগ করিলাম, কিন্তু তুমিই একাকী সর্ব্বতোভাবে সমস্ত রক্ষা করিলে। হে প্রজাপতে! তুমি স্বয়ং আমাদিগকে সৃষ্টি

করিয়া যথাস্থানে বিনিবেশিত করিয়াছ, অতএব এক্ষণে আর আমাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।"

তখন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ নারায়ণ তাঁহাদিগের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "দেবগণ! আমি কেবল ক্রীড়ার নিমিত্ত তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি; নতুবা আমার অন্য কোন প্রয়োজন নাই, একমাত্র আমাদ্বারাই সমস্ত পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। যাহা হউক, এক্ষণে তোমাদিগের প্রত্যেককেই তুই তুই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একদ্বারা অলক্ষিতভাবে প্রাণিকার্য্যে এবং অপর মূর্ত্তি দ্বারা লক্ষিতভাবে সুরকার্য্যে অবস্থান করিতে হইবে। তাহার পর সময়ান্তরে তোমরা লকলেই আমার শরীরে বিলীন হইতে পারিবে, নতুবা আর আমি তোমাদিগের শরীরান্তর বিধান করিতেছিনা; কেবল নামান্তর বিধান করিতেছি।

"অগ্নি! তুমি বৈশ্বানর; অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা প্রাণ ও অপান; তুর্গা! তুমি হিমালয়পুত্রী গৌরী; গজানন! তুমি পৃথিব্যাদি গুণ রূপে; শরীরস্থিত ধাতুগণ! তোমরা নানাভূত; স্কন্দ তুমি অহঙ্কার; তুর্গা! তুমি শরীরস্থ মায়া, এবং কাষ্ঠাগণ! তোমরা দশ বরুণকন্যা নামে পরিণত হইবে। বায়ু! কুবের! তোমরাও নামান্তরে পরিণত হইবে। মন বিষ্ণু নামে, ধর্ম্ম! তুমি যম নামে, মহত্তত্ত্ব! তুমি দেবাদি দেব মহাদেব নামে এবং পিতৃগণ! তোমরা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নামে পরিণত হইবে তাহার আর সংশয় নাই"।

মহারাজ! এই নারায়ণই সোমদেব এবং এই নারায়ণই বেদান্ত-বর্ণিত-পুরুষ। নারায়ণ এই রূপ বলিবার পর দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনিও অন্তর্হিত হইলেন।

মহারাজ ভগবান্ জনার্দ্দন এইরূপ প্রভাবশালী বেদবেদ্য পুরুষ, এই আমি তোমার নিকট তাঁহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, ব্যক্ত কর।

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

### মহাতপার উপাখ্যান।

প্রজাপাল কহিলেন, মুনিবর! অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গৌরী, গণপতি, নাগগণ, গুহ, আদিত্যগণ, চন্দ্র, মাতৃগণ, দুর্গা, দশদিক্, কুবের, বিষ্ণু, ধর্ম্ম, পরমেষ্ঠী, শম্ভু, পিতৃগণ, ও চন্দ্রমা প্রভৃতি শরীর দেবতাগণ কিরূপে মূর্ত্তিমান হইলেন? তাঁহাদিগের খাদ্য ও নাম কি? কোন্ কোন্ তিথিতে পূজা করিলে তাঁহারা অনাময় প্রদান করিয়া থাকেন? এই সমস্ত রহস্য জানিবার জন্য আমি একান্ত কৌতূহলী; অতএব আপনি আমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! নারায়ণাত্মক আত্মা যোগসাধ্য ও সর্ব্বজ্ঞ। ক্রীড়া করিতে করিতে ঐ আত্মার ভোগেচ্ছার সঞ্চার হয়। ভোগেচ্ছার সমুৎপত্তি হইলেই সমস্ত জগৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তখন ঐ আত্মারূপী নারায়ণের বিকৃতি উপস্থিত হয়। বিকৃতি উপস্থিত হইলেই প্রথমতঃ ঘোরতর অগ্নির সমুৎপত্তি হয়। ঐ অগ্নি বিকার প্রাপ্ত হইলেই বায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ বৈকারী বায়ু হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হয়। তাহার পর জল অগ্নি পরস্পর মিলিত হইয়া

উঠিলে তেজঃপ্রভাবে জল ঘনীভূত হইয়া যায়। সেই ঘনীভূত জল প্রবল বায়ুবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পিণ্ডাকৃতি ও কাঠিন্য ভাব ধারণ করে। ঐ কঠিন পদার্থই পৃথিবী। মহাভাগ! পূর্ব্বোক্ত চারি পদার্থের গুণবৃদ্ধির যোগবলে কঠিনতার উৎপত্তি হইয়া পৃথিবী সৃষ্ট হইয়া থাকে, পৃথিবী পঞ্চগুণাত্মক এবং সেই পঞ্চগুণ এই পৃথিবীতেই অবস্থিত রহিয়াছে।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে কঠিনতা সম্পাদন করিলে ব্রহ্মাণ্ডের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে। তখন চতুর্ম্মূর্ত্তিধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ প্রজাপতিরূপে ঐ ব্রহ্মাণ্ডে নানাবিধ প্রজাসৃষ্টি করিতে বাসনা করেন। কিন্তু নানাবিধ চিন্তার পর লোকসৃষ্টি-বিষয়ে তদন্ত করিতে না পারিলেই মহান্ কোপের সমুৎপত্তি হয়। সেই রোষ সহস্র শিখা-সমন্বিত দহনকারী অনলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ অনল ক্ষুধায় সমস্ত দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পুত্র! তুমি হব্য কব্য ভোজন কর"। তাহাতেই ঐ অনল 'হব্যবাহন' এই নাম প্রাপ্ত হন।

মতান্তরে বলিয়া থাকে, অগ্নি সমুৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতঃ! আমি এক্ষণে কি করিব, আজ্ঞা করুন"।

তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পুত্র! তুমি ত্রিবিধরূপে তৃপ্তি লাভ করিবে। প্রথমতঃ দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত হইয়া দেবগণকে দক্ষিণাভাগী করিবে, এই নিমিত্ত তোমার নাম "দক্ষিণাগ্নি" হইবে। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র যে,যে স্থানে

যাহা আহুতি দান করিবে, তুমি দেবগণের হিতাভিলাষে তৎ-সমস্ত বহন করিবে, এই নিমিত্ত তোমার নাম "হব্যবাহন" হইবে। তদ্ভিন্ন, গৃহ-অর্থাৎ শরীর' তুমি তাহার পতি হইয়া সর্ব্বশরীরে বিরাজমান থাকিবে এই নিমিত্ত লোকে তোমাকে "গার্হপত্য" বলিয়া আহ্বান করিবে। তুমি আহুতিপ্রাপ্ত হইয়া বিশ্বস্থিত সমুদায় নরের সদ্গতি প্রদান করিবে, এই নিমিত্ত তুমি জগতে "বৈশ্বানর" নামে বিখ্যাত হইবে।

দ্রবিণ শব্দের অর্থ—বল এবং ধন, তুমি লোককে সেই দ্রবিণ দানকর বলিয়া তোমার নাম "দ্রবিণোদা" হইবে।

তুমি নিয়ত নিঃশব্দে লোকের পাপ নিবারণ করিবে, এই নিমিত্ত তেজ সকল পদার্থেই প্রসৃত হইবে।

তুমি সমস্ত ইধ্মের—অর্থাৎ সমস্ত কাষ্ঠের ধ্মাশব্দ পূরণ কর, এই নিমিত্ত তোমার নাম "ইধ্ম" হইবে।

হে বৎস! মহাযজ্ঞে, তোমার এই সমস্ত নাম উল্লেখ করিয়া মানবগণ সকাম হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমায় পরিতৃপ্ত করিবে, তাহার আর সংশয় নাই।

## ঊনবিংশ অধ্যায়।

### অগ্নির উৎপত্তি।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! প্রসঙ্গক্রমে বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্য বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তিথিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে ব্রহ্মার কোপ হইতে অগ্নি সম্ভূত

হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিভো! আমাকে এরূপ কাল নির্দ্দেশ করিয়া দেন, যাহাতে আমি সেই কালে হুতভোজন করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারি।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব গন্ধর্ব্ব-যক্ষসত্তম! তুমি যখন আদৌ প্রতিপদ তিথিতে সমুৎপন্ন হইয়াছ, তখন তোমা হইতেই দেবগণ প্রাতিপদিক সংজ্ঞালাভ করিবেন। প্রতিপদ তিথি তোমার নিমিত্তই নিয়মিত হইল। ঐ তিথিতে যাহারা তোমায় আহুতি প্রদান করিবে, পিতৃগণ ও সমস্ত দেবগণ তাহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইবেন। ফলতঃ তুমি তৃপ্তিলাভ করিলে মনুষ্য, পশু, সুরাসুর গন্ধর্ব্বাদি সকলেই পরিতৃপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিপদ দিনে নিরম্বু উপবাস বা দুগ্ধমাত্র পান করিয়া অবস্থান করিবে, তাহার পক্ষে যেরূপ মহৎ ফল লাভ হইবে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

তাদৃশ উপোষিত ব্যক্তি ইহলোকে তেজস্বী রূপবান্ ও বিবিধ দ্রব্যবান্, এমন কি রাজা হইয়া পরলোকে চারিযুগ বা ষড়্বিংশতি যুগ পর্য্যন্ত স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

হুতাশন ব্রহ্মার বচন শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-নির্দ্দিষ্ট আশ্রমে গমন করিলেন।

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রতিদিন অগ্নির জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

# বিংশ অধ্যায়।

## অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি।

প্রজাপাল কহিলেন, তপোধন! ব্রহ্মা হইতে যেরূপে অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ত শুনিলাম; এক্ষণে প্রাণ ও অপানস্বরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপে সমুৎপন্ন হইলেন, শুনিতে বাসনা করি।

মহর্ষি মহাতপা কহিলেন, মরীচি ব্রহ্মার পুত্র। একদা ব্রহ্মা স্বয়ং দ্বিসপ্তবিধ রূপ ধারণ করিয়া একস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে মরীচিই রূপে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন। মহাতেজা মুনিবর কশ্যপ ঐ মরীচির পুত্র। প্রজাপতি কশ্যপও অতিশয় শ্রীমান্ ও দেবগণের পিতা। দ্বাদশ আদিত্য ঐ কশ্যপের পুত্র। এইরূপ কথিত আছে যে, দ্বাদশ আদিত্য নারায়ণাংশসম্ভূত তেজঃস্বরূপ। যে দ্বাদশ মাস দেখিতেছ, উহাই দ্বাদশ আদিত্য এবং যে সম্বৎসর, উহাই স্বয়ং শ্রীহরি; সুতরাং দ্বাদশ আদিত্য এবং সূর্য্য যে এত প্রতাপবান্, তাহার কারণ এই।

বিশ্বকর্ম্মা মহাপ্রভাবতী সংজ্ঞানাম্নী কন্যাকে ঐ সূর্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন। সংজ্ঞার গর্ভ হইতে যম ও যমুনা নামক দুই যমজ অপত্য সমুৎপন্ন হয়। সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় ছায়ামাত্র সূর্য্যের নিকট সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুতে প্রস্থান করেন। এদিকে তেজস্বান্ দিবাকর সংজ্ঞাবোধে সেই ছায়াকে ভজনা করিতে লাগিলেন। ছায়ার গর্ভেও যমজ পুত্র ও কন্যার উৎপত্তি

হইল। তন্মধ্যে পুত্রের নাম শনি এবং কন্যার নাম তপতি। একদা ছায়া পুত্রগণের প্রতি অসদৃশ ব্যবহার করাতে ভগবান্ ভাস্কর রোষারুণনেত্রে ছায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভামিনি! সমস্তই স্বীয় অপত্য, অতএব স্বীয় সন্তানগণের প্রতি ইতর বিশেষ করা জননীর কর্ত্তব্য নহে। সূর্য্যের এই-রূপ উক্তির পরেও ছায়া (একদা যমের প্রতি অসদৃশ ব্যবহার করাতে, যম অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পিতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! ইনি কখনই আমাদিগের জননী নহেন। জননী হইলে আমাদিগের প্রতি বিমাতার ন্যায় শত্রুভাব এবং স্বীয় পুত্রের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিবেন কেন?

তখন ছায়া যমের বচন শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, দুষ্ট! তুমি অচিরে "প্রেতরাজ" হইবে।)

মার্ত্তণ্ড ঐ কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র কুপিত হইয়া পুত্রের হিতবাসনায় কহিলেন, বৎস! তুমি প্রেতরাজ হইবে বটে; কিন্তু আমি বলিতেছি তুমি লোকের পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা ও লোকপাল হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিবে; আর শনে! তুমি স্বীয় জননীর দোষে ক্রূরদৃষ্টি হইবে।

নরপতে! মার্ত্তণ্ড এইরূপ কহিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সংজ্ঞার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, সংজ্ঞা অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুতে অবস্থান করিতেছেন। তখন ভাস্কর স্বয়ং অশ্বরূপ ধারণ করিয়া বিধিবিহিত নিয়মে অশ্বীর সহিত সংসক্ত হইলেন। অনন্তর অশ্বরূপী দিবাকর সেই অশ্বীক্ষেত্রে বেগে বীর্য্য নিষেক

করিলে সেই বীর্য্য দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়ায় প্রথমতঃ প্রাণ ও অপানরূপে উৎপন্ন হইয়া তৎপরে সূর্য্যের বরদানে তাঁহারা উভয়ে দিব্যমূর্ত্তি কুমারদ্বয়ে পরিণত হইলেন। মহীপতে! তাঁহারা উভয়ে সূর্য্য হইতে অশ্বীগর্ভে সমুৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অশ্বিনদেব নামে বিখ্যাত। সূর্য্য স্বয়ং প্রজাপতি এবং বিশ্বকর্ম্মার পুত্রী সংজ্ঞা স্বয়ং পরাৎপরা সনাতনী শক্তি।

অনন্তর সেই অশ্বিনদেব পিতা মার্ত্তণ্ডের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! এক্ষণে আমরা উভয়ে কি করিব?

মার্ত্তণ্ড কহিলেন, বৎসদ্বয়! তোমরা উভয়ে ভক্তিপূর্ব্বক প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা কর। তিনি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে বর দান করিবেন। মহাত্মা মার্ত্তণ্ড এইরূপ কহিলে, সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় অতি কঠোর ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সমাহিতচিত্তে ব্রহ্মপারময় স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল পরে নারায়ণরূপী ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের উভয়কে বরদান করিলেন।

প্রজাপাল কহিলেন, তপোধন! অশ্বিনীকুমারযুগল সেই অব্যক্তজন্মা পরম ব্রহ্মের যে স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

মহাতপা কহিলেন, নরপতে! কুমারদ্বয় যেরূপে পরম ব্রহ্মের স্তব পাঠ করিয়াছিলেন, এবং সেই স্তবে যেরূপ ফল লাভ হইয়াছিল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

হে ভগবন্! তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর, তুমি উদাসীন পুরুষ; জগৎসংসার তোমা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ,

কিন্তু তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আশ্রয় আর দ্বিতীয় নাই। সৃষ্টি-কার্য্যে তুমি কাহারও অপেক্ষা কর না। তুমি সকলের প্রধান আলম্ব, তুমি ত্রিগুণাতীত, তুমি নিরাধার, তুমি নির্ম্মম, তুমি সকলের একমাত্র উপজীব্য, তুমি ব্রহ্ম, তুমি মহাব্রহ্ম, তুমি ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ সমাদর করিয়া থাক। হে পুরুষ; তুমি মহাপুরুষ, তুমি পুরুষোত্তম। হে দেব! তুমি মহাদেব, তুমি দেবপ্রধান, তুমি স্থাণু, তুমি ইচ্ছামত সূক্ষ্ম ও স্থূলভাব ধারণ করিতে পার। তুমি ভূত, তুমি মহাভূত, তুমি ভূতের অধিপতি। তুমি যক্ষ, তুমি মহাযক্ষ, তুমি যক্ষের অধিপতি। তুমি গুহ্য, মহাগুহ্য, তুমি গুহ্যের অধিপতি। তুমি সৌম্য, তুমি মহাসৌম্য, তুমি সৌম্যের অধিপতি। তুমি পক্ষী, তুমি মহা পক্ষীর অধিপতি। তুমি দৈত্য, তুমি মহাদৈত্যের অধিপতি। তুমি রুদ্র, তুমি মহারুদ্রের অধিপতি, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহা বিষ্ণুর অধিপতি। হে পরমেশ্বর! হে নারায়ণ! হে প্রজা-পতে! তোমাকে নমস্কার।

রাজন্! প্রজাপতি নারায়ণ অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক এই-রূপে অভিষ্টুত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, কুমারদ্বয়! শীঘ্রই তোমরা দেবদুর্ল্লভ বর প্রার্থনা কর। আমার বরদানে তোমরা উভয়ে অনায়াসে স্বর্গে বিহার করিতে পারিবে।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলেন, হে প্রজাপতে! আপনি অনু-কম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে দেবগণের সমান করিয়া যাহাতে আমরা উভয়ে দেবগণের প্রাপ্য ভাগ প্রাপ্ত হইতে এবং সোমপান করিতে পাই, তাহাই বিধান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে কুমারদ্বয়! আমি বলিতেছি যে, জগতে তোমরা উভয়ে অনুপম সৌন্দর্য্যশালী হইবে এবং দেবগণের ন্যায় সমস্ত বস্তুর ভাগ গ্রহণ ও সোমপান করিতে পাইবে।

মহাতপা কহিলেন, নরপতে! ব্রহ্মা দ্বিতীয়া তিথিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই সমস্ত প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয়া অতি প্রসংশনীয় তিথি। যিনি সৌন্দর্য্য কামনা করেন, সংবৎসরকাল নিয়ত শুচি হইয়া এই দ্বিতীয়া তিথিতে পুষ্পাহার করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তিনি অনায়াসে অনুপম সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারেন। মহারাজ! যিনি প্রতিদিন এই অশ্বিনীকুমারযুগলের অত্যুৎকৃষ্ট জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া রূপবান্ পুত্র লাভ করিতে পারেন।

---

## একবিংশ অধ্যায়।

### গৌরীর উৎপত্তি।

প্রজাপাল কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! পরমাত্মরূপী পরম পুরুষের বরদানে দেবী গৌরী কিরূপে মূর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন?

মহর্ষি মহাতপা কহিলেন, মহীপতে! আদৌ প্রজাপতি ব্রহ্মা বিবিধ প্রকার প্রজাসৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারায় রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার রোষ হইতে মহাপ্রতাপশালী রুদ্রদেবের আবির্ভাব হইল। তিনি

আবির্ভূত হইবামাত্র রোদন আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রুদ্র হইয়াছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে গৌরী নাম্নী এক কন্যার উৎপত্তি হয়। পিতা ব্রহ্মা ঐ কন্যাকে অমিতদেহ রুদ্রদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। কন্যালাভে রুদ্র-দেবের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর সৃষ্টি করিবার সময় প্রজাপতি, রুদ্রদেবকে বার-ম্বার কহিলেন, "রুদ্র! তুমি আর বিলম্ব করিতেছ কেন, প্রজা-সৃষ্টি কর।" তখন রুদ্রদেব স্বয়ং তপোবলশূন্য; সুতরাং প্রজাসৃষ্টি করিতে অসমর্থ হইয়া তপশ্চরণার্থ জলে নিমগ্ন হই-লেন। তদ্দর্শনে প্রজাপতি ব্রহ্মা গৌরী নাম্নী কন্যাকে স্বীয় শরীরে বিলীন করিয়া লইলেন। তাহার পর পুনরায় প্রজা-সৃষ্টির অভিলাষে দক্ষাদি সপ্তমানস পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। সেই দক্ষাদি হইতেই প্রজাসৃষ্টির বাহুল্য হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ, অষ্টবসু, রুদ্র, আদিত্য ও বায়ুগণ, ইহাঁরা সকলেই দাক্ষায়ণীপুত্র।

মহীপতে! মহাত্মা রুদ্রদেব যে গৌরী নাম্নী কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই কন্যাকে পুত্রীকরণার্থ দক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। তাহাতেই দেবী গৌরী দাক্ষা-য়ণী নামে অভিহিত।

অনন্তর প্রজাবৃদ্ধিকারী দক্ষ দাক্ষায়ণীপুত্রগণকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্রতী হইয়া পৌরোহিত্য কার্য্য করিতে লাগিলেন।

স্বয়ং মরীচি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য সকলে অন্যান্য কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তন্মধ্যে অত্রি যজ্ঞকার্য্যে, অঙ্গিরা পৌরোহিত্য কার্য্যে, পুলস্ত্য হোতৃকার্য্যে, পুলহ উদ্গাতৃকার্য্যে, মহাতপা ক্রতু স্তবকর্ত্তৃকার্য্যে, প্রচেতা প্রতিহারকার্য্যে, বশিষ্ঠ বেদবোধিত কার্য্যে এবং সনকাদি ঋষিগণ সভাসদকার্য্যে ব্রতী হইলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহাদিগের যজ্ঞদেবতা। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকে পূজা করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য।

রাজন্! রুদ্র আদিত্য ও অঙ্গিরা প্রভৃতি দক্ষের দৌহিত্র-গণ সকলেই পূজ্য এবং ইহাঁরাই সাক্ষাৎ পিতৃদেব। ইহাঁরা প্রীত হইলেই জগৎ প্রীত হয়।

যাহা হউক আদিত্যগণ, বসুগণ, বিশ্বেদেবগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মরুদ্গণ, ইহাঁরা যখন সেই যজ্ঞের অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে ঐ রুদ্রদেব—যিনি ব্রহ্মার কোপানল হইতে সম্ভূত হইয়া প্রজাসৃষ্টিকালে জলে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তিনি অমনি জল হইতে গাত্রোত্থান করি-লেন। তাঁহার দীপ্তি সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, তিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের আধার, সমস্ত দেবতাস্বরূপ ও নির্ম্মলদেহ।

রুদ্রদেবের উত্থানের পর দিব্য পাঁচ এবং পার্থিব চারি জাতির উৎপত্তি হইল। তৎক্ষণাৎ রুদ্রসৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। নরপতে! এক্ষণে রুদ্রসৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

রুদ্রদেব দশসহস্র বৎসর জলে নিমগ্ন থাকিয়া ঘোরতর তপশ্চরণের পর যখন সলিল হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন পৃথিবী বন্যবৃক্ষে, নানাবিধ শস্যে এবং মনুষ্য-পশু-

পক্ষীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দক্ষালয়ে যজ্ঞোপলক্ষে ঋত্বিক্ গণের বেদধ্বনি হইতেছে। মহাতেজস্বী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সেই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, নারায়ণ আমাকে সৃষ্টি করিয়া "তুমি প্রজা সৃষ্টি কর" এই আদেশ করিলেন। এক্ষণে আমার অধিকৃত কার্য্যে কে হস্তক্ষেপ করিল?' এই বলিয়া সেই রুদ্রদেব রোষভরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিলেন। চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার কর্ণকুহর হইতে ঘোরতর অগ্নিশিখা বিনির্গত হইতে লাগিল। সেই অগ্নিশিখা হইতে বেতাল, ভূত প্রেত প্রভৃতি সকলে একেবারে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে পরিবৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিনির্গত হইল এবং সকলেই রুদ্রদেবের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিল।

ঐ সময় রুদ্রদেব অতি শোভন এক রথ প্রস্তুত করিলেন। বেদবিদ্যা উহার চক্র, দুই মৃগ উহার দুই অশ্ব, তিন তত্ত্ব উহার তিন বংশ, পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিন কাল উহার তিন কুবর, ধর্ম্ম উহার অক্ষ, মারুত উহার ধ্বনি, দিবা ও রাত্রি উহার দুই পতাকা, ধর্ম্মাধর্ম্ম উহার দণ্ড, সকল বিদ্যা উহার রশ্মি এবং ব্রহ্মা স্বয়ং উহার সারথি হইলেন। গায়ত্রী উহাঁর শরাসন, ওঙ্কার শরাসনজ্যা, সপ্ত স্বর সপ্ত শর হইল।

মহারাজ! প্রতাপবান্ দেবাদিদেব রুদ্র এইরূপে দ্রব্য সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া রোষভরে দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। রুদ্রদেবের আগমনে ঋত্বিক্‌গণের মন্ত্রোচ্চারণ তিরোহিত হইল। তাঁহারা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরক্ষণেই সেই বিপরীত ভাব দর্শনে ঋত্বিকগণ দেবতাদিগকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! অতীব শঙ্কার সময় সমুপস্থিত, অতএব তোমরা চর্ম্মবর্ম্মাদি ধারণ করিয়া সুসজ্জিত হও। বোধ হয় ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া কোন বলবান্ অসুর যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ আমাদিগের এই স্থানেই সমাগত হইতেছে।

নরপতে! দেবগণ যাজ্ঞিক দ্বারা এইরূপ অভিহিত হইয়া মাতামহ দক্ষকে কহিলেন, তাত! এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি আদেশ করুন।

অনন্তর প্রজাপতি দেবগণকে শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিলে তাঁহারা সুসজ্জিত হইয়া রুদ্রানুচরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে বেতাল, ভূত, কুষ্মাণ্ড, পূতনা প্রভৃতি রুদ্রানুচরগণও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া লোকপালগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ ধনুর্ব্বাণ, অসি ও পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এদিকে ভীষণতর ভূতগণও রুদ্র-দেবের সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক রোষভরে দেবগণের প্রতি অলাত, অস্থি ও শরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর রুদ্রদেব স্বয়ং সেই ভীষণ সংগ্রামে এক শর নিক্ষেপে ভগের দুই চক্ষু বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং ভগ নষ্টনেত্র হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে অতি তেজস্বী পূষা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রুদ্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যের শরজাল বর্ষণ দর্শন করিয়া রুদ্রদেব তাঁহার দন্তোৎপাটন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে একাদশ রুদ্র ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং দেবসৈন্য সকল রণে ভঙ্গ দিল।

তখন প্রতাপশালী বিষ্ণু সৈন্যগণকে পলায়নপরায়ণ দর্শন

করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সেনাগণ! তোমরা চির-পরিচিত দর্পে ও সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া কোথায় যাইতেছ? তোমরা কি একেবারে তোমাদিগের ব্যবসায়ের, তোমাদিগের কুলের ও তোমাদিগের সম্পদের কথা বিস্মৃত হইলে? তোমরা যে অদ্বিতীয় পরমেষ্ঠী কমলযোনি ব্রহ্মা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, একবার তাঁহার কথা স্মরণ কর, তাঁহার চরণে প্রণিপাত কর।"

এই কথা বলিয়া সেই শঙ্খচক্রগদাধর পীতাম্বরধারী জনার্দ্দন হরি গরুড় বাহনে আরোহণ করিলেন। তাহার পর হরি ও হরে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল। রুদ্রদেব হরিকে লক্ষ্য করিয়া পাশুপতাস্ত্র এবং হরি রুদ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। উভয় অস্ত্র পরস্পর পরস্পরের বিনাশবাসনায় আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। এমন কি, দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। একের মস্তকে মুকুট ও অপরের মস্তকে জটাজাল নিবদ্ধ। একজন পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত এবং অপরে শুভ ডমরু বাদিত করিতেছেন। একের হস্তে খড়্গ, ও অপরের হস্তে দণ্ড। একের বক্ষস্থল কৌস্তুভ মণিদ্বারা উদ্ভাসিত এবং অপরের সর্ব্বাঙ্গ ভস্মভূষণে বিভূষিত। একজন গদা ও অপর দণ্ড ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। একের কণ্ঠে মণিমালা ও অপরের কণ্ঠে হাড়মালা। একের কটিদেশে পীতধড়া ও অপরের সর্পমেখলা।

এইরূপে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের স্পর্দ্ধা করিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কেহই কাহাকে পরাস্ত করিতে

পারেন না। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তদ্দর্শনে উভয়কে কহিলেন "তোমরা কেহই কোন বিষয়ে ন্যূন নহ। অতএব আর প্রয়োজন নাই, অস্ত্র শাম্য কর।" এইরূপ অভিহিত হইবার পর পরস্পরের অস্ত্র পরস্পর কর্ত্তৃক প্রশমিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা পুনরায় কহিলেন, "তোমরা উভয়ে হরিহর নামে খ্যাতিলাভ করিবে এবং এই যজ্ঞ পূর্ণ হইয়া বংশপরম্পরায় দক্ষযজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।"

পিতামহ ব্রহ্মা হরিহরকে এইরূপ কহিয়া লোকপালদিগকে বলিলেন, "তোমরা রুদ্রদেবকে উহাঁর প্রাপ্য ভাগ প্রদান কর। এইরূপ বৈদিকী শ্রুতি আছে যে, রুদ্রভাগই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ভাগ। অতএব দেবগণ! তোমরা সকলে পরমেষ্ঠী রুদ্রদেবের স্তব কর, যেন স্তব মধ্যে "ভগনেত্র হর, পূষার দন্তবিনাশন" ইত্যাদি নাম উল্লেখ থাকে। ঐরূপে স্তব করিলেই রুদ্রদেব তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিবেন।

দেবগণ পিতামহকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণতিপূর্ব্বক একান্ত ভক্তিসহকারে মহাত্মা শম্ভুর স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। হে বিষমনেত্র! হে ত্র্যম্বক! হে সহস্রনেত্র! হে শূলপাণে! হে খট্টাঙ্গহস্ত! হে দণ্ডধারিন্! তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তোমার দীপ্তি হুত হুতাশনশিখা ও কোটি দিবাকরসদৃশ। হে দেব! এত দিন আমরা তোমার অদর্শনে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলাম, এক্ষণে তোমায় দেখিয়া সমস্ত জানিতে পারিলাম। হে বিকৃতরূপধারিন্! হে ত্রিনেত্র! হে শম্ভো! তুমি লোকের বিপদ্ভঞ্জন কর; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিশূলপাণে! হে বিকৃতানন! হে বিশুদ্ধাত্মন্!

হে রুদ্র! হে অচ্যুত! হে সর্ব্বভাবময়! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে ভীমরূপ! তুমি পূষার দন্ত বিদারণ করিয়াছ। তোমার কণ্ঠদেশে প্রকাণ্ড সর্প লম্ববান্, হে নীলকণ্ঠ! হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে বিশালদেহ! প্রসন্ন হও। তুমি ভগের নেত্র উৎপাটনে বিশেষ পটু। হে দেবেশ্বর! এক্ষণে যজ্ঞ হইতে প্রধান ভাগ গ্রহণ কর। হে সর্ব্বগুণাকর! আমাদিগকে রক্ষা কর। হে কপালধারিন্! হে ত্রিপুরারে! তোমার সর্ব্বাঙ্গে ভস্মবিলেপন,এই নিমিত্ত তোমার স্বরূপ বিদিত হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। হে দেব! সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। উমাপতে! তুমি নাভিপদ্মের মৃণাল হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। হে সুরেশ! হে বেদবর! হে অনন্ত! স্বর্গাদি সমুদয় তোমার দেহমধ্যেই অবস্থিত দেখিতেছি। দেবদেব; সাঙ্গ বেদাদি সমস্তই তোমার শরীরে বিলীন দেখিতেছি। হে ভব! হে সর্ব্ব! হে মহাদেব! হে পিনাকিন্! হে রুদ্র! হে হর! আমরা তোমার চরণে প্রণত, হে বিশ্বেশ! হে পরমেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা কর।

দেবাদিদেব মহেশ্বর দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপে অভিষ্টুত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন,আমি যে ভগেরনেত্র এবং পূষার দন্ত বিপাটিত করিয়াছি, তাহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত এবং দক্ষের যজ্ঞ পূর্ণ হউক্। হে সুরগণ! আমি তোমাদিগের পশুভাব বিদূরিত করিব। আমার দর্শনে তোমাদিগের যে পশুভাব উপস্থিত হইয়াছিল, আমি তাহা অপহরণ করিলাম। তোমরা পতিভাব প্রাপ্ত হও। আমি সমস্ত বিদ্যার পতি, আমি আদি ও নিত্য পদার্থ। আমি পশুদিগের মধ্যে পতিভাবে

অবস্থান করিব ; এই নিমিত্ত আমার পশুপতি নাম লোকমধ্যে বিখ্যাত হইবে। যাহারা আমার নামে দীক্ষিত হইবে,তাহারা পাশুপতী দীক্ষালাভ করিবে।

রুদ্রদেব এইরূপ কহিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে সস্নেহ বচনে রুদ্রদেবকে কহিলেন, দেব ! লোকে তুমি নিশ্চয়ই পশুপতি নামে বিখ্যাত হইবে। সমস্ত লোকেই তোমাকে পশুপতি বলিয়া আরাধনা করিবে।

ব্রহ্মা রুদ্রদেবকে এই কথা বলিয়া পুনরায় প্রজাপতি দক্ষকে কহিলেন, প্রজাপতে ! পূর্ব্বে আমি এই গৌরী নাম্নী কন্যাকে রুদ্রদেবের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম, অতএব এক্ষণে তুমিও গৌরীকে মহাদেবের হস্তে সমর্পণ কর।" এই বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা গৌরীনাম্নী পরম সুন্দরী কন্যাকে দক্ষের সমক্ষেই মহাদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং দক্ষের ইষ্টসাধনাভিলাষে দেবগণের সমক্ষেই কৈলাস পর্ব্বত রুদ্রদেবের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রুদ্রদেবও প্রমথগণের সহিত সেই বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন। দেবগণও যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, এদিকে ব্রহ্মাও দক্ষকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় বাসস্থানে গমন করিলেন।

## দ্বাবিংশ অধ্যায়।

### গৌরীর উদ্বাহ।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্ ! সেই কৈলাসপর্ব্বতে বাস

করিতে করিতে একদা পিতা দক্ষের যজ্ঞভঙ্গবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া গৌরীর অভিমানের উদ্রেক হইল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি যখন আমার পিতার যজ্ঞভঙ্গ ও পুর বিনাশ করিয়াছেন, তখন আর আমি এ প্রাণ রাখিতেছি না। যাহা হউক এক্ষণে হরের পত্নী হইয়া কিরূপে সেই বন্ধুতা-বিহীন পিতা দক্ষের নিকট গমন করি। পরিশেষে তপশ্চরণার্থ গমন করাই বিধি,এই স্থির করিয়া তপস্যার্থ মহাগিরি হিমালয়ে যাত্রা করিলন। তথায় বহুকাল তপশ্চরণে শীর্ণকলেবর হইয়া একদা স্বীয় শরীরাগ্নি দ্বারা দেহ ভস্মসাৎ এবং স্বয়ং শৈলসুতা হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। সেই গৌরীই হিমালয়গৃহে উমা নামে বিখ্যাত। কিয়দ্দিন পরে তিনি সেই স্থানেই "সেই ত্রিলোচনই আমার পতি হইবেন" এই উদ্দেশে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে মহেশ্বর উমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, গমনে পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ উমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভদ্রে! আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত, অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রদান কর।"

ব্রাহ্মণ কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া শৈলপুত্রী কহিলেন, বিপ্রবর! ভোজনার্থ ফলাদি প্রদান করিতেছি; কিন্তু তুমি ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক ইচ্ছামত ভক্ষণ কর"

শৈলপুত্রী এইরূপ কহিলে, দ্বিজরূপী শঙ্কর স্নানার্থ তাঁহার আশ্রমের অনতিদূর-বাহিনী-গঙ্গাসলিলে অবতীর্ণ হইলেন। ভূতভাবন মহাদেব স্নান করিতে গিয়া নিজ মায়ায় ভীষণ-

দর্শন এক কুম্ভীরের সৃষ্টি করিলেন। মায়াবিজৃম্ভিত সেই দুষ্টগ্রাহ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে নগরাজকন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে তপস্বিনি! আমি নক্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি; অতএব যাবৎ আমাকে গ্রাস না করে, তাবৎ আমাকে রক্ষা কর।

ঐ সময় পর্ব্বতরাজকন্যা ভাবিতে লাগিলেন, আমি নগনাথকে পিতৃভাবে এবং ভূতনাথকে পতিভাবে স্পর্শ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন কখনও অন্য পুরুষকে স্পর্শ করি নাই। সম্প্রতি এই বিপন্ন ব্রাহ্মণকে কিরূপে স্পর্শ করি, কিন্তু যদি করস্পর্শে উহাঁকে আকর্ষণ না করি, তাহা হইলে আমাকে ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হইতেছে, তাহার আর সংশয় নাই। একেবারে উভয় পক্ষ রক্ষা করা অতীব দুর্ঘট। যাহাই হউক এক্ষণে স্বচক্ষে ব্রহ্মহত্যা দর্শন করা একান্ত অকর্ত্তব্য। এই বলিয়া ব্রাহ্মণের উদ্ধরণে ত্বরাবতী হইলেন। অনন্তর সত্বর গিয়া যেমন ব্রাহ্মণের হস্তাকর্ষণ করিবেন, অমনি ভূতপতি মহাদেব জলমধ্য হইতে পার্ব্বতীর হস্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! শৈলপুত্রী যাঁহার উদ্দেশে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই রুদ্রদেব স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার পাণি গ্রহণ করিলেন। তখন পার্ব্বতী ভূতপতিকে সন্দর্শন করিবা মাত্র সাতিশয় লজ্জিত হইয়া পূর্ব্ব জন্মের পরিত্যাগবৃত্তান্ত স্মরণে ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন। তৎকালে রুদ্রদেব তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া হাস্যবদনে কহিলেন, ভদ্রে! পাণিগ্রহণ করিয়া আমায় পরিত্যাগ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।

তুমি যদি আমার পাণিগ্রহণ বিফল কর, তাহা হইলে, পরিহাস করিতেছিনা, সত্যই বলিতেছি, আমি ব্রহ্মার কন্যার নিকট গমন করিয়া আহারার্থ বিজ্ঞাপন করিব"।

সেই কথা শ্রবণে দেবী গৌরী লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া সহাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন, "হে দেবাদিদেব, হে ত্রিলোক-নাথ; আপনার জন্যই আমার এত চেষ্টা, আমি পূর্ব্ব-জন্মে আরাধনা করিয়া আপনাকে পতিলাভ করিয়াছিলাম, ইহজন্মেও আপনি ভিন্ন আর কাহারও প্রতি পতিত্বের বাসনা নাই। কিন্তু গিরিরাজ আমার পিতা ও প্রভু; এক্ষণে আমি তাঁহার নিকট চলিলাম; গিয়া তাঁহাকে এ বিষয় বিজ্ঞাপন করি, তাহার পর যথাবিধি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন।

এই কথা বলিয়া দেবী পার্ব্বতী পিতার নিকট গমন করি-লেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশন রুদ্রদেব আমার জন্মান্তরীণ ভর্ত্তা; ইহ জন্মেও আমি সেই নিস্তারকারণ রুদ্রদেবের নিমিত্ত তপশ্চরণ করিতে ছিলাম। তাহার পর সেই বিশ্বপতি আমার চিত্ত জানিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে আমার তপোবনে উপস্থিত হইয়া ভোজ-নের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিলে, আমি কহিলাম অগ্রে "স্নান করুন। অনন্তর সেই বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণবেশধারী শঙ্কর স্নানার্থ ভাগীরথী সলিলে অবতীর্ণ হইলেন। মায়াবলে এক কুম্ভীর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলে,আমি ব্রহ্মহত্যা ভয়ে দ্রুতপদে গিয়া তাঁহার কর ধারণ করিলাম। অমনি তিনি দ্বিজ-রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং আমাকে কহিলেন, "তপস্বিনি! আমি তোমার পাণিগ্রহণার্থ আগমন

করিয়াছি। অতএব আর ইতঃস্তত করিবার প্রয়োজন নাই, পাণিগ্রহণ কার্য্য সুসম্পন্ন হউক।” মহাত্মা মহাদেবকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত এবং তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আপনার মত জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় শীঘ্র বিধান করুন।”

পার্ব্বতীর বচন শ্রবণে শৈলরাজের আর আনন্দের অবধি রহিল না। হর্ষগদগদস্বরে কন্যাকে কহিলেন “মাতঃ! ইহ-লোকে আমিই ধন্য! কারণ স্বয়ং রুদ্রদেব হর আমার জামাতা হইবেন। মাতঃ! তুমিই আমার সার্থক কন্যা! তোমা হইতেই আমি সমস্ত সুরগণের শীর্ষভাগে অবস্থান করিলাম। বৎসে! মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছি।”

এই কথা বলিয়া শৈলরাজ লোকপিতামহ মহাত্মা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, দেব প্রজাপতেঃ! আমার উমাকে রুদ্র দেবের করে সমর্পণ করিতে বাসনা করি, কি অনুমতি হয়? তখন পিতামহ কহিলেন, দেও হানি কি?

গিরিরাজ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র সত্বর স্বভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তুম্বুরু নারদ হাহা হুহু কিন্নর অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পর্ব্বতগণ, সরিদ্‌গণ শৈলগণ বৃক্ষগণ ও ওষধিগণ মূর্ত্তিমান হইয়া হিমালয় কন্যার বিবাহ দর্শন করিতে আগমন করিলেন। দেবী পৃথিবী বিবাহের বেদী, সপ্তসাগর সপ্ত পূর্ণ কলশ, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রদীপ হইল। নদীসকল সলিল বহন করিতে লাগিল।

গিরিরাজ এইরূপে বিবাহোচিত দ্রব্য সামগ্রী সকল আয়োজন করিয়া মন্দর পর্ব্বতকে রুদ্রদেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। মন্দর শঙ্করের অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, পরমেশ মহাদেব গিরিরাজভবনে সমাগত হইয়া শৈলপুত্রী উমার পাণিগ্রহণ করিলেন। সেই বিবাহোৎ-সবে দেবর্ষি পর্ব্বত ও নারদ উভয়ে গীত এবং সিদ্ধ ও বন-স্পতি সকল নৃত্য করিতে লাগিল। সুরকামিনীগণও পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উমাকে ও মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! তুমিই যথার্থ নারী এবং শঙ্কর! তুমিই যথার্থ ভর্ত্তানামে অভিহিত হইবে।" এই বলিয়া তিনি স্বপুরে প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্বে রাজা প্রজাপাল জিজ্ঞাসা করিলে তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন মহর্ষি মহাতপা গৌরীর উৎপত্তি ও বিবাহবিষয়ে এইরূপ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। (তৃতীয়া তিথিতে গৌরীর বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ তিথিতে লবণ পরি-ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।) যে নারী বা যে পুরুষ তৃতীয়া তিথিতে উপবাস করেন, তিনি সৌভাগ্য লাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারেন। যে ভাগ্যহীনা নারী এবং ভাগ্যহীন পুরুষ এই গৌরীর উৎপত্তি ও হরগৌরী বিবাহ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৃতীয়া তিথিতে লবণ পরিত্যাগ করেন তিনি স্বাভিলষিত সম্পদ, সৌভাগ্য, আরোগ্য, সৌন্দর্য্য ও পুষ্টিলাভ করিতে পারেন।

# ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

## গণেশোৎপত্তি।

প্রজাপাল কহিলেন, তপোধন! কিরূপে গণপতির উৎপত্তি ও মূর্ত্তিলাভ হইল, এই বিষয়ে আমার মনে মহান্ সংশয় ও অতীব কষ্ট রহিয়াছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সংশয় চ্ছেদন করুন।

মহাতপা কহিলেন,নরপতে! পূর্ব্বে দেবতাগণ ও তপোধন ঋষিগণ যে, যে কার্য্য আরম্ভ করিতেন, তৎসমুদায়ই সুসিদ্ধ হইত বটে, কিন্তু অনেক কষ্টে; আর অসৎ-কর্ম্মকারীরা যে যে কার্য্য আরম্ভ করিত, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সুসিদ্ধ হইত। তখন পিতৃগণ ও দেবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া এই মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে অসৎকার্য্যের বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। মন্ত্রণা করিতে করিতে তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, চল আমরা মহামতি রুদ্রদেবের নিকট গমন করি।

অনন্তর তাঁহারা কৈলাসবাসী বিভু রুদ্রদেবের নিকট গমন করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, দেবাদিদেব! মহাদেব! শূলপাণে! ত্রিলোচন! আপনার নিকট আমাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে অসৎকর্ম্মের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহাই করেন।

দেবগণ এই কথা বলিবামাত্র উমাপতি যার পর নাই প্রীত হইয়া অনিমেষনয়নে উমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার মনোমধ্যে এই-

রূপ চিন্তার উদ্রেক হইল যে, "পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর মূর্ত্তি দেখিতেছি, কিন্তু আকাশের মূর্ত্তি দেখিতেছি না কেন?" এই ভাবিয়া দেবাদিদেব হাস্য করিয়া উঠিলেন। আর কেহই তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু মহাদেব কেন হাস্য করিলেন, ব্রহ্মাইবা কি নিমিত্ত পূর্ব্বে পৃথিব্যাদি পদার্থ সমুদায়ের মূর্ত্তি বিধান করিয়াছিলেন, চিন্ময় পুরুষ তৎসমুদায় অবগত ছিলেন।

যাহাই হউক ভূতভাবন মহাদেব হাসিতে হাসিতে তাঁহার সেই আস্য হইতে প্রদীপ্ত মুখকমল অতি তেজস্বী এক কুমার দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূত হইল। ঐ কুমার রুদ্রদেবের সমুদায় গুণযুক্ত সাক্ষাৎ রুদ্রদেব। আবির্ভূত হইবামাত্র কুমারের সৌন্দর্য্যে, অবয়বে ও রূপে দেবগণ মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এদিকে উমাদেবীও অনিমিষনয়নে সেই কুমারের রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। (তখন মহাদেব, সুকুমার এই কুমারের মোহন মূর্ত্তিই দেবীর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ, এই মনে করিয়া কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং কুমারকে এই শাপ প্রদান করিলেন যে, কুমার! তুমি এই মুহূর্ত্তে গজবক্ত্র হও, তোমার উদর লম্বিত হউক, এবং সর্পসকল তোমার উপবীত হউক।)

রাজন্! ভগবান্ রুদ্রদেব রোষভরে গাত্রোত্থান করিয়া কুমারকে যখন ঐরূপ অভিসম্পাত প্রদান করেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, হস্তে ত্রিশূল, প্রতি লোমকূপ হইতে সলিল নির্গত ও ভূতলে নিপতিত, এবং গজবক্ত্র, তমালবর্ণ নীলাঞ্জননিভ গৃহীতাস্ত্র নানাবিধ বিনায়ক সকল সমুৎপন্ন

হইল। তখন দেবাদিদেব শঙ্কর মনে মনে ভাবিলেন, একি অদ্ভুত ব্যাপার। এক কুমার, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা দ্বারাই দেবগণের অদ্ভুত কার্য্য সকল সুসম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু এতাদৃশ অসংখ্য বিনায়কগণে কি হইবে! দেবগণও তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে বিনায়কগণে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ঐ সময় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অনুপম বিমানযানে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া আকাশ হইতেই বলিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! আজি তোমরা অদ্ভুতরূপী সুরনায়ক ও ত্রিলোচন দ্বারা একান্ত অনুগৃহীত হইলে, এক্ষণে তোমরা বিদ্বেষ্টাদিগের বিনিপাতবিষয়ে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইবে। অনন্তর মহাদেবকে কহিলেন, প্রভো! শূলপাণে! তোমার বদন হইতে যে কুমার সম্ভূত হইয়াছেন, ইনি বিনায়কগণের নেতা হউন এবং বিনায়কগণ উহাঁর অনুচর হউক। তোমা-দ্বারা বিসৃষ্ট এই বিনায়কগণ আকাশমধ্যে অবস্থান করুক। হে বরদ! তুমি বিনায়কের প্রতি প্রসন্ন হইয়া উহাঁকে নাম সকল প্রদান কর।"

রাজন্! পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, ত্রিলোচন স্বীয় আত্মজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার তনয় হইলে, তোমার নাম বিনায়ক, বিঘ্নকর, গজানন ও গণেশ হউক। আর এই ক্রূরদর্শন ভীষণমূর্ত্তি বিনায়কগণ তোমার অনুচর হউক, এবং বললাভে পুষ্টদেহ হইয়া সমস্ত কার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করুক। আর বৎস! আমি বলিতেছি, তুমি আমার প্রভাবে কি দেবার্চ্চনা কি যজ্ঞানুষ্ঠান,

কি অন্যান্য কার্য্য সকল বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে পূজালাভ করিবে। যদি কেহ তাহার অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে তুমি স্বচ্ছন্দে তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত করিবে।”

নরপতে! পরমপ্রভু মহাদেব এই কথা বলিয়া দেবগণের সমভিব্যাহারে স্বয়ং স্বহস্তে কাঞ্চনকলশে করিয়া গণপতির অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তিনি গাণপত্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় দেবগণ তদ্দর্শনে শূলপাণির সমক্ষেই প্রযতভাবে গণনায়কের যে স্তব পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা এই—“হে গজানন! হে গণনায়ক! হে বিনায়ক! হে প্রচণ্ডপরাক্রম! তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের বিঘ্নবিধান করিতে পার, সর্প তোমার কটিভূষণ, তুমি রুদ্রদেবের আস্যদেশ হইতে সম্ভূত হইয়াছ। হে লম্বোদর! আমরা সকলে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, অতএব তুমি আমাদিগের বিঘ্ন বিদূরিত কর।”

গজানন রুদ্রদেব কর্ত্তৃক অভিষিক্ত এবং দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইবার পর দেবী পার্ব্বতী তাঁহাকে পুত্রত্বে পরিগৃহীত করিলেন। গণপতির এই ঘটনা চতুর্থী তিথিতে সম্পন্ন হইয়াছিল, বলিয়া এই তিথি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। যিনি এই তিথিতে তিল মাত্র ভক্ষণ করিয়া গণপতির আরাধনা করেন, গণপতি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হন। নরপতে! যাঁহারা দেবগণকৃত গণনায়কের এই স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ করেন, কোনও প্রকার বিঘ্ন বা কোনও প্রকার পাপ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

# চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

## নাগোৎপত্তি।

ধরণী কহিলেন, বরাহদেব! ভগবান্ নারায়ণের গাত্র সংস্পর্শে মূর্ত্তিমান মহাবল পরাক্রান্ত নাগগণ কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার কারণ শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! রাজা প্রজাপাল মহর্ষি মহাতপার প্রমুখাৎ গণপতির জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মধুরবাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কুটিলস্বভাব নাগগণ কিরূপে সমুৎপন্ন হইল, তাহা বিস্তারিত বর্ণন করুন।

মহাতপা কহিলেন, মহীপতে! লোকপিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে মরীচিনামা ঋষিবরকে সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর "মরীচি ঋষির পুত্র হউক" এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র তাঁহার এক পুত্র হইল। ঐ পুত্রের নাম কশ্যপ। হাস্যাননা দক্ষকন্যা কদ্রু উহাঁর ভার্য্যা। মরীচিপুত্র কশ্যপ ঐ ভার্য্যার গর্ভে অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও অপরাজিত কুলিক এই কয় মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করেন। ইহারাই কশ্যপের প্রধানতম পুত্র। ইহাদিগেরই সন্তান সন্ততি দ্বারা জগৎ পরিপূরিত হইয়াছে। কুটিলগতি ভীমকর্ম্মা তীক্ষ্ণদশন বিষোল্বন সর্পগণ মানবদিগকে দেখিবামাত্র যেমন দংশন করে, অমনি তাহারা ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। সর্ব্বদাই এইরূপে ঘোরতর প্রাণি-সংক্ষয় হইতে লাগিল। প্রজাগণ এইরূপ বিপদ দর্শনে এক মাত্র শরণ্য জগৎপ্রভু ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই কমল-

যোনিকে কহিল "ভগবন্! ক্রূরদৃষ্টি সর্পগণ কি মনুষ্য, কি অন্যান্য জন্তু, যখনি যাহাকে দর্শন করে, তখনি তাহাকে দংশন করিয়া ভস্মাসাৎ করিতেছে। আপনি আমাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত ভুজঙ্গগণ আমাদিগকে সংহার করিতেছে। অতএব আমাদিগের নিবেদন এই যে, যাহাতে আমরা তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র সর্পগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাই, তাহা করুন"।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎসগণ! যাহাতে তোমাদিগের রক্ষা হয়, আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি, অতএব তোমরা এক্ষণে নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর"। অব্যক্তরূপী ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, প্রজাগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া বাসুকি প্রভৃতি সর্পগণকে আহ্বান পূর্ব্বক এই অভিসম্পাত করিলেন যে, সর্পগণ! তোমরা যখন আমার সৃষ্ট মনুষ্যগণকে নিয়ত ক্ষয় করিতেছ, তখন আমি বলিতেছি, নিশ্চয়ই তোমরা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মাতৃশাপে বিশিষ্টরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

নাগগণ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিল, "ভগবন্! আপনিই আমাদিগকে এইরূপ কুটিলস্বভাব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনা হইতেই আমাদিগের এইরূপ ক্রূরতা, বিষোল্বনতা ও দর্শনাস্ত্রতা লাভ হইয়াছে। অতএব যদি আমাদিগের দোষ-সংঘটন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনিই তাহার শমতা-বিধান করুন"।

ব্রহ্মা কহিলেন, সর্পগণ! যদিও আমি তোমাদিগকে

কুটিলাশয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরা নিয়ত নিরুদ্বেগে মনুষ্যদিগকেই ভক্ষণ করিতেছ কেন ?

নাগগণ কহিল, দেবেশ! যদি আমাদিগের অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাহইলে আপনি আমাদিগের নিমিত্ত নিয়ম নির্দ্ধারণ ও পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেউন।

"তখন ব্রহ্মা নাগগণের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি মানবগণের সহিত তোমাদিগের এক নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এই পৃথিবীর নিম্নদেশে, পাতাল, বিতল ও সুতল নামে তিনটি প্রদেশ আছে। আমি বাসস্থান কল্পনার নিমিত্ত তোমাদিগকে ঐ তিনটি প্রদেশ প্রদান করিলাম। তোমরা তথায় গমন পূর্ব্বক পরম সুখে সপ্ত রাত্রি অবস্থান কর। অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তর সমাগত হইলে তোমরা কশ্যপের পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবে এবং দেবগণের ও ধীমান সুপর্ণের সহিত সমান অংশভাগী হইবে। ঐ সময় অগ্নি তোমাদিগের সন্তান সন্ততি ভক্ষণ করিবে। তাহাতে তোমাদিগের দোষস্পর্শ হইবে না। কারণ যে সকল সর্প দুর্ব্বিনীত ও ক্রূর, তাহাদিগেরই বিনাশ হইবে; নতুবা অন্যের নহে। আর যদি মনুষ্যগণ কোন অপরাধ করে বা তাহাদিগের কাল আসন্নবর্ত্তী হয়, তাহাহইলে স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে দংশন ও ভক্ষণ করিবে। কিন্তু যাহারা মন্ত্র, ঔষধ ও গরুড় মণ্ডল সংগ্রহ করিয়া বিচরণ করিবে, তোমরা তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ভয়ে ভীত হইবে। তোমাদিগের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত রহিল; কিন্তু যদি ইহার অন্যথাচরণ কর তাহাহইলে তোমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে।

রাজন্! চতুরানন ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, ভুজঙ্গগণ তাঁহার অভিসম্পাত ও প্রসন্নতালাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া পাতালতলে গমন পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। মহারাজ! এই সমস্ত ব্যাপার পঞ্চমী তিথিতে নির্ব্বাহ হইয়াছিল, এই নিমিত্ত পঞ্চমী পাপনাশিনীও তিথিমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই তিথিতে সংযতচিত্ত হইয়া অন্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুগ্ধদ্বারা নাগগণের তর্পণ করে, নাগগণ তাহার মিত্র হইয়া উঠে।

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

### কার্ত্তিকেয়োৎপত্তি।

প্রজাপাল কহিলেন, তপোধন! অহঙ্কার হইতে কিরূপে কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি হইল? এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় আছে, দুর করুন।

মহাতপা কহিলেন,নরপতে! তত্ত্ব তিন প্রকার। তন্মধ্যে যিনি তত্ত্বাতীত,তিনিই পরমপুরুষ। ঐ পুরুষ হইতে অব্যক্ত—অর্থাৎ প্রকৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতিই তত্ত্বের আদি। প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগে মহত্তত্ত্ব এবং ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বের রূপান্তর মাত্র। যিনি তত্ত্বাতীত-পুরুষ,তাঁহার নাম বিষ্ণু বা শিব, আর যিনি ঐ পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন অব্যক্ত প্রকৃতি, তিনি পদ্মপলাশলোচনা দেবী উমা বা লক্ষ্মী। ঐ প্রকৃতি ও

পুরুষের সংযোগে যে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে, উহাই সেনাপতি কার্ত্তিক। হে মতিমন্! এক্ষণে গুহের উৎপত্তিবৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ দেব নারায়ণ সকলের আদি। তাহার পর তাঁহা হইতে ব্রহ্মা ও মহাদেবের উৎপত্তি হইয়াছে। তৎপরে ঐ স্বয়ম্ভু হইতে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারপর ঐ মরীচি ও কশ্যপ প্রভৃতি হইতেই সুরগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পক্ষিগণ ও অন্যান্য প্রাণীসকল সম্ভূত হইয়াছে। ইহাই—সৃষ্টি প্রবাহ। সৃষ্টিপ্রবাহ বিস্তারিত হইয়া উঠিলে দেবগণ ও মহাবল দৈত্যগণ পরস্পর সাপত্ন্যভাব অবলম্বন করিলেন। উভয়পক্ষই বিজিগীষু হইয়া পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। দৈত্যপক্ষে রণমদমও পরাক্রান্ত নায়ক অনেক ছিল। তন্মধ্যে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিপ্রচিত্তি, বিচিত্র, ক্রৌঞ্চ ও ভীমাক্ষ ইহারাই বিক্রান্ত ও সর্ব্বপ্রধান। ঐ সকল বীর্য্যশালী অসুরগণ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া নিরন্তর শাণিত শরজাল বিক্ষেপে সুরসৈন্য সকল মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন বৃহস্পতি তদ্দর্শনে দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুরগণ! নিয়মিত নেতা না থাকায় তোমাদিগের সৈন্য সকল দুর্ব্বল হইয়াছে। একেশ্বর ইন্দ্র কিরূপে সমুদায় দেবসৈন্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র একজন সেনাপতি অন্বেষণ কর"।

এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র দেবগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, "প্রভো! আমাদিগের একজন সেনাপতির প্রয়োজন হইয়াছে, সত্বর প্রদান করুন"

তখন চতুরানন "ইহাদিগের উপায় কি করি, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কহিলেন, চলদেখি একবার মহাদেবের নিকট গমন করি"।

অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া কৈলাশপর্ব্বতে দেবাদিদেব পশুপতিপ্রভু মহাদেবের নিকট গমন করিয়া উচ্চৈস্বরে তাঁহাকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা এই—হে মহেশ্বর! হে ত্রিলোচন! হে ভূতভাবন! আমরা তোমায় নমস্কার করি। হে উমানাথ! হে বিশ্বনাথ! হে মরুৎপতে। হে জগৎপতে! হে শঙ্কর! আমরা তোমার শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা কর। হে অমল! তোমার জটাসমূহের মূলদেশে যে শশাঙ্ক বিরাজিত রহিয়াছে তাহার কিরণে জগত্রয় আলোকিত। ত্রিশূলপাণে! পুরুষোত্তম! অচ্যুত! উপস্থিত দৈত্যভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি আদিদেব, তুমি পুরুষ প্রধান, তুমি হরি, তুমি হর, তুমি মহেশ্বর, তুমি ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিয়াছ। বিভো! তুমি ভগের চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছ। দেবাদিদেব! বৃষধ্বজ! তুমি আমাদিগের পুরাতন দৈত্যরিপু; অতএব আমাদিগকে রক্ষা কর। গিরিজানাথ! তুমি গিরিপ্রিয়ার সমাদরের সামগ্রী। প্রভো! সমস্ত সুরলোক তোমাকে পূজা করে; গণেশ! ভুতেশ! শিব! দৈত্যবরান্তক! আসন্ন বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি পৃথিব্যাদি সমুদায় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ, তুমি আকাশ মধ্যে শব্দরূপে, তেজোমধ্যে দ্বিধারূপে, সলিলমধ্যে ত্রিধারূপে, এবং পৃথিবীতে চতুর্ধা বিনিবিষ্ট রহিয়াছ। তুমি স্বয়ং পঞ্চগুণাত্মক, তুমি বৃক্ষে ও প্রস্তরে অগ্নিরূপে বিরাজ-

মান রহিয়াছ। তুমি অনলে সহস্রধা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছ। মহেশ্বর! ভগবন্! তুমি তেজস্বরূপ। দৈত্যগণ আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে; অতএব আমাদিগের পরিত্রাণ কর। ত্রিলোচন! যখন সর্ব্বাদৌ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ কিছুই বিদ্যমান ছিল না, যখন চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের ও অনিলেয় নামমাত্র ছিল না, তখন একমাত্র তুমিই বিদ্যমান ছিলে। বিষমলোচন! তুমি প্রমাণের অতীত, তুমি তর্কেরও অতীত। কপালমালিন! শশিখণ্ডশেখর! শ্মশানবাসিন্! তোমার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ ভস্মে বিলিপ্ত, তোমার শরীরার্দ্ধভাগ শেষাখ্যসর্পে পরিবেষ্টিত। দক্ষরিপো! সুরেশ্বর! আমাদিগকে রক্ষা কর। ভগবন্! তুমি পুরুষ এবং এই যে গিরিরাজ কন্যা উমা—যিনি তোমার সর্ব্বাঙ্গস্বরূপ, ইনি প্রকৃতি। জগত্ত্রয় ত্রিশূলরূপে তোমার করে এবং যজ্ঞীয় অগ্নিত্রয় তোমার ত্রিনেত্রে অবস্থান করিতেছে। সমস্ত সাগর, সমুদায় কুলপর্ব্বত ও সমস্ত সরিৎ তোমার জটাকলাপে অবস্থান করিতেছে। দেব! ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই যে পঞ্চ উপাদানে শরীরিগণের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, সে সমস্তই তোমাতে অবস্থিত। কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিরা তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে পারে না। যে নারায়ণ হইতে এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি সেই নারায়ণ। তুমি চতুরানন ব্রহ্মা। সত্ত্বাদি গুণভেদে, গার্হপত্যাদি অগ্নিভেদে ও সত্যাদি যুগভেদে তুমি ত্রিবিধরূপে অবস্থান করিতেছ। প্রভো! আমরা সকলে তোমার শরণাগত। হে ভব! হে বিভূতিভূষণ! আমাদিগকে রক্ষা কর।"

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! পশুপতি রুদ্রদেব সুরগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিষ্টুত হইয়া প্রশান্তভাবে কহিলেন, দেবগণ! তোমাদিগের উদ্দেশ্য কি, অবিলম্বে ব্যক্ত কর।

সুরগণ কহিলেন, দেবেশ! আমাদিগের আর কিছুই উদ্দেশ্য নহে; কেবল দৈত্যবিনাশের নিমিত্ত আমাদিগের একজন সেনাপতির প্রয়োজন হইয়াছে; অতএব আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

রুদ্রদেব কহিলেন, অমরগণ! তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আমি শীঘ্র তোমাদিগকে একজন সেনাপতি প্রদান করিতেছি।

দেবাদিদেব মহাদেব অমরগণকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিয়া পুত্রের নিমিত্ত গঙ্গাদি পুরনারীগণের বিষয় চিন্তা করিয়া অবশেষে স্বীয় শরীরস্থিত শক্তি উমাকে সংক্ষুব্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সংক্ষোভে সূর্য্য ও অনলের ন্যায় প্রভাবান প্রতিভাশালী এক কুমারের উৎপত্তি হইল। নরপতে! মন্বন্তরভেদে এই কুমারের উৎপত্তি নানাপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। যাহাই হউক যিনি শরীরচারী অহঙ্কার, প্রয়োজনবশতঃ তিনিই দেবসেনাপতিরূপে পরিণত হইয়াছেন।

এইরূপে কুমারের উৎপত্তি হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সিদ্ধগণ দেবাদিদেব শান্তিদাতা পশুপতিকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরগণ, সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ সকলে কুমারকে সৈন্যাপত্যে বরণ করিলে তিনি আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, আমার সাহায্যার্থ আপনারা আমাকে অনুচরদ্বয় ও এক ক্রীড়নক প্রদান করুন। তখন ভগবান্ মহাদেব কহিলেন,

ক্রীড়াজন্য তোমায় এক কুক্কুট এবং সাহায্য করণার্থ শাখ ও বিশাখ নামক দুই অনুচর প্রদান করিলাম। তুমি এক্ষণে দেবগণের সৈন্যাপত্যে ব্রতী হও।

দেবাদিদেব শঙ্কর কুমারকে এইরূপ কহিলে দেবগণ সার্থক বাক্যে সেনাপতিকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। হে মহেশ্বরতনয়! হে ষড়ানন! হে স্কন্দ! হে বিশ্বেশ! হে কুক্কুটধ্বজ! হে প্রভোপাবকে! তুমি আমাদিগের সেনাপতি হও। তোমার দর্শনে অরাতিগণ কম্পিতকলেবর হউক, তুমি কুমারশ্রেষ্ঠ। হে স্কন্দ! বালগ্রহ সকল তোমার অনুগত, তুমি অরিবর্গকে পরাজিত করিয়াছ,ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত তোমাদ্বারাই বিদারিত হইয়াছে। তুমি কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি ভগবান ভূতনাথের পুত্র, যাবতীয় ভূতপতি ও গ্রহপতি বিদ্যমান আছে, তুমি তৎসমুদায়ের শ্রেষ্ঠ। তোমার মূর্ত্তি পাবকের ন্যায় প্রিয়দর্শন। হে ত্রিলোচন! হে মহাভূতপতির পুত্র! তোমাকে নমস্কার।

মহীপতে! ভবনন্দন কার্ত্তিকেয় দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিষ্টুত হইলে ক্রমেই তাঁহার শরীর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর ও বিপুলবিক্রম হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তেজঃপ্রভায় ত্রিলোক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

প্রজাপাল কহিলেন, গুরো। ভবনন্দনকে কৃত্তিকাপুত্র, পাবকি ও ষণ্মাতুর নামে নির্দ্দেশ করিলেন কেন?

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! স্কন্দের উৎপত্তিবিষয়ে আমি যাহা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা আদি মন্বন্তরবিষয়ক এবং

অতীন্দ্রিয়দর্শী দেবগণ এইরূপে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। তাহার পর দ্বিতীয় মন্বন্তরে কৃত্তিকা, পাবক ও গিরিজা তাঁহার উৎপত্তিনিদান বলিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত নাম সকল প্রদত্ত হইয়াছে। রাজবর! এই ত তুমি অহঙ্কারোৎপত্তিবিষয়ে যে গুহ্য বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, তাহা যতদূর জানি, বলিলাম। এই স্কন্দ সাক্ষাৎ পাপনাশন মহাদেবস্বরূপ। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার অভিষেকে যষ্ঠী তিথিই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি ফলমাত্র আহার করিয়া সংযতমনে কার্ত্তিকেয়ের অর্চ্চনা করেন, তিনি অপুত্র হইলে পুত্র এবং নির্ধন হইলে ধনলাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ভক্তিপূর্ব্বক যিনি যাহা কামনা করেন, তাঁহার তাহাই পূর্ণ হয়। যাঁহার গৃহে পূর্ব্বোক্ত কার্ত্তিকেয়স্তোত্র পঠিত হইয়া থাকে, তাঁহার গৃহে বালকগণের কোন অমঙ্গল ঘটে না। প্রত্যুতঃ রোগার্ত্ত হইলে আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে।

---

## ষড়্বিংশ অধ্যায়।

### আদিত্যোৎপত্তি।

মহীপতি প্রজাপাল কহিলেন, দ্বিজবর! জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের মূর্ত্তি গ্রহণ কিরূপে হইল? এবিষয়ে আমার মহান্ সংশয় আছে, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সন্দেহভঞ্জন করুন।

তপোধন মহাতপা কহিলেন, রাজন্! যিনি সেই সনাতন অদ্বিতীয় জ্ঞানময় আত্মা, তিনি দ্বিতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিতে

বাসনা করিবামাত্র, তাঁহার শরীর হইতে এক জ্যোতি সমুদ্গত হইল। ঐ জ্যোতিই প্রদীপ্ত সূর্য্য। সূর্য্যের কিরণে জগত্রয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যে ভগবান্ নারায়ণের শরীর হইতে সমুদায় দেবগণ, সমস্ত সিদ্ধগণ এবং সমুদায় মহর্ষিগণ সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই বিভুর শরীর হইতে সূর্য্যও সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ প্রদীপ্ত তেজ তাঁহার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাঁহার শরীরেই বিলীন হয়; কিন্তু পরিশেষে পিণ্ডাকৃতি ধারণ করিয়া যাহা পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইল, বেদবাদিগণ তাহাকেই রবি কহেন। ঐ রবি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন; তাহাতেই তাঁহার নাম ভাস্কর এবং প্রকৃষ্ট প্রভা বিতরণ করাতে তাঁহার নাম প্রভাকর হইয়াছে। দিবা শব্দের অর্থ দিবস, সেই দিবা, তাঁহাদ্বারা কৃত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দিবাকর কহে এবং ঐ সূর্য্য জগতের আদি বলিয়া আদিত্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঐ সূর্য্যের তেজ হইতে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান, তিনিই এই জগতে বিচরণ করিতেছেন।

তাহার পর সেই নারায়ণের অন্তঃশরীরস্থিত দেবগণ ক্রমশঃ জগতে ঐরূপ তেজোবিস্তার দর্শনে তাঁহার শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এইরূপে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবন্! তুমি এ জগতের আদিপুরুষ, তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আবার যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন তুমিই ইহার সংহার করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বদা সমুদায় বিশ্বসংসার রক্ষা করিতেছ, অতএব হে বিশ্বপালক! আমরা

নিয়ত তোমার চরণে প্রণত, আমাদিগকে রক্ষা কর। এই তেজ তোমারই শরীর হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কালরূপ অক্ষ ও মন্বন্তররূপ বেগ-বিশিষ্ট সপ্তাশ্বযুক্ত রথে যে সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, উনি সূর্য্য নহেন; উনিই তুমি। বিভো! তুমিই প্রভাকর, তুমিই রবি, তুমিই আদিদেব, তুমিই সমস্ত চরাচরের আত্মা, তুমিই পিতামহ, তুমিই বরুণ, তুমিই যম, তুমিই ভূত এবং তুমিই ভবিষ্যৎ। হে অরাতিনিপাতন! হে দেবমূর্ত্তে! আমরা তোমার শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি বেদান্তবেদ্য পুরুষ, যজ্ঞকার্য্যে তোমায় বিষ্ণু বলিয়া আহুতি প্রদান করে।

রাজন্! দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে, ভগবান্ নারায়ণ তৎক্ষণাৎ সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। প্রথমতঃ তেজঃপ্রভায় কিছুই লক্ষিত হইতেছিল না, এক্ষণে তিনি সুখলক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। মহীপতে! এই সমস্ত ঘটনা অর্থাৎ দেবগণের দাহনিবৃত্তি ও সূর্য্যের রবিমূর্ত্তি ধারণ,সপ্তমী তিথিতে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। অতএব যে ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে শাকমাত্র আহার করিয়া সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যের আরাধনা করেন, তিনি অনায়াসে সূর্য্যের নিকট অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই আমি আদি মন্বন্তরের সূর্য্যোৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে মাতৃগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

---

# সপ্তবিংশ অধ্যায়।

## কামাদি মাতৃগণের উৎপত্তি।

পূর্ব্বকালে অন্ধক নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক দৈত্য ছিল। ঐ দৈত্য ব্রহ্মার বরলাভে দর্পিত হইয়া সমস্ত দেবগণকে স্ববশে আনয়ন করে। এমন কি, দেবগণের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে সুমেরুপর্ব্বত হইতে দূরীকৃত করিল। তখন সুরগণ সমবেত হইয়া অন্ধকের ভয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তদ্দর্শনে চতুরানন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমরগণ! তোমাদিগের আগমনপ্রয়োজন নির্দ্দেশ কর, নিশ্চিন্ত রহিলে কেন?

ঐ সময় দেবগণ কহিলেন, জগৎপতে! পিতামহ! আমরা অন্ধকভয়ে একান্ত ভীত হইয়া আপনার চরণে শরণ লইলাম, এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, সুরগণ! অন্ধকের হস্ত হইতে তোমাদিগের পরিত্রাণ করা আমার সাধ্য নহে। অতএব চল সকলে সমবেত হইয়া সেই জগৎকারণ মহাদেবের শরণাগত হই। ইতিপূর্ব্বে আমি তাহাকে এই বর প্রদান করিয়াছি যে, “তুমি সকলের অবধ্য হইবে, তোমার শরীর পৃথিবী স্পর্শ করিবে না।” সুতরাং একমাত্র রুদ্রদেবই তাহার নিধনে সমর্থ, অতএব চল, আমরা সকলে সেই কৈলাসবাসী হরের নিকট গমন করি। এই বলিয়া চতুরানন দেবগণের সমভিব্যাহারে রুদ্রদেবের নিকটে গমন করিলেন।

সকলে তথায় উপস্থিত হইলে মহাদেব আসন হইতে

গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং চতুরাননকে কহিলেন, দেবগণ কি নিমিত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, সত্বর ব্যক্ত কর, অবিলম্বেই সম্পাদন করিব।

ঐ সময় দেবগণ যেমন "দুর্দ্দান্ত দৈত্য অন্ধক হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন" এই কথা বলিয়াছেন, অমনি অন্ধক সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া ভূতভাবন মহাদেব ও তৎপত্নী পার্ব্বতীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। রুদ্রদেব দৈত্যকে সহসা সমাগত সন্দর্শন করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। দেবগণও সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। রুদ্রদেব বাসুকি,তক্ষক ও ধনঞ্জয় নামক সর্পকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। মহেশ্বর তক্ষক ও ধনঞ্জয়কে হস্তবলয় এবং বাসুকিকে কোটিবন্ধন করিলেন।

ঐ সময় নীল নামক এক দৈত্য গজরূপ ধারণ করিয়া সত্বর মহাদেবের সমীপে সমুপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ মহেশ্বর নন্দীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নন্দীকেশ্বর! তুমি শীঘ্র বীরভদ্রকে ঐ গজরূপী দৈত্যের প্রতি গমন করিতে আদেশ কর। তখন বীরভদ্র সিংহরূপ ধারণ করিয়া বেগে মাতঙ্গরূপী দৈত্যকে আক্রমণ করিল এবং তাহার সেই নীলাঞ্জনসন্নিভ চর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক রুদ্রদেবের হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি তাহা বস্ত্রবৎ পরিধান করিলেন। সেই অবধিই দিগম্বর কৃত্তিবাস হইলেন।

অনন্তর রুদ্রদেব সেই গজচর্ম্ম এবং ভুজঙ্গাভরণ ধারণ করিয়া শূলহস্তে অন্ধকের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনুচরগণ তাঁহার অনুগমন করিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ

হইল। ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ ও সেনাপতি স্কন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে দেবর্ষি নারদ তদ্দর্শনে নারায়ণের নিকট গমন করিয়া যুদ্ধবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। নারায়ণ শ্রবণমাত্র চক্রাস্ত্র ধারণ করিয়া গরুড়বাহনে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তথায় সমরব্যাপার সন্দর্শনে স্বয়ং দানববিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে অতীব হৃষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু অন্ধকাসুরের সংগ্রাম সহ্য করিতে না পারিয়া বিষণ্ণবদনে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রুদ্রদেব স্বয়ং অন্ধকের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে শঙ্কর যেমন বেগে অন্ধকের গাত্রে ত্রিশূল প্রহার করিলেন, অমনি তাহার গাত্র হইতে দরদরিতধারায় শোণিতস্রব আরম্ভ হইল। রুধির ভূতল স্পর্শ করিবামাত্র অন্ধকাকৃতি অসংখ্য দৈত্য সমুৎপন্ন হইল। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে রুদ্রদেব প্রকৃত অন্ধককে শূলে বিদ্ধ এবং ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে নারায়ণ সেই শোণিতসম্ভূত অন্যান্য দৈত্যদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। শূলাস্ত্রবিদ্ধ অন্ধকাসুরের গাত্র হইতে শোণিতধারা যেমন ভূতল স্পর্শ করিতে লাগিল, অমনি তদাকৃতি অন্ধক সকল সমুৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে রুদ্রদেবের রোষের অবধি রহিল না। কোপপ্রভাবে তাঁহার মুখ হইতে এক প্রভা বিনির্গত হইল। ঐ প্রভাই দিব্যমূর্ত্তিধারিণী এক দেবী। ঐ দেবীকে লোকে যোগীশ্বরী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এদিকে বিষ্ণুও নিজ

শরীর হইতে তৎস্বরূপিণী এক কামিনী প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মা, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, যম, বরাহরূপী নারায়ণ ও মহেশ্বর ইহাঁরা সকলেই এক এক কন্যার সৃষ্টি করিলেন। ঐ কন্যারাই অষ্টমাতা। মহারাজ! এক ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এই সমস্ত কার্য্য কারণের অবধারণকর্ত্তা। প্রকারান্তরে আমি তোমার নিকট দেবতাগণের মূর্ত্তিবিষয়ও কীর্ত্তন করিলাম। (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, পৈশুন্য ও অসূয়া এই আট মাতৃগণ। তন্মধ্যে কাম যোগীশ্বরী, ক্রোধ মহেশ্বরী, লোভ বৈষ্ণবী, মোহ কৌমারী, মদ ব্রহ্মাণী, মাৎসর্য্য ঐন্দ্রী, পৈশুন্য যমদণ্ডধারিণী এবং অসূয়া বারাহী, ইহাঁরাই শরীরধারী অষ্ট মাতৃগণ এবং ইহাঁদিগকে কামাদি অষ্টগণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।)

মহারাজ! কামাদি অষ্টমাতৃগণের যে নামোল্লেখ করিলাম, ইহাঁরা সকলেই নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্ধকাসুরের শোণিত শোষণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং আসুরী মায়া একেবারে তিরোহিত হইল, অন্ধকও নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিল। রাজন্! এই আমি তোমায় স্বীয় জ্ঞানামৃত প্রদান করিলাম। যিনি মাতৃগণের এই শান্তিকরী উৎপত্তিবিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার আর কোন বিপদ থাকে না। মাতৃগণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে রক্ষা করেন। আর যিনি প্রতিদিন মাতৃ-গণের জন্ম বিবরণ পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে ধন্য হইয়া চরমে শিবলোক লাভ করিয়া থাকেন। এই মাতৃগণের পূজার নিমিত্ত অষ্টমী তিথি নিরূপিত হইয়াছে। যিনি ঐ তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক মাতৃগণের পূজা করেন এবং বিল্বমাত্র আহার

করিয়া দিনযাপন করিয়া থাকেন, মাতৃগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শান্তি ও আরোগ্য প্রদানে যত্নবতী হন।

## অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

### দেবীর উৎপত্তি।

মহীপতি প্রজাপাল কহিলেন, তপোধন! শুভদাত্রী কাত্যায়নী দেবী দুর্গা—যিনি মায়ারূপে সূক্ষ্মভাবে নারায়ণ-শরীরে অবস্থিত ছিলেন, তিনি কিরূপে পৃথক্ ভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন ?

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! অতি পূর্ব্বকালে সিন্ধুদ্বীপ নামে বরুণাংশসম্ভূত প্রবল প্রতাপ এক নরপতি ছিলেন। নরপতি ইন্দ্রবিজয়ী এক পুত্র কামনা করিয়া একান্তমনে ঘোর-তর তপশ্চরণ পূর্ব্বক স্বীয় কলেবর শোষণ করিতে লাগিলেন।

প্রজাপাল জিজ্ঞাসিলেন, দ্বিজবর! ইন্দ্র তাঁহার এমন কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার বিনাশবাসনায় পুত্র কামনা করিয়া কঠোর তপশ্চরণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন ?

মহাতপা কহিলেন, মহীপতে! রাজা সিন্ধুদ্বীপ জন্মান্তরে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ছিলেন। কোন অস্ত্রই তাঁহার শরীর ভেদ করিতে পারিত না। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্র সমুদ্রফেন দ্বারা তাঁহার বিনাশসাধন করেন। তিনি জলফেন দ্বারা নিহত হইয়া তাহাতেই বিলীন হইলেন, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে ব্রহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সিন্ধুদ্বীপ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি দেবেন্দ্রের পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া বৈরনির্য্যাতনার্থ

ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বহুকাল পরে একদা বেত্রবতী নাম্নী নদী দিব্যাঙ্গনারূপ ধারণ করিয়া এবং নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া তপঃপ্রবৃত্ত সিন্ধুদ্বীপের নিকট সমাগত হইলেন। রাজা বেত্রবতীর রূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন নিবিড়নিতম্বিনি! তুমি কে, আমায় সত্য করিয়া বল।

তখন বেত্রবতী কহিলেন, মহাত্মন্! আমি জলপতি বরুণের পত্নী, আমার নাম বেত্রবতী।) আমি একান্ত স্পৃহাবতী হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। যিনি সানুরাগা অভিসারিণী পরপত্নীকে প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি পাপপঙ্কে লিপ্ত হন। এমন কি, ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে স্পর্শ করে। আপনি বিজ্ঞ; অতএব আমাকে বিমুখ করিবেন না।

বেত্রবতী এইরূপ কহিলে, নরপতি ঔৎসুক্য-সহকারে তাঁহার আশাপূর্ণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার গর্ভে দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিমান এক পুত্র জন্মিল। বেত্রবতীর গর্ভে জন্মনিবন্ধন উহার নাম বেত্রাসুর হইল। বেত্রাসুর প্রাগ্‌-জ্যোতিষ নগরীর অধীশ্বর হইয়া ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ পূর্ব্বক যখন বলবান্ ও একান্ত বিক্রান্ত হইয়া উঠিল, তখন বিপুল সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী স্ববশে আনয়ন করতঃ পরিশেষে সুমেরু পর্ব্বতে অধিরোহণ করিল। তথায় প্রথমতঃ ইন্দ্র, তৎপরে অগ্নি এবং তৎপরে যম যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। প্রথমে ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া অগ্নির নিকট, অগ্নি যমের নিকট, যম নির্ঋতির নিকট, নির্ঋতি বরুণের নিকট, বরুণ আবার ইন্দ্রাদি সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া পবনের নিকট, পবন ধনপতির নিকট, ধনপতি আবার সর্ব্বসমেত স্বীয়

মিত্র দেবাদিদেব মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। রণগর্ব্বিত দানবও গদা ঘূর্ণিত করিয়া শিবলোকের উদ্দেশে যাত্রা করিল। এদিকে মহাদেব তাহাকে অবধ্য জানিয়া ইন্দ্রাদিদেবগণের সহিত সুর-সিদ্ধ ও পুণ্যকারিবন্দিত ব্রহ্মপুরীতে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, গঙ্গার সলিলে অবগাহন করিয়া যথানিয়মে নিমীলিতনেত্রে নারায়ণপত্নী গায়ত্রীর উপাসনা করিতেছেন। ঐ সময় দেবগণ সমুপস্থিত হইয়া পরিত্রাহি শব্দে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা অসুরভয়ে একান্ত ভীত হইয়াছি, আমাদিগকে রক্ষা কর"।

মহারাজ! ঐরূপ চীৎকারশব্দে ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হইল। "দেখিলেন, একেবারে সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কোন অসুর বা রাক্ষসের সমাগম নাই, অথচ "পরিত্রাহি" শব্দ হইতেছে। ভাবিলেন,ইহা কেবল সেই মায়াময় পুরুষের মায়া। বোধ হয়, জগৎ ধ্বংস হইল! অথবা এ কিরূপ মায়া কিছুই বোধগম্য হইতেছে না"।

চিন্তাসমকালে সহসা শুক্লাম্বরধরা অষ্টভুজা অযোনিসম্ভবা এক কন্যার আবির্ভাব হইল। কন্যার মস্তকে মাল্যপরিবেষ্টিত এক মুকুট বিরাজমান থাকাতে বদনপ্রভা অতিশয় উজ্জ্বল জ্যোতি ধারণ করিয়াছে। হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা খড়্গ, ঘণ্টা ও ধনু প্রভৃতি প্রহরণ সকল বিরাজমান এবং এক হস্তে কেবল দৈত্যদিগকে তর্জ্জন করিতেছেন। পৃষ্ঠে তূণীর নিবদ্ধ রহিয়াছে। সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া।

এইরূপে যোগমায়া সিংহবাহিনী দেবী সহসা সলিল হইতে উদ্গত হইয়া একাকিনীই নানারূপে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে দেবমানের সহস্র বৎসর গত হইলে, দুর্জ্জয় বেত্রাসুর সমরে নিপতিত হইল। তখন দেবগণ জয়ধ্বনি করিয়া সিংহবাহিনী দেবীকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মহাদেব স্বয়ং তাঁহার স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহামায়ে! হে মহাপ্রভে! হে মহাভাগে! হে মহাসত্ত্বে! হে মহোৎসবে! হে মহাদেবি গায়ত্রি! তোমার জয় হউক। তোমার সর্ব্বাঙ্গ দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, তুমি অত্যুৎকৃষ্ট মাল্যভূষণে বিভূষিত। হে বেদমাতঃ! হে অক্ষরস্বরূপিণি! তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের আশ্রয়। তুমি দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ। হে ত্রিশূলিনি! হে ত্রিনয়নি! হে ভীমবক্ত্রে! হে ভীমনেত্রে! হে ভয়ানকে! হে কমলাসনজে! হে দেবি সরস্বতি! তোমাকে নমস্কার। হে পঙ্কজপত্রাক্ষি! হে মহামায়ে! হে অমৃতপ্রসবিনি! হে সর্ব্বদে! হে সর্ব্বভূতেশি! হে স্বাহাস্বধাস্বরূপিণি! হে ত্র্যম্বকে! হে পূর্ণতমে! হে পূর্ণচন্দ্রনিভে! হে প্রভাবতি! হে ভবোদ্ভবে! হে মহাবিদ্যে! হে মহাদৈত্যবিনাশিনি! হে মহাবুদ্ধির উৎপত্তিনিদান! হে শোকরহিতে! হে কিরাতিনি! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভাগে! তুমি নীতি, তুমি গী, তুমি গো, তুমি অক্ষর, তুমি শ্রী ও তুমি উদ্ধারস্বরূপিণী, তুমি সকল তত্ত্বেই অবস্থান করিয়া থাক।

তুমি সকল জীবের হিত সাধন করিয়া থাক। হে দেবি পর-মেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার।

রাজন্! ভগবান্ ভূতভাবন এইরূপে স্তব করিলে দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। চতুরানন একাল পর্য্যন্ত অন্তর্জলে অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ সময় তিনি জল হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, দেবী দুর্গা দেবকার্য্য সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তখন তিনি,দেবগণের ভাবি কার্য্য উদ্দেশে কহিলেন,দেবগণ! এই বরারোহা দেবী দুর্গা এক্ষণে হিম-শৈলে গমন করুন। তোমরাও আর বিলম্ব করিও না,অচিরে তথায় গমন কর। এই দেবী দুর্গাকে ভক্তি সহকারে নবমী তিথিতে পূজা করিলে,ইনি সমুদায় লোকের বরদাত্রী হইবেন। নবমীদিনে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, পিষ্টকভোজী হইয়া দুর্গার আরাধনা করিলে অভীষ্টলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। যিনি প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে মহাদেবকৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন,দেবী দুর্গা ও মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে বরদান করিয়া সর্ব্বপ্রকার আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

নরপতে! চতুরানন ব্রহ্মা এইরূপ বলিবার পর পুনরায় দেবী দুর্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তোমায় ইহা অপেক্ষাও মহিষাসুর-বিনাশরূপ গুরুতর কার্য্যসাধন করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি স্বালয়ে গমন করিলেন। এদিকে দেবগণও দেবী দুর্গাকে হিমালয় পর্ব্বতে স্থাপন করিয়া পরমানন্দে স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ দেবীকে হিমাচলে স্থাপন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উহাঁর অপর

নাম নন্দা। যিনি দেবীর এই জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন তিনি সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

# ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

## দিগুৎপত্তি।

মহাতপা কহিলেন, পৃথিবীপতে! দিক্ সকল ব্রহ্মার কর্ণ হইতে যেরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছিল, কহিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় চতুরানন মনে মনে ভাবিলেন যে, আমি যে সকল প্রজা সৃষ্টি করিলাম, কে ইহাদিগকে ধারণ করে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শ্রোত্র হইতে প্রভাবতী দশ কন্যার সমুৎপত্তি হইল। ঐ কন্যাগণের মধ্যে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ঊর্দ্ধ এবং অধঃ এই ছয় কন্যাই প্রধানা। অবশিষ্ট চারি কন্যা রূপবতী সৌন্দর্য্যশীলা ভাগ্যধরী এবং গাম্ভীর্য্যগুণযুক্তা। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া বীত-কল্মষ প্রজাপতিকে প্রণয়ভাবে কহিলেন, পিতঃ! আমরা যাহাতে ভর্ত্তার সহিত পরমসুখে অবস্থান করিতে পারি, এমন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং কোন্ কোন্ ভাগ্যধরই বা আমাদিগের পতি হইবেন, তাহার ব্যবস্থা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, কন্যাগণ! এই ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি যোজন বিস্তৃত, ইহার প্রান্তভাগে যথেষ্ট স্থান আছে। তোমরা

তথায় গিয়া পরমসুখে স্বেচ্ছামত অবস্থান কর; আর বিলম্ব করিও না। আর তোমাদিগের নিমিত্ত নিষ্পাপকলেবর রূপবান্ ভর্ত্তা সকল সৃষ্টি করিয়া অবিলম্বেই প্রদান করিতেছি। এখন তোমাদিগের যাহার যে স্থানে অভিরুচি হয় গমন কর।

মহারাজ! কন্যাগণ পিতাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইবা-মাত্র স্বেচ্ছানুসারে স্বস্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে পিতা-মহ তাঁহাদিগের নিমিত্ত মহাবলপরাক্রান্ত লোকপালদিগকে সৃষ্টি করিয়া পুনরায় কন্যাগণকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। তিনি এক কন্যাকে ইন্দ্রের, অপরাকে অগ্নির, অন্যকে যমের, অন্যকে নির্ঋতির, অন্যকে মহাত্মা বরুণের, অন্যকে বায়ুর, অপরাকে কুবেরের ও অন্যত-মাকে ঈশানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অধোদিক অনন্তদেবের হস্তে সমর্পিত হইল। আর ঊর্দ্ধদিক্‌কে আপনার অধিকারে স্থাপন করিলেন। এইরূপে কন্যাগণের ব্যবস্থা হইলে, তিনি তাহাদিগের নিমিত্ত দশমী তিথি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সুতরাং দশমী তিথি দিগঙ্গনাগণের অতীব প্রিয়। যে ব্যক্তি দশমী তিথিতে দধিমাত্র আহার করিয়া দিগঙ্গনাগণের আরাধনা করে, তাঁহারা পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত দুরিত দূরীকৃত করিয়া দেন। যিনি সংযতচিত্ত হইয়া দিগঙ্গনাগণের জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহার আর সংশয় নাই।

## ত্রিংশ অধ্যায়।

### ধনদোৎপত্তি।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! বায়ুশরীর হইতে যেরূপে বসুপতি কুবেরের উৎপত্তি হইয়াছে; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না। প্রথমতঃ আদি মূর্ত্তি মধ্যে বায়ুর অনুপ্রবেশ ছিল। তাহার পর প্রয়োজনবশাৎ শরীরদেবতা উহাতে অধিষ্ঠান করেন। মহারাজ! এই উপলক্ষে বায়ুর উৎপত্তি বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মা ইচ্ছা করিবামাত্র তাঁহার মুখ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইল। বায়ু উদ্ভূত হইবামাত্র প্রচণ্ড বেগে শর্করা সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন চতুরানন তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, বায়ো! তুমি আর শর্করা বর্ষণ করিও না, শান্ত হও, আমি তোমার মূর্ত্তি বিধান করিতেছি। তুমি মূর্ত্তিমান হইয়া সমস্ত দেবগণের ধন ও ফল রক্ষা কর। তাহাতে তোমার নাম ধনপতি হইবে। তৎপরে ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার নিমিত্ত একাদশী তিথি নির্দ্দিষ্ট করিয়া ...ান স্ত্রী ঐ তিথিতে যিনি চিরকাল অগ্নিপক্ক দ্রব্য ...রয়া থাকেন। ...রেন, তাঁহার প্রতি কি বায়ু, ...তে! এই তোমায় বিষ্ণুর বৃত্তা... তাঁহাকে সমুদায় অভী... ইনিই মূর্ত্তিভেদে দেব এবং ইনিই মূর্ত্তি... পাপনাশিনী ধ... ই শরীরের সৃষ্টি, ইনিই শরীরের স্থিতি এবং ই... ক্তপূর্ব্বক ...রের সংহার করিতেছেন। ইনিই যুগে যুগে ভিন্ন হইয়া মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ইনিই বেদান্তবর্ণিত পুরু... লোক হীনবুদ্ধিবশে ইহাঁকে প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করি...।

# একত্রিংশ অধ্যায়।

## পরাপর নির্ণয়।

মহাতপা কহিলেন, নরপতে! লোকে যে মনুর নাম ও মনুধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, সে মনু আর কেহই নহেন, তিনি স্বয়ং মূর্ত্তিমান নারায়ণ। এক সময় পরাৎপর দেব নারায়ণের সৃষ্টি করিবার বাসনা হইলে যথাক্রমে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাহার পর ভাবিলেন, "আমিই সমুদায় সৃষ্টি করিলাম, আবার আমাকেই সমস্ত পালন করিতে হইবে; কিন্তু অমূর্ত্ত অবস্থায় এই পালন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব যে মূর্ত্তি দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ সুনিয়মে সুরক্ষিত হয়, সেই মূর্ত্তি সৃষ্টি করি।" মহারাজ! সে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বৃথা হইবার নহে। সংকল্প করিবামাত্র অমনি সেইস্থানে এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তখন জগৎসংসার সেই মূর্ত্তিমধ্যে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে তিনি পূর্ব্বতন বরদান-বৃত্তান্ত স্মরণ এবং পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুনরায় নূতন বর প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! "ত্ব দিগঙ্গনাগ [illegible]জ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বলোক নমস্কৃত হইবে। ত্রিলে[illegible]মাত্র আহার করিয়া [illegible]ধ্যে অনুপ্রবেশ নিবন্ধন তুমি সনাতন বিষ্ণুনা[illegible]তুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত দুরিত [illegible]গণের ও ব্রহ্মার কর্ত্তব্য যিনি সংযতচিত্ত হইয়া দিগঙ্গনাগণের সেই সনাতন প[illegible]র্ণ করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠালাভ সেই প[illegible]হইয়া থাকেন, তাহার আর সংশয় নাই।

অব[illegible]

ত্রি[illegible]

এক মহাপদ্ম সমুত্থিত হইল। ঐ মহাপদ্মে সপ্তদ্বীপা, সসাগরা সকাননা পৃথিবী বিরাজমান। ঐ মহাপদ্মের বিস্তার রসাতল পর্য্যন্ত। উহার গর্ভকোষস্থিত মেরুমধ্য হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল।

মহারাজ! এইরূপে ব্রহ্মার সমুৎপত্তি হইলে তাঁহার শরীরস্থিত আকাশবিহারী সনাতন পুরুষের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, তিনি তখন বায়ুর সৃষ্টি করিলেন। তৎ-পরে বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অচ্যুত! তুমি অবিদ্যা-বিজয়ী এই শঙ্খ, অজ্ঞাননাশন এই খড়্গ, কালচক্রময় ভীষণ-দর্শন এই চক্র এবং অধর্ম্মঘাতিনী এই গদা হস্তে ধারণ কর। ভূতজননী এই মালা তোমার কণ্ঠে অবস্থান করুক। নিশাকর ও দিবাকরচ্ছলে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ মণি তোমার বক্ষঃস্থলে বিরাজমান থাকুক। এই বায়ু তোমার বাহন হউক; ইনিই গরুড় নামে বিখ্যাত হইবেন। ত্রিলোকবিহারিণী লক্ষ্মী সর্ব্বদা তোমার আশ্রয়ে অবস্থান করুন। দ্বাদশী তিথি তোমার নিমিত্তই বিহিত হইল; এই তিথিতে তোমায় পূজা করিয়া যিনি ঘৃতাশনে দিনযাপন করেন, তিনি স্ত্রী হউন, আর পুরুষই হউন চরমে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

নরপতে! এই তোমায় বিষ্ণুর বৃত্তান্ত বিস্তারিত কহি-লাম। ইনিই মূর্ত্তিভেদে দেব এবং ইনিই মূর্ত্তিভেদে দানব। ইনিই শরীরের সৃষ্টি, ইনিই শরীরের স্থিতি এবং ইনিই শরী-রের সংহার করিতেছেন। ইনিই যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ইনিই বেদান্তবর্ণিত পুরুষ। লোক হীনবুদ্ধিবশে ইহাঁকে প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া

থাকে। যিনি এই পাপবিনাশন বৈষ্ণবোৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গসমাদর লাভ করিয়া থাকেন।

# দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

## ধর্ম্মোৎপত্তি।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে ধর্ম্মোৎপত্তি, ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মপূজার তিথি নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বাদৌ সেই পরাৎপর পুরুষ নারায়ণ হইতে বিশুদ্ধাত্মা অব্যয় ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। সেই ব্রহ্মা প্রথমতঃ প্রজা সৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া ভাবিলেন, প্রজাসৃষ্টি করিলে কে তাহাদিগকে পালন করিবে? এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ট হইতে শ্বেতকুণ্ডলধারী, শ্বেতমাল্য ও শ্বেতচন্দনভূষণ এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ পুরুষের আকৃতি বৃষের ন্যায় চতুষ্পাদ। তাহাকে দর্শন করিবামাত্র চতুরানন সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাধো! তোমাকে জগতে শ্রেষ্ঠ পদবী প্রদান করিলাম; তুমি প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর।"

অনন্তর সেই পুরুষ সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিযুগে একপাদ হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। উনি ব্রাহ্মণসম্প্রদায়মধ্যে ষড়্বিধরূপে, ক্ষত্রিয় মধ্যে ত্রিবিধরূপে, বৈশ্যমধ্যে দ্বিবিধরূপে এবং শূদ্রমধ্যে এক

ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাতালাদি সমুদায় রসাতলে, জম্বু প্রভৃতি সমুদায় দ্বীপে এবং ভারতাদি সমুদায় বর্ষে সমভাবে অবস্থান করিলেন। গুণ, দ্রব্য, ক্রিয়া ও জাতি এই চারি তাঁহার চারি শব্দ হইল। বেদে তাঁহাকে ত্রিশৃঙ্গ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে। আদি ও অন্তে ওঙ্কার তাঁহার দুই মস্তক, তাঁহার হস্ত সংখ্যা সাত। তিনি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ এই তিন স্বরদ্বারা বদ্ধ। ঐ পুরুষই ধর্ম্ম নামে বিখ্যাত।

মহারাজ! পূর্ব্বে অদ্ভুত কর্ম্মকারী ক্রূরস্বভাব বলবান্ সোমদেব, ভ্রাতা আঙ্গিরসের পত্নী তারাকে গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়া ঐ ধর্ম্মকে একান্ত উদ্বেজিত করিয়া তুলিলেন। সুতরাং ধর্ম্ম তৎকর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে ধর্ম্ম নিরুদ্দেশ হইলে দেবগণ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দানবপত্নীগণের গ্রহণমানসে তাহাদিগের ভবনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে দৈত্যগণও সেই উদ্দেশে সেইরূপে দেবগণের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিল। রাজন্! এক সোমদেবের দোষে ধর্ম্ম প্রস্থান করিলে দেবতা ও দৈত্যগণ ঐরূপ আচরণে পরস্পর মহাক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন নারদ তদ্দর্শনে পিতা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলে, পিতামহ হংসযানে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া কহিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধেপ্রবৃত্ত হইয়াছ? ক্ষান্ত হও। তখন সকলেই পরস্পর ক্ষান্ত হইয়া কহিলেন, এক সোমদেবের অত্যাচারেই

এই গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মা বুঝিলেন, অত্যাচার নিবন্ধন পুত্র আমার গহন বনে প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তর চতুরানন দেবতা ও দৈত্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গহন কাননে-প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন, শশিসঙ্কাশ চতুষ্পাদ বৃষাকৃতি ধর্ম্ম একাকী বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

তদ্দর্শনে তিনি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! ইনি আমার প্রধান পুত্র। শশাঙ্ক ভ্রাতৃপত্নীকে অপহরণ করিতে বাসনা করিয়া ইহাঁকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়াছেন, অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ইহাঁর তুষ্টিসাধন কর; নতুবা তোমাদিগের স্বচ্ছন্দে অবস্থিতির উপায়ান্তর নাই।

তখন দেবগণ ব্রহ্মার বচন শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া শশিসন্নিভ ধর্ম্মদেবের স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে শশিসঙ্কাশ! হে জগৎপতে! তোমাকে নমস্কার। তুমি লোকের স্বর্গপথ প্রদর্শন করিয়া থাক। তুমি লোকের কর্ম্মমার্গ স্বরূপ। হে সর্ব্বগ! তোমাকে নমস্কার, দেব! তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, জনলোক, তপলোক, ও সত্যলোক পালন করিতেছ। তোমাভিন্ন স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগৎ ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না। তুমি সমস্ত ভূতের আত্মাস্বরূপ। তুমি সত্ত্বগুণাবলম্বীদিগের সত্ত্বগুণ, তুমি রজোগুণাবলম্বীদিগের রজোগুণ, এবং তুমি তমোগুণাবলম্বীদিগের তমোগুণ। তুমি চতুষ্পাদ, তুমি ত্রিশৃঙ্গ, তুমি ত্রিলোচন, তুমি সপ্তহস্ত, তুমি ত্রিশিখ, তুমি বৃষরূপী, তোমাকে নমস্কার। দেব! তোমাবিহনে আমাদিগের সকলকেই অপথে

পদার্পণ করিতে হয়। আমরা নিতান্ত মূঢ়, আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন কর। তুমিই আমাদিগের একমাত্র উপায়।

নরপতে! দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে বৃষরূপী প্রজাপতি ধর্ম্ম কোপদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের মোহবিগত এবং পুনরায় ধর্ম্মভাব আবির্ভূত হইল। অসুরগণেরও মোহ বিগত হইয়া ধর্ম্মদৃষ্টির সঞ্চার হইল। ঐ সময় চতুরানন, ধর্ম্মকে কহিলেন, আজি অবধি ত্রয়োদশী তিথি তোমার নিমিত্তই বিহিত হইল। যে ব্যক্তি ত্রয়োদশী তিথিতে উপবাস করিয়া তোমার আরাধনা করিবে, সে পাপী হইলেও স্বকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। ধর্ম্ম! তুমি বহুকাল এই অরণ্যে বিচরণ করিয়াছ, অতএব ইহা ধর্ম্মারণ্য নামে বিখ্যাত হইবে। (তুমি সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, এবং কলিযুগে এক পাদ হইবে।) তুমি এক্ষণে স্বগৃহে গমন করিয়া এই বিশ্ব প্রতিপালন কর।

মহারাজ! পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে দেবগণ ও অসুরগণও বীতশোক হইয়া ধর্ম্মের সমভিব্যাহারে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। যিনি ত্রয়োদশী দিনে এই ধর্ম্মোৎপত্তি বিষয় শ্রবণ এবং শ্রাদ্ধকার্য্যে পায়সান্ন দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করেন, তিনি স্বর্লোকে গমন করিয়া অনায়াসে সুরগণের সহিত একত্র বাস করিতে পারেন।

# ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

## রুদ্রোৎপত্তি।

বসুন্ধরে! যিনি অধর্ম্মরূপ বৃক্ষকে একেবারে নিপাতিত করিয়াছেন, ক্ষমা যাঁহার প্রধান সাধন, সেই উগ্রতেজা ঋষিবর মহাতপা নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আর এক প্রকার আদ্যতনী রুদ্রোৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। সর্ব্বাদৌ পরম পুরুষ নারায়ণ হইতে উগ্র-তেজা প্রজাপতির উৎপত্তি হইল। তাঁহার হৃদয়ে প্রধানতম তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ বিলক্ষণই ছিল। কিন্তু তিনি জগৎসংসার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন দেখিলেন ইচ্ছামত সৃষ্টি-কার্য্যের পরিবৃদ্ধি হইতেছে না, তখন সাতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপশ্চরণ করিতে করিতে তাঁহার মানস হইতে এক পুরুষের উৎপত্তি হইল। ঐ পুরুষ পুণ্য-বান্‌ ও স্থিরকীর্ত্তি। রজ ও তমোগুণ তাঁহার নিকট পরাভূত হইয়াছিল। তিনি বরেণ্য, তিনিই বরদ এবং তিনিই প্রতাপ-বান্। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ ও লোহিতে মিশ্রিত, এবং নেত্র পিঙ্গলবর্ণ। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা কহিলেন, “বৎস! রোদন করিও না” তাহাতেই ঐ পুরুষের নাম রুদ্র হইল। অনন্তর ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহানুভব! তুমি সৃষ্টিবিস্তারে সমর্থ, অতএব সৃষ্টিবিস্তার কর। এই কথা বলিবামাত্র রুদ্রদেব সলিলে নিমগ্ন হইলেন। তাহার পর ব্রহ্মা পুনরায় দক্ষাদি প্রজাপতিদিগকে মানসে সৃষ্টি করিলে, তাঁহারা সকলে সৃষ্টির বিস্তার করিতে লাগিলেন।

সৃষ্টির বাহুল্য হইয়া উঠিলে, ব্রহ্মযজ্ঞ সমারব্ধ হইল। এদিকে যে রুদ্রদেব সলিলে মগ্ন ছিলেন, তিনি জল হইতে উত্থিত হইয়া সুরগণের সহিত বিশ্বসৃষ্টি করিতে গিয়া শুনিলেন, সুরগণ, সিদ্ধগণ ও যক্ষগণ মিলিত হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে। শ্রবণমাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, কোন্ পাষণ্ড মোহে অভিভূত হইয়া মদর্থসৃষ্ট কন্যাকে লইয়া আমার অজ্ঞাতে বিশ্বসৃষ্টি করিল? এই বলিতে বলিতে ক্রোধে তাঁহার শরীর হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল, তখন তাঁহার আস্যদেশ হইতে বেতাল, ভূত, পিশাচ ও যোগীসকল সম্ভূত হইয়া আকাশ, দশদিক ও পৃথিব্যাদি লোকসকল পরিব্যাপ্ত করিল। এদিকে সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ চতুর্ব্বিংশ হস্ত পরিমিত এক শরাসন প্রস্তুত করিয়া রোষভরে তাহাতে ত্রিগুণিত গুণ যোজনা করতঃ সেই শরাসন, দিব্য তূণীরদ্বয় ও শরসকল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাহাতে শরসন্ধান করিয়া পূষার দন্ত বিপাটিত, ভগের নেত্র উৎপাটিত এবং ক্রতুর বৃষণদ্বয় বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ক্রতু বিদ্ধ হইবামাত্র যজ্ঞভূমি হইতে ভয়ে পলায়ন করিলেন। অন্যান্য দেবগণ পশুবৎ রুদ্ধ হইয়া সকলে মহাদেবের পদে প্রণত হইলেন। ঐ সময় লোকপিতামহ ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ দেবগণের আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরিশেষে মহাদেবের নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, দেবদেব! আর কোপের প্রয়োজন কি? যজ্ঞ ত প্রস্থান করিয়াছে?

রুদ্রদেব কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি পূর্ব্বে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। তবে ইহারা কি কারণে আমার জন্য ভাগ কল্পনা

না করিল ? আমি সেই নিমিত্তই এই মূঢ় দেবগণকে বিকৃতাঙ্গ করিয়াছি।

তখন ব্রহ্মা দেবগণ ও অসুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! হে অসুরগণ! তোমরা এক্ষণে জ্ঞান লাভের এবং শঙ্করের পরিতোষ জন্য স্তব পাঠ কর। উনি পরিতুষ্ট হইলেই তোমরা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে।

মহারাজ! দেবগণ পিতামহকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবাদিদেব রুদ্রদেবের স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ কহিলেন, হে দেবাদিদেব! হে ত্রিনেত্র! হে মহাত্মন্! হে রক্তপিঙ্গলনেত্র! হে জটামুকুটধারিন্! তোমাকে নমস্কার। ভূত ও বেতালগণ তোমার পরিবার। মহাভোগ তোমার উপবীত। অতি ভীষণ অট্ট হাস্য তোমার বদনে সংলগ্ন রহিয়াছে। তুমি কপর্দ্দী, তুমি স্থাণু, তুমি পূষার দন্ত বিপাটিত এবং ভগের লোচনদ্বয় উৎপাটিত করিয়াছ। হে মহাভূতপতে! ভবিষ্যতে বৃষ তোমার ধ্বজচিহ্ন হইবে। তুমি ত্রিপুরাসুরের অন্তক হইবে, অন্ধক তোমার হস্তে নাশ প্রাপ্ত হইবে, কৈলাস পর্ব্বত তোমার বাস স্থান হইবে। হে করিচর্ম্মধারিন্! হে করালকেশ! হে ব্যোমকেশ! হে ভৈরব! তোমাকে নমস্কার। তোমার কপালে অগ্নিশিখা বিরাজমান, এই নিমিত্তই তুমি ভীষণ মূর্ত্তি। হে চন্দ্রশেখর! তুমি ভবিষ্যতে কপালব্রত অবলম্বন করিবে, তুমি দারুবন ধ্বংস করিবে, হে পরমেষ্ঠিন্! হে সুতীক্ষ্ণ শূলাস্ত্রধারিন্! হে প্রচণ্ডদণ্ডধারিন্! হে বড়বাগ্নিমুখ! হে ভোগীন্দ্রবলয়! হে নীলকণ্ঠ! হে বেদান্তবেদ্য! হে যজ্ঞমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার। তুমি দক্ষের যজ্ঞবিনাশ

করিয়াছ, জগতে তোমার তুল্য ভীষণাকার পদার্থ আর কিছুই নাই। হে বিশ্বেশ্বর! হে দেব শিব! হে শম্ভো! হে ভব! হে মহাদেব! তোমাকে নমস্কার।

উগ্রধন্বা সনাতন শম্ভু দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপে অভিষ্টুত হইয়া কহিলেন, দেবগণ! আমায় যাহা করিতে হইবে, ব্যক্ত কর।

দেবগণ কহিলেন, প্রভো! যদি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আর বিলম্ব করিও না, আমাদিগকে বেদশাস্ত্র, বিজ্ঞান, সরহস্য ও যজ্ঞ প্রদান কর।

মহাদেব কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা সকলে সমবেত হইয়া পশু হও এবং আমি তোমাদিগের পতি হই, তাহাহইলে তোমরা মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। রাজন্! তখন দেবগণ তাহাই স্বস্তি বলিয়া স্বীকার করিলে, মহাদেব পশুপতি হই-লেন। ঐ সময় ব্রহ্মা প্রসন্নচিত্তে পশুপতিকে কহিলেন, হে দেবেশ! চতুর্দ্দশী তিথি তোমার নিমিত্ত বিহিত হউক। যাঁহারা অনশনে শ্রদ্ধাসহকারে চতুর্দ্দশী তিথিতে আমার অর্চ্চনা করিয়া গোধূমপিষ্টকে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট স্থান প্রদান করিবে।

মহীপতে! অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, রুদ্রদেব পূষাকে দন্ত, ভগকে নেত্র, ক্রতুকে বিষাণ এবং অমরগণকে জ্ঞান প্রদান করিলেন। মহারাজ! পূর্ব্বে এইরূপে রুদ্রদেবের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইতিপূর্ব্বে যে কারণ নির্দ্দেশ করিলাম, সেই কারণেই রুদ্রদেবকে পশুপতি কহে। যিনি প্রতি দিন

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া রুদ্রদেবের এই উৎপত্তি বিষয় শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে রুদ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন।

## চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

### পিতৃসর্গ বর্ণন।

মহাতপা কহিলেন, নরপতে! আমি এক্ষণে পিতৃগণের উৎপত্তি বিষয় বিস্তারিত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সর্ব্বাদৌ প্রজাপতি ব্রহ্মা নানাবিধ প্রজাসৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া একাগ্রচিত্তে যে যে বস্তু সৃষ্টি করিবেন, তাহাই ভাবনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে পরমাত্মার সহিত মনঃসমাধান করিলে ক্রমশঃ তাঁহার দেহ হইতে মনঃকল্পিত অংশ সকল আকার ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইতে লাগিল। উহাদিগের মূর্ত্তি ধূমবর্ণ ও দীপ্তিশালী। উহারা "আমরা সোমপান করিব" এই বলিয়া ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক আকাশে বক্রপথে অবস্থান করিয়া তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা গৃহিগণের পিতৃত্বপদ গ্রহণ কর এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঊর্দ্ধমুখ, তাহারা নান্দীমুখ নামে বিখ্যাত হউক। বেদবিধি অনুসারে ইহারা নিয়ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের সময় পরিতৃপ্ত হইবে। যাহারা সর্ব্বদা অগ্নির অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে অগ্নিহোত্রী কহে। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও পার্ব্বণ দ্বারা তোমাদিগর তৃপ্তিবিধান

করুক। আর যাহারা বর্হিষদ, ক্ষত্রিয়গণ তাহাদিগের তৃপ্তি সাধন করুক। আজ্যপ পিতৃগণ বৈশ্যকর্ত্তৃক পরিতৃপ্ত হউন। আর বেদমন্ত্র বহিষ্কৃত শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বীয় পিতৃগণের অর্চ্চনা করুক। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যমধ্যে যাহারা সাগ্নিক না হইবে, তাহারা লৌকিক অগ্নির সমক্ষে সুকাল নামক পিতৃগণের অর্চ্চনা করুক। তোমরা এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ কর্ত্তৃক পৃথক্ পৃথক্ প্রপূজিত হইয়া সকলকে দীর্ঘায়ু সম্পদ যশ পুত্র ও সদ্বিদ্যাশালিনী বুদ্ধি প্রভৃতি অভীষ্ট দান করিও।

মহারাজ! পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া পিতৃলোকের নিমিত্ত যে দক্ষিণায়ন নামক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, উহাকেই পিতৃযাণ কহে। অনন্তর তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলে পিতৃগণ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা যাহাতে সুখে কালযাপন করিতে পারি, এরূপ বৃত্তি বিধান করুন।

তখন পিতামহ কহিলেন, বৎসগণ! তোমাদিগের নিমিত্ত অমাবস্যা তিথি নির্দ্দিষ্ট হইল। মানবগণ অমাবস্যা দিনে কুশ ও তিলোদকে তোমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবে। ফলতঃ যাহারা অমাবস্যা দিনে তোমাদিগকে তিল দান করিবে, তোমরা পরিতুষ্ট হইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বরপ্রদান করিবে।

# পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

## পূর্ব্বতন ইতিহাস।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! মহাযশা অত্রি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। ঐ অত্রির পুত্র সোম। সোমদেব দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া দক্ষের জামাতা হইয়াছিলেন। সপ্ত-বিংশতি পত্নীর মধ্যে রোহিণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, সোমদেব রোহিণীর প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, অন্যের প্রতি তাদৃশ নহেন। তাহাতে অন্যান্য পত্নীরা দুঃখিতা হইয়া পিতা দক্ষের নিকট ঐরূপ বিষদৃশ ব্যবহার বিজ্ঞাপন করিলে, প্রজাপতি দক্ষ বিরক্ত হইয়া বারম্বার তাঁহাকে তাদৃশ ব্যবহার অন্যায় বলিয়া নিষেধ করেন। কিন্তু সোমদেব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। তখন দক্ষ কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই শাপ প্রদান করিলেন যে, "তুমি এই দণ্ডে অন্তর্হিত হও, আর থাকিবার প্রয়োজন নাই" অভিশপ্তমাত্র সোমদেব ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেন। তখন কি দেব, কি মনুষ্য, কি পশু, কি বৃক্ষ সকলেই ক্ষীণপ্রভ হইল। বিশে-ষতঃ ওষধী সকল একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। তখন সুরর্ষিগণ কাতর হইয়া, "সোমদেব লতামূলে অবস্থিত রহি-য়াছেন" এই কথা বলিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে একান্ত চিন্তাকুল হইয়া নারায়ণের শরণাগত হইলে, তিনি কহিলেন, "দেবগণ! এক্ষণে আমায় কি করিতে হইবে, ব্যক্ত কর।" তখন দেবতারা কহিলেন, "ভগবন্! দক্ষের অভিসম্পাতে সোমদেব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছেন, উপায় কি?" তখন

দেব নারায়ণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেব-গণ! এক্ষণে তোমরা সংযত হইয়া ওষধী সকল বিক্ষেপ করতঃ কলশরূপ উদধি মন্থন কর।"

মহারাজ! দেবগণকে এই কথা বলিবার পর নারায়ণ স্বয়ং, রুদ্রদেবকে ব্রহ্মাকে এবং মন্থরজ্জুর নিমিত্ত বাস্থকিরে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র তাঁহারা সকলে তথায় সমুপস্থিত হইয়া বরুণনিবাস সমুদ্রকে মন্থন করিতে লাগিলেন। মন্থন করিতে করিতে ক্রমে পুনরায় সোমদেবের সমুৎপত্তি হইল। মহা-রাজ! এই দেহে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে পরমপুরুষ বিরাজ করি-তেছেন, তিনিই সোমদেব এবং তিনিই দেহিগণের দেহমধ্য-স্থিত জীবাত্মা। কিন্তু তিনি অন্যের ইচ্ছায় সুশোভন সৌম্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলেই তাঁহাকে ষোড়শ কলাত্মক দেবতা কহে। তিনি বৃক্ষ ও লতা-সমূহের একমাত্র উপজীব্য। রুদ্রদেব তাঁহার এক কলাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। জল তাঁহার মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র। অধিক কি, তাঁহার মূর্ত্তি বিশ্বব্যাপিনী।

নরপতে! জগৎপ্রভু ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত পূর্ণিমা তিথি বিহিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ তিথিতে উপবাস করিয়া যিনি তাহাতে আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান্ সোমদেব তাঁহার অন্নাহার স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে ধন ধান্য জ্ঞান কান্তি ও পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন।

# ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

## পূর্ব্বতন ইতিহাস।

মহাতপা কহিলেন, মহীপতে ! আদিত্রেতাযুগে মণিজাত যে সকল নরপতির নাম উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার নিকট তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত বিবৃত করিব। পূর্ব্বে তোমারই নাম সুপ্রভ ছিল। তুমি এক্ষণে ইহজন্মে প্রজাপাল নামে বিখ্যাত হইয়াছ। অবশিষ্ট রাজগণ ত্রেতাযুগে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। মণিজাত যে মহাপুরুষের নাম দীপ্ততেজা, তিনিই জন্মান্তরে শান্ত নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আর যাঁহার নাম সুরশ্মি, তিনি ত্রেতাযুগে রাজা শশকর্ণ এবং যাঁহায় নাম শুভদর্শন,তিনি পাঞ্চাল নামে বিখ্যাত হইবেন। যিনি সুকান্তি, তিনি মগধেশ্বর, যিনি সুন্দর তিনি অঙ্গরাজ নামে বিখ্যাত হইবেন। সুন্দ, মুচুকুন্দ এবং প্রদ্যুম্ন তুরু নামে পরিকীর্ত্তিত হইবেন। সুমনা সোমদত্ত এবং শুভ, সংবরণ নামে অভিহিত হইবেন। আর যিনি সুশীল তিনি বসুদান, যিনি সুখদ তিনি অসুপতি, যিনি শম্ভু তিনি সেনাপতি,যিনি দান্ত তিনি দশরথ এবং যিনি সোম তিনি রাজর্ষি জনক নামে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহাঁরা সকলেই ত্রেতাযুগের রাজা। ইহাঁরা সকলেই বসুন্ধরাকে উপভোগ করিয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে চরমে পরম ধাম স্বর্গলোক লাভ করিবেন।

বসুন্ধরে ! রাজর্ষি প্রজাপাল মহর্ষি মহাতপার নিকট এইরূপে জ্ঞানামৃত পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া তপশ্চরণার্থ বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এদিকে ঋষিবর মহতপাও

অধ্যাত্মযোগবলে এই অনিত্য কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া নারায়ণশরীরে বিলীন হইলেন। প্রজাপালও বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দ নামা শ্রীহরির স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রজাপাল কহিলেন, হে জগন্মূর্ত্তি নারায়ণ! তোমার চরণে প্রণিপাত করি। হে গোপেন্দ্র! হে ইন্দ্রানুজ! হে অপ্রমেয়! তুমি সংসারচক্র অতিক্রমের একমাত্র উপায়। তুমি এই পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছ। হে দেবশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! এই সংসার সমুদ্রের শত শত দুঃখ তরঙ্গ দর্শন করিলে নিয়তই শঙ্কা উপস্থিত হইতে থাকে। জরাবস্থা এই ভবসাগরের ঘোরতর আবর্ত্ত, ইহার অধোভাগে সপ্তপাতাল-অর্থাৎ ইহা অতলস্পর্শ। চরমে একমাত্র তুমিই আমাকে সুখ প্রদান করিতে সমর্থ। হে গোপতে! হে অনুপমদেব! তোমাকে নমস্কার। লোকসকল বিবিধ ব্যাধি, বিপদ ও গ্রহাদি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বারম্বার তোমাকে আহ্বান করিয়া থাকে। অতএব হে দেব! হে যুদ্ধপ্রিয়! হে মহাত্মন্! হে জনার্দ্দন! হে উপেন্দ্র! হে জগদ্বন্ধো! তোমাকে নমস্কার। হে সুরেশ্বর! তুমি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য। তোমা দ্বারা এই সমস্ত বিশ্বসংসার বিস্তৃত হইয়াছে। হে গোপেন্দ্র! হে মহানুভব! হে চক্রপাণে! আমি ভবভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি, অতএব আমাকে রক্ষা কর। হে অগ্নিমুখ! হে অচ্যুত! হে তীব্রভাব! তুমি দেবগণের অগ্রগণ্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধতম, কিন্তু তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব চন্দ্রের ন্যায় অতি রমণীয়। হে গোপেন্দ্র! আমি ভবতরঙ্গে নিপতিত

হইয়াছি, অতএব আমাকে রক্ষা কর। হে সুরেশ! তোমারই মায়াবলে মানবগণ সংসারচক্র অতিক্রম করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করে; কিন্তু আবার তোমারই মায়ায় নিতান্ত বিমোহিত হয়। বিবাদ বাসনা করিয়া কে তোমার মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে? হে গোপেন্দ্র! তোমার গোত্র নাই, শরীর নাই, রূপ নাই, গন্ধ নাই, নাম নির্দ্দেশ নাই, জন্ম নাই, অথচ তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে মানব তোমার উপাসনা করে, সে সংসার ধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া একেবারে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। হে শব্দাতীত পুরুষ! হে ব্যোমরূপিন্! হে বিমূর্ত্তে! হে নিশ্চেষ্ট! হে বিশুদ্ধভাব! হে বরেণ্য! হে চক্রপাণে! হে পদ্মহস্ত! হে সর্ব্বপ্রধান! সতত তোমাকে প্রণিপাত করি। হে ত্রিবিক্রম! তুমি ত্রিপাদবিক্ষেপে জগত্রয় ক্রয় করিয়াছ। হে মূর্ত্তিচতুষ্টয়-ধারিন্! হে বিশ্বেশ! হে জগদীশ! হে ক্ষিতীশ! হে শম্ভো! হে বিভো! হে ভূতপতে! হে সুরেশ! হে বিষ্ণো! তুমি অনন্তমূর্ত্তি, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, আবার অন্তকালে তুমিই সমস্ত সংহার করিতেছ। হে দেব! যোগিগণ যে আবৃত্তিবর্জ্জিত স্থানে গমন করেন, আমাকেও শীঘ্র তথায় লইয়া চল। হে গোবিন্দ! হে মহানুভব! হে বিষ্ণো! হে পদ্মনাভ! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে অপ্রমেয়! হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার জয় হউক।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! রাজা প্রজাপাল এইরূপ স্তব করিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক একেবারে পরমাত্মরূপী গোবিন্দে শাশ্বত লয়প্রাপ্ত হইলেন।

---

# সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

## পূর্ব্বতন ইতিহাস।

ধরা কহিলেন, হে ভূতভাবন বিভো বরাহদেব! স্ত্রী বা পুরুষগণ ভক্তিসহকারে আপনাকেই আরাধনা করে কেন? আমায় আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি ধরে! আমি ধনে বা জপে প্রীত নহি; আমি কেবল ভক্তের ভক্তিসাধ্য। ভক্তজন কায়ক্লেশে যেরূপে আমাকে লাভ করিয়া থাকে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা কায়মনোবাক্যে আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহাদিগের নিমিত্ত বিবিধ ব্রতবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্যকথন, অস্তেয়—অর্থাৎ পরের দ্রব্য অপহরণ না করা ও ব্রহ্মচর্য্য এই সকল ভক্ত-জনের মানসব্রত। একাশন ও নিশিপালন প্রভৃতি কার্য্য সকল কায়িক ব্রত। বেদাধ্যয়ন, হরিনাম সংকীর্ত্তন, সত্যকথন ও অপৈশুন্য প্রভৃতি কার্য্য সকল বাচিক ব্রত। এই বিষয়ে এক ইতিহাস আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকল্পে ব্রাহ্মণপুত্র আরুণি নামে উগ্রতপা এক ঋষি ছিলেন। একদা বিপ্রবর আরুণি তপশ্চরণার্থ অরণ্যে গমন পূর্ব্বক উপবাস ব্রত অবলম্বন করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। রমণীয় বেদিকা তটে তাঁহার আশ্রম ছিল। একদিন তিনি স্নানার্থ মহানদীতে গমন করিলেন। স্নানান্তে তথায় জপ করিতে করিতে দেখিলেন, উগ্রনেত্র ভীষণমূর্ত্তি এক ব্যাধ বৃহদাকার এক শরা-সন ধারণ করিয়া আগমন করিতেছে। আরুণিকে বিনাশ করিয়া

তাঁহার পরিধেয় বল্কল গ্রহণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। আরুণি সেই ব্রহ্মঘাতককে দর্শন করিবামাত্র একান্ত ভীত হইলেন এবং কম্পিতকলেবরে যেমন দেব নারায়ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন অমনি অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার অন্তরে বিরাজমান। এদিকে সেই জিঘাংসু ব্যাধ তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিবামাত্র তটস্থ হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এইং সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "ব্রহ্মন্! আমি প্রথমতঃ আপনাকে হত্যা করিবার মানসে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আপনার নিকটবর্ত্তী হইয়া আমার সে বুদ্ধি কোথায় অন্তর্হিত হইল? ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বদাই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর, এমন কি আমি সহস্র ব্রহ্মহত্যা এবং দশ সহস্র স্ত্রীহত্যা সাধন করিয়াছি। আমি ব্রহ্মঘাতী, এক্ষণে আমার উপায় কি হইবে? আমি এক্ষণে আপনার নিকট অবস্থান করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতে মানস করিয়াছি। অতএব উপদেশ প্রদানে আমাকে অনুগৃহীত করুন।"

দ্বিজবর ব্যাধকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাকে পাপচারী ও ব্রহ্মঘাতী মনে করিয়া কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তথাপি নিষাদ ধর্ম্মোপার্জ্জনমানসে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে দ্বিজবর আরুণিও স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া স্বীয় আশ্রমে বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। কিছুকাল পরে আরুণি আর এক দিন যেমন স্নানার্থ মহানদীতে অবগাহন করিবেন, অমনি এক ব্যাঘ্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। ঐ সময় সেই ব্যাধ শার্দ্দূলকে ব্রহ্মবধোদ্যত দর্শন করিবামাত্র শরবিক্ষেপে তাহার

প্রাণ সংহার করিল। ব্যাঘ্র চীৎকার করিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণ সেই শব্দে ভীত হইয়া "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যেমন জলে মগ্ন হইলেন, অমনি কণ্ঠাগতপ্রাণ ব্যাঘ্রের কর্ণে ঐ মন্ত্র প্রবিষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ শার্দ্দূলশরীর হইতে এক পুরুষের আবির্ভাব হইল। সম্ভূত হইবামাত্র ঐ পুরুষ ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দ্বিজবর! আমি এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে নিষ্পাপকলেবর ও নিরাময় হইয়া বিষ্ণু-লোকে চলিলাম।

ঐ পুরুষ এইরূপ কহিলে, ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, পুরুষোত্তম! তুমি কে? তখন তিনি স্বীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

দ্বিজবর! পূর্ব্ব জন্মে আমি সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ দীর্ঘবাহু নামে বিখ্যাত রাজা ছিলাম। আমি চারি বেদ ও শুভাশুভ কার্য্য সমুদায় বিশেষ জানিতাম, সুতরাং ব্রাহ্মণ, এমন কি পরম পদার্থ? আমার ব্রাহ্মণে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।" এই কথা বলাতে ব্রাহ্মণগণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং আমাকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তুই নিশ্চয়ই ক্রূরস্বভাব ব্যাঘ্র হইবি, তোর স্মরণশক্তি তিরোহিত হইবে। রে মূঢ়! মৃত্যুকালে তোর কর্ণে কেশব নাম প্রবেশ করিবে।"

বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ আমায় যেরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন, অবিকল সমস্ত ফলিল। মুনিবর! তাহার পর আমি তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত করিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা আমাকে কহিলেন, "দিবসের ষষ্ঠভাগে যে কেহ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সেই তোমার খাদ্য হইবে।

কিন্তু কিছুকাল পরে যখনি তোমার শরীরে শরপতন হইয়া প্রাণ কণ্ঠাগত এবং "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে,তখনি তুমি স্বর্গলাভ করিবে, তাহার আর সংশয় নাই। আমি বিপ্রগণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করাতে আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণমুখে নারায়ণনাম শ্রবণ করায় হরি আমার সাক্ষাৎ হইয়াছেন। যে ব্যক্তি বিপ্রগণের পূজা করিয়া স্বীয় মুখে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাণ-ত্যাগ করে, সে বীতকিল্বিষ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। আমি বাহু তুলিয়া তিনবার সত্য করিয়া বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণগণ জঙ্গম দেবতাস্বরূপ; পুরুষোত্তম নারায়ণ সততই তাঁহাদিগের দেহে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। নিষ্পাপকলেবর রাজা সুবাহু এই কথা বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে জীবন্মুক্ত ব্রাহ্মণও সেই ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! জিঘাংসু শার্দ্দূল হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব অভিমত বর প্রার্থনা কর।")

ব্যাধ কহিল, দ্বিজবর! আপনি যে আমার সহিত সম্ভাষণ করিলেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; আমি আর অন্য বর লইয়া কি করিব,আজ্ঞা করুন।

ঋষি কহিলেন,হে অনঘ! পূর্ব্বে তুমি যখন বিকৃতবেশে তপোনুষ্ঠান নিমিত্ত আমার নিকট উপদেশ প্রার্থনা কর, তখন তুমি ঘোরতর পাতকী ছিলে, কিন্তু এক্ষণে এই দেবিকা নদীতে স্নান, আমায় দর্শন ও নারায়ণ নাম শ্রবণ করাতে বীতকল্মষ হইয়াছ। তোমার দেহ পবিত্র হইয়াছে তাহার আর সংশয় নাই। সম্প্রতি

তোমায় এক বর প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর। ভদ্র! যত কাল ইচ্ছা এই স্থলে তপশ্চরণ কর।

ব্যাধ কহিল, ঋষিবর! আপনি যে নারায়ণের কথা উল্লেখ করিলেন, মানবগণ কিরূপে তাঁহাকে লাভ করে, প্রকাশ করুন। আমার পক্ষে ঐ রহস্য প্রকাশই বরলাভ হইবে।

ঋষি কহিলেন, মানবগণ সেই নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তিসহকারে যে কোন ব্রত অবলম্বন করেন, তাহাতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে বৎস! ভক্তিই মূল পদার্থ বিবেচনা করিয়া ব্রতানুষ্ঠান কর, কখনও স্বজাতীয় অন্ন ভক্ষণ করিও না, কখনও মিথ্যা কথা কহিও না। ইহাই তোমার ব্রত নির্দ্দেশ করিলাম। তুমি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া যতকাল ইচ্ছা, এই স্থানে অবস্থান কর।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! ঋষিবর ব্যাধকে এইরূপ ব্রতার্থী দর্শনে তাহাকে মুক্তিপথের উপদেশ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

---

## অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

### পূর্ব্বতন ইতিহাস।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! সেই ব্যাধ এক্ষণে সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া অনাহারে তপশ্চরণ করিতে লাগিল। যখন আহারসময় উপস্থিত হয়, তখন সে কেবল বৃক্ষের গলিত পর্ণ মাত্র আহার করে। একদা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া

পর্ণাহারের নিমিত্ত বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া, যেমন বৃক্ষ হইতে পর্ণ আহরণ করিতে উদ্যত হইল, অমনি এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, "বৃক্ষ হইতে পর্ণ ভক্ষণ করিও না।" তখন সেই ব্যাধ আকাশবাণী শ্রবণমাত্র পত্রগ্রহণোদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইয়া অধোভাগে নিপতিত অন্য পত্র গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। তখন পুনরায় পূর্ব্ববৎ আকাশবাণী হওয়াতে তাহাও পরিত্যাগ করিল। বারম্বার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে ব্যাধ সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশেষে গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া অনাহারে অনলস-ভাবে তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিল।

ব্যাধ এইরূপে তপস্যা করিতেছে, ইত্যবসরে সংযতাত্মা ঋষিবর দুর্ব্বাসা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ব্যাধ কঠোর নিয়মাবলম্বনে কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট হইয়াছে, প্রাণমাত্র তাহার দেহে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু তপঃসম্ভূত তেজে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন আহুতিপ্রাপ্ত অনলের শিখা উদ্গত হইতেছে। নিষাদ মুনিবরকে দর্শন করিবামাত্র অবনতমস্তকে প্রণিপাত করিয়া কহিল, ভগবন্! অদ্য আপনার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে শ্রাদ্ধকাল সমুপস্থিত, আপনিও ভাগ্যক্রমে সমাগত; অতএব শীর্ণ পর্ণাদি দ্বারা আপনার তৃপ্তিসাধন করিব।

ঐ সময় ঋষিবর দুর্ব্বাসাও সেই শুদ্ধস্বভাব জিতেন্দ্রিয় ব্যাধের তপোবল পরীক্ষার নিমিত্ত উচ্চৈস্বরে কহিলেন, "আমি সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি, অতএব আমাকে যব, গোধূম ও ধান্যের মধ্যে যে কোন সুসংস্কৃত অন্ন সংগ্রহ করিতে পার, প্রদান কর।"

তখন ব্যাধ ঋষিবাক্য শ্রবণে একান্ত আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিল, "আমি এখন এ সমস্ত কোথায় পাই ?" চিন্তা করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে যেমন তাহার হস্তে এক সিদ্ধ সুবর্ণ পাত্র নিপতিত হইল, অমনি সে করে ধারণ করিয়া দুর্ব্বাসাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সভয়ে কহিল, "ঋষিবর ! আমি যতক্ষণ ভিক্ষা করিয়া পুনঃ প্রত্যাগত না হই, অনুগ্রহ করিয়া আপনি তাবৎকাল এই স্থানে অপেক্ষা করুন।" ব্যাধ এই কথা বলিয়া ভিক্ষার্থ অনতিদূরস্থিত বনঘোষসমন্বিত নগরে গমন করিল। নগরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কতিপয় কামিনী স্বর্ণপাত্র হস্তে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া ব্যাধের সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন এবং তাহাকে পাত্রপূর্ণ করিয়া বিবিধ অন্ন প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন নিষাদ কৃতার্থ হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিল, পরম জাপক ঋষিবর দুর্ব্বাসা তথায় আসীন রহিয়াছেন। ঋষিকে দর্শনমাত্র মহা আনন্দিত হইয়া আশ্রমের এক পার্শ্বে পবিত্র স্থানে ভিক্ষাপাত্র সংস্থাপন করিয়া দুর্ব্বাসার চরণে প্রণিপাত করিল এবং কহিল "ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পাদদ্বয় গমন করিয়া চরণ ধৌত করুন।"

ধরে ! ঋষিবর দুর্ব্বাসা নিষাদকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহার তপোবল পরীক্ষার্থ কহিলেন, "ভদ্র ! আমার নদীগমনের সামর্থ্য নাই এবং সঙ্গে জলপাত্রও নাই, তবে কিরূপে পাদপ্রক্ষালন করিব ?" ঋষিবর এইরূপ কহিলে ব্যাধ একান্ত আকুল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "এখন কি করি, কিরূপেই বা ইহাঁর ভোজন সম্পন্ন হয় ?" মনে মনে এইরূপ

চিন্তা করিয়া সেই বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যাধ গুরুদেবকে স্মরণ করিল এবং দেবিকা নদীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "সরিদ্বরে! আমি ব্রহ্মঘাতী পাপকর্ম্মকারী ব্যাধ; তথাপি আমি তোমার শরণাগত, আমাকে রক্ষা কর। আমি দেবতা জানি না, আমার মন্ত্রও নাই, আমার অর্চ্চনাও নাই; আমি কেবল গুরুপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া সর্ব্বপ্রকার শুভ লাভ করিয়া থাকি। আপগে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, ঋষিবর পাদপ্রক্ষালন করিবেন, অতএব একবার তাঁহার নিকটে গমন কর।"

ব্যাধ এইরূপ কহিলে, পাপনাশিনী সরিদ্বরা দেবিকা, ব্রতাবলম্বী ঋষিবর দুর্ব্বাসা যথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে তপোধন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া সন্তুষ্টমনে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভোজন সমাপনের পর সেই কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট ক্ষুধাক্ষীণ ব্যাধকে কহিলেন, "ভদ্র! সাঙ্গবেদ সকল, সরহস্য পদ সমুদায়, ব্রহ্মবিদ্যা ও পুরাণ সকল তোমার প্রত্যক্ষ গোচর হউক।"

ধরে! এইরূপ বরপ্রদানের পর ঋষিবর দুর্ব্বাসা তাহার নামকরণ করিয়া কহিলেন, "ভদ্র! তুমি সত্যতপা নামে একজন প্রধানতম ঋষি বলিয়া গণ্য হইবে।" সেই নিষাদ দুর্ব্বাসার নিকট এইরূপ বরলাভ করিয়া কহিল, ব্রহ্মণ্! আমি ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে বেদাধ্যয়ন করিব?

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ভদ্র! অনাহারে থাকিয়া তোমার সেই পূর্ব্বতন ব্যাধশরীর বিগত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি তপোময়

নবকলেবর ধারণ করিয়াছ, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমি সত্য বলিতেছি, তোমার সেই পূর্ব্বতন সংস্কার বিগত হইয়া এক্ষণে বিশুদ্ধ সংস্কারের আবির্ভাব হইয়াছে। তোমার কলেবর পবিত্র হইয়াছে। সেই নিমিত্ত বেদ সকল ও শাস্ত্র সকল তোমার স্মৃতিপথবর্ত্তী হইবে।

## ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

### ধরণীব্রত-মৎস্যদ্বাদশী।

সত্যতপা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে বলিলেন, "তোমার ব্যাধকলেবর বিগত হইয়া নবকলেবর সম্ভূত হইয়াছে" সেই দুই প্রকার শরীরের প্রভেদ কি, এবং কেনই বা হয়, তাহা আমায় কীর্ত্তন করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ভদ্র! শরীরাবয়ব দুই বা তিনপ্রকার নাই, তাহা এক। ঐ এক ভোগায়তনকেই নানাপ্রকারে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। শরীরের প্রথম অবস্থার নাম অধর্ম্ম। সে অবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কিছুই থাকে না। তাহার পর শরীরের অন্য অবস্থা উপস্থিত হয়। ঐ অবস্থায় লোক বিবিধ ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং উহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অবস্থা। তাহার পর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত যে অবস্থা উপস্থিত হয়, বেদবেত্তা বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ উহাকে অতীন্দ্রিয় তৃতীয় শরীর কহেন। প্রথম শরীর যন্ত্রণাভোগ, দ্বিতীয় শরীর ধর্ম্মভোগ এবং তৃতীয় শরীর ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ

করিয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রাণিহত্যা করিবার সময় তোমার যে শরীর ছিল, উহা পাপময়। কিন্তু এক্ষণে শুভফলদায়ক তপস্যা উপার্জ্জন করাতে যে শরীর লাভ হইয়াছে, ঐ শরীরের নাম ধর্ম্মময় দ্বিতীয় শরীর। সেই নিমিত্তই এক্ষণে তুমি বেদ ও পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অধিকারী, তাহার আর সংশয় নাই। যখন কোন ব্যক্তি অষ্টবর্ষে পদার্পণ করে, তখন নিশ্চয়ই তাহার পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়; এমন কি আট বৎসর গত হইলে, অবস্থার সহিত চিত্তেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। বেদবাদী ব্যক্তিরা অবস্থাভেদে এক শরীরকেই তিন প্রকার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কর্ম্মানুষ্ঠান যেমন জ্ঞানমূলক,আবার জ্ঞানোৎপত্তি সেইরূপ কর্ম্মমূলক। সুতরাং মৃত্তিকা ও ঘটে যেমন অভিন্নসম্বন্ধ, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মে অভেদ সম্বন্ধ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের কার্য্য চারি প্রকার। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয় নিয়ত বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং শূদ্র কেবল ইহাঁদিগের শুশ্রূষায় তৎপর হয়; ইহাই বেদবিধি। ভদ্র! যে বেদানুবর্ত্তী ব্যক্তি এইরূপে বেদবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসাধনা করেন, তিনি অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

সত্যতপা কহিলেন, মুনিবর! আপনি যে পরমব্রহ্মের সাধনার কথা বলিলেন, সে বিষয়ে অন্যের কথা কি কহিব, মহাত্মা যোগিগণও ত তাঁহার রূপের বিষয় অবগত নহেন? তাঁহার ত নাম নাই, গোত্র নাই, মূর্ত্তিও নাই? তবে তাদৃশ ব্রহ্মকে কিরূপে জানিতে পারা যাইবে? অতএব গুরো! যে নামদ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারিব, তাহা নির্দ্দেশ করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ভদ্র! বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে যাঁহাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তিনিই বেদ, তিনিই পুণ্ডরীকাক্ষ এবং তিনিই নারায়ণ হরি। বিবিধ যাগ যজ্ঞ ও দানাদি দ্বারা সেই পরমদেব সাক্ষাৎ নারায়ণ হরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সত্যতপা কহিল, ভগবন্! বেদপারদর্শী পুণ্যকর্ম্মকারী ঋত্বিক্‌গণ বহু ধনব্যয়ে যে নারায়ণকে প্রাপ্ত হন, নির্ধন ব্যক্তি বিনা অর্থে কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে? নির্দ্দেশ করুন। ধন না থাকিলে দান করিতে পারা যায় না; থাকিলেও পরিবারবর্গের প্রতি চিত্ত এত আসক্ত হয় যে, তাহাতে প্রবৃত্তিই হয় না। সুতরাং আমার বোধ হয় তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে, নারায়ণ অতি দূরে অবস্থিত। যাহা হউক, ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণে পরম যত্নসহকারে যেরূপে সেই নারায়ণদেবকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, আমায় তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ভদ্র! পূর্ব্বে পৃথিবী রসাতলগত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বেদবিহিত পরম গুহ্য রহস্য বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। ভূতধাত্রী ধরিত্রী জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইয়া একেবারে রসাতলে গমন করিলেন। তথায় গিয়া ব্রত, উপবাস ও নানাবিধ নিয়ম অবলম্বন করিয়া দেবাদিদেব প্রভু নারায়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে সেই অব্যয় গরুড়ধ্বজ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়া পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

সত্যতপা কহিলেন, মুনিবর! ভূতধাত্রী ধরিত্রী কিরূপে

উপবাস এবং কোন্ কোন্ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সবিস্তরে বিবৃত করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ভদ্র! ধীমান্ ব্যক্তি সংযমী শুচিবাস ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া অগ্রহায়ণ মাসের দশমী দিনে যথাবিধি দেবার্চ্চনা ও হোমকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক সুসংস্কৃত ও হবনীয় অন্ন ভোজন করিবেন এবং তৎপরে পঞ্চপদমাত্র গমন করিয়া পুনরায় পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক ক্ষীর বৃক্ষের অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। তাহার পর যত্নসহকারে আচমনপূর্ব্বক শরীরস্থ দ্বারসকল স্পর্শ করিয়া শঙ্খ চক্র গদাধর পীতাম্বরপরিধায়ী, প্রসন্নবদন সর্ব্বলক্ষণযুক্ত দেব জনার্দ্দনকে স্মরণ করিয়া পুনরায় হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সেই জনার্দ্দনকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। তাহার পর একাদশী দিনে উপবাস করিয়া, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কল্য আমি ভোজন করিব, অদ্য আমাকে রক্ষা কর" এই কথা বলিয়া রজনীযোগে দেবদেব নারায়ণের নিকট তন্মন্ত্র জপ করিয়া যথাবিধি শয়ন করিবে। তৎপর দিবস প্রভাতে সমুদ্রবাহিনী নদী, অন্যপ্রকার নদী, বা তড়াগে গমন করিয়া, অথবা নিজগৃহেই বিশুদ্ধ মৃত্তিকা লইয়া "হে দেবি সুব্রতে! তুমিই জীবগণের ধারণ ও পোষণ করিতেছ, অতএব সেই সত্যবলে আমার সমুদায় পাপ বিমোচন কর। দেবি! ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তীর্থ তোমাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, অতএব অদ্য এই মৃত্তিকা লইয়া আমি স্নান করি। সমুদায় সলিল তোমাকে স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছে, সুতরাং সেই সলিলে এই মৃত্তিকা প্লাবিত করিয়া অবিলম্বে আমায় পাপমুক্ত কর।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া

মৃত্তিকা ও তোয় গ্রহণপূর্ব্বক সেই মৃজ্জলে তিনবার সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করিবে, তাহার পর বারুণমন্ত্রে স্নান করিয়া স্নানান্তর কার্য্য সমাপন করিয়া পুনরায় দেবগৃহে গমন করিবে। তৎপরে তথায় মহাযোগী নারায়ণকে ধ্যান করিয়া "কেশবায় নমঃ" বলিয়া পাদদ্বয়, "দামোদরায় নমঃ" বলিয়া কটিদেশ, "নৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া উরুযুগল, "শ্রীবৎসধারিণে নমঃ" বলিয়া বক্ষঃস্থল, "কৌস্তুভমালায় নমঃ" বলিয়া কণ্ঠদেশ, "শ্রীপতয়ে নমঃ" বলিয়া বক্ষঃস্থল, "ত্রৈলোক্যবিজয়ায় নমঃ" বলিয়া বাহুদ্বয় "সর্ব্বাত্মনে নমঃ" বলিয়া মস্তক, "চক্রধারিণে নমঃ" বলিয়া চক্র, "শঙ্করায় নমঃ" বলিয়া শঙ্খ, "গম্ভীরায় নমঃ" বলিয়া গদা এবং "শান্তিমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া পদ্ম পূজা করিবে। এইরূপে দেবাদিদেব নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় তাঁহার সম্মুখে সতিল, কাঞ্চনগর্ভ সমাল্য জলপূর্ণ চারি কলশ স্থাপন করিবে। ঐ চারি কলশ চারি সমুদ্রস্বরূপ। উহার মধ্যস্থলে বস্ত্রযুক্ত শুভ পীঠ সংস্থাপন করিবে। তাহার পর হয় সুবর্ণময়, না হয় রজতময়, অথবা তাম্রময়, কিম্বা বাদর পাত্র তথায় স্থাপন করিবে। যদি একান্তই ঐ সকল পাত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে, পালাশ পাত্র প্রদান করিবে। কিন্তু ঐ পাত্র জলপূর্ণ করিয়া স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তথায় মৎস্যরূপী দেব নারায়ণের স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ঐ প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বাবয়বে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হওয়া আবশ্যক। তাহার পর সেই নারায়ণ সমীপে নানাবিধ খাদ্য, নানাবিধ ফল, বিবিধ পুষ্প, গন্ধদ্রব্য, ধূপ, দীপ ও বস্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া, এইরূপ

প্রার্থনা করিবে যে, হে কেশব! তুমি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া যেরূপে রসাতলগত বেদের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলে,সেইরূপে আমারও উদ্ধারসাধন কর। এইরূপ প্রার্থনার পর তথায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। অনন্তর পর দিন বিমলপ্রভাতে স্বীয় বিভবানুসারে চারিজন ব্রাহ্মণকে ঐ চারি ঘট প্রদান করিবে। তন্মধ্যে প্রথম ঘট ঋগ্বেদী, দ্বিতীয় ঘট সামবেদী ও তৃতীয় ঘট, যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। অবশিষ্ট চতুর্থ ঘট যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করিবে এবং বলিবে, ঋগ্বেদ! তুমি পূর্ব্ব ঘটে, সামবেদ! তুমি দক্ষিণ ঘটে, যজুর্ব্বেদ! তুমি পশ্চিম ঘটে এবং অথর্ব্ব! তুমি উত্তর ঘটে প্রীত হও। তাহার পর গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও বস্ত্রাদি দ্বারা সেই স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত মৎস্যরূপী নারায়ণকে পূজা করিয়া আচার্য্যকে সমর্পণ করিবে।

ভদ্র! যিনি সরহস্য মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করেন, শিষ্য তাঁহাকে যথাবিধি দ্রব্যসামগ্রী সকল সমর্পণ করিলে কোটি গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি ঐরূপ সরহস্য মন্ত্র লাভ করিয়া মোহবশতঃ গুরুকে পূজাদ্রব্য সকল প্রদান না করে, সেই নরাধম কোটি জন্ম নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। যিনি এইরূপে যথাবিধি মন্ত্র প্রদান করেন, পণ্ডিত-গণ তাঁহাকে হিতকারী গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, এই প্রকারে দ্বাদশী তিথিতে নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণা-দান করিবে। কলশের উপরিভাগে তাম্রপাত্রে করিয়া যাহা কিছু প্রদত্ত হইবে,তৎসমস্তই বিপ্রসাৎ করিবে এবং পরমান্নাদি

দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং বালকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাবৎ স্বয়ং ভোজন করিবে, তবাৎ বাগ্যত হইয়া অবস্থান করিবে।

হে মতিমতাম্বর! যে ব্যক্তি এইরূপে যথাবিধি ধরণী-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে সুব্রত! যদি আমার সহস্র বদন লাভ হইত, যদি আমি ব্রহ্মার তুল্য পরমায়ু অধিকার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই ধরণীব্রতের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিতে পারিতাম। যাহা হউক এক্ষণে যথাশক্তি ইহার ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর।

৪৩২০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার চারি যুগ। তাদৃশ সপ্ততি যুগে তাঁহার এক মন্বন্তর। তাদৃশ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে তাঁহার এক দিন, আবার ঐরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক রাত্রি। ঐরূপ দিবার ত্রিশ দিনে তাঁহার এক মাস। ঐরূপ দ্বাদশ মাসে তাঁহার এক বৎসর। ঐরূপ শত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু, তাহার আর সংশয় নাই।

ভদ্র! যে ব্যক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে দ্বাদশীতিথি ক্ষেপন করেন, তিনি ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া ব্রহ্মার জীবিত কাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করেন। ব্রহ্মার সংহার না হইলে,আর তাহার সংহার হয় না। আবার ব্রহ্মার উৎপত্তি হইলে যখন লোক-সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন আবার রাজা মহাতপার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর পাতক করিলে, তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে কোন ব্যক্তি দরিদ্র বা রাজ্যচ্যুত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে একা-

দশীর উপবাস করিলে,নিশ্চয়ই রাজ্যলাভ হইয়া থাকে। যদি কোন বন্ধ্যা নারী এইরূপে উপবাস করিয়া ব্রতপালন করেন, তাহা হইলে, তিনি পরম ধার্ম্মিক পুত্রলাভে অরিকারী হইয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি স্বকৃত অগম্যাগমন জানিতে পারে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এই ব্রতপ্রভাবে আত্মকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যদি কোন ব্যক্তি ব্রহ্মানুষ্ঠান-বিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে ভক্তিপূর্ব্বক একবার এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেই, তাহার বেদসংস্কার উপস্থিত হইয়া থাকে। মুনিবর! আর অধিক কি বলিব, এই ব্রতের প্রভাবে ইহজগতে কিছুই দুর্লভ থাকে না। অতএব মানবমাত্রেরই ভক্তিপূর্ব্বক এই একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিপ্রবর! দেবী ধরণী জলমগ্ন হইয়া এই ব্রতবলে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অদীক্ষিত নাস্তিককে ইহার উপদেশ দেওয়া বিধেয় নহে। এমন কি দেবতা-ব্রাহ্মণ-দ্বেষী পাপাত্মার ইহা শ্রবণেরই অধিকার নাই। গুরুভক্ত ব্যক্তিকে সদ্যপাপবিনাশন এই উপদেশ প্রদান করিবে। যিনি এইরূপে একাদশী দিনে উপবাস করেন, তিনি ইহজন্মে সৌভাগ্যবান্ ধান্য ও স্ত্রীরত্নাদি বিবিধ শুভফললাভ করিতে পারেন। যিনি এই দ্বাদশীকৃত্য শ্রবণ করেন বা কোন ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, তিনি সমুদায় পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

---

# চত্বারিংশ অধ্যায়।

## কূর্ম্ম-দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! দেবগণ পৌষ মাসে শুক্লা-দ্বাদশীতে অমৃতমন্থন করিয়াছিলেন। ঐ সময় দেব জনার্দ্দন স্বয়ং কূর্ম্মরূপ ধারণ করেন। তাহাতেই কূর্ম্মরূপী নারায়ণের নিমিত্ত এই তিথি নির্দ্দিষ্ট হয়। পৌষ মাসে শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথি উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংকল্প করিয়া দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিবে। পর দিবস প্রভাতে অর্থাৎ একাদশীদিনে, ভক্তিপূর্ব্বক দেবাদিদেব জনার্দ্দনকে পৃথক্ পৃথক্ যথাবিধি মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। প্রথমতঃ কূর্ম্মায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, নারায়ণায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া উদর, বিশোকায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, ভবায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, সুবাহবে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয় এবং বিশালায় নমঃ বলিয়া শীর্ষদেশ পূজা করিবে। সুগন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও ফলাদি বিবিধ বিচিত্র উপচারে কূর্ম্মরূপী নারায়ণকে পূজা করিয়া তাঁহার পুরোভাগে পূর্ব্বের ন্যায় মাল্য শুভ্রবসন ও রত্নযুক্ত কলস সংস্থাপন করিবে এবং স্বীয় সাধ্যানুসারে মন্দর পর্ব্বত সহিত স্বর্ণময় কূর্ম্মপ্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ঘৃত-পূর্ণ তাম্রময় পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ঘটের উপরিভাগে রক্ষা করিবে। তাহার পর যথাবিধি পূজা করিয়া উহা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। তাহার পর দক্ষিণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বীয় সাধ্যানুসারে কূর্ম্মরূপী নারায়ণকে পূজা করিবে। অনন্তর সপরিবারে স্বয়ং ভোজন করিবে।

হে দ্বিজবর! এইরূপ কার্য্য করিলে সমস্ত পাপ বিদুরিত হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই এবং কার্য্যকর্ত্তা সংসারচক্র অতিক্রম করিয়া শ্রীহরির অধিষ্ঠিত পুরাতন লোক লাভ করিতে পারে। তখন আর পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না। ধর্ম্ম ও শ্রী বর্দ্ধিত হইয়া উঠে; এমন কি জন্মান্তরীণ সঞ্চিত পাতক সকল দূরে পলায়ন করে। মুনিবর! ইহারও ফল পূর্ব্বের ন্যায়, ইহাতে নারায়ণ সদ্য সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন।

---

## একচত্বারিংশ অধ্যায়।

### বরাহ-দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ঋষে! এক্ষণে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে যেরূপে বরাহ-দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়, কহিতেছি, শ্রবণ কর। বিচক্ষণ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তবিধানে একাদশী দিবসে স্নান ও সংকল্প করিয়া গন্ধ, ধূপ ও নৈবেদ্যদানে দেবাদিদেব নারায়ণকে পূজা করিয়া তাঁহার সম্মুখে জলপূর্ণ কুম্ভ সংস্থাপন করিবে। তাহার পর বরাহায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, মাধবায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, ক্ষেত্রজ্ঞায় নমঃ বলিয়া উদর, বিশ্বরূপায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, সর্ব্বজ্ঞায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, প্রজানাং পতয়ে নমঃ বলিয়া শীর্ষদেশ, প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, দিব্যাস্ত্রায় নমঃ বলিয়া সুদর্শনচক্র এবং অমৃতোদ্ভবায় নমঃ বলিয়া শঙ্খ পূজা করিবে। ইহাই নারায়ণ

পূজার বিধি। এইরূপে নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া সেই জল-পূর্ণ কুম্ভের উপর স্বীয় বিভবানুসারে রৌপ্যপাত্রেই হউক বা তাম্রপাত্রেই হউক, স্বর্ণময় বরাহপ্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। পর্ব্বত-বনাকীর্ণ পৃথিবীর প্রতিকৃতি এরূপে প্রস্তুত করাইবে, যেন বরাহদেব স্বীয় দশনাগ্র দ্বারা তাঁহাকে উদ্ধার করিতেছেন। এইরূপে ঘটের উপরিভাগে উক্ত মধুহন্তা বরাহরূপী মাধবের প্রতিমূর্ত্তি ও স্বর্ণপৃথ্বী রত্নগর্ভ পাত্রে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে শ্বেতবস্ত্রযুগল আচ্ছাদন দিবে। তাহার পর গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি বিবিধ উপচারে নারায়ণের পূজা করিবে। পূজান্তে পুষ্পমণ্ডল করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে এবং শ্রীহরির প্রাদুর্ভাব সকল কীর্ত্তন করাইবে ও স্বয়ং ভাবনা করিবে।

এইরূপে পূজা সমাপন হইলে, পরদিন প্রভাতে যখন বিমল বিভাকর সমুদিত হইবে, তখন স্নান ও পবিত্রভাবে পুন-রায় শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া তৎসমুদায় বেদবিদ্যাবিশারদ, সাধু-চরিত্র, বিষ্ণুভক্ত শান্তস্বভাব বহুকুটুম্ব শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। বিপ্রবর! এইরূপে পূজা করিয়া কলশসহিত সমস্ত ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলে যেরূপ ফলোদয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বরাহদ্বাদশীতে নারায়ণের পূজা করিয়া সমস্ত সামগ্রী বিপ্রসাৎ করিলে ইহজন্মে সৌভাগ্য, সম্পদ্, কান্তি ও তুষ্টি লাভ হয়। দরিদ্র হইলে ধনবান্ এবং অপুত্র হইলে পুত্রবান্ হইয়া থাকে। অলক্ষ্মী যেমন দূরে পলায়ন করেন, অমনি লক্ষ্মী বলপূর্ব্বক স্বয়ং তাহার ভবনে প্রবিষ্ট হন।

মুনিবর ! এই ত ইহজন্মের সৌভাগ্য-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম,এক্ষণে পারলৌকি সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিতেছি,শ্রবণ কর। এই উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা এই—

পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠান নগরে বীরধন্বা নামে বিখ্যাত শত্রুতাপন এক নরপতি ছিলেন। রাজা একদা মৃগয়া নিমিত্ত তপোবনে গমন করিয়া মৃগসকল বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে সংবর্ত্ত নামক এক ঋষির বেদাধ্যয়ননিরত পঞ্চাশৎ পুত্র মৃগরূপে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। মহীপতি না জানিয়া মৃগবোধে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন।

সত্যতপা কহিলেন, ঋষে ! বিপ্রতনয়গণের মৃগরূপ ধারণ করিবার কারণ কি ? শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, নৃপবর ! ঋষিতনয়গণ একদা অরণ্যে গিয়া দেখিলেন, পাঁচটি মৃগশিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার মাতা ভয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলে সেই সদ্যজাত মৃগশিশুদিগকে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু গ্রহণমাত্র তাহারা তাঁহাদিগের করেই পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইল। তখন তাঁহারা সকলেই দুঃখিতান্তঃকরণে পিতার নিকট গমন করিয়া মৃগহিংসার নিমিত্ত কহিল, পিতঃ ! পাঁচটি মৃগশাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যেমন তাহার মাতা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল, অমনি আমরা ঔৎসুক্য সহকারে সেই সদ্যজাত শিশুগুলি উত্তোলন করিয়া লইলাম। আমাদিগের মারিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাহারা নিহত

হইয়াছে; এক্ষণে আমাদিগের প্রায়শ্চিত্ত কি নির্দ্দেশ করুন।

সংবর্ত্ত কহিলেন, পুত্রগণ! পূর্ব্বে আমার পিতা একজন হিংসক ছিলেন, আবার আমিও তদপেক্ষা অধিক ছিলাম। সুতরাং তোমরা যে পাপকর্ম্মা হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? এক্ষণে তোমরা মৃগচর্ম্মে পরিবৃত হইয়া পাঁচ বৎসর কাল ব্রত আচরণ কর; তাহা হইলেই উপস্থিত পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। পুত্রগণ পিতাকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মৃগ-চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে অকাতরে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক বৎসর গত হইলে, একদা রাজা বীরধন্বা মৃগয়ার্থ সেই বনে উপস্থিত হইলেন। এদিকে ঋষিপুত্রগণ মৃগচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া এক তরুমূলে উপবেশন পূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্ম নাম জপ করিতেছিলেন। রাজা তাহা জানিতে না পারিয়া মৃগবিবেচনায় যেমন শরবিক্ষেপ করিলেন, অমনি তপোধনপুত্রগণ যুগপৎ পঞ্চত্বলাভ করিল। তখন নরপতি ব্রতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দেবরাতের আশ্রমে গমন করিলেন এবং মুনিবরের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া, "আমি না জানিয়া ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি, উপায় কি?" এই কথা বলিয়া নরপতি শোককাতর ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ঋষিবর দেবরাত মহীপতিকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, "রাজন্! ভয় নাই, আমি তোমার ব্রহ্মহত্যাপাতক অপনীত করিব।" ভূতধাত্রী ধরিত্রী পাতালতলে নিমগ্ন হইলে,

যে দেবাদিদেব নারায়ণ ক্রোড়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে যেরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই জনার্দ্দন ব্রহ্মহত্যা-পাতক-লিপ্ত তোমাকেও সেইরূপে উদ্ধার করিবেন।

তপোধন দেবরাতের বচন শ্রবণে রাজা বীরধন্বার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রকারে সেই দেবাদিদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সমুদায় পাতক বিদূরিত করিবেন ?

দুর্ব্বাসা কহিলেন, রাজন্! মুনিবর দেবরাত, বীরধন্বাকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া এই বরাহ-দ্বাদশী ব্রতের কথা উপদেশ প্রদান করিলে রাজা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ সুখসম্ভোগের পর চরমে সমুজ্জ্বল সুবর্ণবিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। দেবেন্দ্র স্বয়ং অর্ঘ্য হস্তে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় বিষ্ণুসেবকগণ ইন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, দেবরাজ! তোমার এমন কোন তপোবল নাই যে বীরধন্বার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার। লোকপালগণও তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ বহির্গত হইলে, নারায়ণকিঙ্করেরা তাঁহাদিগকে হীনকর্ম্মা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। হে মুনিবর! রাজা বীরধন্বা এইরূপে সত্যলোকে উপস্থিত হইলেন। তথায় মৃত্যুর অধিকার নাই এবং দাহ ও প্রলয়ভয়ের সম্পর্কমাত্রও নাই। নৃপবর দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। যজ্ঞপুরুষ নারায়ণ প্রসন্ন হইলে এরূপ হইবার বিচিত্র কি? রাজন্! যখন যথাবিধি নারায়ণব্রতের এক একটী ইহজন্মে সৌভাগ্য, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও সম্পদ প্রদান

করিয়া পরলোকে অত্যুৎকৃষ্ট অমৃত ফল প্রদান করিতে পারে, তখন সম্পূর্ণ ব্রতসাধন করিলে, তিনি যে স্বপদ প্রদান করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? চতুর্ম্মূর্ত্তি নারায়ণ যে সর্ব্বপ্রধান তাহার আর সংশয় নাই। সেই কেশব মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ সকল উদ্ধার করিয়াছেন, ক্ষীরাম্বুধি মন্থনসময়ে তাঁহার দ্বারাই সচ্ছন্দে মন্দর পর্ব্বত ধৃত হইয়াছে। কূর্ম্মরূপ তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি, তিনি ঐ মূর্ত্তি দ্বারা রসাতলগত বসুন্ধরার উদ্ধারসাধন করিয়া পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। বরাহরূপ তাঁহার তৃতীয় মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তি দ্বারাও ধরার উদ্ধারসাধন হইয়াছে।

## দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

### নরসিংহ-দ্বাদশী ব্রত।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, রাজন্! ফাল্গুন মাসের শুক্লাএকাদশী দিবসে পূর্ব্ববৎ যথাবিধি উপবাস করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। নরসিংহায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, গোবিন্দায় নমঃ বলিয়া উরুযুগল, বিশ্বভুজে নমঃ বলিয়া কটিদেশ, অনিরুদ্ধায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, শিতিকণ্ঠায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, পিঙ্গকেশায় নমঃ বলিয়া শিরোদেশ, অসুরধ্বংসনায় নমঃ বলিয়া চক্র এবং তোয়াত্মনে নমঃ বলিয়া বিবিধ গন্ধ পুষ্প ও ফলাদি দ্বারা শঙ্খ পূজা করিয়া নারায়ণের পুরোভাগে সিতবাসযুগলে

সমাচ্ছন্ন কলশ সংস্থাপন করিবে। অনন্তর সেই রত্নগর্ভ ঘটের উপরিভাগে কর্ম্মকর্ত্তার বিভবানুসারে তাম্রপাত্রেই হউক, আর দারুময় বা বংশময় পাত্রেই হউক, সুবর্ণনির্ম্মিত নৃসিংহ-মুর্ত্তি স্থাপন করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর দ্বাদশীদিনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে উহা সম্প্রদান করিবে।

মুনিবর পূর্ব্বে বৎসরাজ এই নৃসিংহদ্বাদশী-ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া যে ফললাভ করিয়াছিলেন, কহিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে কিম্পুরুষবর্ষে ভারত নামে প্রসিদ্ধ পরম ধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম বৎস। বৎস সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে শত্রুগণ তাঁহাকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিল। তখন তিনি পত্নীদ্বিতীয় হইয়া পাদচারে বনমধ্যে গমন করিয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে উপ-স্থিত হইলেন এবং কিছুকাল তথায় বাস করিলে একদা মহাত্মা বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এই আশ্রমে অবস্থান করিতেছ ?

বৎসরাজ কহিলেন, ভগবন্! শত্রুকর্ত্তৃক আমার রাজ্য অপহৃত হইয়াছে। আমার আর সে সহায় নাই, সে সম্পদও নাই। সুতরাং এক্ষণে আপনার শরণাগত হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া আমার কর্ত্তব্যকার্য্যের উপদেশ প্রদান করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! বৎসরাজ এইরূপ প্রার্থনা করিলে ঋষিবর বশিষ্ঠ তাঁহাকে এই নৃসিংহ-দ্বাদশী-ব্রতের অনুষ্ঠানে উপদেশ প্রদান করিলেন। রাজাও যথানিয়মে ভক্তিপূর্ব্বক উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। ব্রতসমাপনের পর নরসিংহ-দেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শত্রুবিনাশন চক্রাস্ত্র প্রদান

করিলে, তিনি সেই অস্ত্রবলে শত্রু বিনাশ করিয়া পুনরায় অপহৃতরাজ্য উদ্ধার করিয়া লইলেন। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর চরমে পরম পদ বিষ্ণুলোক লাভ হইল। মুনিবর! এই আমি তোমার নিকট পাপবিনাশিনী অতি ধন্যা নরসিংহ-দ্বাদশী কথা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, অনুষ্ঠান কর।

## ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

### বামন-দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ঋষে! চৈত্র মাসের দ্বাদশী দিনে উপবাস করিয়া দেবাদিদেব জনার্দ্দনের আরাধনা করিবে। প্রথমতঃ বামনায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া কটিদেশ, বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া জঠর, সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, বিশ্বভৃতে নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, ব্যোমরূপিণে নমঃ বলিয়া শীর্ষদেশ, বিশ্বজিতে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয় এবং বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া শঙ্খ ও চক্রের পূজা করিবে। এইরূপে যথানিয়মে দেবাদিদেব নারায়ণের পূজা করিয়া তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্ববৎ রত্নগর্ভ জলপূর্ণ কলশ সংস্থাপন করিবে। তদুপরি তাম্রপাত্রেই হউক্ বা দারুময় ও বংশময় পাত্রেই হউক্ স্বর্ণনির্ম্মিত শুভ্র-যজ্ঞোপবীতধারী বামনপ্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তাহার পর তৎপার্শ্বে ঘটিকা, ছত্র, পাদুকা, অক্ষমালা ও কুশাসন স্থাপন

করিবে। পূজান্তে পর দিন প্রভাতে সমস্ত উপকরণ সহিত সেই স্বর্ণপ্রতিমা ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবে এবং বলিবে, হে বামন-রূপিন্ বিষ্ণো! তুমি প্রীত হও। ফলতঃ সর্ব্বত্র মাস ও অবতারের নাম উল্লেখ করিয়া "প্রীত হও" এই কথা বলাই বিধি।

হে তপোধন! পূর্ব্বে রাজা হর্য্যশ্ব অপুত্রতানিবন্ধন তপশ্চরণ করেন। তিনি পুত্রের নিমিত্ত এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে শ্রীহরি স্বয়ং ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই দ্বিজরূপী নারায়ণ রাজা হর্য্যশ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তোমার এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি? রাজা কহিলেন, আমার এ পুত্রেষ্টি। বিপ্ররূপী নারায়ণ প্রত্যুত্তরপ্রদানে কহিলেন, রাজন্! তুমি যত্নপূর্ব্বক যথাবিধি এই যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান কর, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর মন্ত্রবিৎ নরপতি হর্য্যশ্ব বামন দ্বাদশী ব্রত সমাপন করিয়া পরিশেষে সেই যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল তেজঃপুঞ্জ-কলেবর ধীমান্ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, "নারায়ণ! তুমি যেরূপে অপুত্রা অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, সেইরূপে আমার পুত্রত্ব স্বীকার কর।" হে মুনিবর! রাজা হর্য্যশ্ব এইরূপ প্রার্থনা করাতে তাঁহার যে পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম উগ্রাশ্ব। উগ্রাশ্বও মহাবলপরাক্রান্ত ও রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এই ব্রতের অনুষ্ঠানে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র, নির্ধন ব্যক্তি সম্পদ এবং রাজ্যচ্যুত ব্যক্তি রাজ্য সুখসম্ভোগ করিয়া চরমে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পরে বহুকাল তথায় সুখে বিহার করিয়া পরিশেষে

পুনরায় নহুষতনয় যযাতির ন্যায় মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক রাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া থাকেন।

## চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

### জামদগ্ন্য দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, তপোধন! বৈশাখ মাসের দ্বাদশীদিবসে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংকল্প করিয়া শরীরে মৃত্তিকা বিলেপন পূর্ব্বক স্নান করত দেবালয়ে গমন করিবে। তথায় ভক্তিপূর্ব্বক যে সকল মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। জামদগ্ন্যায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, সর্ব্ব-ধারিণে নমঃ বলিয়া উদর, মধুসূদনায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, শ্রীবৎসধারিণে নমঃ বলিয়া ঊরুযুগল, ক্ষত্রান্তকায় নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, শিতিকণ্ঠায় নমঃ বলিয়া ভ্রূমধ্যদেশ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া শঙ্খচক্র এবং ব্রহ্মাণ্ডধারিণে নমঃ বলিয়া শিরোদেশ পূজা করিবে। তাহার পর তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বের ন্যায় ঘট স্থাপন করিয়া তাহার উপর বস্ত্রযুগল স্থাপনপূর্ব্বক তদু-পরি বৈণবপাত্রে করিয়া জামদগ্ন্যের স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ঐ প্রতিমূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে পরশু অস্ত্র প্রদত্ত থাকা আবশ্যক। তাহার পর পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ ও বিবিধ পুষ্পে ঐ জামদগ্ন্য মূর্ত্তির পূজা করিয়া তথায় ভক্তিভাবে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। অনন্তর পর দিবস প্রভাতে বিমল বিভা-কর সমুদিত হইলে, তৎসমুদায় ব্রাহ্মণ হস্তে সমর্পণ করিবে।

মুনিবর! এইরূপে নিয়মযুক্ত হইয়া জামদগ্ন্য প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অতিভাগ্যধর বীরসেন নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক নরপতি ছিলেন। রাজার পুত্র না হওয়ায় তিনি ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল তপশ্চরণ করিতে করিতে একদা মহামুনি যোগিবর যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার দর্শনার্থ অনতিদূর হইতে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। রাজা বীরসেন পরমতেজস্বী ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্যকে আগমন করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনে অগ্রসর হইয়া যথাবিধি পূজা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তোমার তপশ্চরণের কারণ কি, নির্দ্দেশ কর।

মহীপতি বীরসেন কহিলেন, মহাভাগ! আমি অপুত্র, আমার পুত্রসন্তান নাই; সেই নিমিত্ত আমি এই তপস্যা অবলম্বন করিয়া স্বীয় কলেবর শুষ্ক করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, নরপতে! তোমার ক্লেশকর কঠোর তপশ্চরণের প্রয়োজন নাই। অতি অল্পায়াসেই তোমার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে, তাহার সংশয় নাই।

রাজা কহিলেন, দ্বিজবর! আমি আপনার চরণে প্রণত। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া অল্পায়াসে কিরূপে আমার পুত্র লাভ হইবে, তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! যশস্বী রাজা বীরসেন যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তিনি বৈশাখী শুক্ল দ্বাদশী ব্রতের বিষয় উপদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর নর-

পতি ভক্তিপূর্ব্বক যথানিয়মে উপবাস করিয়া বৈশাখী শুক্ল দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পরম ধার্ম্মিক নলনামা পুত্রলাভ করিয়াছেন। ঐ পুত্র অদ্যাপি এই পৃথিবীতে "পুণ্যশ্লোকো-নলোরাজা" বলিয়া বিখ্যাত। পুত্রলাভ এ ব্রতের প্রাসঙ্গিক ফল। এই ব্রতবলে ইহলোকে পুত্র, বিদ্যা ও সুশ্রী-কতা লাভের কথা দূরে থাক্, পরলোকে এক কল্পকাল পর্য্যন্ত অপ্সরোগণের সহিত বাস করিয়া পুনরায় ইহলোকে রাজচক্র-বর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ত্রিংশ সহস্র কল্প পর্য্যন্ত সুখে বিহার করিয়া থাকে, তাহার আর সংশয় নাই।

---

## পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

### শ্রীরাম-দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে পূর্ব্ববৎ সংকল্প করিয়া পুষ্পাদি বিবিধ উপচারে যথানিয়মে পরমদেব শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চনা করিবে। প্রথমতঃ রামাভি-রামায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, ধৃতবিশ্বায় নমঃ বলিয়া উদর, সংবৎসরায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃ-স্থল, সংবর্ত্তকায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, সর্ব্বাস্ত্রধারিণে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া পদ্ম ও চক্র এবং সহস্র-শিরসে নমঃ বলিয়া সেই মহাত্মা রামচন্দ্রের পূজা করিবে। এইরূপে যথাবিধি অর্চ্চনার পর নারায়ণের সম্মুখে বস্ত্রযুগলে সংচ্ছন্ন জলপূর্ণ কুম্ভ সংস্থাপন করিবে। তাহার পর সেই

কলশের উপর তাম্রপাত্রে করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের স্বর্ণময় প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অনন্তর পর দিন প্রভাতে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় অভীষ্টকামনা করত সেই রাম ও লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তি সহিত সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করিবে।

পূর্ব্বে রাজা দশরথ অপুত্রতানিবন্ধন বশিষ্ঠদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সেই পুত্রার্থী মহীপালকে বিধিপূর্ব্বক এই রামদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি করেন। তদনুসারে রাজা দশরথ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, বিষ্ণু স্বয়ং রামরূপে তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ সেই অব্যয় দেব নারায়ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া দশরথগৃহে চতুর্দ্ধা অবতীর্ণ হন।

মুনিবর! এই ত এ ব্রতের ঐহিক ফল কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে পারত্রিক ফল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যে কাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের সময় অতীত না হয়, ব্রতানুষ্ঠাতা তাবৎকাল স্বর্গসুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। পরিশেষে তিনি পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক শতযজ্ঞযাজী রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না; প্রত্যুত সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ পূর্ণ ও নানাবিধ সুখসম্ভোগ হইয়া থাকে। যিনি কামনাশূন্য হইয়া এই রাম-দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, চরমে তাঁহার শাশ্বত মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে।

# ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

## কৃষ্ণ দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সংকল্প করিয়া গন্ধমাল্যাদি বিবিধ উপচারে পরমদেব শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিবে। প্রথমতঃ বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, প্রত্যুম্নায় নমঃ বলিয়া জঠর, অনিরুদ্ধায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, চক্রপাণয়ে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, ভূপতয়ে নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া শঙ্খচক্র এবং পুরুষায় নমঃ বলিয়া শীর্ষদেশ পূজা করিয়া তাঁহার সম্মুখে ঘট স্থাপন করিবে। তাহার পর সেই ঘটের উপরিভাগে বস্ত্রযুগল বিন্যস্ত করিয়া তদুপরি কাঞ্চনময় চতুর্ব্যূহ সনাতন বাসুদেব প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তৎপরে যথাক্রমে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া পরদিন প্রভাতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সমস্ত সমর্পণ করিবে।

মুনিবর! এইরূপ নিয়মযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ ফলোদয় হইয়া থাকে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যদুবংশবর্দ্ধন বসুদেব নামে শ্রেষ্ঠতম এক মহাত্মা ছিলেন। বিবিধ ব্রতচারিণী দেবকী তাঁহার ভার্য্যা। পতিপরায়ণা দেবকী বহুকাল অপুত্রাবস্থায় কালযাপন করেন। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ বাসুদেবভবনে সমুপস্থিত হইলে, সেই মহাত্মা ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিলেন। তখন ঋষিবর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বসুদেব! সম্প্রতি দেবগণের এক কার্য্য উপ-

স্থিত এবং সেই কার্য্যকথা শ্রবণ করিয়া আমি সত্বর তোমার নিকট আগমন করিলাম, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

আমি আজি দেবসভায় গমন করিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, দেবী পৃথিবী তথায় উপস্থিত। তিনি দেবগণের নিকট বলিতেছেন, "আমি অসুরগণের ভারে অতীব আক্রান্ত হইয়াছি। আর আমি ভার বহন করিতে সমর্থ হইতেছি না। তাহারা আমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। অতএব যাহাতে তাহারা সত্বর বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় কর।" পৃথিবী এইরূপ কহিলে, দেবগণ নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "দেবগণ! আমি মর্ত্ত্যলোকে গমন করিয়া স্বয়ং এ কার্য্য সাধন করিব, অতএব তোমাদিগের সন্দিহান হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে যে রমণী ভর্ত্তার সহিত উপবাস করিবে, আমি তাহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব।" ভগবান্ নারায়ণ এই কথা বলিলে দেবসভা ভঙ্গ হইল। তাহার পর এই আমি তথা হইতে তোমার নিকট আগমন করিতেছি। তুমি অপুত্র, সেই নিমিত্ত তোমায় এই উপদেশ প্রদান করিলাম।

মুনিবর! মহাযশা বসুদেব এই দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র এবং অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। পরিশেষে রাজ্যশ্রী সম্ভোগ করিয়া শ্রেষ্ঠতম গতিলাভে বঞ্চিত হন নাই। এই আমি তোমার নিকট আষাঢ়দ্বাদশী ব্রতের-বিধি কীর্ত্তন করিলাম।

# সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

## বুদ্ধ দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, তপোধন! শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী দিনে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করিবে। প্রথমতঃ দামোদরায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, হৃষী-কেশায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, সনাতনায় নমঃ বলিয়া জঠর, শ্রীবৎসধারিণে নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, চক্রপাণয়ে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, হরয়ে নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, মুঞ্জকেশায় নমঃ বলিয়া শিরোদেশ এবং ভদ্রায় নমঃ বলিয়া শিখা পূজা করিয়া পূর্ব্ব-বৎ ঘটস্থাপন করিবে। তাহার পর স্থাপিত ঘট বস্ত্রযুগলে পরিবেষ্টন করিয়া ঐ কলশের উপরিভাগে কাঞ্চনময় দেবদেব দামোদরতুল্য বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি বিবিধ উপচারে তাঁহাকে পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিবে। এইরূপে নিয়মযুক্ত হইয়া বুদ্ধদেবের পূজা করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা নৃগ মৃগয়ায় আসক্ত হইয়া বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি একদা অশ্বারোহণে সিংহ, শার্দ্দূল ও মাতঙ্গ-সমাকীর্ণ সর্পসঙ্কুল অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে দূরবনে উপনীত হইলেন। নরপতি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এক বৃক্ষের অধো-ভাগে অশ্ব উন্মোচন করিয়া কুশ আহরণপূর্ব্বক তথায় আস্তৃত

করিয়া যেমন শয়ন করিলেন, অমনি নিদ্রাদেবী অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ক্রমে রজনী সমাগতা, পরিশেষে চতুর্দ্দশ সহস্র ব্যাধ মৃগ বিনাশার্থ তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিল, স্বর্ণ ও রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিত উগ্রমূর্ত্তি এক নরপতি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার শরীর হইতে যেন প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। তদ্দর্শনে ব্যাধগণ স্বীয় প্রভুর নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলে নিষাদপতি স্বর্ণ রত্ন ও অশ্বলোভে তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর নৃশংস বনচারিগণ যেমন নিদ্রাভিভূত নরপতিকে হত্যা করিবার উপক্রম করিল, অমনি তাঁহার শরীর হইতে শ্বেতাভরণভূষিতা স্রক্‌চন্দনে অলঙ্কৃতা এক রমণী উদ্গত হইয়া চক্রাস্ত্র দ্বারা সেই ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিলেন। তাহার পরক্ষণেই আবার যেমন শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন, অমনি রাজা জাগরিত হইয়া ঐ রমণীকে স্বীয় শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট ও ম্লেচ্ছগণকে মৃতনিপতিত সন্দর্শন করিলেন। দর্শনমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক বামদেবের আশ্রমে গমন করিলেন। গিয়া ভক্তিভাবে অবনতমস্তকে জিজ্ঞাসিলেন, ঋষে! যে রমণী আমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তিনি কে? আর যাহারা আমার পার্শ্বে মৃত পতিত ছিল, তাহারাই বা কে? অনুগ্রহ করিয়া আমায় সমস্ত বিজ্ঞাপন করুন।

বামদেব কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বজন্মে তুমি শূদ্র রাজা ছিলে। ঐ জন্মে তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রমুখাৎ এই বুদ্ধ-দ্বাদশী ব্রতের কথা শ্রবণ এবং তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। অর্থাৎ

তুমি শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে যথাবিধি উপবাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ব্রতপালন করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার এই রাজ্যলাভ হইয়াছে এবং দ্বাদশী দেবী স্বয়ং ক্রূরতম ম্লেচ্ছ পাপাধমদিগকে বিনাশ করিয়া তোমায় রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই আপদ হইতে উদ্ধার করেন এবং তিনিই রাজ্যপ্রদান করেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইলে যে, ইন্দ্রত্ব পদ প্রদান করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?

## অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

### কল্কি দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ঋষিবর! ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে ভক্তিপূর্ব্বক সংকল্প করিয়া পূর্ব্ববৎ দেবাদিদেব নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে। কল্কিনে নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, হৃষীকেশায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, ম্লেচ্ছবিধ্বংসনায় নমঃ বলিয়া উদর, শিতিকণ্ঠায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, খড়্গপানয়ে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, চতুর্ভুজায় নমঃ বলিয়া অপর হস্তদ্বয় এবং বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ বলিয়া শিরোদেশ অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে ঘটস্থাপন করিয়া সেই ঘটের উপরিভাগে সুবর্ণময় কল্কি-প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তাহার পর পূজা করিয়া শুভ্র বস্ত্রোপরি সেই কল্কিদেবকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া পরদিন প্রভাতে শাস্ত্রপারদর্শী ব্রাহ্মণকে তৎসমুদায় সমর্পণ করিবে।

হে মুনিবর! এই কল্কিদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে কাশিপুরীতে বিশাল নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক নরপতি ছিলেন। তিনি জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া গন্ধ মাদন পর্ব্বতে প্রস্থান করেন। তথায় নদীতীরে বদরী নামে এক আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। রাজ্যভ্রষ্ট হওয়াতে নরপতির আর সে শ্রী ছিল না। রাজা বিশাল তথায় অবস্থান করিতে-ছেন, ইত্যবসরে একদা সর্ব্বদেবপূজিত নরনারায়ণ নামে পুরা-তন দুই ঋষিবর তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, এক রাজা তথায় আসীন হইয়া বিষ্ণু নামক পরমব্রহ্মকে ধ্যান করি-তেছেন। তদ্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া বীতকল্মষ নরপতিকে কহিলেন, রাজন্! বর প্রার্থনা কর। তোমায় বরদান করিবার নিমিত্তই আমরা উভয়ে সমাগত হইয়াছি।

রাজা কহিলেন, "আপনারা কে, আমি তাহা অবগত নহি; সুতরাং আমি কাহার নিকট বর গ্রহণ করিব? আমি যাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার নিকট হইতেই অভিমত বর গ্রহণে অভিলাষী।"

নরপতি এইরূপ কহিলে, "তাঁহারা উভয়ে জিজ্ঞাসিলেন, রাজন্! তুমি কাহার আরাধনা করিতেছ? তোমার অভি-প্রেত বর কি? শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি।"

ঋষিদ্বয়কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রাজা, "আমি বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, বলিয়া মৌনাবলম্বন করি-লেন।

তখন ঋষিদ্বয় পুনরায় কহিলেন, রাজন্! আমরা উভয়ে

সেই বিষ্ণুর প্রসাদবলে তোমাকে বর প্রদান করিব ; অতএব তোমার স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

রাজা কহিলেন, তপোধনদ্বয় ! যাহাতে আমি ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞে সেই দেববর নারায়ণের অর্চ্চনা করিতে পারি, আমায় সেই বরপ্রদান করুন। নর ও নারায়ণ ঋষি কহিলেন, নারায়ণ স্বয়ং সমুদায় লোকের পথপ্রদর্শক। সেই ভূতভাবন এই বদরী-আশ্রমে আমার সহিত একত্র তপস্যা করেন। তিনি পূর্ব্বে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, জামদগ্ন্য ও দাশরথিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত দৈত্য, দস্যু ও ম্লেচ্ছগণকে বিনিপাতিত করিয়া এই পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়াছেন। মানবগণ পাপভয় বিমোচনের নিমিত্ত, নরসিংহ, মোহবিনাশের নিমিত্ত বামন, ধনলাভের নিমিত্ত জমদগ্নিতনয় পরশুরাম, ক্রূর শত্রুবিনাশের নিমিত্ত দশরথতনয় রামচন্দ্র, পুত্রলাভের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও বলরাম, সৌন্দর্য্যলাভের নিমিত্ত বুদ্ধদেব এবং শত্রুবিনাশের নিমিত্ত কল্কিদেবের আরাধনা করিয়া থাকে।

মুনিবর ! রাজা বিশাল নরনারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কল্কি-দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন। সেই অবধি বদরী বিশাল নামে বিখ্যাত হইয়াছে। নরপতি বিশাল ইহজন্মে এইরূপে রাজ্য করিয়া বনগমন করেন এবং তথায় বিবিধ যাগ যজ্ঞে নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

---

# ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

## পদ্মনাভ-দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! এইরূপে শুক্লা দ্বাদশীতে সনাতনদেব পদ্মনাভকে অর্চ্চনা করিবে। প্রথমতঃ পদ্মনাভায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, পদ্মযোনয়ে নমঃ বলিয়া কটিদেশ, সর্ব্ব-দেবায় নমঃ বলিয়া উদর, পুষ্করাক্ষায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, অব্যয়ায় নমঃ বলিয়া হস্ত, প্রভবায় নমঃ বলিয়া শিরোদেশ এবং পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে অস্ত্র পূজা করিয়া নারায়ণের সম্মুখে ঘটস্থাপন করিবে। অনন্তর সেই ঘটের উপর সুবর্ণময় পদ্মনাভদেবকে সংস্থাপন করিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাক্রমে দেব পদ্মনাভকে পূজা করিয়া শর্ব্বরী প্রভাত হইলে ব্রাহ্মণ-হস্তে সমর্পণ করিবে। মতিমন্! এই ব্রতপালন করিলে, যেরূপ ফললাভ হয়, কহিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সত্যযুগে ভদ্রাশ্ব নামে মহাবল এক নরপতি ছিলেন, তাঁহার নামে ভদ্রাশ্ব নামক বর্ষ প্রচলিত হইয়াছে। একদিন অগস্ত্য তাঁহার ভবনে সমাগত হইয়া কহিলেন, "রাজন্! সাত রাত্রি আমি তোমার ভবনে বাস করিব।" অগস্ত্য-বাক্য শ্রবণে নরপতি অবনতমস্তকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ইচ্ছামত অবস্থান করুন।' নরপতির কান্তিমতী নামে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক মহিষী ছিল। মহিষীর শরীরপ্রভা দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার পঞ্চশত ব্রতচারিণী সপত্নী ছিল। তাহারা সকলেই দাসীর ন্যায় কান্তিমতীর পরিচর্য্যা করিত। ভাগ্যধরী কান্তিমতী রাজার যথার্থ প্রিয়তমা ছিলেন। মহর্ষি

অগস্ত্য কান্তিমতীকে তাদৃশ রূপবতী, তাঁহার সপত্নীগণকে তাদৃশ পরিচারিকা এবং নরপতিকে মহিষীর প্রফুল্ল মুখারবিন্দ দর্শনে তৎপর অবলোকন করিয়া মহা আনন্দিত হইয়া কহিলেন, হে জগন্নাথ! তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য! আবার দ্বিতীয় দিবসে রাজ্ঞীকে তদ্রূপ দর্শন করিয়া কহিলেন, জগন্নাথ! এই চরাচর জগৎ তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আবার তৃতীয় দিবস ঐরূপ দর্শনে কহিলেন, অহো! যিনি পরিতুষ্ট হইয়া নরপতিকে একদিনে এই ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন, মূঢ়গণ সেই পরমপ্রভু গোবিন্দকে কিছুতেই অবগত হইতে পারে না। হে জগন্নাথ! তুমিই ধন্য! হে স্ত্রীশূদ্রগণ! তোমরাই সাধু! হে দ্বিজগণ! তোমরাই ধন্য! হে নৃপগণ! তোমরাই ধন্য! হে বৈশ্যগণ! তোমাদিগকে শত ধন্যবাদ প্রদান করি! হে ভদ্রাশ্ব! তুমিই ধন্য! (আত্মনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,) হে অগস্ত্য! তুমিই সাধু! হে প্রহ্লাদ! তুমিই ধন্য! হে মহাব্রত ধ্রুব! তুমিই প্রশংসনীয়! এইরূপ বলিয়া অগস্ত্য রাজা ভদ্রাশ্বের সম্মুখে হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে ভদ্রাশ্ব পত্নীর সহিত ঋষিবর অগস্ত্যকে কহিলেন, ঋষে! আপনি আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, আপনার হর্ষের কারণ কি, ব্যক্ত করুন।

তখন ঋষিবর অগস্ত্য কহিলেন, "নরপতে! তুমি যেমন মূর্খ ও কদাচার, তোমার অনুচরগণও তদ্রূপ। বিশেষতঃ পুরোহিতগণের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। তাঁহারা আমার অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।"

অগস্ত্যকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, আমরা ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহার তাৎপর্য্য বিবৃত করেন, কৃতার্থ হই।

অগস্ত্য কহিলেন, নরপতে! এই রাজ্ঞী পূর্ব্বজন্মে হরিদত্তের রাজধানীস্থিত এক বৈশ্যের গৃহে দাসী ছিলেন। তুমিও ইহার পতি ছিলে। তুমিও সেই বৈশ্যের সেবাপরায়ণ কিঙ্কর ছিলে। তোমার নাম শূদ্র ছিল। সেই বৈশ্য একদা আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে সংযতভাবে বিষ্ণুর মন্দিরে গমন করিয়া স্বয়ং পুষ্পধূপাদি দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় স্বভবনে প্রত্যাগমন করে, কিন্তু তোমরা উভয়ে সমস্ত রাত্রি, বিষ্ণুর দীপ নির্ব্বাণ না হয়, তাহার তত্ত্বাবধাননিমিত্ত তথায় নিযুক্ত ছিলে। বৈশ্য প্রস্থান করিলে প্রভাত পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া যথানিয়মে কার্য্য করিয়াছিলে। তাহার পর তোমরা উভয়ে কালের বশবর্ত্তী হইয়া পরিশেষে সেই একরাত্রিকৃত পুণ্যবলে তুমি প্রিয়ব্রতগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং সেই বৈশ্যকিঙ্করী এই তোমার পত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহীপতে! পরগৃহে বিষ্ণুপ্রদীপ জালিবার এই ফল, আর যে ব্যক্তি স্বীয় অর্থে নিজগৃহে বিষ্ণুর সেবার্থ প্রদীপ প্রজ্বলিত করে, তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা করা যায় না। "হে সাধো! সেই জন্যই বলিয়াছিলাম, জগন্নাথ হরিই ধন্য! সত্যযুগে সংবৎসরকাল ভক্তিপূর্ব্বক হরির আরাধনা করিলে যে ফললাভ হয়, ত্রেতায় ছয় মাসে, দ্বাপরে তিন মাসে এবং কলিতে "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রটি

উচ্চারণ করিবামাত্র সেই ফললাভ হইয়া থাকে। সেই হরিই সমুদায় জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল এক ভক্তিই মূল পদার্থ। রাজন্! হরিমন্দিরে পরকীয় প্রদীপ জালিবার যে ফললাভ করিয়াছ, তুমি তাহা অবগত নহ। সেই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, মূঢ় ব্যক্তিরা শ্রীহরির প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবার ফল অবগত নহে। রাজন্! যে ভূপালগণ বিপ্রদিগকে লইয়া ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণের উদ্দেশে যাগ যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই সাধুপদবাচ্য।

আমি সেই নারায়ণ ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ পদার্থ দেখিতে পাই না ; সুতরাং সেই নিমিত্তই আমি আত্ম-নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, অগস্ত্যই ধন্য। যে স্ত্রী, বা যে শূদ্র, নিজ প্রভুর শুশ্রূষা করিয়া পরিশেষে প্রভুর অসমক্ষে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করে, তাহারাই ধন্য। যে শূদ্র সস্ত্রীক হইয়া ব্রাহ্মণের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হয় এবং সেই বিপ্রের আদেশানুসারে হরিভক্ত হইয়া উঠে, সেই নিমিত্তই বলিয়াছি, যে সেই স্ত্রী শূদ্রই ধন্য। প্রহ্লাদ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরি ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না ; সেই জন্যই বলিয়াছি যে, প্রহ্লাদই ধন্য। ধ্রুব প্রজাপতিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বনগমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া উৎকৃষ্ট স্থানলাভ করিয়াছেন, রাজন্! সেই নিমিত্তই বলিয়াছি, যে ধ্রুবই ধন্য।

মুনিবর! মহীপতি, মহাত্মা অগস্ত্যের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট সামান্য উপদেশ সংগ্রহ করিলেন। পরিশেষে ঋষিবর কার্ত্তিক মাসে পুষ্করতীর্থে প্রস্থান করিলেন। ঋষে!

অগস্ত্য ভদ্রাশ্বভবন হইতে পুষ্কর গমনকালে রাজাকে ঐ পদ্মনাভ-দ্বাদশী-ব্রতের উপদেশ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। অগস্ত্য অন্তর্হিত হইলে নরপতি বিধিপূর্ব্বক পদ্মনাভ-দ্বাদশী-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। ঐ ব্রতবলে তিনি ইহলোকে পুত্রপৌত্রাদি পরিবারগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অভিমত বিবিধ ভোগ সকল উপভোগ করিয়া পরিশেষে চরমে বৈষ্ণব পদ লাভ করিয়াছিলেন।

## পঞ্চাশ অধ্যায়।

### ধরণী ব্রত।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! ঋষিপুঙ্গব অগস্ত্য পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া কার্ত্তিক মাসেই পুনরায় নরপতি ভদ্রাশ্বের ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজা মুনিকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া সেই ব্রতধারী ঋষিকে কহিলেন, ভগবন্! ঋষিসত্তম! আপনি আশ্বিন মাসের দ্বাদশীতে আমায় যেরূপ ব্রতানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি ত তাহা সম্পাদন করিয়াছি, এক্ষণে কার্ত্তিক-দ্বাদশীতে ব্রতপালন করিলে যেরূপ ফলোদয় হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! সম্প্রতি পরমপাবনী

কার্ত্তিক-দ্বাদশী ও তাহার ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সংকল্প করিয়া স্নান করিবে। তাহার পর বিপরীতক্রমে সেই পাপসম্পর্ক-শূন্য নারায়ণকে পূজা করিবে। প্রথমতঃ সহস্রশিরসে নমঃ, বলিয়া শ্রীহরির মস্তক, পুরুষায় নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, বিশ্বরূপিণে নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, জ্ঞানাস্ত্রায় নমঃ বলিয়া অস্ত্র সকল, শ্রীবৎসায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, জগৎগ্রসিষ্ণবে (অর্থাৎ জগৎ গ্রাসকারী) নমঃ বলিয়া উদর, দিব্যমূর্ত্তয়ে নমঃ বলিয়া কটিদেশ এবং সহস্রপাদায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয় পূজা করিবে। আবার অনুলোমক্রমে অর্থাৎ পাদাদি শিরোদেশ পর্য্যন্ত পূজা করিয়া "নমোদামোদরায়" বলিয়া শ্রীহরির সর্ব্বাঙ্গ পূজা করিবে।

এইরূপে যথাবিধি পূজা করিবার পর তাঁহার সম্মুখে রত্নগর্ভ, শ্বেতচন্দনবিলিপ্ত, মাল্যকণ্ঠ শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত চারি ঘট স্থাপন করিবে। তাহার উপরিভাগে তিলপূর্ণ কাঞ্চনগর্ভ চারিখানি তাম্রপাত্র স্থাপিত করিবে। হে রাজসত্তম! ঐ চারি পাত্র চারি সমুদ্র স্বরূপ। সুতরাং উহার উপর শ্রীহরির স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি অর্পণ করিয়া তাহাতেই সেই যোগীশ্বর, সেই যোগসাধ্য, সেই পীতাম্বরধর বিভুকে অর্চ্চনা করিয়া যথাবিধি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। যোগিকৃত ষোড়শারযুক্ত চক্রে বৈষ্ণবযজ্ঞ সাধন করিয়া যোগীশ্বর শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। অর্চ্চনা শেষ হইলে পর দিন প্রভাতে তৎসমুদায় ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিবে। পূর্ব্ব কল্পিত ঐ চারি সমুদ্র চারি ব্রাহ্মণকে এবং যোগীশ্বর দেবাদিদেব শ্রীহরির স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি

অন্যব্রতী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। যাঁহারা বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত তাঁহাদিগকে যাহা প্রদান করিবে, বেদার্থবোধে অধিকারীকে তদপেক্ষা দ্বিগুণ দান করিবে। আর যিনি সমন্ত্র সরহস্য বেদ প্রবোধিত করেন, তাদৃশ আচার্য্যকে তদপেক্ষা সহস্রগুণ প্রদান করিবে। তাঁহাকে প্রদান করিলে কোটি-কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। (গুরু বিদ্যমান থাকিতে যে ব্যক্তি অন্যকে আশ্রয় বা অন্যকে অর্চ্চনা করে, তাহার তুল্য নির্ব্বোধ আর জগতে দ্বিতীয় নাই।) তাহার দুর্গতির পরিসীমা থাকে না এবং সে যাহা কিছু দান করে, সে সমুদায়ই বৃথা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যত্নপূর্ব্বক গুরুকে প্রদান করিয়া পরে অন্যকে প্রদান করিবে। (গুরু কৃতবিদ্যই হউন, আর অকৃতবিদ্যই হউন, তিনি জনার্দ্দন স্বরূপ। গুরু সৎপথবর্ত্তীই হউন, আর অসৎপথবর্ত্তীই হউন, তিনি একমাত্র নিস্তারের উপায়।) যে ব্যক্তি গুরু স্বীকার করিয়া আবার মোহবশতঃ অস্বীকার করে, সে নরাধমকে কোটিযুগ পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হয়।

মুনিবর! এইরূপে কার্ত্তিক দ্বাদশীতে নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া বিপ্রগণকে দান করিবে এবং পরে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণাদান করিবে। পূর্ব্বে প্রজাপতি এই ধরণীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাজাপত্যপদ ও পরিণামে শাশ্বত মুক্তি লাভ করিয়াছেন। হৈহয়রাজ কৃতবীর্য্য এই ব্রতবলে কার্ত্তবীর্য্য নামক পুত্র লাভ করিয়া চরমে শাশ্বত পরম ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্রতপ্রভাবে দুষ্মন্ত ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী ভরতের উৎপত্তি

হইয়াছিল। বেদে এরূপ কত শত রাজচক্রবর্ত্তীর কথা বর্ণিত হইয়াছে, যে তাঁহারা এই ব্রতের অনুষ্ঠানে চক্রবর্ত্তিতা লাভ করিয়া স্ব স্ব জীবিতকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। আদৌ বসুন্ধরা রসাতলে নিমগ্না হইয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা ধরণীব্রত নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বসুমতীর এই ব্রত সমাপনের পর ভগবান্ নারায়ণ ক্রোড়মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ধরার উদ্ধারসাধন করিয়া যেমন সমুদ্রের উপর নৌকা স্থাপন করে, তদ্রূপ ইহাঁকে স্থাপন করিয়াছিলেন। হে মুনিবর! এই আমি তোমার নিকট এই ধরণীব্রতের কথা কীর্ত্তন করিলাম। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রতের কথা শ্রবণ বা অনুষ্ঠান করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্যলাভ করিয়া থাকেন।

## একপঞ্চাশ অধ্যায়।

### অগস্ত্য গীতা।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! ঋষিবর সত্যতপা, দুর্ব্বাসার প্রমুখাৎ ধরণী-ব্রত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অতি মনোরম হিমালয়প্রস্থে গমন করিলেন। যথায় পুষ্পভদ্রা নাম্নী নদী প্রবাহিত হইতেছিল, যথায় শীলা সকল অতি বিচিত্র, যথায় ভদ্রবট নামক এক বটবৃক্ষ বিরাজমান, ঋষিবর

সেই স্থানেই স্বীয় আশ্রম মনোনীত করিলেন। অদ্যাপি সেই আশ্রম তাঁহার উদার চরিতের সাক্ষ্যদান করিতেছে। ধরণী কহিলেন, হে সনাতন্! হে বিভো! বহু সহস্র কল্প অতীত হইল, আমি এ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। সুতরাং সে সমস্ত আর আমার স্মরণ ছিল না, কিন্তু আপনার অনুগ্রহে এক্ষণে সে সমুদায় আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল; আমি জাতিস্মরত্ব লাভ করিলাম; আমার মনঃক্ষোভ দূরিত হইল; কিন্তু দেব! আমার মনে এইরূপ কুতূহল উপস্থিত হইতেছে যে, মহর্ষি অগস্ত্য পুনরায় ভদ্রাশ্বভবনে সমাগত হইয়া কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? রাজা ভদ্রাশ্বই বা কি করিলেন? ব্যক্ত করুন।

বরাহদেব কহিলেন, হে সর্ব্বধাত্রি ধরে! শ্বেতবাহন রাজা ভদ্রাশ্ব, ঋষিবর অগস্ত্যকে প্রত্যাগত ও বীরাসনগত দর্শন করিয়া যথাবিধি সৎকারের পর মোক্ষ ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নচ্ছলে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! কি কর্ম্ম করিলে সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়? কি করিলে জন্মিগণ জন্মজনিত যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পায়?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! তুমি যে উৎকৃষ্ট কথা জিজ্ঞাসিলে, ইহা অতি দুরবগাহ, কিন্তু সুখবোধ্য। ইহা যদিও দৃষ্টিপথের অতীত পদার্থ হইতে উৎপন্ন, তথাপি যেন দৃশ্যমান। যাহা হউক, কহিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যখন কি দিবা, কি রাত্রি, কি অন্তরীক্ষ, কি দশদিক্, কি স্বর্গ, কি দেবগণ, কি পৃথিবী, কি মনুষ্য, কিছুই ছিল না, সেই সময় পশুপাল নামে বিখ্যাত এক রাজা বহুতর

পশুপালন করিতেন। একদা তিনি তাহাদিগের দর্শন-মানসে অবিলম্বে পূর্ব্ব সমুদ্রে গমন করিলেন। ঐ অপার অনন্ত মহোদধির তীরে এক বন বিরাজমান। ঐ বনে সর্পগণ বসতি করে, তথায় আটটি বনস্পতি শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কামবহা এক নদী প্রবাহিত হইতেছে। পাঁচজন প্রধান পুরুষ তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধদিকে পরি-ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদিগের সঙ্গে যে এক রমণী বিদ্যমান, তাহার শরীরপ্রভায় চারি দিক আলোকিত হইয়াছে। ঐ রম-ণীর বক্ষঃস্থলে সহস্র সূর্য্যপ্রতিম বিশাল এক রত্ন বিরাজমান। তাহার অধর ত্রিবিধ রাগে রঞ্জিত। সেই কামিনী রাজা পশু-পালকে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া মৌনাবলম্বনে মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন। রাজা বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবিষ্ট হইবামাত্র সকলেই ভয়ে জড়ীভূত হইয়া এক স্থানে মিলিত হইল। কিন্তু অন্য দিক হইতে সর্পগণ ও দুর্ব্বিনীত দস্যুগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলে, তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে ইহারা দূরীকৃত হয়, কিরূপেই বা ইহাদিগের বিনাশসাধন করি।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্বেত, রক্ত ও পীত এই ত্রিবর্ণধারী এক পুরুষ তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিল, রাজন্! তুমি আমার নামকরণ না করিয়া কোথায় যাইবে? তাহাতে উহার নাম মহৎ হইল। তখন রাজা পশুপাল তাহার সহিত মিলিত হইয়া কহিলেন, তুমি বোধিত হও। রাজা এইরূপ কহিলে, সেই স্ত্রীও রাজাকে দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন ঐ

পুরুষ তাহাকে কহিল, এ মায়াবিস্তার, তুমি উহাকে ভয় করিও না। অনন্তর ঐ বীরপুরুষ এবং পাঁচ জন পুরুষ রাজা পশুপালের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; সুতরাং তিনি রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এদিকে দস্যুগণ অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে উন্মথিত করিবার নিমিত্ত যেমন সমাগত হইল, অমনি তাহারা সকলেই ভয়ে তাঁহার শরীরেই বিলীন হইল। তাহারা তদবস্থ হইলে রাজশরীর অতীব সুশোভন হইয়া উঠিল। অন্যান্য পাপাত্মাদিগের পাপকোটি বিদূরিত হইল। রাজশরীরে ভূমি, সলিল, অগ্নি, সুশীতল বায়ু ও আকাশ এই পাঁচ একত্র মিলিত হইল। এইরূপে একাদিক্রমে সমস্ত রাজাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। মহারাজ! রাজা পশুপাল ক্ষণকালের মধ্যে এই সমস্ত সম্পাদন করিলেন। অনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবর্ণ পুরুষ পশুপালের ক্ষিপ্রকারিতা ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কহিল, মহারাজ! আমি আপনার পুত্র, আপনার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আমি আপনাকে পিতৃত্বে স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। হে দেব! যদিও আমি আপনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি, তথাপি আপনার শরীরে বিলীন থাকিব। আমি একাকী আপনার পুত্রত্ব লাভ করিলে সমস্তই সম্পন্ন হইবে।

সেই পুরুষ এইরূপ কহিলে, রাজা পশুপাল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সত্তম! পুত্র আমার ও অন্যান্য সকলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হউক। আমি কখনই স্বয়ং নব নব

সুখসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না। রাজা পশুপাল এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে পুত্রত্বে স্বীকার করিলেন। তখন তিনি সকলের বাধা হইতে মুক্ত হইয়া সচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন

## দ্বাপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

### অগস্ত্য-গীতা।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! সেই ত্রিবর্ণ পশুপালকর্তৃক রাজপদে অধিরোপিত হইয়া অহং নামে এক পুত্র সৃষ্টি করিলেন। ঐ অহংনামা পুত্রের অন্তঃপুরচারিণী এক কন্যার উৎপত্তি হইল। ঐ কন্যার গর্ভে বিজ্ঞানপ্রদ মনোহর এক পুত্রের উৎপত্তি হইল। সেই পুত্রের ঔরসে আর পাঁচটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তনয় জন্মগ্রহণ করিল। যথাক্রমে ঐ পুত্রগণের নাম একাক্ষ, দ্ব্যক্ষ, ত্র্যক্ষ, চতুরক্ষ ও পঞ্চাক্ষ হইল। পুত্রগণ প্রথমতঃ দস্যু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর রাজা তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিল। অনন্তর তাহারা সকলে অশরীরধারীর ন্যায় সুশোভন পুরী নির্ম্মাণ করিল। ঐ পুরীর নয় দ্বার, এক স্তম্ভ ও এক চতুষ্পথ। উহাতে অবতরণিকা সংযুক্ত সহস্র সহস্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাতে তৎক্ষণাৎ পশুপাল নামক মূর্ত্তিমান এক নরপতির আবির্ভাব হইল। রাজা পশুপাল সেই পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া বাচক শব্দের

নিমিত্ত আত্মস্বরূপ বেদচতুষ্টয়, বেদোক্তব্রত, নিয়ম ও যজ্ঞসমূহের ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের অবতারণা করিবার মানসে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া এক পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুত্রের চারিটী মুখ ও চারিটী বাহু। ঐ চারি মুখ হইতে চারি বেদ এবং চারি বাহু হইতে চারি পথ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই অবধি তিনি সমস্ত বিষয় স্বয়ং অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি কেবল কি সমুদ্র, কি তৃণাদি, কি গজাদি সর্ব্বত্রই সমভাবে অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই অবধি রাজা পশুপাল কর্ম্মকাণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইলেন।

## ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি প্রশ্ন করাতে আপনি যে কহিলেন, এক পুরুষ আবির্ভূত হইল, সে পুরুষ কে? কি নিমিত্তই বা আবির্ভূত হইল?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! ইহা অতি বিচিত্র কথা। একথা সকল বিষয়ে সমভাবে সংশ্লিষ্ট। কি তোমার দেহ, কি আমার দেহ, কি অন্যান্য প্রাণিদেহ, সর্ব্বত্রই সমান। যিনি সেই কথার সম্ভূতি ইচ্ছা করেন, পরাৎপর পরম দেব তাঁহার প্রধান উপায়। যিনি চতুষ্পাদ, চতুর্ম্মুখ, যিনি কথার প্রধান গুরু ও প্রবর্ত্তক, যিনি পশুপাল হইতে সমুৎপন্ন হইয়া-

ছেন, তাঁহার পুত্রের নাম স্বর। ঐ স্বর সপ্তমূর্ত্তিধারী। তিনি যখন যাহা কিছু উচ্চারণ করেন, সে সমুদায়ই ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের সম্পত্তি। তাঁহার প্রতি ভক্তিবশতঃ ঐ বেদ-চতুষ্টয় সকলের আরাধ্য বস্তু। বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে, যিনি প্রথম, অর্থাৎ ঋগ্বেদ, তিনি চতুঃশৃঙ্গধারী। দ্বিতীয়, বৃষরূপ-ধারী। তৃতীয় এবং চতুর্থও তাঁহার প্রণীত। ভক্তিপূর্ব্বক ঐ সকলকে পূজা করিলে শুভফল লাভ হইয়া থাকে।

রাজন্! এক্ষণে সপ্তমূর্ত্তি স্বরের চরিতবিষয় বর্ণন করি-তেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। দ্বিতীয় অর্থাৎ সনাতন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। ইহাতে অবশ্যপোষ্য পরিবারবর্গের প্রতিপালন ও যথানিয়মে ধর্ম্মানুষ্ঠান, উভয়ই বিদ্যমান আছে। গৃহস্থধর্ম্ম পরিসমাপ্ত হইলে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। তাহার পর ঐ স্বর হইতে নিত্য ও অনিত্যস্বরূপ বিভিন্ন সপ্তস্বর সমুৎপন্ন হইল। চতু-র্ম্মুখ তাহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া ভাবিলেন, আমি কিরূপে একবার জনককে সন্দর্শন করি? আমার মহাত্মা পিতার যে সমস্ত গুণ দর্শন করিয়াছি, সম্প্রতি স্বরপুত্রগণের শরীরে সে সমস্ত গুণ কিছুই দেখিতেছি না। পিতার পুত্রের যে পুত্র সে পিতামহ গুণযুক্তই হইয়া থাকে। কিন্তু স্বরসন্ততিগণের সেরূপ গুণ লক্ষিত হইতেছে না, অন্যপ্রকার দেখিতেছি। কোথায় গমন করিলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। কোথায় গিয়া পিতার দর্শনলাভে সমর্থ হইব। এরূপ অবস্থায় এক্ষণে কি করি। চতুর্ম্মুখ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে পৈতৃক অস্ত্র তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল।

তখন তিনি রোষভরে সেই অস্ত্রবলে সম্মুখস্থিত স্বীয় পুত্র স্বরকে বিলোড়িত করিতে লাগিলেন। মথিত হইবামাত্র তাহার সেই দুর্গ্রাহ্য মস্তক নারিকেল ফলের ন্যায় লক্ষিত হইল। ঐ মস্তক প্রকৃতি কর্ত্তৃক সমাবৃত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা চতুষ্পাদ অস্ত্রে ঐ মস্তক তিলকাণ্ডের ন্যায় ছেদন করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া কর্ত্তিত হইলে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। ঐ সময় যিনি আমি, আমি, এই কথা বলিতেছিলেন, তাঁহাকেও ঐরূপে ছিন্ন করিলেন। এইরূপে তাহাও ছিন্ন হইলে, আবার তদপেক্ষা অন্য হ্রস্ব অংশ লক্ষিত হইল। ঐ অংশ, "আমিই আপনার পঞ্চভূত" এই কথা বলিতে লাগিল, তথাপি তাহাকেও সেই প্রকারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সে অংশও গতাসু হইল। তখন ঐ ছিন্ন অংশ সকল, স্থান প্রাপ্ত হইয়া যেন জ্বলিতে লাগিল। অনন্তর চতুরানন সম্মুখে অন্য যে অংশ দর্শন করিলেন, তাহাও অসঙ্গ নামক অস্ত্র দ্বারা তিলকাণ্ডের ন্যায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ অংশ দশধা ছিন্ন হইলে তাহার মধ্যেও অন্য আর এক পুরুষরূপী সূক্ষ্ম অংশ লক্ষিত হইল। তখন ব্রহ্মা তাহাও রূপাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন অংশের মধ্যেও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ সৌম্য-মূর্ত্তিধারী এক পুরুষ লক্ষিত হইল। চতুরানন তাহাও পূর্ব্ববৎ ছেদন করিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও এক শরীর ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হইল। তদ্দর্শনে তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, ত্রসরেণু সমান চরাচরের দুর্লক্ষ্য স্বীয় পিতার মূর্ত্তি তাহার মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে। তখন পিতা তাঁহাকে

দর্শন করিয়া যেমন সাতিশয় আনন্দিত হইলেন, তিনিও পিতাকে দর্শন করিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন।

মহারাজ! সেই মহাতপা স্বরনামা পুরুষের আকৃতি এইরূপ। প্রবৃত্তি তাঁহার শরীর এবং নিবৃত্তি তাঁহার মহৎ মস্তক। তাঁহা হইতে যে কথার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিলাম। রাজন্! এই ইতিহাস জগতের আদিভূত। যিনি এই ইতিহাস সম্যক্ অবগত হন, তিনিই মূর্ত্তিমান কর্ম্ম।

---

## চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

### উৎকৃষ্ট পতিলাভ ব্রত।

মহীপতি ভদ্রাশ্ব কহিলেন, দ্বিজবর! যাহারা বিজ্ঞান কামনা করে, তাহারা কাহাকে আরাধনা করিবে এবং কিরূপেই বা আরাধনা করিবে, তাহা আমাকে কীর্ত্তন করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, নরপতে! নারায়ণই সকলের প্রভু, অতএব তাঁহাকে আরাধনা করা, অন্যের কথা দূরে থাক্, দেবগণেরও কর্ত্তব্যকর্ম্ম। সম্প্রতি যেরূপে আরাধনা করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া বরদান করেন, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কি দেবগণ, কি মুনিগণ, কি মনুষ্যগণ, নারায়ণ সকলেরই গুপ্তধন এবং নারায়ণই শ্রেষ্ঠতম দেব। তাঁহাকে আরাধনা করিলে কেহই অবসন্ন হয় না। মহাত্মা নারদ অপ্সরোগণের নিকট যেরূপ সন্তোষপ্রদ বিষ্ণুব্রতের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

অপ্সরোগণ ভর্ত্তৃকামনায় দ্বিজবর নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্ ব্রহ্মতনয়! আমরা নারায়ণকে ভর্ত্তা লাভ করিব, বাসনা করিয়াছি, অতএব কিরূপে আমাদিগের আশা ফলবতী হইবে, তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

নারদ কহিলেন, হে সুন্দরীগণ! প্রথমে প্রণাম করিয়া পরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই প্রচলিত নিয়ম; কিন্তু তোমরা যৌবনমদে একান্ত উন্মত্ত হইয়া তাহা কর নাই। কিন্তু নারায়ণের নামোচ্চারণ করিয়া ভর্ত্তৃব্রতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহাতেই যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে যে ব্রতের অনুষ্ঠানে স্বয়ং শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া ভর্ত্তৃলাভের বরদান করিবেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

নারদ কহিলেন, বসন্তকালে শুভশুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী সমাগত হইলে, ভক্তিপূর্ব্বক উপবাস করিয়া যামিনীযোগে নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে। পূজাগৃহে রক্তপুষ্পের মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া নৃত্যগীতবাদ্যে সমস্ত রজনী যাপন করিবে। ভবায় নমঃ বলিয়া নারায়ণের মস্তক, অনঙ্গায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, কামায় নমঃ বলিয়া বাহুমূল, সুশাস্ত্রায় নমঃ বলিয়া উদর, মন্মথায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয় এবং হরয়ে নমঃ বলিয়া তাঁহার নেত্রাদি সকল দিক পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিয়া প্রভাতে পূজাদ্রব্য সকল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী অবিকলাঙ্গ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। তৎপরে যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া ব্রতসমাপন করিবে। এইরূপে নারায়ণের অর্চ্চনা করিলে, তোমরা নারায়ণকে পতিলাভ করিতে পারিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। সুন্দরীগণ! উৎকৃষ্ট ইক্ষুদণ্ডের

রসে এবং মল্লিকা মালতী ও জাতি প্রভৃতি পুষ্পে পূর্ব্বোক্তরূপে দেবাদিদেব শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে।

[সুন্দরীগণ! তোমরা যে গর্ব্বিতভাবে আমাকে প্রণাম না করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তন্নিবন্ধন অবশ্যই তোমাদিগকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। এক সময় তোমরা যখন সরোবরে স্নান করিবে, তখন মুনিবর অষ্টাবক্র এই স্থানে সমুপস্থিত হইবেন। তোমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া উপহাস করিলে, তিনি তোমাদিগকে শাপপ্রদান করিবেন। আমি যে ব্রতনির্দ্দেশ করিলাম, এই ব্রতবলে অবশ্যই নারায়ণকে পতিলাভ করিবে। কিন্তু অভিমান নিবন্ধন, এই শাপপ্রভাবে গোপালগণ তোমাদিগকে হরণ করিবে।]

## পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায়।

### শুভ্র-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, হে মহাভাগ নরপতে! এক্ষণে যে শুভ্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, বিষ্ণুকে লাভ করিতে পারা যায়,সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রতবিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মার্গশীর্ষ মাসের প্রথমে শুক্লপক্ষীয় দশমীতে একাহার ব্রত অবলম্বন করিবে। প্রথমতঃ দশমী দিনে স্নান করিয়া মধ্যাহ্নকালে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্পে করিয়া দ্বাদশী ক্ষেপন করিবে। দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া

ব্রাহ্মণদিগকে যব প্রদান করিবে। কি দান, কি হোম, কি পূজা সকল বিষয়েই শ্রীহরির নামোচ্চারণ করিবে। মহারাজ! এইরূপে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিয়া চৈত্রাদি চারি মাসে আবার পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুপূজা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সক্তু-পূর্ণ পাত্র প্রদান করিবে। তাহার পর শ্রাবণাদি চারি মাস ব্রাহ্মণদিগকে ধান্য প্রদান করিয়া পরিশেষে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে শুক্লপক্ষীয় দশমীতে প্রযত ও শুচি হইয়া দ্বাদশী দিনে মাস নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। মধ্যে একাদশী দিবসে স্বীয় শক্তি অনুসারে পাতাল ও অষ্টকুলাচল সহিত পৃথিবী প্রস্তুত করাইয়া নারায়ণের পুরোভাগে স্থাপন করিবে। ঐ পৃথ্বী শুভ্র বস্ত্রযুগলে আচ্ছাদিত এবং বীজমন্ত্রে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক। অনন্তর পঞ্চরত্নযুক্ত সেই পৃথ্বী যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। তৎপরে প্রভাতে যত্নপূর্ব্বক চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক এক গাভী, এক এক বৃষ, এক এক যুগ্মবস্ত্র, এক এক অঙ্গুরী, এক এক স্বর্ণবলয় ও কর্ণাভরণ এবং এক এক গ্রাম প্রদান করিবে। রাজার পক্ষে এই ব্যবস্থা। আর ব্রতকর্ত্তা দরিদ্র হইলে, স্বীয় শক্ত্যনুসারে আভরণ, স্বর্ণময় মহী, স্বর্ণময় গোযুগল এবং বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করিবে। সর্ব্বাভরণে বিভূষিত করিয়া গোদান করা বিশেষ আবশ্যক।

মহারাজ! একবার এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, পরাৎপর নারায়ণ বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। রাজন্! স্বীয় বিভবানুসারে রজত পৃথ্বী প্রদান করিলেও কোন হানি নাই।

কিন্তু শ্রীহরি স্মরণ করিয়া উহা ব্রাহ্মণসাৎ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনন্তর বিপ্রগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে উপানৎ, ছত্র ও কাষ্ঠপাদুকা প্রদান করিবে এবং বলিবে, "হে দামোদর! হে সর্ব্বদাতা দেব! হে বিশ্বরূপিন্ হরি! তুমি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হও।" মহারাজ! একবার এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া দান ও ব্রাহ্মণভোজন সম্পাদন করিলে, যে ফললাভ হয়, তাহা সহস্র বৎসর কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারি না। তথাপি এই ব্রত পালন করিয়া যে ফল লাভ হইয়াছিল, উদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সত্যযুগে কঠিন নিয়মধারী ব্রহ্মবাদী এক নরপতি ছিলেন। তিনি পুত্রার্থী হইয়া পরমপ্রভু ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে পিতামহ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। নরপতিও যথানিয়মে ব্রতপালন করিলে বিশ্বরূপী নারায়ণ স্বয়ং তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, রাজন্! তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর।

নরপতি কহিলেন, হে দেবেশ! আমাকে বেদমন্ত্রবিশারদ যজন যাজনাসক্ত কীর্ত্তিমান্ ও আয়ুষ্মান্ এক পুত্র প্রদান কর, যেন তাহাতে পাপের সম্পর্কমাত্র না থাকে; প্রত্যুত সে যেন অসংখ্য গুণের আধার হয়। মহীপতি এই কথা বলিয়া পুনরায় ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে প্রভো! যথায় মুনিগণ অবস্থান করেন এবং যথায় গমন করিলে মানব বীতশোক হয়, আমাকেও সেই শান্তিপ্রদ স্থান প্রদান কর। মহরাজ! চতুরানন তথাস্তু বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। অনন্তর নরপতির বৎসশ্রী নামে এক পুত্র হইল। ঐ পুত্র বেদ বেদাঙ্গপারদর্শী

যজ্ঞযাজী ও বহুবিধ জ্ঞান সম্পন্ন। এমন কি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার কীর্ত্তি পতাকা উড্ডীন। রাজা,বিষ্ণুর প্রসাদে তাদৃশ প্রতাপবান্ পুত্ররত্ন লাভ করিয়া তপস্যার্থ রমণীয় হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তথায় ইন্দ্রিয়সকল নিরোধ করত অনাহারে স্তুতিপাঠ করিতে করিতে শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ভগবন্! নরপতি যে শ্রীহরির স্তুতিপাঠ করিয়াছিলেন, সে স্তুতি কি প্রকার? পুরুষোত্তম নারায়ণের স্তব পাঠ করিয়াই বা তিনি কি ফললাভ করিয়াছিলেন?

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মহারাজ! মহীপতি হিমালয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তদ্গতচিত্তে যেরূপে অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর স্তব পাঠ করিয়াছিলেন; তাহা এই—হে ক্ষর! হে অক্ষর! হে ক্ষীরসমুদ্র শায়িন! হে ধরাধর! তুমি শরীরধারিগণের পরম ধন! তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ! তুমি বিশ্বভোগিগণের অগ্রগণ্য, তুমি নীরাকার। হে প্রভো জনার্দ্দন! তোমায় স্তব করি। তুমি সকলের আদি, তুমি পরমার্থ স্বরূপ, তুমি পুরাতন প্রভু, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি অতীন্দ্রিয়, তুমি বেদবিৎগণের প্রধান। হে শঙ্খপাণে! হে গদাধর! আমাকে রক্ষা কর। হে দেব! হে অনন্তমূর্ত্তে! তুমি বেদবপু ধারণ করিয়াছ। হে দেব! হে বিষ্ণো! পুরাণে যে তোমার মৎস্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে, উহা কেবল সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত; নতুবা আর কিছুই নহে। হে অনেকরূপ! সৃষ্টির রক্ষার্থ তুমি কূর্ম্মরূপ ও মৃগরূপ ধারণ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, কিন্তু হে অচ্যুত! তোমার জন্ম নাই।

হে নৃসিংহ! হে বামন! হে জামদগ্ন্য! হে দশাস্যবংশ-ধ্বংশ-কারিন্! হে বাসুদেব! হে বুদ্ধ! হে কল্কিন্! হে সুরেশ! হে শম্ভো! হে সুরশত্রুনাশন! তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! হে পদ্মনাভ! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। সমস্ত দেবগণ তোমাকে পূজা করিয়া থাকেন। হে সর্ব্বজ্ঞ-প্রধান, তোমাকে নমস্কার; হে করালাস্য! হে নৃসিংহমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশাল অদ্রিসমান কূর্ম্ম-রূপ ও সমুদ্রসমান মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছ! হে কোল-রূপিন্! হে অনন্ত! তোমাকে প্রণিপাত করি। হে দেব! হে বিভো! বাস্তবিক তোমার মূর্ত্তি নাই। তবে যে তোমার মূর্ত্তি পরিগ্রহ, সে কেবল সৃষ্টির উপকারসাধন মাত্র। আমি তোমার ধ্যান জানি না, তোমাকে দেখিতেও পাইতেছি না, সেই নিমিত্ত এইরূপ হৃদয়ভাব প্রকাশ করিলাম। হে বিষ্ণো! তুমি আদি যজ্ঞ, যজ্ঞের অঙ্গ ও হবি স্বরূপ। তুমি যজ্ঞীয় পশু ও ঋত্বিক্গণের আজ্যস্বরূপ। দেবগণ ও মুনিগণ তোমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি সুরগণের আদি স্বরূপ, কালস্বরূপ ও অনল স্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছ। তোমার ইয়ত্তা নাই। হে জনার্দ্দন! আমায় হৃদয়ের অভি-লষিত সিদ্ধি প্রদান কর। হে পদ্মপলাশলোচন! হে বিগ্রহ-ধারিন্! হে নিরাকার! হে হরে! তোমায় নমস্কার। আমি শরণাগত, আমায় সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর।

মহারাজ! নারায়ণ সেই বিশাল আম্রতলবাসী মহাত্মা মহীপালকর্ত্তৃক এইরূপে অভিষ্টুত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ

করিলেন। অনন্তর কুব্জরূপ ধারণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলে আম্রবৃক্ষও কুব্জরূপ ধারণ করিল। ব্রতাবলম্বী রাজা তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই বিশাল আম্র বৃক্ষের কুব্জতার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেরে যখন এই ব্রাহ্মণ আগমন করিবামাত্র আম্রতরুর এইরূপ অবস্থা হইল, তখন ইনিই ইহার কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। বোধ হয়, ইনিই সেই ভগবান পুরুষোত্তম হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া নরপতি সেই সমাগত ব্রাহ্মণের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! তুমি নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম শ্রীহরি। আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ এস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছ। যাহাই হউক্, হরে! যখন সমাগত হইয়াছ, তখন আমাকে স্বীয়রূপ প্রদর্শন কর।

মহারাজ! মহীপতি এই কথা বলিবামাত্র সেই শঙ্খ-চক্র-গদাধর, ব্রাহ্মণবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,রাজেন্দ্র! তুমি এক্ষণে অভিমত বর প্রার্থনা না কর। আমি প্রসন্ন হইলে, ত্রিলোক অতি সামান্য পদার্থ।

নারায়ণ এইরূপ কহিলে,রাজা হর্ষোৎফুল্লনয়নে "দেবেশ। আমাকে মোক্ষ প্রদান কর" এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন ভগবান্ শ্রীহরি পুনরায় কহিলেন, রাজন্! আমার আগমনে এই বিশাল আম্রবৃক্ষ কুব্জভাব ধারণ করিয়াছে, অতএব এই স্থান অদ্যাবধি কুব্জকাম্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ব্রাহ্মণাদির কথা দূরে থাক্, যদি তির্য্যক্জাতিরাও এই স্থানে

কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিমিত্তও পঞ্চশত বিমান এই স্থানে সমুপস্থিত হইবে। যোগিগণ নিশ্চয়ই এই স্থানে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।

মহারাজ! দেব জনার্দ্দন এই বলিয়া স্বীয় শঙ্খের অগ্রভাগ দ্বারা যেমন তাঁহার শরীর স্পর্শ করিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নির্ব্বাণপদ লাভ হইল। অতএব নরপতে! তুমিও সেই দেব নারায়ণের শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আর তোমাকে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি মোক্ষধর্ম্মের ফললাভ করিয়া থাকেন। মহারাজ! এই শুভব্রতের অনুষ্ঠাতা ইহলোকে সর্ব্ববিধ সম্পদ ভোগ করিয়া চরমে নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন।

## ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

### ধন্যব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর অত্যুৎকৃষ্ট ধন্যব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, অধন ব্যক্তিও ধন্য হইয়া থাকে। মার্গশীর্ষ মাসে শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ তিথি উপস্থিত হইলে সেই দিন রজনীযোগে নক্তব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অগ্নিরূপী নারায়ণের পূজা করিবে। প্রথমতঃ বৈশ্যানরায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, অগ্নয়ে নমঃ বলিয়া উদর,

হবির্ভুজায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, দ্রবিণোদে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, সংবর্ত্তায় নমঃ বলিয়া মস্তক এবং জ্বলনায় নমঃ বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ পূজা করিবে। এইরূপে দেবাদিদেব নারায়ণের পূজা শেষ হইলে, তাঁহার সম্মুখে কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সেই কুণ্ডোপরি হোম করিবে। তাহার পর ঘৃতসংযুক্ত যাবকান্ন ভোজন করিবে। চারি মাস যাবৎ যেমন শুক্লা প্রতিপদ, তদ্রূপ কৃষ্ণা প্রতিপদ উভয় দিনে ঐরূপ নিয়মে অবস্থান করিবে। তৎপরে চৈত্রাদি চারি মাস ঘৃতসংযুক্ত পায়স ভোজন করিবে। অনন্তর শ্রাবণাদি চারি মাস সক্তু ভোজন করিয়া ব্রতসমাপন করিবে। এইরূপে ব্রত পরিসমাপ্ত হইলে কাঞ্চনময় বহ্নি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া সেই প্রতিমা রক্ত বস্ত্রযুগলে সমাচ্ছন্ন, রক্তপুষ্প ও রক্তচন্দনে ভূষিত করিবে এবং তৎপরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রিয়দর্শন এক ব্রাহ্মণের গাত্রে কুঙ্কুম বিলেপনপূর্ব্বক রক্তবস্ত্রযুগলে তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই কাঞ্চনময় অগ্নি প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকেই সমর্পণ করিবে। সমর্পণকালে বলিবে, "যেন আমি ধন্য, ধন্যকর্ম্মা, ধন্যচেষ্ট ও ধন্যবান্ হই, যেন এই ধন্যব্রতপ্রভাবে আমি চিরকাল সুখী হইতে পারি।" এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণকে সমস্ত সমর্পণ করিলে ভাগ্যহীন ব্যক্তিও ধন্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ব্রতপ্রভাবে ইহজন্মে সৌভাগ্য ও প্রচুর ধনধান্য লাভ হইয়া থাকে। অগ্নি, ব্রতানুষ্ঠাতার পূর্ব্ব-জন্ম-জনিত পাতক সকল দগ্ধ করিয়া ফেলেন। পাপসকল বিদূরিত হইলেই লোক বিমুক্ত হয়।

মহরাজ! যে ব্যক্তি এই ধন্যব্রত পাঠ করে এবং যে

ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে, তাঁহারা ইহলোকে ধন্য হইয়া থাকেন। শুনিয়াছি পূর্ব্বে শূদ্রযোনিতে অবস্থানকালে মহাত্মা কুবেরও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

## সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

### কান্তি-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে সোমদেব যে কান্তি-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া কান্তিমান হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই উৎকৃষ্ট কান্তিব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে শশধর দক্ষশাপে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া এই ব্রতবলে আবার কান্তিমান্ হন। মহারাজ! কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে বলদেব ও কেশবকে অর্চ্চনা করিয়া নক্তব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। বলদেবায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, কেশবায় নমঃ বলিয়া মস্তক অর্চ্চনা করিবে। ধীমান ব্যক্তি এইরূপে বৈষ্ণবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে তাঁহার দ্বিকলাযুক্ত সোম নামক মূর্ত্তির পূজা করিবে। তাহার পর "অমৃতরূপায় সর্ব্বৌষধিধরায় যজ্ঞিনাং যোগপতয়ে সোমায় পরমাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তাহার পর ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে ঘৃতযুক্ত যবান্ন ভোজন করিবে। ফাল্গু-ণাদি চারি মাস শুচিভাবে পরমান্ন ভোজন করিবে। কার্ত্তিক মাসে ধান্য ও যবদ্বারা এবং আষাঢ়াদি চারি মাস যেমন তিল

দ্বারা হোম করিবে, তদ্রূপ তিলান্ন ভোজন করিবে—ইহাই এই ব্রতের প্রচলিত বিধি। তাহার পর ব্রতাবলম্বী ব্যক্তি, সংবৎসর পূর্ণ হইলে কাঞ্চনময় শশি-প্রতিমূর্ত্তি অথবা রজতময় সোমমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ঐ প্রতিমা শুভ্র বস্ত্রযুগল, শ্বেতপুষ্প ও শ্বেতচন্দনে সংযুক্ত করত ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবে। দান করিবার সময় ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা করিয়া, হে সোমরূপিন্ নারায়ণ! তোমার অনুগ্রহে লোক কেবল কান্তি কেন, সর্ব্বজ্ঞতা ও প্রিয়দর্শনতা লাভ করিয়া থাকে, অতএব তোমাকে নমস্কার" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদান করিবে।

মহারাজ! ব্রতান্তে এইরূপ দান করিলেই লোক কান্তিমান্ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অত্রিতনয় সোমদেব এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহাতে ভগবান নারায়ণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার যক্ষ্মারোগ অপনয়ন পূর্ব্বক অমৃত নামক কলা প্রদান করেন। তাহাতেই চন্দ্রমা সেই কলালাভে সোমত্ব ও দ্বিজরাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অশ্বিনীকুমার যুগলকে দ্বিতীয়া তিথিতে সোমভুক্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। উহাঁরা উভয়ে অনন্তদেব, বিষ্ণু এবং শুক্ল পক্ষদ্বয় বলিয়া বিখ্যাত। মহারাজ! জগতে বিষ্ণু ব্যতীত আর অন্য দেবতা নাই। একমাত্র ভগবান্ পুরুষোত্তমই নামভেদে সর্ব্বঘটে অবস্থান করিতেছেন।

———

# অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

## সৌভাগ্য-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সৌভাগ্য লাভ হয়, অতঃপর সেই ব্রত বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। ফাল্গুন মাসে শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি উপস্থিত হইলে সেই দিন রাত্রিতে শুচি ও সত্যবাদী হইয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ ও উমা-মহেশ্বরের পূজা করিবে। যিনিই লক্ষ্মী, তিনিই গিরিরাজতনয়া ভগবতী এবং যিনিই হরি, তিনিই ত্রিলোচন। সমুদায় শাস্ত্রে এবং সমুদায় পুরাণে তাঁহাকে সমভাবে কীর্ত্তন করিয়াছে। যে শাস্ত্র তাহার অতিক্রম করিয়া অন্য প্রকার বর্ণন করে, সে শাস্ত্র নয়, তাহা মানবগণের রহস্যজনক কাব্য। অতএব বিষ্ণুই রুদ্র এবং লক্ষ্মীই গৌরী। যে ব্যক্তি ইহার অন্যথাচরণ করে, লোকে তাহাকে নরাধম ও সর্ব্বধর্ম্ম-বর্জ্জিত নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

মহারাজ! যিনি হর, তিনিই হরি এবং যিনি গৌরী, তিনিই লক্ষ্মী এইরূপ ভাবিয়া যত্নপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সেই সলক্ষ্মীক পরমেশ্বর নারায়ণকে বক্ষ্যমান মন্ত্রে পূজা করিবে। গম্ভীরায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, সুভগায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, দেবদেবায় নমঃ বলিয়া উদর, ত্রিনেত্রায় নমঃ বলিয়া মুখ, বাচস্পতয়ে নমঃ বলিয়া মস্তক এবং রুদ্রায় নমঃ বলিয়া তাঁহার সর্ব্ব শরীর পূজা করিবে। এই রূপে ক্রমে লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ ও গৌরীর সহিত মহেশ্বরকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা

করিয়া তাহার পর তাঁহার সম্মুখে মধু ও তিল-সংযুক্ত ঘৃত-দ্বারা "সৌভাগ্যপতয়ে স্বাহা" বলিয়া হোম করিবে। এই-রূপে পূজা শেষ হইলে ভূমিতলে অলবণ ও অতৈল গোধূমান্ন ভোজন করিবে। শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়াতে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়াতেও ঐরূপ আচরণ করিবে। এই-রূপে চারি মাস অতীত হইলে আষাঢ়ী দ্বিতীয়া হইতে চারি মাস যবান্নের পায়স ভোজন করিবে। তাহার পর কার্ত্তিক হইতে তিন মাস সংযত ও শুচি হইয়া শ্যামাক ভোজন করিবে। অনন্তর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথি সমাগত হইলে একত্র স্বর্ণময় গৌরী ও মহেশ্বরের অথবা লক্ষ্মীসংযুক্ত নারা-য়ণের প্রতিমূর্ত্তি যথাসাধ্য প্রস্তুত করাইয়া, যে ব্রাহ্মণ সৎ, বিচক্ষণ, অন্নবর্জ্জিত, বেদপারদর্শী ও সদাচারনিরত হইবেন, অথবা যিনি শুদ্ধ শুদ্ধাচার ও বিষ্ণুপরায়ণ হইবেন, তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবে। স্বর্ণপ্রতিমা-প্রদানের সময়, আর ছয়টী পাত্র প্রদান করিতে হয়। উহার প্রথমটি মধুপূর্ণ, দ্বিতীয়টি ঘৃতপূর্ণ, তৃতীয়টি তিলতৈল পূর্ণ, চতুর্থটি গুড়পূর্ণ, পঞ্চমটি লবণ-পূর্ণ, এবং ষষ্ঠটি গোক্ষীরপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। ঐ সমস্ত পূর্ণ পাত্র প্রদান করিলে প্রদাতা বা প্রদাত্রী সপ্তজন্মান্তরেও সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যশালী হইয়া থাকে।

---

# ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

## অবিঘ্ন-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! সম্প্রতি যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সমুদায় বিঘ্ন বিদূরিত হয়, সেই বিঘ্ননাশন ব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ফাল্গুন মাসের চতুর্থী দিনে এই বিঘ্নবিনাশন ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্ত দিনের পর রাত্রিকালে তিলান্ন পারণা করিবে। তিলান্নে হোম করিবে এবং ব্রাহ্মণকে তিলান্ন প্রদান করিবে। চারি মাস এই ব্রত পালন করিয়া পরিশেষে পঞ্চম মাসে সুবর্ণনির্ম্মিত গজাননের অর্চ্চনা করিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবে। গণপতি প্রদানের সময় পঞ্চ পায়সপাত্র এবং পঞ্চ তিলপাত্র প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিলে আর কোন বিঘ্নই ব্রতকর্ত্তাকে আক্রমণ করিতে পারে না। সগর রাজা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুর-সংহার-সময়ে ভগবান্ রুদ্র এই ব্রত পালন করিয়া অবলীলাক্রমে ত্রিপুরাসুরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন। আমিও সমুদ্র পান করিবার সময় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে কত শত মহীপাল, কত শত তপোধন এবং কত শত জ্ঞানার্থি-গণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

মহারাজ! বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত শৌর্য্যশালী, ধীরস্বভাব লম্বোদর একদন্ত গজাননের পূজা করিয়া হোম করা কর্ত্তব্য।

ইহা করিলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় বিঘ্ন বিদূরিত হয়। গজাননদানে লোক কৃতার্থ হইয়া থাকে।

## ষষ্টিতম অধ্যায়।

### শান্তি-ব্রত।

মহারাজ ! এক্ষণে যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে গৃহিগণের কামনা সুসিদ্ধ হয়, এক্ষণে সেই শান্তিব্রতের বিবরণ বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ পালন করিতে হয়। উষ্ণ—অর্থাৎ অগ্নিপক্ক সামগ্রী ভক্ষণ না করাই এ ব্রতের বিধি। রজনীযোগে শেষোপরিস্থিত দেবাদিদেব হরিকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। অনন্তায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, বাসুকয়ে নমঃ বলিয়া কটিদেশ, তক্ষকায় নমঃ বলিয়া জঠর, কর্কোটকায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, পদ্মায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠ, মহাপদ্মায় নমঃ বলিয়া বাহুযুগল, শঙ্খপালায় নমঃ বলিয়া মুখ এবং কুটিলায় নমঃ বলিয়া মস্তক পূজা করিবে। এইরূপে বিষ্ণুর সহিত অনন্তদেবকে পূজা করিয়া পুনরায় পৃথক ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। দুগ্ধ দ্বারা শেষদেবের স্নান করাইবে কিন্তু শ্রীহরির নামোল্লেখ না করিরা করিবে না। শ্রীহরিসমম্বিত অনন্তদেবের পুরোভাগে সতিল দুগ্ধে হোম করিবে। সংবৎসর কাল এইরূপ নিয়মে চলিবার পর ব্রাহ্মণ ভোজন

করাইবে। কাঞ্চনময় নাগপ্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিবে। মহারাজ! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ নিয়মে এই শান্তি-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, শান্তিদেবী নিশ্চয়ই তাঁহার হস্তগত হন এবং নাগগণ হইতে তাঁহার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না।

## একষষ্টিতম অধ্যায়।

### কাম্য ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সঙ্কল্প করিবামাত্র মনস্কামনা সুসিদ্ধ হয়, এক্ষণে সেই কাম-ব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পৌষমাসের শুক্ল পক্ষীয় পঞ্চমীতে ভোজন করিয়া তৎপর দিবস ষষ্ঠী তিথিতে ফলমাত্র ভক্ষণ করিবে। এক বৎসর কাল এইরূপে কেবল ফলাশনে ষষ্ঠী তিথি যাপন করিবে। তাহার পর দিন যতবাক্ হইয়া শুদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে, অথবা ব্রাহ্মণগণের সহিত এক দিবস অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন কেবল ফলাশনে অতিবাহিত করিয়া পর দিবস সপ্তমীতে পারণা করিবে। এক বৎসর কাল ঐ রূপ নিয়মে গুহরূপী কেশবকে অর্চ্চনা করিয়া ব্রত পালন করিবে। ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়, সেনানী, কৃত্তিকাতনয়, কুমার ও স্কন্দ এই সকল নাম উল্লেখ করিয়া নারায়ণেরই রূপান্তর পূজা করিবে। এইরূপে ব্রত সমাপন হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন

সম্পাদন করিবে। অনন্তর সুবর্ণনির্ম্মিত ষড়ানন-প্রতিমূর্ত্তি আচার্য্যের হস্তে এই বলিয়া সমর্পণ করিবে যে, "হে দেব কুমার ! আমি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার এই প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ-হস্তে সমর্পণ করিতেছি যেন আমার সমুদায় আশা পরিপূর্ণ হয়। বিপ্রবর ! আর বিলম্ব করিবেন না, এই গ্রহণ করুন"।

মহারাজ ! এইরূপে পূজা করিয়া ঐ স্বর্ণময় ষড়ানন ব্রাহ্মণ হস্তে সমর্পণ করিলে ঐহিক আশা সকল পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এমন কি অপুত্র ব্যক্তি পুত্র, নির্দ্ধন ব্যক্তি ধন এবং রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি রাজত্ব লাভ করিয়া থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তী নল ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া যখন ঋতুপর্ণ রাজার ভবনে অবস্থান করেন, তখন এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতেই পুনরায় তাঁহার রাজত্ব লাভ হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য রাজ্যভ্রষ্ট নরপতিরাও এই ব্রতবলে পুনর্ব্বার স্ব স্ব রাজ্য স্ববশে আনয়ন করিয়াছেন।

## দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

### আরোগ্য-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে সর্ব্বপাপ-বিনাশন অতি পবিত্র আরোগ্য নামক অপর এক ব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ব্রতে হে আদিত্য ! হে ভাস্কর ! হে রবে ! হে সূর্য্য ! হে দিবাকর ! হে প্রভাকর ! তোমাকে

পূজা করি, এই বলিয়া অর্চ্চনা করণানন্তর এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ষষ্ঠী দিনে সংযম করিয়া সপ্তমী দিবসে অনাহারে ভানুকে পূজা করত অষ্টমী দিবসে ভোজন করিবে, ইহাই এই ব্রতের বিধি। যিনি এই নিয়মে সংবৎসর কাল রবিকে অর্চ্চনা করেন তাঁহার ইহলোকে আরোগ্য, ধন ও ধান্য লাভ এবং পরলোকে তাদৃশ পুণ্যস্থান লাভ হইয়া থাকে যে, তথা হইতে আর তাহাকে ধরায় প্রত্যাগমন করিতে হয় না। মহারাজ! পূর্ব্বে অনরণ্য নামে মহাবল পরাক্রান্ত সার্ব্বভৌম এক রাজা ছিলেন। তিনিই পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে দিবাকরকে অর্চ্চনা করিলে, ভাস্কর দেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আরোগ্য প্রদান করেন।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, মুনিবর! রাজা অনরণ্য কি রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন? কিরূপেই বা আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন? তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া রোগাক্রান্ত হইলেন কেন?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! মহাবল মহীপতি পূর্ব্বে একদিন দেবগণনিষেবিত দিব্য মানস সরোবরে গমন করেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, সরোবরের মধ্যভাগে প্রকাণ্ড এক শ্বেত পদ্ম বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দ্বিভুজ এক পুরুষ তথায় অবস্থান করিতেছেন। উহাঁর সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কিন্তু তথাপি যেন তেজঃপ্রভায় সমস্ত উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে রাজা সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সারথে! তুমি ত্বরায় আমার নিমিত্ত ঐ পদ্মপুষ্পটী আনয়ন কর। আমি এই পদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া

সকলের নিকট শ্লাঘ্য হইব। অতএব তুমি আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিও না।

রাজা এই কথা বলিলে, সারথি সেই পদ্মানয়নার্থ সরোবরে অগ্রসর হইল। অনন্তর নিকটবর্ত্তী হইয়া যেমন পদ্ম স্পর্শ করিল, অমনি তন্মধ্য হইতে এমন এক হুঙ্কার শব্দ সমুত্থিত হইল যে, তাহাতেই সারথির পঞ্চত্ব লাভ এবং নরপতির কুষ্ঠ রোগ প্রাপ্তি হইল। রাজার আর সে বল বীর্য্য রহিল না, শরীর একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন অনরণ্য তদ্দর্শনে সাতিশয় শোকার্ত্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে ঐ বিষয় আন্দোলন করিতেছেন, ইত্যবসরে ব্রহ্মপুত্র মহাতপা বশিষ্ঠ সহসা তথায় সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, রাজন্! ইতিপূর্ব্বে তুমি ত পরম রূপবান্ ছিলে? এক্ষণে তোমার দেহ এরূপ বিরূপ হইল কেন?

রাজা অনরণ্য বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পদ্মের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ তৎ শ্রবণে নরপতিকে কহিলেন, রাজন্! তুমি সাধু আবার অসাধু। তোমার শরীরে পাপস্পর্শ হইয়াছে, সেই নিমিত্ত তুমি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছ।

মহর্ষি এইরূপ কহিলে নরপতি কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, মুনিবর! কেনই বা আমাকে সাধু এবং কেনই বা আমাকে অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? কেনই বা আমি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলাম? সমুদায় বিবৃত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, নরপতে! এই ত্রিলোকবিখ্যাত পদ্ম ব্রহ্মা হইতে সম্ভূত হইয়াছে। এই পদ্ম দর্শন করিলে, সমুদায় দেবতার দর্শন লাভ হয়। এই সরোবরে ছয় মাস কাল এই পদ্ম

দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দর্শন করিবামাত্র যে ব্যক্তি জলে নিমগ্ন হয়, তাহার আর পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না। সে একেবারে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করে। প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মার মূর্ত্তি সলিলে নিবিষ্ট ছিল, এক্ষণে ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জলে মগ্ন হইলে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। রাজন্! তোমার সারথি ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া জলে মগ্ন হইয়াছে; আর তুমি উঁহাকে বিনাশ করিবার বাসনায় জলে প্রবেশ করিয়াছ, সুতরাং দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার শরীরে পাপস্পৃষ্ট হইয়াছে, তুমি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছ। মহারাজ! তুমি প্রথমে ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাকে "সাধু" এবং দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ মোহে অভিভূত হইয়াছ, সেই নিমিত্ত, "অসাধু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠদেব মহীপতি অনরণ্যকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে নরপতিও সেই কথা শ্রবণে পরম প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন তথায় গমনাগমন করিতে করিতে সাক্ষাৎকার লাভ হইল। দেবগণও ঐ পদ্মকে কাঞ্চন পদ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বলিয়া থাকেন যে, এই ব্রহ্মপদ্ম এবং পদ্মগত হরিকে দর্শন করিলে আমরা পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইব। আর আমাদিগকে স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে হইবে না।

মহারাজ! কুষ্ঠরোগের অন্য কারণও নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। স্বয়ং আদিত্যদেব ঐ পদ্মের গর্ভে বিরাজমান ছিলেন। তদ্দর্শনে রাজা "ইনিই শাশ্বত পরমাত্মা, ইহাঁকে মস্তকে ধারণ করিলে খ্যাতি লাভ করিতে পারিব" এই মনে

করিয়া তুমি সারথিকে পদ্ম গ্রহণে প্রেরণ করিয়াছিলে, সুতরাং সারথি পদ্ম স্পর্শ করিবামাত্র পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে এবং তুমি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছ। অতএব মহারাজ! তুমি এই আরোগ্য-ব্রতের অনুষ্ঠান কর, এই ব্রত করিলে অনায়াসে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইবে।

# ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

## পুত্রপ্রাপ্তি-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! আর এক প্রকার পুত্রপ্রাপ্তি-ব্রতের কথা বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয় অষ্টমীতে এ ব্রত পালন করিতে হয়। সপ্তমী তিথিতে সঙ্কল্প করিয়া পরদিন অষ্টমীতে দেবকীর অঙ্কে আসীন মাতৃগণ-পরিবেষ্টিত হরিকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর কৃষ্ণতিল ও যব ঘৃতসংযুক্ত করিয়া শ্রীহরির হোম করত স্বীয় শক্ত্যনুসারে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। তাহার পর স্বয়ং প্রথমে উৎকৃষ্ট বিল্ব ভোজন করিয়া পরে স্নেহাদি নানাবিধ রসযুক্ত অন্যান্য সামগ্রী ইচ্ছামত ভোজন করিবে। এইরূপে সংবৎসর কাল প্রতি মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে উপবাস করিয়া হরিকে অর্চ্চনা করিলে অপুত্র ব্যক্তি পুত্রবান্ হইয়া থাকে।

মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা শূরসেন

অপুত্রতানিবন্ধন হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া কঠোর তপস্থা অবলম্বন করেন। তপশ্চরণ করিতে করিতে দেবাদিদেব মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া উমার সহিত তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু প্রথমে উপস্থিত হইয়াই জিজ্ঞাসিলেন, রাজন্! তুমি কি নিমিত্ত এই কঠোর তপস্থা অবলম্বন করিয়াছ? সত্য করিয়া বল, তাহা হইলে আমি তোমাকে অভীষ্ট প্রদান করিব। রাজা মহাদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন, "ভগবন্! আমি অপুত্র বলিয়া এইরূপ তপস্যা করিতেছি"। তখন দেবাদিদেব নরপতিকে এই ব্রতের ব্যবস্থা প্রদান করিলে, রাজা শূরসেন ইহার অনুষ্ঠান করিয়া অতি ভাগ্যধর বিবিধ ব্রতবান্ বসুদেব নামে পুত্র লাভ করেন এবং পরিণামে সেই পুত্রই তাঁহার নির্ব্বাণপদ লাভের কারণ হয়। মহারাজ! এই আমি তোমায় কৃষ্ণাষ্টমী ব্রতের বিবরণ বিবৃত করিলাম, সংবৎসর অতীত হইলে, ব্রাহ্মণকে গোধনযুগল প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট অপুত্র-ব্রতের কথা কীর্ত্তন করিলাম। ইহার অনুষ্ঠানে মানব সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

# চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

## শৌর্য্য-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! যে শৌর্য্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে নিতান্ত ভীরু ব্যক্তিরও শূরত্ব লাভ হয়, এক্ষণে সেই অত্যুৎকৃষ্ট শৌর্য্য-ব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আশ্বিন মাসে শুক্লা সপ্তমীতে সঙ্কল্প করিয়া অষ্টমী দিনে সিদ্ধান্ন মাত্র পরিত্যাগ করিয়া নবমী তিথিতে উপবাস সহকারে ব্রতানুষ্ঠান করিবে। প্রথমতঃ ভক্তিপূর্ব্বক মহামায়া মহাপ্রভা মহাভাগা দেবী দুর্গাকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এইরূপে সংবৎসর কাল দেবী দুর্গার অর্চ্চনা করিয়া যথাবিধি উপবাস করিবে। পরে ব্রত সমাপ্ত হইলে স্বীয় শক্তি অনুসারে কুমারীগণকে বস্ত্র ও স্বর্ণাভরণে অলঙ্কৃত করিয়া ভোজন করাইবে, এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকট "হে দেবি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও" এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মহারাজ! এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তিও পুনরায় রাজ্য, অবিদ্য ব্যক্তি বিদ্যা এবং ভীরু ব্যক্তি শৌর্য্য লাভ করিয়া থাকে, তাহার আর সংশয় নাই।

# পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

## সার্ব্বভৌম ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে মহীপতি সার্ব্বভৌম হইতে পারেন, এক্ষণে সেই সার্ব্বভৌম-ব্রতবৃত্তান্ত বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমীতে সমস্ত দিন অনাহারে যাপন করিয়া রজনী-যোগে নিয়মিত আহার করিবে। দিবসে নানাবিধ পুষ্পে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া পরিশেষে সেই ব্রত-বান্ নরপতি প্রত্যেক দিকে বিশুদ্ধ বলি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহা-দিগের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে, হে দিক্‌সকল! তোমরা জন্ম জন্ম আমার নিকট অবস্থান কর। এইরূপ প্রার্থনা করিবার পর বলি প্রদান করিয়া রাত্রিকালে প্রথমে সুসংস্কৃত দধিযুক্ত অন্নমাত্র ভোজন করিয়া পরিশেষে ইচ্ছা-মত ভোজন করিবে।

মহারাজ! যে নরপতি সংবৎসর কাল এইরূপ নিয়মে ব্রতানুষ্ঠান করেন, দিগ্বিজয় তাঁহার হস্তগত। যে ব্যক্তি অগ্র-হায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া সম্বৎ-সর কাল সমুদায় শুক্লা একাদশী যথাবিধি অনাহারে যাপন করেন, ধনপতি কুবের পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিমত ধন প্রদান করিয়া থাকেন। আর যিনি কি শুক্লপক্ষীয়, বা কৃষ্ণপক্ষীয় উভয় একাদশীই অনাহারে ক্ষেপণ করিয়া দ্বাদশী দিবসে পারণা করেন, তাহাকে বৈষ্ণব ব্রত কহে। অর্থাৎ তাহাতে বিষ্ণু পরম পরিতুষ্ট হন। এরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিলে ঘোর-

তর পাতক সকল একেবারে বিদূরিত হয়। ) ত্রয়োদশী দিবসে নক্তব্রত প্রতিপালন করিবার নাম ধর্ম্মব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে আরম্ভ করিয়া কি শুক্ল, কি কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে সম্বৎসর কাল নক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে রৌদ্রব্রত কহে। অর্থাৎ তাহাতে রুদ্রদেব পরম পরিতুষ্ট হন। আর শুক্ল পক্ষীয় পঞ্চদশী অর্থাৎ পূর্ণিমা এবং কৃষ্ণ-পক্ষীয় পঞ্চদশী অর্থাৎ অমাবস্যায় নক্তব্রত অবলম্বন করাকে পিতৃব্রত কহে। অর্থাৎ ইহাতে পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

মহারাজ! যে ব্যক্তি পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ যে পরিমাণে তিথি-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সেই পরিমাণে ফললাভ হইয়া থাকে। এমন কি, এক কল্প কাল এইরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সহস্র অশ্বমেধ এবং একশত রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। মহারাজ! এই সমুদায় তিথিব্রতের মধ্যে যিনি একটি মাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার শত শত পাতক বিলুপ্ত হয়। আর যে নরপতি ইহার সমুদায় ব্রত প্রতিপালন করেন, তাঁহার দেহ নির্ম্মল হইয়া থাকে এবং তিনি বিরজ-নামক লোক সকল লাভ করিয়া থাকেন।

# ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

## নারদপুরাণ-সূচনা।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, হে ধর্ম্মবিদ্ ব্রহ্মন্! যদি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা আপনার নয়ন বা জ্ঞানপথবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমায় বিস্তারিত কীর্ত্তন করুন। কারণ শ্রবণপিপাসা আমাকে একান্ত উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! আর আশ্চর্য্য কথা কি বলিব; এক ভগবান্ জনার্দ্দনই অতীব আশ্চর্য্য বস্তু। তাঁহার বিষয়েই নানাবিধ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি এবং বিদিত আছি। পূর্ব্বে নারদ ঋষি এক দিন শ্বেতদ্বীপে শঙ্খ, চক্র ও পদ্মধারী তেজঃ-পুঞ্জ কলেবর কতকগুলি পুরুষ দর্শন করিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহাঁদিগের মধ্যে ইনিই বিষ্ণু, কি ইনিই বিষ্ণু, কি ইনিই বিষ্ণু; কে বিষ্ণু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাই হউক এক্ষণে সেই শঙ্খচক্র-গদাধর দেব কৃষ্ণকে আরাধনা করি, তাহা হইলেই কে পরম দেব প্রভু নারায়ণ, তাহা অনায়াসেই জানিতে পারিব। এই-রূপ স্থির করিয়া ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ সেই পরমেশ্বর দেব শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। গলদশ্রুনয়নে ধ্যান করিতে করিতে দেবমানের সহস্র বৎসর সমতীত হইল। তখন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহি-লেন, হে ব্রহ্মসুত! হে মহামুনে! তোমার অভিমত বর কি, প্রার্থনা কর, আমি এই ক্ষণেই প্রদান করিতেছি।

ঋষিবর নারদ কহিলেন, ভুবনেশ্বর! অচ্যুত! আমি দেব-

মানের এক সহস্র বৎসর তোমার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম, এক্ষণে যদি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাক, বল দেখি, তোমায় লাভ করিবার সহজ উপায় কি ?

দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, দ্বিজবর ! যাহারা পৌরুষ-সূক্ত অবলম্বন করিয়া আমার উপাসনা বা সংহিতা অধ্যয়ন করে, তাহারা অবিলম্বেই আমাকে প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ আমি সর্ব্বদাই তাহাদিগের সমীপে বিদ্যমান থাকি। এমন কি বেদশাস্ত্র আয়ত্ত করিতে না পারিয়া যদি পঞ্চরাত্র মাত্র অবলম্বন করে, অর্থাৎ পঞ্চরাত্র কথিত নিয়মানুসারে আমার উপাসনা করে, তাহা হইলেও তাহারা অচিরে আমাকে লাভ করিতে পারে ; কিন্তু পঞ্চরাত্র কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, শূদ্রের নিমিত্ত নহে। আমার নামোচ্চারণ ভিন্ন শূদ্রগণের অন্য পূজার প্রয়োজন নাই। দ্বিজবর ! আমি পূর্ব্বকল্পে এইরূপ পুরাতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছি যে, যদি সহস্র লোকের মধ্যে কেহ পঞ্চরাত্র গ্রহণ করে, কর্ম্মক্ষয়ের পর যদি কেহ আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে এই পঞ্চরাত্র নিয়ত তাহার অন্তরে জাগরূক থাকিবে। তদ্ভিন্ন যাহারা রাজস বা তামস ভাবের বশীভূত হয়, তাহারা কখনও আমার প্রতি আসক্ত হয় না। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে সত্ত্বগুণের আধিক্য, সুতরাং সত্ত্বগুণাবলম্বীরা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলিযুগে রজ ও তমোগুণেরই প্রাবল্য ; সুতরাং তাহারা আমাকে লাভ করিতে পারে না। বৎস নারদ! সম্প্রতি তোমায় অন্য বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার নির্দ্দিষ্ট পঞ্চরাত্র বৃত্তান্ত যদিও পরম দুর্ল্লভ, তথাপি আমি

বলিতেছি যে, আমার অনুগ্রহে ইহা তোমার অনায়াসলভ্য হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। বৎস! বেদশাস্ত্র, পঞ্চরাত্র, ভক্তি ও যজ্ঞ এই সকল উপায়ে আমি মানবগণের সুখলভ্য হইয়া থাকি; নতুবা অযুতকোটি বৎসরেও কেহ আমাকে লাভ করিতে পারে না।) মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ নারদকে এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে নারদও স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন।

## সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ঃ।

### বিষ্ণুর আশ্চর্য্য মহিমা।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ভগবন্! সিত ও অসিত নামক যে দুই স্ত্রী জগতে বিদ্যমান আছেন তাঁহারা কে? তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত শুভদাত্রী? কোন পাবন পুরুষ সপ্তধা বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন? যিনি দুই দেহ ও ষট্ মস্তক ধারণ করিয়া দ্বাদশধা বিভক্ত হইয়াছেন, তিনি কে? চন্দ্র ও সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া যে দাম্পত্য হয়, সে দাম্পত্য কি? কাহাহইতে এই জগত বিতত হইল।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন! তুমি যে সিত ও অসিত নাম্নী দুই স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, উহারা দুই ভগিনী। উহাদিগের বর্ণ দুই প্রকার। ঐ নারীকে রাত্রি কহে। আর যে একমাত্র পুরুষ সপ্তধা বিভিন্ন হইয়া রহিয়াছেন; তিনি সপ্ত

সমুদ্র। আর যিনি দুই দেহ ও ষট্ মস্তক ধারণ করিয়া দ্বাদশধা বিভক্ত হইয়াছেন, তিনি সংবৎসর। তাঁহার দুই গতিই দুই শরীর, এবং ছয় ঋতু তাঁহার ছয় মুখ। আর যে দম্পতীর কথা কহিলেন, উহাঁরা দিবাকর ও নিশাকরনিষ্ঠ অহোরাত্র। আর যাঁহাহইতে এই জগতের আবির্ভাব হইয়াছে তিনিই পরম দেব বিষ্ণু। বেদবিবর্জ্জিত অসাধু ব্যক্তিরা কখনও তাঁহাকে দর্শন করিতে পায়না।

# অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

## পূর্ব্বতন ইতিহাস।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, মুনিবর! যে পরমাত্মা দেব সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন, সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে তাঁহাকে কিরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়? যুগে যুগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের আচার কিপ্রকার? বিজাতীয় স্ত্রী-সংসর্গে কি প্রকারে ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধি লাভ হয়?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! সত্যযুগে সাত্ত্বিক ধর্ম্ম, ত্রেতা-যুগে সাত্ত্বিক ও রাজসিক, দ্বাপরে কেবল রাজসিক, আর কলিযুগে কেবল তামসিক ধর্ম্ম।

মতিমন্! পৃথু, ইক্ষ্বাকু ও সর্যাতি প্রভৃতি ধার্ম্মিক নর-পতিরা যখন রাজপদে আসীন, তখন সত্যযুগ। সত্যযুগে সাত্ত্বিক বৃত্তিই তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন। মান্ধাতা, বাণ,

সগর ও হৈহয় প্রভৃতি রাজন্যগণ যখন সিংহাসনে অধিরূঢ়, তখন সাত্ত্বিকী ও রাজসী উভয় বৃত্তিই তাঁহাদিগের অবলম্বন। যখন যুধিষ্ঠির ও জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত, তখন দ্বাপরযুগ। দ্বাপরযুগেই রাজসী বৃত্তি তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন। আর যখন বেদ, বামন, দণ্ড ও সৌবল প্রভৃতি নরপতিগণ সিংহাসন অধিকৃত করিয়াছেন, তখন কলি প্রবৃত্ত; সুতরাং কলিবৃত্তি অর্থাৎ তামসী বৃত্তিই তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন। (ধর্ম্ম সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলিযুগে একপাদ। বিষ্ণু সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরে পিঙ্গলবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহাকে সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় ধ্যান, দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিতে দানাদি ধর্ম্ম দ্বারা আরাধনা করিতে হয়।) মহারাজ! এই রূপে যুগে যুগে তাঁহাকে বিভিন্ন প্রকারে আরাধনা করিতে হয়। মানবগণ যুগে যুগে যেরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ সত্যযুগে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন ও যোগাবলম্বন প্রভৃতি কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া থাকে; দ্বাপরে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞে দক্ষিণাদান, ব্রত ও যাগযজ্ঞাদি কার্য্যে তৎপর হইয়া থাকে; কলিযুগে লোক কেবল কাম, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ও লোভপরায়ণ হইয়া থাকে। এক্ষণে কলির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। কলিযুগে লোক প্রায়ই বিধর্ম্মী হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ প্রায়ই জাতিভ্রষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণ এই যুগে অগম্যাগমন, মিথ্যাকথন ও স্বগোত্র-বিবাহ-জনিত দোষে লিপ্ত হইয়া

থাকেন। নরপতিগণ সতত ধনলুব্ধ হইয়া ব্রহ্মহিংসা করিয়া থাকেন। বৈশ্যগণ সত্যের দিকে পদার্পণ করেন না। শূদ্রগণ ঘোরতর অভিমানী ও গর্ব্বিত হইয়া উঠে। এ সময় ব্রাহ্মণগণের কিছুমাত্র আচার থাকে না; প্রত্যুতঃ একেবারে খাদ্যাখাদ্য বিচারশূন্য হইয়া উঠেন এবং বলিয়া থাকেন "সুরাপানের দোষ কি?" তখন লোকের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ অগম্যাগমন করিয়া আবার কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন? কোন্ রমণী গম্য ও কোন্ রমণীই বা অগম্য?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! (ব্রাহ্মণ চারিবর্ণে, ক্ষত্রিয় তিন বর্ণে এবং বৈশ্য দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু শূদ্র এক বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণে বিবাহ করিতে পারে না।) ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যের এবং বৈশ্যা শূদ্রের অগম্য। ফলতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনুও বলিয়াছেন যে, অধম বর্ণ কখনও উত্তম বর্ণের স্ত্রীগমন করিবে না। মাতৃ ও পিতৃস্বসা, শ্বশ্রূ, ভ্রাতৃপত্নী, স্বগোত্রজা, পুত্রবধূ, দুহিতা, মিত্রপত্নী, রাজপত্নী ও ভগিনী এবং অধমবর্ণের পক্ষে উত্তমবর্ণা স্ত্রী ইহারা অগম্যা —অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক ইহাদিগের নিকট গমন পরিত্যাগ করিবে। রজকী প্রভৃতি নীচ স্ত্রীও অগম্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অগম্যাগমন করিলে পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। এমন কি বিযোনি গমন করিলে, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য বিলুপ্ত হয়। কিন্তু শতবার প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্কর নিয়মে বহুকাল ধরিয়া ব্রাহ্মণের যে সকল পাতক সঞ্চিত হয়,

দশবার প্রণবযুক্ত গায়ত্রী জপ করিলে এবং তিন শতবার প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। প্রাণায়াম ও গায়ত্রী জপে অন্য পাতকের কথা দূরে থাক্, ব্রহ্মহত্যা পাতকও বিদূরিত হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ-পুঙ্গব ধ্যানাদি দ্বারা পরম পুরুষ নারায়ণকে বিদিত হন এবং তাঁহার পূজা করেন, তাঁহার পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ শত শত পাপের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে বিলিপ্ত হয়েন না। কারণ যে ব্যক্তি অহরহ বিষ্ণু স্মরণ, বিষ্ণুর পূজা, বেদপাঠ ও দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার আবার পাতক কি? এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও অনায়াসে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। রাজন্! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতারাও যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপ কীর্ত্তিত হইল।

## ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি দীর্ঘজীবী, অতএব আপনার শরীরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে আনুপূর্ব্বিক আমাকে সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! আমার এই দেহ বহুকল্প সমতীত করিয়াছে ও করিবে। বিশেষতঃ বেদবিদ্যানিবন্ধন

অতীব শুদ্ধি লাভ করিয়াছি। সুতরাং এ দেহে কত যে কৌতুকাবহ ঘটনা পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মহারাজ! আমি এই পৃথিবী পরিভ্রমণ উপলক্ষে এক দিন ইলাবৃত বর্ষে গমন করিলাম। ঐ বর্ষ অতি বিস্তীর্ণ এবং সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে অবস্থিত। তথায় প্রবেশমাত্র রমণীয় এক সরোবর আমার নয়নগোচর হইল। ঐ সরোবরের তীরে এক সুদীর্ঘ পর্ণকুটীর বিরাজমান। দেখিলাম, চীরবল্কলধারী, তপঃক্লশ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট এক ঋষি তথায় আসীন রহিয়াছেন। দর্শনমাত্র তিনি কে, জানিবার জন্য আমার পরম কৌতূহল উপস্থিত হইল। তখন আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ব্রহ্মন্! আমি অতি শ্রান্ত হইয়া আপনার নিকট সমাগত হইতেছি, অতএব আমাকে অতিথি সৎকার প্রদান করুন। তখন সেই তপোধন স্বাগত প্রশ্নান্তে আমাকে কহিলেন, "দ্বিজবর! এ স্থলে অগ্রসর হইয়া কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন্, আমি আপনার অতিথি সৎকার করিতেছি।" তাপস এই কথা বলিবামাত্র আমি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কুটীরে প্রবেশ ও ভূতলে উপবেশন করিলাম, এবং দেখিলাম, যেন তাঁহার কলেবর হইতে তেজঃপ্রভা বিনিঃসৃত হইতেছে। তিনি আমাকে ভূতলে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া এক হুঙ্কার শব্দ করিলেন; তৎক্ষণাৎ ভূমিতল ভেদ করিয়া পাঁচটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা উদ্গত হইল। তাহার একের হস্তে কাঞ্চনময় পীঠ, অপরের হস্তে সলিল। জলহস্তা কন্যা অল্পে অল্পে জল প্রদান করিতে লাগিল এবং অপরা আমার পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিতে

আরম্ভ করিল। অবশিষ্ট দুই জন আমার উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিয়া ব্যজনহস্তে বীজন করিতে লাগিল। তখন তাপসবর পুনরায় হুঙ্কার শব্দ করিয়া উঠিলেন, সেই হুঙ্কার শব্দের পরক্ষণেই যোজনবিস্তৃত এক সুবর্ণদ্রোণী পৃষ্ঠে এক মকর সরোবরে ভাসমান হইল। ঐ দ্রোণীর উপর শতকুম্ভ হস্তা শত নারী বিরাজমান। তখন সেই ঋষিবর আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! এ সমস্ত আপনার স্নানের নিমিত্তই পরিকল্পিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আপনি এই দ্রোণীমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নানকার্য্য সম্পাদন করুন। তখন আমি ঋষিবাক্যে যেমন দ্রোণীমধ্যে প্রবেশ করিলাম, অমনি সেই দ্রোণী সরোবরে নিমগ্ন হইল; সুতরাং আমিও নিমগ্ন হইলাম। আমি যেমন সেই জলে নিমগ্ন হইলাম, অমনি দেখিলাম, আমি সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে রহিয়াছি; সেই ঋষি তথায় আসীন রহিয়াছেন, সেই পুরীও তথায় বিরাজমান। তথায় সপ্ত সমুদ্র, অষ্ট কুলাচল ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বিরাজ করিতেছে।

মহারাজ! অদ্যাপি আমি সেই লোকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে চিন্তা করিতেছি। কবে যে আমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব, সেই চিন্তায় আমার মন একান্ত আকুল হইয়াছে। আমার দেহে যে আশ্চর্য্য ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছি, এই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয় কীর্ত্তন কর।

# সপ্ততিতম অধ্যায়।

## রুদ্রগীতা।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ভগবন্! মেরুশিখরে লোকদর্শনের পর আপনি সেই পরম পুরুষের লাভের নিমিত্ত কোন্ ব্রত বা কি তপস্যা বা কোন ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন ?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! ভক্তিভাবে হরিকে আরাধনা না করিয়া কোন লোকেরই কামনা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, হরিসাধন করিতে পারিলে সমুদায় লোক সাধকের হস্তগত হয়। এইরূপ ভাবিয়া আমি শত বর্ষ পর্য্যন্ত ভূরিদক্ষিণক বিবিধ যজ্ঞে সেই সনাতন যজ্ঞমূর্ত্তি জনার্দ্দন বিষ্ণুকে আরাধনা করিতে লাগিলাম। বহু কালের পর এক দিন ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিলে তাঁহারা সকলেই সমাগত হইয়া স্ব স্ব স্থানে আসীন হইলেন। ঐ সময় দেবাদিদেব বিরূপাক্ষ ত্র্যম্বক নীললোহিত ভগবান্ বৃষভধ্বজ তথায় সমাগত হইলেন। তিনিও স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন।

মহারাজ! এইরূপে দেবগণ, ঋষিগণ ও মহোরগগণ আগমন করিয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলে, ত্রসরেণু প্রমাণ পদ্ম সম্ভব ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগী ভগবান সনৎকুমার সূর্য্যসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক অবনতমস্তকে রুদ্রদেবের চরণে প্রণাম করিলেন। আমি এইরূপে সমস্ত দেবতা, নারদাদি সমুদায় ঋষি এবং রুদ্রদেব ও সনৎকুমারকে দর্শন করিয়া কহিলাম, সুরসত্তম! আপনাদিগের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রধান ও কাহাকেই বা সর্ব্বাগ্রে পূজা করিতে হইবে ?

আমি এইরূপ কহিলে রুদ্রদেব সমুদায় সুরগণের সমক্ষে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, সমুদায় দেবসমাজ, সমুদায় দেবর্ষিসমাজ, সমুদায় ব্রহ্মর্ষিসমাজ; যাঁহারা এস্থলে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন, এবং হে মহাবুদ্ধে অগস্ত্য! তুমিও, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়, যাঁহাহইতে সমুদায় জগৎ সংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে, আবার সত্বর সমুদায় জগৎ যাঁহাতে বিলীন হয়, সেই সর্ব্বরূপী জনার্দ্দন নারায়ণই সমস্ত দেবতার অগ্রগণ্য। তিনি সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ে আপনাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এক মূর্ত্তি রজ ও তমোগুণের এবং অপর মূর্ত্তি রজ ও সত্ত্ব গুণের আশ্রয়। তিনি স্বীয় নাভিকমল হইতে কমলাসন ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রজ ও তমোগুণের আধারস্বরূপ আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর যাহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণ তাহাই তিনি—অর্থাৎ হরি। যিনি হরি তিনিই পরম পদ। একত্র মিলিত সত্ত্ব ও রজোগুণই পদ্মযোনি ব্রহ্মা। যিনিই ব্রহ্মা তিনিই রুদ্র এবং যিনিই রুদ্র তিনিই ব্রহ্মা। ফলতঃ একত্র মিলিত রজ ও তমোগুণই আমার স্বরূপ, তাহার আর সংশয় নাই। সুতরাং এই জগৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্বগুণ নারায়নস্বরূপ; সুতরাং সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিলেই সমুদায় জীব মুক্ত হয়; আর রজোগুণ সত্ত্বগুণের সহিত মিলিত হইলেই সৃষ্টিকার্য্য সাধিত হইতে থাকে। সমুদায় শাস্ত্রে উহাই পিতামহ ব্রহ্মার কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর যাহা বেদবহির্ভূত কার্য্য, তাহাই রৌদ্রকার্য্য। রৌদ্রকার্য্য

লোকের ইষ্টদায়ক নহে। ফলতঃ যাহাতে রজোগুণের সম্পর্কমাত্র নাই, শুদ্ধ তমোগুণ, তাহাই লোকের কি ইহকাল, কি পরকাল, উভয়ত্রই দুর্গতিনিদান। সত্ত্বগুণ নারায়ণাত্মক, সুতরাং সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ নারায়ণ, যজ্ঞস্বরূপ। সত্যযুগে নারায়ণকে শুদ্ধ সূক্ষ্মরূপে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞরূপে, দ্বাপরে পঞ্চরাত্র সহকারে এবং কলিযুগে মংক্রুত বিবিধ তামসিক ভাবে দ্বেষবুদ্ধিতে তাঁহাকে আরাধনা করে। নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেবতা আর হয় নাই, হইবেও না। (যিনিই বিষ্ণু, তিনিই ব্রহ্মা, যিনিই ব্রহ্মা, তিনিই মহেশ্বর।) কি বেদত্রয়, কি যজ্ঞ, কি পণ্ডিতগণ, সকলেই এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকেন। দ্বিজবর! (যিনি আমাদিগের তিন জনের মধ্যে ভেদকল্পনা করেন, তিনিই পাপাত্মা, তিনিই দুষ্টবুদ্ধি এবং চরমে তাঁহারই নিতান্ত দুর্গতি লাভ হইয়া থাকে।)

হে অগস্ত্য! যে কল্পে মানবগণ হরিভক্তিবিহীন হইবে, এক্ষণে সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভূলোকনিবাসী মানবগণ হরিকে অর্চ্চনা করিয়া ভুবর্লোক প্রাপ্ত হন, আবার তথায় ঐ কেশবের আরাধনা করিয়া স্বর্গগতি লাভ করেন। এইরূপে ক্রমেই মানবগণের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং মুক্তি ক্রমেই সকলের হস্তগত হইয়া উঠিল। সকলেই দেবত্ব লাভ করিতে লাগিল। তখন দেবগণ প্রযতভাবে হরির আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলে, সনাতন শ্রীহরি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। হইয়া কহিলেন, হে যোগনিরত সুর-

সমাজ! এক্ষণে তোমাদিগের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে ব্যক্ত কর।

তখন দেবগণ সেই দেবপ্রধান পরমেশ্বর শ্রীহরির চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেবাদিদেব! এক্ষণে সমুদায় লোক মুক্তিপথের পথিক হইয়া উঠিয়াছে; অতএব সকলেই যদি মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে আর কে নরকে বাস করিবে? কিরূপেই বা সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবাহিত হইবে?

জনার্দ্দন নারায়ণ (দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই বহুতর লোক আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কলিযুগে আমাকে আশ্রয় করে এরূপ লোক অতি বিরল।) যে মোহে লোক সকল বিমুগ্ধ হইবে, আমি শীঘ্রই সেই মোহের সৃষ্টি করিতেছি। হে মহাবাহো রুদ্রদেব! তুমিও বিমুগ্ধ কর শাস্ত্র সকল প্রস্তুত, এবং সহজ উপায় প্রদর্শন করিয়া লোক-দিগকে মুগ্ধ কর।

এই বলিয়া সেই পরমেষ্ঠী দেব নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন, কেবল আমিই প্রকাশমান রহিলাম, সেই অবধি আমার প্রাদুর্ভাব বাড়িল। সমুদায় লোকই মৎপ্রণীত শাস্ত্রে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। (যাহারা বেদোক্ত পথ ও নারায়ণ উভয়কে সমভাবে সন্দর্শন করে, তাহারাই মুক্ত হয়।) দ্বিজবর! যাহারা আমাকে নারায়ণ ও ব্রহ্মা হইতে বিভিন্নভাবে ভজনা করে, তাহারাই পাপী এবং তাহারাই নিরয়গামী হইয়া থাকে। যাহারা বৈদিক পথ পরিত্যাগ করে, আমি কেবল তাহাদিগকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত নীতিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র প্রকাশিত

করিয়াছি। মৎকৃত বেদবিরুদ্ধ পাপজনক শাস্ত্র পশুধর্ম্মাবলম্বী দিগের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। একমাত্র পতনকারণ ঐ শাস্ত্রকে পাশুপত শাস্ত্র কহে। বেদই আমার মূর্ত্তি স্বরূপ, কিন্তু যে দুরাত্মারা বেদাবিরোধী হইয়া আমাকে অযথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে; তাহারা কখনই আমার স্বরূপ জ্ঞানে সমর্থ নহে। বেদবেদী ব্রাহ্মণ ভিন্ন আমার স্বরূপ জ্ঞান অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমিই তিন যুগ, আমিই ব্রহ্মা, আমিই বিষ্ণু, আমিই সত্ত্ব রজ তম গুণত্রয়, আমিই তিন বেদ, আমিই তিন অগ্নি, আমিই তিন লোক, আমিই ত্রিসন্ধ্যা, আমিই তিন বর্ণ, আমিই ত্রিসবন। এই জগৎ ত্রিবিধরূপে আমাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। যাহারা নারায়ণকে, পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে ও আমাকে বিভিন্নভাবে ভাবনা করে, তাহাদিগের সমস্তই ভ্রান্তিবিলসিত। প্রধানতঃ আমিই একমাত্র অদ্বিতীয়।

## একসপ্ততিতম অধ্যায়।

### রুদ্রগীতা।

অগস্ত্য কহিলেন, মহীপতে! দেবগণ, ঋষিগণ ও আমি আমরা সকলে পিণাকপাণি মহাদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলাম। অনন্তর আমি অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া যেমন তাঁহার শরীরে দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনি দেখিলাম সেই রুদ্র-

দেবের দেহে কমলাসন ব্রহ্মা বিরাজ করিতেছেন, ভগবান্ নারায়ণ ত্রসরেণুবৎ সূক্ষ্মভাবে তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার তেজঃপ্রভায় বোধ হয় যেন প্রভাকর কর বিস্তার করিতেছেন। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। অনন্তর ঋক্ যজু ও সামগানে তাঁহার জয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। এই রূপে এক দেহেই তাঁহারা ত্রিধা লক্ষিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর রুদ্রদেব কহিলেন, হে কবিসত্তম মহর্ষিগণ! তোমরা আমাকে উদ্দেশ করিয়া যজ্ঞে যে আহুতি প্রদান করিলে, তাহা আমরা তিন জনেই গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পরস্পর বিভিন্ন নহি। যথার্থ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা আমাদিগকে সমভাবেই দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের নিকট তাহার বিপরীত।

রুদ্রদেব এই রূপ কহিলে, ঋষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! লোকদিগের মোহ উৎপাদন জন্য পৃথক্ পৃথক্ মোহশাস্ত্র প্রস্তুত করিবার কারণ কি? বিস্তারিত কীর্ত্তন করুন।

রুদ্রদেব হহিলেন, এই ভারতবর্ষ মধ্যে দণ্ডক নামে এক কানন আছে। গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ তথায় ঘোরতর তপশ্চরণ করেন। চতুরানন তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! তুমি বর প্রার্থনা কর। মুনিবর গৌতম লোককর্ত্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "বিধাতঃ! আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন শালিশ্রেণী আমার আশ্রমে সংলগ্ন

থাকে।” লোকপিতামহ “তথাস্তু” বলিয়া তাঁহাকে বরপ্রদান করিলেন।

দ্বিজবর গৌতম বরলাভের পর শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিয়া আশ্রম প্রস্তুত করিলেন। তথায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে ধান্য পরিপক্ক হইয়া উঠিলে ছেদন এবং মধ্যাহ্নে অগ্নিতে পরিপক্ক করিয়া অভ্যাগত অতিথি ও ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে এক সময় দ্বাদশবর্ষব্যাপিনী ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়া উঠিল। তখন বনবাসী ঋষিগণ বুভুক্ষায় একান্ত কাতর হইয়া ঋষিবর গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণ সমাগত হইবামাত্র গৌতম অবনতমস্তকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, “হে মুনিসত্তমগণ! আপনারা আমার এই আশ্রমে অবস্থান করুন।”

তখন মুনিগণ গৌতমের অভ্যর্থনায় যাবৎ অনাবৃষ্টি নিবৃত্ত না হইল, তাবৎ তথায় অবস্থান করিয়া নানাবিধ ভোজনসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনাবৃষ্টি বিগত হইলে তপোধনগণ তীর্থযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন। তন্মধ্যে মারীচনামা এক ঋষি শাণ্ডিল্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শাণ্ডিল্য! ঋষিসত্তম গৌতম তোমার পিতা, তাঁহাকে না বলিয়া তপস্যার্থ অন্য তপোবনে গমন করা আমাদিলের কর্ত্তব্য নহে। মারীচের বাক্য শ্রবণে অন্যান্য সকলে উচ্চৈ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমরা কিছুকাল গৌতমের অন্ন ভক্ষণ করিয়াছি বলিয়া কি একেবারে দেহ বিক্রয় করিয়াছি? যাহাই হউক, না হয়, চল আমরা কোন প্রকার ছল করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।

এইরূপ বলিবার পর, তাঁহারা মায়াময়ী এক গাভী সৃষ্টি করিয়া তাঁহার আশ্রমে পরিত্যাগ করিলেন। মুনিবর গৌতম মায়া-বিজৃম্ভিত সেই গোধনকে তথায় বিচরণ করিতে দর্শন করিয়া সলিলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক এই মায়া বিধ্বংসিত হউক বলিয়া যেমন জলপ্রক্ষেপ করিলেন, অমনি জলবিন্দুপতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই গোধন নিপতিত হইল। তখন ধীমান্ গৌতম গাভীকে পতিত ও মুনিগণকে গমনোদ্যত দর্শন করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে কহিলেন, দ্বিজগণ! আমি আপনা-দিগের একান্ত ভক্ত ও বিশেষ অনুগত, তবে আমায় পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইতেছেন কেন? শীঘ্র ইহার কারণ নির্দ্দেশ করুন।

ঋষিগণ কহিলেন, তপোধন! যখন আপনার শরীরে গো-হত্যা সাধন হইল, তখন আর আমরা আপনার অন্ন গ্রহণ করিতেছি না।

তখন ধার্ম্মিকবর গৌতম তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ! যদি তাহাই হয়, তবে আপনারা ইহার ব্যবস্থা প্রদান করুন, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব।

অনন্তর ঋষিগণ কহিলেন, ব্রহ্মন্! এ গোধন, নিধন প্রাপ্ত হয় নাই, মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। গঙ্গাজলে পরিপ্লুত হইলেই শীঘ্রই গাত্রোত্থান করিবে, তাহার সংশয় নাই। সুতরাং না মরিলে গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? অতএব আপনি রোষবশ হইবেন না। আমরা চলিলাম।

তপোধনগণ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে, ধীমান্ গৌতমও আমার আরাধনার্থ কঠোর তপশ্চরণ করিতে হিমা-

লয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় একশত বৎসর তপশ্চরণ করিলে, আমি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলাম, হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর।

তখন তিনি কহিলেন, "ভগবন্! আপনার জটা কলাপ-বিহারিণী তপস্বিনী গঙ্গাকে আমায় প্রদান করুন। পুণ্যদা ভাগীরথীকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।" গৌতম এইরূপ প্রার্থনা করিলে আমি তাঁহাকে একখণ্ড জটা সমর্পণ করিলাম। তিনি সেই জটা গ্রহণ করিয়া যথায় সেই গাভী মৃতাবস্থায় নিপতিত ছিল, তথায় গমন করিলেন। তখন সেই মৃত গাভী গঙ্গাসলিলে সিক্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। এদিকে সেই আশ্রমে পুণ্যসলিলা সুদীর্ঘ এক নদী প্রবাহিত হইয়া উঠিল। তাদৃশ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে পাপসম্পর্ক-শূন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিয়া ঋষিবর গৌতমকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে এবং বলিতে লাগিলেন, গৌতম! আপনার তুল্য সাধু আর দ্বিতীয় নাই। আপনারই প্রভাবে দেবী জাহ্নবী দণ্ডক কাননে অব-তারিত হইলেন।

বিমানস্থ ঋষিগণ এইরূপ কহিলে, তখন তপোধন গৌতম স্বীয় গোহত্যাকারণ জানিতে পারিলেন এবং সেই সমস্ত মিথ্যা জটাধারী বৃথা ভস্মবিলেপী ও বৃথা ব্রতধারী ঋষি-গণের মায়ায় ঐরূপ গোহত্যা ঘটিয়াছে ভাবিয়া তাহাদিগকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "হে কপটী ঋষিগণ! তোমরা বেদ ও বেদোক্ত ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইবে।"

তখন সপ্তর্ষিগণ মহামুনি গৌতমের কঠোর বচন শ্রবণ

করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজবর! আপনার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে; কিন্তু যেন আবহমান কাল আমাদিগকে এরূপ শাপগ্রস্ত হইতে না হয়, যেন ব্রাহ্মণগণ কলিকালে এরূপ শাপ-ভাগী হইয়া থাকেন, যেন তাঁহারা কলিকালে উপকর্ত্তার অপ-কারক হন, যেন তাঁহারা আপনার বাক্যদহনে দগ্ধ হইয়া কলি-যুগে বেদকার্য্যে বিমুখ হইয়া থাকেন।) যদিও দ্বিজগণ কলিতে এরূপ বেদবর্জ্জিত হইবেন, তথাপি যেন তাঁহাদিগের মুক্তির পথ পরিষ্কৃত থাকে। (মৃত গোর জীবনদান নিবন্ধন যেন এই নদী গোদাবরী নামে বিখ্যাত হয়।) হে তপোধন! কলি-যুগে যে সকল লোক এই গোদাবরী তীর্থে আগমন করিয়া গোদান ও সাধ্যানুসারে অন্যান্য দানাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহারা যেন সুরগণের সমানপদবী লাভ করিতে পারে। বৃহস্পতি সিংহরাশিতে সংক্রমণ করিলে যাহারা ভক্তিভাবে এই গোদাবরীতে আগমনপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে, তাহাদিগের পিতৃলোক নিরয়গামী হইলেও যেন মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্লোকে গমন করিতে পারে। হে তপোধন! আপনারও খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না; প্রত্যুতঃ আপনি চিরস্থায়িনী মুক্তি ভোগ করিতে পারিবেন।

দ্বিজবর! আমি কৈলাসপর্ব্বতে উমার সহিত বিহার করিতে ছিলাম, ঐ সময় সপ্তর্ষিগণ গৌতমকে এইরূপ বলিয়া আমার নিকট সমাগত হইয়া কহিলেন, প্রভো! কলিযুগে ব্রাহ্মণ-গণ আপনার ন্যায় জটামুকুটধারী বৃথা ভস্মবিলেপী ও মিথ্যা প্রেতবেশধারী হইবে। আপনি আমাদিগের সেই কলিপীড়িত বংশধরগণ যাহাতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে

পারে, অনুগ্রহ করিয়া তাহার উপায় স্বরূপ কোন শাস্ত্র নির্দ্দেশ করুন।

অনন্তর রুদ্রদেব অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজসত্তম! সপ্তর্ষিগণ আমার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে আমি বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপযুক্ত এক সংহিতার সৃষ্টি করিলাম। ঐ সংহিতার নাম নিঃশ্বাস। বাভ্রব্য ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ ঐ নিঃশ্বাস সংহিতার আলোচনায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে ব্রাহ্মণের দোষভাগ নিতান্ত অল্প দর্শনে অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। ভবিষ্যতত্ত্ব আমার অবিদিত নাই; আমিই তাঁহাদিগকে মোহে পাতিত করিলাম। কারণ কলিযুগে মানবগণ লোভের বশীভূত হইয়া বিশিষ্টরূপে অশাস্ত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। লক্ষ অপরাধে অপরাধী হইবে। নিঃশ্বাসসংহিতাই পাশুপতী দীক্ষা এবং নিঃশ্বাস সংহিতাই পাশুপত যোগ বলিয়া পরিগণিত হইবে। বেদক্রিয়া ভিন্ন জগতে আর যে সমস্ত কার্য্য হইবে, তাহাই হেয়, তাহাই রৌদ্র এবং তাহাই অপবিত্র। যে সকল বৈদান্তিকেরা কলিযুগে মৎকৃত সংহিতানুসারে কার্য্য করিবে, তাহারাই লোভের বশীভূত হইয়া বিশিষ্টরূপে অশাস্ত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহারাই হীনকার্য্যনিরত রুদ্র। আমি কখনই তাহাদিগের প্রতি প্রীত নহি। পূর্ব্বে আমি যখন দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত ভৈরবরূপে নৃত্য করিয়াছিলাম, তখনি আমার সহিত ঐ ক্রূরকর্ম্মাদিগের সম্বন্ধ ছিল। পূর্ব্বে দৈত্যগণকে সংহার করিবার সময় আমি যখন বিকট হাস্য করি, তখন আমার নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু সকল

নিপতিত হয়। ঐ অশ্রুবিন্দু হইতে কলিযুগে পৃথিবীতে অসংখ্য রুদ্রের উৎপত্তি হইবে। উহারা সর্ব্বদা হীনকার্য্যে অনুরক্ত, মদ্যমাংসে আসক্ত, রমণীজনে লালায়িত ও পাপ-কার্য্যে নিতান্ত সমাসক্ত হইবে। আবার ঐ সকল পাপাত্মা-দিগের বংশে যে সকল বংশধর সমুৎপন্ন হইবে, তাহারাই গৌতম শাপের পাত্র হইবে।) তন্মধ্যে যাহারা আমার নিয়মে অবস্থান পূর্ব্বক সৎকর্ম্মে অনুরক্ত হইবে, তাহারা স্বর্গ ও মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যে সকল বৈদান্তিকেরা আমার সন্ততিগণকে নিন্দা করিবেন, তাঁহাদিগের অধঃপতন হইবে। একতঃ গৌতমের শাপ, অন্যতঃ আমার বাক্য; সুতরাং তাদৃশ দ্বিজগণকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইবে, তাহার আর সংশয় নাই।

রুদ্রদেব এইরূপ কহিলে ব্রহ্মপুত্রগণ যথাস্থানে গমন করিলেন। এদিকে তপোধন গৌতমও স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট ধর্ম্মের লক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে যাহারা এ পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন পথে পদার্পণ করিবে, তাহাদিগের মত পাষণ্ড আর দ্বিতীয় নাই।

# দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

## প্রকৃতিপুরুষ-নির্ণয়।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! মহর্ষি অগস্ত্য প্রযতভাবে সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বকারণ পরম প্রভু আদিদেব রুদ্র-দেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিলোচন! আপনি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই তিন জনে তিন বেদ। যেমন দীপসংযোগে দীপাগ্নি প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ আপনাদিগের একের সংযোগে তিনের আবির্ভাব। সুতরাং আপনারা সকল শাস্ত্রে ও সকল পদার্থে সমভাবেই বিদ্যমান আছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহার মধ্যে কোন্ সময়ে আপনি, কোন্ সময়ে নারায়ণ এবং কোন্ সময়ে ব্রহ্মার প্রাধান্য?

রুদ্রদেব কহিলেন, ঋষে! বিষ্ণুই পরব্রহ্ম। তিনিই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া তিন মূর্ত্তি ধারণ করেন। বেদ ও দর্শ-নাদি শাস্ত্রে তর্কবিতর্কে বিমোহিত হইয়া মানবগণ তাহার ধারণা করিতে পারে না। বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ, সেই বিশ ধাতুর উত্তর 'নু' প্রত্যয় করিয়া 'বিষ্ণু' এই পদ সিদ্ধ হই-য়াছে। সুতরাং বিষ্ণু—অর্থাৎ যিনি পরমাত্মারূপে সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ পরম যোগ ও পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এক-মাত্র বিষ্ণুই আদিত্যরূপে দ্বাদশধা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ঐ বিষ্ণুই দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত যুগে যুগে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমায় স্তব করিয়া থাকেন। আমিও আবার দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি ও মনুষ্যগণের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে স্তব করিয়া থাকি। আমি সত্য-

যুগে শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণুকে এবং সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাকে স্তব করিয়া থাকি। ব্রহ্মা, দেবগণ ও অসুরগণ আবার আমায় স্তব করিয়া থাকে। দেবগণভোগবাসনায় আমার লিঙ্গমূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন। যে সহস্রশীর্ষ নারায়ণ দেব, বিশ্বাত্মা, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মুক্তি-কামনায় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মযজ্ঞ যাঁহা-দিগের অবলম্বন, তাঁহারা বেদস্বরূপ ব্রহ্মাকে প্রীত করিয়া থাকেন। পরব্রহ্মের নাম নারায়ণ, পরব্রহ্মেরই নাম শিব, পরব্রহ্মেরই নাম বিষ্ণু, পরব্রহ্মেরই নাম শঙ্কর, পরব্রহ্মেরই নাম পুরুষোত্তম, এবং পরব্রহ্মই নিত্য পদার্থ। যাঁহারা বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে বিলিপ্ত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি (মহেশ্বর) আমরা তিন জনেই তাঁহাদিগের মন্ত্রের আদি, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব কি আমি, কি বিষ্ণু, কি বেদ বা ব্রহ্মা, আমরা তিন জনেই এক। আমাদিগকে পৃথক্ ভাবে ভাবনা করা ধীমানের কার্য্য নহে। এমন কি, যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা ভাবনা করে, সে পাপাত্মাকে নিশ্চয়ই অতীব ক্লেশকর নরকবাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, আমরা তিন জনে ঋক্, যজু ও সামবেদস্বরূপ; সুতরাং বেদে আমাদিগের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ নাই।

# ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব অগস্ত্য! আমি পূর্ব্বে সলিলে মগ্ন হইয়া যে অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য সন্দর্শন করিয়াছিলাম, কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "রুদ্রদেব তুমি এক্ষণে প্রজাসৃষ্টি কর; কিন্তু সে সময় আমি সৃষ্টিকার্য্যের কিছুই পরিজ্ঞাত নহি এবং আমার সামর্থ্যও ছিল না; সুতরাং আমি জলে মগ্ন হইলাম। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠপরিমেয় পুরুষ-প্রধান পরমেশ্বরকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করত যেমন ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াছি, অমনি দেখিলাম, দশজন সমবেত এবং একজন স্বতন্ত্র পুরুষ অগ্নির ন্যায় প্রভাজালে সমুদায় জল উত্তপ্ত কয়িয়া সমুত্থিত হইতেছে। তখন আমি জিজ্ঞাসিলাম, তোমরা কে? কেনই বা সলিলরাশি উত্তপ্ত করিয়া সমুদ্গত হইতেছ, এবং কোথায় বা গমন করিবে, নির্দ্দেশ কর।

দ্বিজবর! আমি এইরূপ জিজ্ঞাসিলে তাহারা কিছুই উত্তর প্রদান করিল না, প্রত্যুতঃ মৌনাবলম্বন করিয়াই রহিল। ঐ দশ জনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে মহাপুরুষ আগমন করিতে-ছিলেন, তাঁহার মুর্ত্তি অতি সুশোভন, বর্ণ নীলনীরদের ন্যায় এবং চক্ষু পদ্মের ন্যায় আয়ত। ঐ মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? এবং যাঁহারা অগ্রসর হইলেন, তাঁহারাই বা কে? এবং এ স্থলে আগমন করিবার উদ্দেশ্যই বা কি?

মহাপুরুষ কহিলেন, ভদ্র! যাঁহারা তেজপ্রভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, উহাঁরা আদিত্য। ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সৃষ্টির পরিরক্ষণার্থে উহাঁদিগকে স্মরণ করিয়াছেন, সেই জন্য উহাঁরা সত্বর যাইতেছেন।

রুদ্রদেব কহিলেন, ভগবন্! সেই পুরুষপ্রধান নারায়ণকে জানিবার উপায় কি? আমি তাঁহাকে জানিবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি, অতএব বিস্তারিত রূপে সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

রুদ্রদেব এইরূপ কহিলে, সেই পুরুষ তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানে কহিলেন, আমিই সলিলশায়ী সনাতন দেব নারায়ণ। তোমার দিব্যচক্ষু লাভ হউক, তুমি পরম যত্নসহকারে আমায় দর্শন কর। সেই পুরুষ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যেমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, অমনি দেখিলাম প্রখর সূর্য্য-সন্নিভ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক পুরুষ বিরাজমান। তাঁহার নাভি-পদ্মে ব্রহ্মা ও ক্রোড়দেশে আমি বিরাজ করিতেছি। এইরূপ দর্শনে আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহাকে স্তব করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত আকুল হইল। তপঃ প্রভাবে পূর্ব্ব কর্ম্ম সকল আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতে লাগিল। তখন আমি সেই বিশ্বাত্মাকে এই রূপে স্তব করিতে লাগিলাম—হে অনন্তদেব! হে বিশুদ্ধান্তঃকরণ! হে সহস্রবাহো! তোমাকে নমস্কার। তোমার রূপের তুলনা নাই। তুমি সহস্ররশ্মি অপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তুমি সমুদায় বিশ্বের বিধাতা, তোমার দেহ অতিবিস্তৃত, তোমার কার্য্য সকল অতি পবিত্র, তুমি সমস্ত বিশ্বের দুঃখ দুর করিয়া

থাক, তুমি শম্ভু, তুমি সহস্র সূর্য্য ও অনিল অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী, তুমি সমস্ত বিদ্যাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তুমি চক্রী, সমুদায় সুধীগণ তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে অনাদিদেব! হে অচ্যুত! হে শেষ-শেখর! হে প্রভো! হে বিভো! হে ভূতপতে! হে মহে-শ্বর! হে মরুৎপতে! হে সর্ব্বপতে! হে জগৎপতে! হে ভুবঃপতে! হে ভুবনপতে! সতত তোমাকে নমস্কার করি। হে জলেশ! হে নারায়ণ! হে বিশ্বের কল্যাণকারিন্! হে ক্ষিতীশ! হে বিশ্বেশ্বর! হে ত্রিলোচন! হে শশাঙ্ক! হে সূর্য্য! হে অচ্যুত! হে বীর! হে বিশ্বগামিন্! হে অনুমেয় মূর্ত্তে! হে অমৃতমূর্ত্তে! হে অব্যয়! তোমার তেজোমণ্ডল হুত হুতাশন শিখা অপেক্ষা সমধিক বিস্তৃত। হে নারায়ণ! হে বিশ্বতোমুখ! তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে দেব! হে তাপহারিন্! হে অমৃত! হে অব্যয়! তোমাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! আমি সতত তোমার শরণাগত; অতএব আমাকে রক্ষা কর।

বিভো! আমি চতুর্দ্দিকে তোমার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি নাভি-পদ্মাসনের মধ্যস্থলে আসীন রহি-য়াছ। তুমি পুরাতন পুরুষ ব্রহ্মা। জগৎ তোমা হইতে সম্ভূত হইতেছে। হে ঈশ! তুমি জগতের পিতামহ, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে দেববর! হে আদিদেব! যাঁহারা সংসারচক্রকে অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহারা সৎ পথের অদ্বিতীয় পথিক, জ্ঞানার্জ্জনে যাঁহাদিগের বিশুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারাই যখন তোমাকে উপাসনা করেন,

তখন আমার উপাসনায় তোমার আর আধিক্য কি? হে আদি-দেব! যিনি তোমায় প্রকৃতির অতীত অদ্বিতীয় পদার্থ বলিয়া অবগত আছেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিদ্যমান আছে বলিয়া তোমার অস্তিত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে; নতুবা তোমার একতঃ এত বিশালতা এবং অন্যতঃ এত সূক্ষ্মতা যে কিছুতেই বোধগম্য হইবার নহে। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিলে তোমাকে বিগতেন্দ্রিয়—অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদিও তুমি নিশ্চেষ্ট, তথাপি আমার নিকট কর্ম্মী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছ। তুমি প্রকৃত সংসারী—অর্থাৎ বহুতর পরিবার পরিবেষ্টিত রহিয়াছ; কিন্তু স্বয়ং সংসারী নহ—অর্থাৎ কিছুতেই লিপ্ত নহ। অতএব হে দেববর! কিরূপে তোমার স্বরূপ নির্ণয় করা যাইবে? যাহারা বিশুদ্ধচিত্তে সংসারবন্ধন উন্মোচনের নিমিত্ত তোমার অর্চ্চনা করে, তাহারা তোমার মূর্ত্তি ও অমূর্ত্তিবিষয়ের কিছুই তথ্যানুসন্ধান করিতে পারে না; সুতরাং তোমাকে চতুর্ভুজ বলিয়া কীর্ত্তন করে। হে দেব! অদ্ভুত রূপধারী কমলাসনাদি দেবাদিগণও তোমার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা তোমার অবতারোক্ত পুরাতন তনুর আরাধনা করিয়া থাকেন। বিশ্ব-বিধাতা মহানুভাব কমলযোনি ব্রহ্মাও তোমার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই অবগত নহেন। আমিও তোমাকে যাহা জানি, তাহাতে তপোবিশুদ্ধ আদি কবি ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে নাথ! ব্রহ্মা আমার পিতা, ইহা জগতে কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তথাপি পূর্ব্বতন লোকসকল তো[illegible]কেই পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। যাহাই হউক [illegible]নাথ! মাদৃশ তপো-

বিহীন ব্যক্তিরা তোমার স্বরূপ কিছুই অবগত নহে। গন্ধর্ব্বগণ, দেবগণ ও অন্যান্য সকলে তোমার স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষা প্রধানতম ব্রহ্মাদিরাই যখন তোমার তথ্য অবগত নহে, তখন তাহাদিগের বেদপ্রতিহত বুদ্ধি কিরূপে স্ফুরিত হইবে? হে নাথ! যদি তোমার অনুগ্রহে জন্মজন্মান্তরে বেদজ্ঞদিগের বুদ্ধি স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে আর তাহাদিগকে মনুষ্যযোনিতে বিহার করিতে হইবে না, আর তাহাদিগের দেবত্ব ও গন্ধর্ব্বত্ব লাভ শান্তিদায়ক বলিয়া বোধ হইবে না। নাথ! তুমি বিশ্বব্যাপী, কিন্তু অতীব সূক্ষ্ম; আবার অতীব স্থূল। যাহাই হউক তুমি স্থূলই হও, আর সূক্ষ্মই হও, যে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে, সে অনায়াসেই তোমাকে জানিতে সমর্থ হয়; কিন্তু যে ভ্রমেও এক বার তোমাকে ভাবনা করে না, তাহার পক্ষে তোমার জ্ঞান লাভ দূরে থাক, প্রত্যুতঃ সে নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। হে নাথ! তুমিই আদিত্য, তুমিই বসু, তুমিই বায়ু, তুমিই পৃথিবী, তুমিই জল, তুমিই জলজ জীব, তুমিই আত্মা, এবং তুমিই সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছ; অতএব নাথ! তোমায় আর অধিক কি বলিব?

হে অনন্তদেব! আমি তোমার একান্ত ভক্ত, আমি তোমায় যেরূপে স্তব করিলাম, অনুগ্রহ করিয়া আমার এই স্তুতি গ্রহণ কর। তুমি আমার প্রতি সৃষ্টিকার্য্যের ভারার্পণ করিলে, কিন্তু আমি কিছুই জানি না, আমি তোমায় নমস্কার করি, আমাকে সৃষ্টিকার্য্যের সমস্ত জ্ঞান প্রদান কর। যদি কোন ব্যক্তি চিত্তাহার লাভ করিয়া চতুর্ম্মুখ বা কোটি-

বক্তৃধারী হয়, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি তোমার গুণের দশসহস্রাংশের একাংশমাত্র বর্ণন করিতে সমর্থ হয়; অতএব হে দেববর! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে জগদীশ! যে ব্যক্তি সমাধি অবলম্বন করিয়া চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, যে ব্যক্তি তোমার ভাবে একেবারে নিমগ্ন হইয়াছে, তুমি নিয়ত তাহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ। কারণ তুমি সর্ব্বগামী, এবং কাহারও প্রতি তোমার ইতর বিশেষ ব্যবস্থা নাই। প্রভো! আমি এই বিশুদ্ধ স্তোত্র পাঠ করিলাম। কেশব! অচ্যুত! আমি সংসারচক্র অতিক্রমণাদি বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া অতিশয় ভীত হইয়াছি, অতএব আমাকে রক্ষা কর।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! অমিততেজা রুদ্রদেব এইরূপ স্তব করিলে নারায়ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া মেঘগম্ভীরনিস্বনে রুদ্রদেবকে কহিলেন, হে দেবদেব! হে উমাপতে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর। দেব! তোমার ও আমার, আমাদিগের উভয়ের পরস্পর প্রভেদ নাই, আমরা উভয়েই এক।

রুদ্রদেব কহিলেন, প্রভো! "ব্রহ্মা আমাকে প্রজাসৃষ্টি কর" এই কথা বলিয়া আমাকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু সে বিষয়ে আমার বিজ্ঞান নাই। অতএব ভূতভাবন! আমাকে ত্রিবিধ জ্ঞান প্রদান কর।

নারায়ণ কহিলেন, রুদ্রদেব! তুমি জ্ঞানরাশি ও সর্ব্বজ্ঞ হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তদ্ভিন্ন তুমি সমুদায় দেবতার অর্চ্চনীয় হইবে।

তখন উমাপতি নারায়ণকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া পুন-

র্ব্বার বলিলেন, দেব! আমায়, মানবমণ্ডলে প্রসিদ্ধ অপর এক বর প্রদান কর। সে বর এই যে, তুমি স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া আমার আরাধনা, আমায় বহন এবং আমার নিকট বর গ্রহণ করিবে। ঐ বর গ্রহণ হইতে তুমি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্যতর হইতে পারিবে।

নারায়ণ কহিলেন, শঙ্কর! দেবগণের কার্য্যসাধনার্থ, যখন আমি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইব, সেই সময় তোমায় আরাধনা এবং তোমার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিব। আর তুমি যে বহন করিবার উল্লেখ করিলে, তাহাতে স্বীকার করিতেছি যে, আমি মেঘরূপ ধারণ করিয়া শত বৎসর তোমাকে বহন করিব।

এইরূপ বলিবার পর হরি স্বয়ং মেঘরূপ ধারণ করিয়া জল হইতে মহাদেবকে উদ্ধার করিলেন। প্রভো! এই যে দশ ও স্বতন্ত্র এক, এই একাদশ পুরুষ দেখিতেছেন, ইহাঁরা বৈরাজ নামক পুরুষ, পৃথিবীতে যাইতেছেন। ইহাঁদিগের অপর নাম আদিত্য। এতদ্ভিন্ন আমার যে দ্বাদশ অংশ বিষ্ণু, ঐ অংশ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তোমার আরাধনা করিবে।

নারায়ণ এই কথা বলিয়া স্বীয় অংশ হইতে আদিত্য ও মেঘের সৃষ্টি করিয়া শব্দবৎ কোথায় বিলীন হইলেন, তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না।

রুদ্রদেব কহিলেন, অগস্ত্য! ভগবান্ শ্রীহরি এইরূপে সর্ব্বগামী ও সর্ব্বভাবন দেব। তিনি পূর্ব্বে আমাকে বরদান করাতেই, আমি দেবাদিদেব হইয়াছি। তপোধন! নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেব হয় নাই, হইবেও না। ঋষিবর! যে

রূপে নারায়ণকে পূজা করিতে হয়, এই আমি তোমার নিকট বৈদিক ও পৌরাণিক রহস্য কীর্ত্তন করিলাম।

## চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

### রুদ্রগীতা।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! সমবেত ঋষিসমাজ পুনরায় সেই সনাতন যজ্ঞরূপী শাশ্বত অক্ষয় পুরাণ পুরুষ রুদ্রদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিশ্বরূপ! হে অজ! হে শম্ভো! হে ত্রিনেত্র! হে শূলপাণে! হে সুরেশ্বর! তুমি সমস্ত দেবগণের ও আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব হে দেবাদিদেব! হে উমাপতে! সম্প্রতি তোমায় ভূমির পরিমাণ ও পর্ব্বতগণের অবস্থান নিয়ম জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া বিস্তারিত কীর্ত্তন কর।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ! সমুদায় পুরাণে যাহাকে ভূলোক বলিয়া কীর্ত্তন করে, এক্ষণে সেই ভূলোকবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহাকে সকল শাস্ত্রেই পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যাঁহাতে পাপের সম্পর্কমাত্র নাই, যিনি পরমাণুবৎ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, যাঁহার স্বরূপ চিন্তাশক্তির অগম্য, যিনি সমস্ত লোকালোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার পরিধান পীতাম্বর, যাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, তিনি ধরাধরকে ধারণ করিয়াছেন,

সেই ভগবান নারায়ণ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে বিভূষিত হইয়া প্রথমে সলিলের সৃষ্টি করিলেন, তৎপরে সেই সর্ব্বময়, সেই দেবময়, সেই যজ্ঞময়, সেই জলময় আদিপুরুষ পরমেশ্বর নারায়ণ জলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলে তাঁহার নাভিদেশ হইতে এক পদ্ম সমুদ্গত হইল। সেই পদ্ম হইতে বেদনিধি অচিন্ত্যমূর্ত্তি পরমেশ্বর প্রজাপতি ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা প্রথমতঃ সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার প্রভৃতি জ্ঞানধর্ম্মীদিগকে উৎপাদন করিয়া পরিশেষে স্বায়ম্ভুব মনু এবং মরীচি হইতে দক্ষ পর্য্যন্ত প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিলেন। বিধাতা হইতে যে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই মনু হইতে যেরূপে পৃথিবীর কার্য্য বিস্তার হইয়া আসিতেছে তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে প্রিয়ব্রতের অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধ, মেধাতিথি, ধ্রুব, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, বপুষ্মান্ ও সবন এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রগণ যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইলে তন্মধ্যে সাত জনকে সপ্তদ্বীপে —অর্থাৎ অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপে, মেধাতিথিকে শাকদ্বীপে, জ্যোতিষ্মান্‌কে ক্রৌঞ্চদ্বীপে, দ্যুতিমানকে শাল্মলিদ্বীপে, হব্যকে গোমেধদ্বীপে, এবং সবনকে পুষ্করদ্বীপে স্থাপন করিলেন। পুষ্করাধিপতি সবনের কুমুদ ও ধাতক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে কুমুদের রাজ্য কৌমুদ এবং ধাতকের রাজ্য ধাতকীখণ্ড, এই স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ। প্লক্ষাধিপতি বপুঃষ্মানের কুশ, বৈদ্যুত, ও জীমূত নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ

করে। উঁহাদিগের রাজ্যও স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ। শাল্মল্যধিপতি দ্যুতিমানের কুশল, মনুজ, উষ্ণ, পীবর, ব্যাধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ সময় ক্রৌঞ্চাধিপতি জ্যোতিষ্মানেরও সাত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। উঁহাদিগের নাম উদ্ভিদ, বেণুমান্, রথোপল, মন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। বর্ষসকলও উঁহাদিগের আপন আপন নামে প্রসিদ্ধ। শাকাধিপতি মেধাতিথিরও সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উঁহাদিগের নাম—শান্ত, ভয়, শিশির, সুখ, দমন, ক্ষেমক ও ধ্রুব। বর্ষ সকলও উঁহাদিগের নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ। জম্বূদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রেরও নাভি প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। নাভি প্রভৃতি পুত্রগণ হিমবান্, হেমকূট, কিম্পুরুষ, নৈষধ, হরিবর্ষ, মেরুমধ্য ইলাবৃত, নীল, রম্যক, শ্বেত, হিরণ্ময়, শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তর ভাগ, কুরব, মাল্যবান্, ভদ্রাশ্ব, গন্ধমাদন ও কেতুমাল প্রদেশে অধিকার বিস্তার করেন।

ঋষিগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপে কল্পে কল্পে সাত জন করিয়া রাজা এই প্রকারে প্রজাপালন ও ভূমি বিভাগ করিয়া থাকেন। প্রতি কল্পেরই এই চিরপ্রচলিত নিয়ম। এক্ষণে নাভির বংশাবলী বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ঐ ঋষভের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভরত। ভরত-পিতা হিমালয়ের দক্ষিণস্থিত বিস্তীর্ণ ভারতরাজ্য শাসন করেন। ভরতের পুত্রের নাম সুমতি। ভরত বৃদ্ধাবস্থায় সুমতিকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সুমতির পুত্রের নাম তেজ, তেজের পুত্র সৎসুত।

সৎস্নুতের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর পুত্র প্রতিহর্ত্তা, প্রতিহর্ত্তার পুত্র নিখাত, নিখাতের পুত্র উন্নেতা, উন্নেতার পুত্র অভাব, অভাবের পুত্র উদ্গাতা, উদ্গাতার পুত্র প্রস্তোতা, প্রস্তোতার পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র অনন্ত, অনন্তের পুত্র গয়, গয়ের পুত্র নয়, নয়ের পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র সুধীমান, সুধীমানের এক শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতেই এই পৃথিবীতে প্রজাসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহারাই এই ভারতবর্ষ সপ্তদ্বীপে সমাঙ্কিত করিয়াছে। তাহাদিগেরই বংশাবলী এই ভূমিরত্ন ভোগ করিয়া গিয়াছে। সত্য ত্রেতাদি ক্রমে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের যুগসংখ্যা একসপ্ততি। ভূলোক বর্ণনপ্রসঙ্গে এই আমি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অপর বিষয় বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর।

## পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

### রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, ঋষিগণ! এক্ষণে জম্বূদ্বীপবৃত্তান্ত, এবং ভূলোকস্থিত সমুদ্রের, সমুদায় দ্বীপের, সমুদায় বর্ষের, সমুদায় নদীর, সমস্ত মহাভূতের, চন্দ্র সূর্য্যের গতি ও সপ্তদ্বীপস্থিত অন্যান্য সহস্র সহস্র দ্বীপের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। এমন কি, যাঁহারা এই জগৎ বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহারাও

যথাক্রমে এ সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে সমর্থ নহেন। মনুষ্য-গণ অনেক তর্ক বিতর্কের পর যে সকল বিষয় সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয়, এক্ষণে সেই সপ্তদ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণের কথা নির্দ্দেশ করিতেছি। যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য, অতএব অচিন্ত্য বিষয় সকল তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করা সহজ ব্যাপার নহে।

যাহাই হউক, এক্ষণে জম্বুদ্বীপস্থিত নববর্ষ, এবং ইহার পরিধি ও দৈর্ঘ্যের যোজন সংখ্যা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই জম্বুদ্বীপের চতুর্দ্দিকের বিস্তার লক্ষ যোজন। ইহাতে যোজনবিস্তৃত বহুতর জনপদ, সিদ্ধ ও চারণগণের নিবাস-ভূমি গৈরিকাদি নানাবিধ ধাতু ও নানাবিধ শিলাসমন্বিত বহুতর পর্ব্বত এবং চতুর্দ্দিকে প্রবহমান পর্ব্বতপ্রভবা শত শত নদী বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জম্বুদ্বীপ অতি দীর্ঘ, অতি সুশ্রী ও চতুর্দ্দিকে গোলাকার। ইহাতে নয়টি বর্ষ বিদ্য-মান রহিয়াছে। ভূতভাবন শ্রীমান্ নারায়ণ ইহাতে বিরাজ করিতেছেন। এই দ্বীপের পরিমাণসদৃশ লবণ সমুদ্র ইহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুদীর্ঘ ছয়টি বর্ষপর্ব্বত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত অবগাহন করিয়া দণ্ডায়মান রহি-য়াছে। হিমপ্রধান হিমালয়, হেমকূট, অতি সুখকর বিস্তীর্ণ নিষধ পর্ব্বত ও চতুর্ব্বিধ বর্ণে রঞ্জিত সুবর্ণময় সুমেরুগিরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহার পাদদেশ বৃত্তাকার, কিন্তু ক্রমশঃ চতুরস্র হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। পর্ব্বতবর সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মার ন্যায় গুণসম্পন্ন, সুতরাং উহার পার্শ্বদেশে নানাবর্ণ বিরাজ করিতেছে। ঐ সকল বর্ণ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ন্যায়

উহার নানা বন্ধনস্থান হইতে সম্ভূত হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব-দিক শ্বেতবর্ণ, তাহাতে ব্রাহ্মণত্ব; দক্ষিণ ভাগ পীতবর্ণ, তাহাতে বৈশ্যত্ব; পশ্চিম দিক ভৃঙ্গপত্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাহাতে শূদ্রত্ব এবং উত্তরভাগ রক্তবর্ণ, তাহাতে উহার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। নীল গিরি বৈদূর্য্যমণিময়, শ্বেত পর্ব্বত শুক্লবর্ণ এবং হিরণ্ময়। স্বর্ণময় শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের বর্ণ ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় অতি বিচিত্র।

তপোধনগণ! এই সকল প্রধান প্রধান পর্ব্বত জম্বূদ্বীপে বিরাজ করিতেছে। ঐ সকল পর্ব্বতে সিদ্ধ ও চারণগণ নিরন্তর বিহার করিয়া থাকে। ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যে নব সহস্র কীলক বিদ্যমান। মধ্যভাগে ঐ সুমেরুপর্ব্বতের চারিদিকে ইলাবৃত পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে। উহার সাহচর্য্যে সুমেরু গিরির বিস্তার সহস্র সহস্র যোজন। ফলতঃ সকলের মধ্যভাগে সুমেরু যেন বিধূম পাবকের ন্যায় জ্বালা বিস্তার করিতেছে। উহার উপত্যকার অর্দ্ধপরিমাণ দক্ষিণে এবং উত্তর দিকে উপত্যকার অর্দ্ধ পরিমাণ উত্তরে যে ছয়টি বর্ষ বিরাজমান রহিয়াছে, ঐ ছয় বর্ষস্থিত পর্ব্বতদিগের নাম বর্ষ পর্ব্বত। বর্ষ-পর্ব্বতগুলির প্রত্যেকটি সমুদায় বর্ষের এক এক যোজন অন্তরে অবস্থান করিতেছে। বর্ষ পর্ব্বতের ঔন্নত্য সহস্র যোজন এবং জম্বূদ্বীপের বিস্তারই উহাদিগের বিস্তার। নীল ও নিষধ এই দুই বর্ষ পর্ব্বতের ঔন্নত্য অপরাপর বর্ষ পর্ব্বত অপেক্ষা দুই শত সহস্র যোজন অধিক। শ্বেত, হেমকূট, হিমবান্ ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতও ঐ দুই বর্ষ পর্ব্বত অপেক্ষা কিয়দংশ ক্ষুদ্র। নিষধ পর্ব্বতের আয়তপরিমাণ

জম্বূদ্বীপের ন্যায়। হেমকুট গিরি আয়তনে তাহা অপেক্ষা দ্বাদশ অংশ ক্ষুদ্র। আবার হিমবান্ পর্বত হেমকূট অপেক্ষা বিংশ অংশে ক্ষুদ্র। হিমবানের পূর্ব ও পশ্চিমের আয়তন উহা অপেক্ষা আট গুণ কম। ফলতঃ যে পর্বত যে স্থানে অবস্থান করুক না কেন, উহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধি কেবল ঐ দ্বীপের গোলকত্ব অনুসারে ঘটিয়া থাকে। উত্তর ভাগে বর্ষ-পর্বত সমূহের আয়তনের যেরূপ ন্যূনাধিক্য, উহার মধ্যস্থিত জনপদ সমূহের আয়তনেরও সেইরূপ ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল বর্ষ পর্বতে বহুতর জলপ্রপাত ও বহুসংখ্যক নদী বিদ্যমান থাকায় এক বর্ষ হইতে অন্য বর্ষে গমন করা অতীব দুষ্কর। উহার মধ্যে কত যে অসংখ্য প্রাণী অবস্থান করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

ঋষিগণ! এক্ষণে আমরা যাহাতে অবস্থান করিতেছি, ইহার নাম ভারতবর্ষ। ভরতসন্তানগণ এই বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অনতিদূরে হেমকুট পর্বত, হেমকুটে কিম্পুরুষ বর্ষ বিরাজ করিতেছে। হেমকুটের অব্যবহিত পরেই নিষধ পর্বত। নিষধ পর্বতবর্ত্তী বর্ষকে হরিবর্ষ কহে। হরিবর্ষের উত্তর হেমকূটের পার্শ্বে ইলাবৃত বর্ষ। ইলাবৃত বর্ষের উত্তরে নীলবর্ষ, উহার অপর নাম রম্যক, রম্যকের উত্তর ভাগে শ্বেতবর্ষ, শ্বেতবর্ষের অন্য নাম হিরণ্ময়। হিরণ্ময় বর্ষের অদূরে শৃঙ্গবান্ বর্ষ, উহার অপর নাম কুরু বা কুরব। দক্ষিণ ও উত্তরভাগস্থিত দুইটি বর্ষ ধনুকের ন্যায় বক্রভাবে অবস্থান করিতেছে। ইলাবৃত বর্ষ চতুষ্কোণ; উহাতে চারিটি দ্বীপ বিদ্যমান রহিয়াছে। উত্তরে নিষধ পর্বত এবং দক্ষিণে

শৃঙ্গবান্; এই উভয়ের মধ্যস্থলে যে উপত্যকা বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে নিষধের সম্মুখস্থিত অর্দ্ধভাগকে দক্ষিণ উপত্যকা এবং শৃঙ্গবানের সম্মুখস্থিত অর্দ্ধভাগকে উত্তর উপত্যকা কহে। ঐ উপত্যকার দক্ষিণার্দ্ধে তিন এবং উত্তরার্দ্ধে তিন, এই ছয় বর্ষ বিরাজ করিতেছে। উহার মধ্যভাগে ইলাবৃত পর্ব্বত শোভমান রহিয়াছে। ইলাবৃতের আয়তন চতুস্ত্রিংশৎ যোজন। উহার পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে। উহার আয়তন বিস্তার মাল্যবানের ন্যায়। গন্ধমাদন ও মাল্যবান্ এই উভয়ের মধ্যস্থলে কনকময় বৃত্তাকার সুমেরু পর্ব্বত। উহার চারিদিকে চারি বর্ণ বিরাজমান এবং পর্ব্বতবর ক্রমশঃ চতুরস্র হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে।

যাহাই হউক, কিন্তু সেই অব্যক্তরূপী নারায়ণ হইতে সমুদায় ধাতু, সমুদায় লোক, এবং এই পৃথিবীপদ্ম সম্ভূত হইয়াছে। মেরু অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বত, ঐ পদ্মের বীজকোষ। সেই অব্যক্ত নারায়ণ হইতে পঞ্চগুণাত্মক মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহা হইতে সমুদায় প্রবৃত্তি উৎপন্ন এবং সর্ব্বত্র বিতত হইয়াছে। যাঁহারা বহুকল্প পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, যাঁহাদিগের পুণ্যের পরিসীমা নাই, যাঁহারা আত্মাকে কৃতকৃতার্থ করিয়া তুলিয়াছেন, সেই মহাত্মারাই সেই মহাযোগী, সেই মহাদেব, সেই জগচ্চিন্তামণি, সেই সর্ব্বলোকগামী, সেই অনন্ত অব্যয় সর্ব্বব্যাপী মহাপুরুষ জনার্দ্দনকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মাংস, মেদ ও অস্থি দ্বারা যে মূর্ত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাতে সে প্রাকৃত মূর্ত্তির সম্পর্কমাত্র নাই। তবে যে সেই ইচ্ছাময় ইচ্ছামত মূর্ত্তি ধারণ করেন, সে কেবল

তাঁহার যোগশক্তি ও ঐশিক শক্তি মাত্র। তিনিই সনাতন পদ্মের উৎপত্তির কারণ। প্রতি কল্পাবসানে ঐরূপ সনাতন-পদ্মের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে। চতুরানন দেবাদিদেব জগৎ-প্রভু প্রজাপতি ব্রহ্মা ঐ সনাতনপদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকেন। পদ্মবীজের ন্যায় ঐ সনাতনপদ্ম হইতে প্রজা-সৃষ্টির বিষয় আনুপূর্বিক বর্ণন করিতেছি।

প্রথমতঃ যে জলের সৃষ্টি হয়, ঐ জলই বৈষ্ণব শরীর। উহা হইতে রত্নরাজিবিরাজিত বন ও হ্রদ সমন্বিত পদ্মাকৃতি পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সেই লোকপদ্মবিষয়ে সিদ্ধগণ অনেকে অনেকপ্রকার বর্ণন করিয়াছেন। যাহাই হউক, সম্প্রতি আমি বিভাগানুসারে ক্রমশঃ সমস্ত বিস্তারিত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

হে দ্বিজগণ! এই ভূলোকে চারিটি মহাবর্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ বর্ষ মধ্যে বহুতর পর্ব্বতের অবস্থান লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে মেরু নামক গিরিই সর্ব্বপ্রধান এবং উহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বর্ণ বিরাজমান রহিয়াছে। উহার পূর্বদিক্ শ্বেত, দক্ষিণ দিক পীত, পশ্চিম দিক নীল এবং উত্তর দিক রক্তবর্ণের নিবাস ভূমি। দেখিলে বোধ হয় যেন পর্ব্বতবর রাজার ন্যায় গম্ভীরভাবে মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে; যেন বালসূর্য্য সমুদিত হইয়াছে; যেন বিধূম হুতাশন শিখাবিস্তার করিতেছে। গিরিবর ক্রমশঃ চতুরশীতি সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে মস্তক উন্নত করিয়াছে। শরাবের ন্যায় বৃত্তাকারে অবস্থান করাতে উহার ষোড়শ ভাগ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে, নিম্নভাগের বিস্তৃতিও উহার ষোড়শ ভাগ এবং

উপরিভাগের বিস্তার উহার দ্বাত্রিংশৎ ভাগ; কিন্তু উহার পরিধির পরিমাণ বিস্তার অপেক্ষা তিনগুণ অধিক। উহার পাদদেশের পরিধি-পরিমাণ নবতি সহস্র যোজন, তাহার কিয়ৎ পরিমাণ ঊর্দ্ধের ব্যাসমান অর্থাৎ গিরিবর যে স্থান হইতে চতুরস্র হইয়া উত্থিত হইয়াছে, তাহা ছয় যোজন। উহার স্থানে স্থানে দিব্য ওষধি সকল বিরাজমান। কত যে, স্বর্ণময় অট্টালিকা উহাতে সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল ভবনে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব-গণ, রাক্ষসগণ ও অপ্সরোগণ সুখে বিহার করিতেছে। সর্পেরও পরিসীমা নাই। ভবনগুলি দর্শন করিলে মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। উহার চারি পার্শ্বে মনোহর চারিটি দেশ রহিয়াছে। ঐ দেশের নাম ভদ্রাশ্ব, ভারত, কেতুমাল ও কুরব। তন্মধ্যে কেতুমাল পশ্চিম এবং উত্তর দিক ব্যাপিয় বিরাজ করিতেছে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন, আর কাহারও তথায় প্রবেশের অধিকার নাই।

হে দ্বিজগণ! সেই পৃথিবীপদ্মের বীজকোষ গোলাকারে সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ এবং সেই সহস্র যোজন পর্য্যন্ত এক স্তরে চতুর্দ্দশ সহস্র কেশরজাল আমূলতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সকল কেশরের ঔন্নত্য চতুরশীতি যোজন। অপর স্তরে চতুর্দ্দিকে ঐরূপ যোজন প্রমাণ ত্রিংশৎ সহস্র কেশর বিরাজ-মান রহিয়াছে। ঐ সকল কেশরের দৈর্ঘ্যপরিমাণ শত সহস্র যোজন এবং উহাদিগের স্থূলতা অশীতি যোজন। ঐ সকল কেশরে চারিটি করিয়া পর্ব্ব। ঐ পর্ব্ব সমুদায়ের বিস্তার চতুর্দ্দশ যোজন।

তপোধনসমাজ! ইতিপূর্ব্বে যে কর্ণিকা অর্থাৎ বীজ-কোষের কথা উল্লেখ করিলাম, এক্ষণে একাদিক্রমে তাহার বিষয় বিস্তারিত কহিতেছি শ্রবণ কর। ঐ বীজকোষের চতুর্দ্দিকে বিবিধ বর্ণের শত শত মণিময় পত্র শোভমান রহিয়াছে। উহার মধ্যে কতকগুলি পত্র স্বর্ণময় এবং তাহার প্রভা, যেন অরুণরাগ বিস্তার করিতেছে। উহাতে সহস্র সহস্র পর্ব্ব ও সহস্র সহস্র কন্দর বিদ্যমান। ঐরূপ শত সহস্র পত্র ঐ নগবরকে বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছে। বিবিধ মণি ও বিবিধ রত্নময় বহুতর স্তম্ভে উহার তোরণদেশ শোভমান। তথায় ব্রহ্মর্ষিজনসঙ্কুল এক ব্রহ্মসভা বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সুপ্রসিদ্ধ সভার নাম মনোবতী। তথায় নিরন্তর সহস্র সূর্য্য সমান দ্যুতিমান্ বিমানসংস্থিত দেব ঈশানের মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকপূজনীয় দেবগণ সেই চতুরানন দেব স্বয়ম্ভূকে নমস্কার ও অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হন। তদ্ভিন্ন সদাচারনিষ্ঠ যে সকল মহাত্মারা বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন; যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া ভক্তিসহকারে সন্তুষ্টচিত্তে পিতৃদেবগণের অর্চ্চনায় তৎপর, বিনীত ও অতিথিপ্রিয় হন; যে সকল পুণ্যকর্ম্মকারী গৃহিগণ বীতস্পৃহ হইয়া সংযম ও নিয়ম দ্বারা একেবারে সমস্ত পাপরাশি ভস্মসাৎ করিয়াছেন; তাঁহারাই সেই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। ঐ ব্রহ্মলোক সমস্ত লোকের উপরিভাগে বিরাজমান; সুতরাং উহা পুণ্যাত্মাদিগের পরম গতি। ঐ ব্রহ্মলোক চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত।

ঋষিগণ! উল্লিখিত ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত চক্রপাদ নামে মনোহর এক পর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে। উহার বর্ণ যদিও কৃষ্ণ, তথাপি যেন বালসূর্য্যপ্রভা বিস্তার করিতেছে। উহাতে কত প্রকার ধাতু ও কত যে রত্ন-রাজি বিরাজিত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উহাতে মণিময় তোরণযুক্ত অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য শোভমান রহিয়াছে। চক্র-পাদ সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থিত। ঐ নগবর হইতে দশ যোজন বিস্তীর্ণ এক নদী বিনির্গত হইয়াছে। যদিও ঐ নদী ঊর্দ্ধবাহিনী, তথাচ উহার এক ধারা ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অমরাবতী পুরীও শশাঙ্কধবলা ঐ সরি-দ্বরার পদার্পণে অলঙ্কৃত হইয়াছে। কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি অন্যান্য গ্রহগণ, সকলেই উহাঁর নিকট পরাভূত। যে ব্রাহ্মণ-গণ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা ঐ নদী ও অষ্ট কুলপর্ব্বতকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। ঐ পুণ্যদায়িনী সতত সঞ্চরমাণ জ্যোতিষ্কগণের পুরোভাগে অবস্থান করিতেছেন।

## ষটসপ্ততিতম অধ্যায়।

### রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ঐ দীপ্যমান সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে—যথায় বিবিধ ধাতুবিরাজিত চক্রপাদ গিরি বিরাজমান, তথায় দুর্দ্ধর্ষ বলদর্পিত দেবতা, দানব ও

রাক্ষসগণের পুরী বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ পুরীর প্রাকার ও তোরণাদি সমুদায় স্বর্ণময়। উহার উত্তরপূর্ব্ব দিকে অমরাবতী নামে পরম রমণীয় অতি সমৃদ্ধ পুরন্দরপুরী প্রকাশমান। ঐ পুরী অমর্ত্যজনসমূহে পরিপূর্ণ। উহার স্থানে স্থানে বিমান, স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা, স্থানে স্থানে বিবিধ বিকসিত পুষ্পাবলী এবং স্থানে স্থানে ধ্বজপতাকা সকল বিদ্যমান থাকাতে পুরী যেন নিরন্তর হাস্যবদনে অবস্থান করিতেছে। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর ও ঋষিগণ নিয়ত তথায় অবস্থান করিতেছেন। উহার মধ্যে হীরক ও বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত বেদিকাযুক্ত ত্রিলোকবিখ্যাত যে সভা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নাম সুধর্ম্মা। সমুদায় ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আধার সহস্রলোচন শ্রীমান্ শচীপতি ঐ সভার সভাপতি। সিদ্ধগণ এবং দেবযোনিগণ ঐ সভাপতিকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিয়া থাকেন। মহাত্মা ভাস্করের বংশাবলী নিরন্তর তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। সর্ব্বদেবপূজিত সুরপতি স্বয়ং তথায় বিরাজ করিয়া থাকেন। অমরাবতীর অন্যদিকে যে পুরী বিদ্যমান, উহার নাম তেজোবতী। তেজোবতীও অমরাবতীর ন্যায় অতীব গুণসম্পন্ন এবং মহাত্মা ভূতেশ্বরের নিবাসভূমি। উহার অপর পার্শ্বে ত্রিলোকবিখ্যাত যমপুরী বিরাজমান। ঐ পুরীর নাম সংযমনী। উহার অপর পার্শ্বে নৈঋ্ঋতাধিপতির শুভ পুরী বিরাজমান। উহার নাম কৃষ্ণবতী। কৃষ্ণবতীর উত্তর ভাগে যে পুরী বিদ্যমান, উহা মহাত্মা জলাধিপতি বরুণের অধিকৃত। উহার নাম শুদ্ধবতী। তাহার উত্তর দিকে সর্ব্বগুণসমন্বিত যে পুরী বিদ্যমান, তাহার নাম

গন্ধবতী। গন্ধবতী পবনদেবের অধিকৃত। উহার উত্তরপার্শ্বে যে রমণীয় পুরী বিরাজমান, তাহার নাম মহোদয়া। মহোদয়ার মধ্যস্থলে বৈদূর্য্যমণিময় বেদিকা বিরাজ করিতেছে। তাহার উত্তর ভাগে অষ্টম পুরী শোভমান। উহা অতি রমণীয়। মহাত্মা দেব ঈশান নানাবিধ ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিরন্তর উহাতে অবস্থান করিয়া থাকেন। উহাতে কত যে রমণীয় পুষ্প, কত যে রমণীয় বন এবং কত যে আশ্রম-সংস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দেবগণ সতত ঐ পুরীতে অবস্থান করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। ঐ পুরী স্বর্গ নামে বিখ্যাত।

## অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

### রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, ঋষিগণ! ইতিপূর্ব্বে সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যস্থলকে কর্ণিকামূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। উহার আয়তন পরিমাণ সহস্র যোজন। উহার পরিধি অষ্টচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন। উহার পাদদেশের পরিমাণও ঐ রূপ। ঐ সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে যে সহস্র সহস্র গিরি বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার ঔন্নত্য অতীব দীর্ঘ এবং ঐ সকল পর্ব্বত মর্য্যাদা-পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সকল মর্য্যাদা-পর্ব্বতের মধ্যে দুই দুইটি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া

দূরে দূরে অবস্থান করিতেছে। তন্মধ্যে যে দুইটি দক্ষিণ দিকে বিরাজমান, তাহার একের নাম গন্ধমাদন ও অপরের নাম কৈলাস। যে দুইটি উত্তরে ও পশ্চিমে অবস্থিত, তাহার একের নাম ত্রিপাত্র এবং অপরের নাম পাত্র। যে দুইটী উত্তরে বিরাজমান, তাহার একের নাম ত্রিশৃঙ্গ এবং অন্যতরের নাম ঊরুজধি। যে দুইটী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, তাহার একের নাম জঠর এবং অন্যতরের নাম দেবকূট। পণ্ডিতগণ এই আটটিকে মর্য্যাদা-পর্ব্বত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

হে ঋষিগণ! এইক্ষণে কনকপর্ব্বত সুমেরুর বিষ্কম্ভ অর্থাৎ কীলক বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সুমেরু পর্ব্বতের চারিদিকে অর্দ্ধ পরিমাণ স্থান পর্য্যন্ত চারি মহাপাদ বিদ্যমান রহিয়াছে। সপ্তদ্বীপা এই পৃথিবী সেই মহাপাদরূপ আবরণে স্তম্ভিত রহিয়াছেন। আমার বোধ হয়, ঐ সকল মহাপাদের বিস্তার দশসহস্র যোজন, এবং ক্রমশঃ বক্রভাবে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। উহাতে কত যে হরিতাল-স্থলী এবং কত যে মনঃশিলাময় গুহা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। স্থানে স্থানে সুবর্ণ এবং স্থানে স্থানে মণিসকল উহার বিচিত্রতা বিধান করিতেছে। কত সিদ্ধভবন, কত ক্রীড়া-স্থান উহাতে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকেই উহার প্রভার পরিসীমা নাই। উহার পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে সুপার্শ্ব গিরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ চারি পর্ব্বতের চারি শৃঙ্গের উপর চারিটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ বিরাজমান। দেবতা, দৈত্য ও অপ্সরোগণ মহাসমৃদ্ধিতে তথায় অবস্থান করিতেছেন। তন্মধ্যে

মন্দর পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরে এক কদম্ব বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে। উদ্গতকেশর নীপকুসুম সকল যেন এক একটি বৃহদাকার কুম্ভের ন্যায়। বিকসিত কুসুম গন্ধে চিরকালই চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছে।

যে বর্ষপর্ব্বত সকলের আদি, সেই বর্ষপর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে যে বৃক্ষ উদ্গত হইয়াছে, যে বৃক্ষ শোভা সৌন্দর্য্য ও সুখ্যাতির একমাত্র আধার, সেই মহাপাদপের নাম ভদ্রাশ্ব। হৃষীকেশ স্বয়ং সিদ্ধগণকর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া ঐ বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা, সহস্র সহস্র লোকসেবিত ঐ বৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তিনি ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া সমুদায় বর্ষ এবং সমুদায় দ্বীপস্থিত লোকদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহারই নামানুসারে ঐ বৃক্ষের নাম ভদ্রাশ্ব হইয়াছে।

দক্ষিণ পর্ব্বত, যথায় দেবগণ নিয়ত অবস্থান করেন, সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে ফল-পুষ্প-শাখা-প্রশাখা-সুশোভিত জম্বূ বৃক্ষ বিরাজমান। ঐ জম্বূ বৃক্ষের অমৃতকল্প স্বরূপ, সুস্বাদু, সুগন্ধ ফলসকল নিরন্তর পর্ব্বতোপরি নিপতিত হইতেছে। ঐ ফল সমূহ হইতে যে রস নির্গত হইতেছে, তাহাতে ঐ পর্ব্বত হইতে এক নদী নির্গত হইয়াছে। ঐ নদীতে জাম্বূনদ নামক অতি সুন্দর সুবর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ স্বর্ণে দেবগণের অতীব উজ্জ্বল অলঙ্কার সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ জম্বূফল হইতে এক প্রকার আসবের উৎপত্তি হয়। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যকগণ অতীব আনন্দসহকারে সেই অমৃততুল্য সুরা সেবন করিয়া থাকেন।

ঐ জম্বূ বৃক্ষের সদ্ভাবনিবন্ধন দক্ষিণবর্ষই জম্বূলোক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ লোকে যে জম্বুদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে, তাহা ঐ বৃক্ষেরই সদ্ভাবনিবন্ধন।

বিপুল নামক পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে বৃহদাকার এক অশ্বত্থ বৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষ যেমন উন্নত, তেমনি প্রকাণ্ডকাণ্ড। কত যে প্রাণী উহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। উহার ফল কুম্ভ-প্রমাণ ও অতি মনোহর এবং সকল সময়েই অতীব সুলভ। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ নিরন্তর তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। ঐ বৃক্ষের অপর নাম কেতুমাল। হে দ্বিজগণ! যে নিমিত্ত উহার নাম কেতুমাল হইয়াছে, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে এক মালা সমুত্থিত হয়। দেবরাজ স্বয়ং ঐ চৈত্যকেতুর গলদেশে সেই মালা সমর্পণ করেন, তাহাতেই উহার নাম কেতুমাল হইয়াছে। কেতুমাল বর্ষও ঐ কেতুমাল বৃক্ষদ্বারা প্রসিদ্ধ।

সুপার্শ্ব পর্ব্বতের উত্তর শৃঙ্গে বট নামে এক মহা বৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ ন্যগ্রোধ পাদপ বহুতর শাখা প্রশাখায় সমাকীর্ণ এবং বহুযোজন বিস্তৃত। উহার তলভাগে শত শত সিদ্ধগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। উহার ফল সকল স্বর্ণবর্ণ এবং প্রকাণ্ড কুম্ভের ন্যায় বৃন্তে সংলগ্ন। সনৎকুমারের কনিষ্ঠ, ব্রহ্মার সপ্ত মানস পুত্র ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। ঐ মহাভাগগণ কুরব নামে বিখ্যাত। স্থিরচিত্ত, ক্ষমাশীল, বীতকল্মষ, অক্ষয় পুরুষ সকল তথায় ঐ সনাতন ব্রহ্মতনয়গণের উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ সপ্ত মহাত্মা

কুরুর অবস্থানিবন্ধন ঐ বর্ষও, কি স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে সর্ব্বত্রই কুরু বা কুরব বর্ষ বলিয়া বিখ্যাত।

## ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

### রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে দ্বিজগণ! শীতান্ত ও কুমুদ এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অতি অপূর্ব্ব এক সরোবর বিরাজমান। উহার দৈর্ঘ্য তিন শত এবং বিস্তার এক শত যোজন। বিবিধ বিহঙ্গম প্রভৃতি কত যে জীব তথায় অবস্থান করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উহার সলিল সুখপেয় ও অতীব নির্ম্মল। অতিপ্রকাণ্ড, অতি সুগন্ধি সহস্র শত-দল পদ্মে সতত ঐ সরোবরের অপূর্ব্ব শোভাবিধান করিতেছে। দেবতা দানব গন্ধর্ব্ব ও মহাসর্প সকল নিরন্তর উহার তীরভূমি সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে। ঐ পবিত্র সরোবরের নাম শ্রীসরোবর; এমন জীবই নাই যে উহাকে আশ্রয় করে নাই। ঐ সরোবরস্থিত পদ্মবনের মধ্যভাগে একটি অপূর্ব্ব কোটি-দলযুক্ত মহাপদ্ম বিরাজমান। দেখিলে বোধ হয় যেন বাল সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে। পদ্মটি নিরন্তর প্রস্ফুটিত থাকায় দেখিতে অতি মনোহর এবং চাঞ্চল্যবশতঃ উহার পরিধি মণ্ডল অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহার মধ্যস্থিত কেশরগুলি অতি সুখদৃশ্য; তাহাতে আবার ভ্রমরগণ মধু-

পানে মত্ত হইয়া নিরন্তর গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছে। এমন কি ভগবতী কমলা ক্ষণকালের নিমিত্তও সে অমল কমল পরিত্যাগ করেন না।

সে যাহাই হউক, হে তপোধনগণ! সেই সুদীর্ঘ সরোবরের তীরে অতি রমণীয় বহুদূরবিস্তৃত এক অপূর্ব্ব বিল্বকানন বিরাজমান। বৃক্ষগুলি নিরন্তর ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। কত যে সিদ্ধ পুরুষ তথায় অবস্থান করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। ঐ বিল্ববনের দৈর্ঘ্য দ্বিশত এবং বিস্তার শত যোজন। প্রকাণ্ডকাণ্ড বৃক্ষগুলি চতুর্দ্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া অর্দ্ধক্রোশ ঊর্দ্ধে মস্তক উন্নত করিয়াছে। উহার ফল সকল কতকগুলি হরিতবর্ণ, কতকগুলি পাণ্ডুরবর্ণ, পরিমাণ পটহের ন্যায়, স্বাদুতা অমৃতের ন্যায় এবং গন্ধ অতি মনোহর। ফলপতনে বনভূমি সমাকীর্ণ হইয়াছে। ঐ বিল্ববন জগতে শ্রীবন নামে প্রসিদ্ধ। দেবগণ এবং পুণ্যাত্মা বিল্বভোজী মুনিগণ নিরন্তর উহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছেন। এমন কি, সিদ্ধগণপরিষেবিতা ভগবতী লক্ষ্মী এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সে কানন পরিত্যাগ করেন না।

এক একটি অচলেন্দ্রের অন্তরাল ভূমির দৈর্ঘ্য দ্বিশত যোজন এবং বিস্তার শত যোজন, মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ ও চারণগণপরিষেবিত বিমল স্থলপদ্ম বন শোভমান। উহার মধ্যবর্ত্তী পুষ্পগুলি, যেন কমলা স্বয়ং ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; যেন তাহারা স্বীয় প্রভায় স্বয়ং জ্বলিতেছে। মহাস্কন্ধ-নিঃসৃত শাখাশিখরে অর্দ্ধক্রোশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক শাখা বিকশিত কুসুমসমূহে অলঙ্কৃত। তন্নিবন্ধন বনবিভাগ

যেন পীতরক্তের ছবি ধারণ করিয়াছে। পুষ্পগুলির পরিণাহ দুই হস্ত এবং বিস্তৃতি তিন হস্ত প্রমাণ। বর্ণ মনঃশিলার ন্যায় এবং কেশরজাল পাণ্ডুর বর্ণ। বিকশিত কুসুমে বনায়তন পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে, ভ্রমরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া প্রতি পুষ্পেই গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছে। ফলতঃ বনস্থলীর শোভার পরিসীমা নাই। কত যে দেবতা, কত যে দানব, কত যে গন্ধর্ব্ব, কত যে কিন্নর এবং কত যে ভাগ্যধর অপ্সরোগণ তথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ঐ স্থানেই প্রজাপতি ভগবান্ কশ্যপের আশ্রম। তদ্ভিন্ন কত শত শত সিদ্ধ ও কত শত সাধুগণ তত্রত্য আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, তাহার আর সংখ্যা নাই।

হে তপোধনগণ! তাহার পরেই মহানীল ও ককুভ নামক পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে অতীব সুখদায়িনী এক স্রোতস্বতী প্রবহমাণ। ঐ নদীর তীরদেশে পঞ্চাশৎ যোজন দীর্ঘ এবং ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত রমণীয় এক তাল বন অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। তালবৃক্ষগুলি অতি দৃঢ়, সারগর্ভ, দুষ্প্রচাল্য, গোলাকৃতি, ফলবান্ এবং অর্দ্ধক্রোশ উন্নত। বৃক্ষগুলি এমনি কৃষ্ণবর্ণ যে দেখিলে বোধ হয় যেন অঞ্জনরাশি একত্র সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ বন রহুতর সিদ্ধ পুরুষের আবাসভূমি। ঐরাবত হস্তীর গাত্র হইতে যেরূপ মদগন্ধ বিনির্গত হয়, ঐ বন হইতে সেই রূপ গন্ধ বিনির্গত হইতেছে।

তাহার পরেই দেবশৈলের উত্তরভাগে ঐরাবত ও রুদ্র নামে দুই পর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ গিরিদ্বয়ের মধ্য-

ভাগে সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং শত যোজন বিস্তৃত এক উপ-
ত্যকা বিদ্যমান। ঐ উপত্যকার আদ্যোপান্ত সমুদায় ভূমি যেন
একখানি শিলায় সমাবৃত। সুতরাং তথায় বৃক্ষ বা লতার
সম্পর্কমাত্র নাই। চতুর্দ্দিক পাদপরিমাণ জলে আপ্লুত।
হে দ্বিজেন্দ্রগণ! সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে এবং অন্যান্য
পর্ব্বতের মধ্যভাগে যেরূপ নানাপ্রকার উপত্যকা দর্শন করি-
য়াছি, তাহার আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

---

## অশীতিতম অধ্যায়।

### রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে তপোধনগণ! এক্ষণে দক্ষিণ দিগ্বি-
ভাগস্থিত সিদ্ধগণাধিষ্ঠিত উপত্যকাবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি
শ্রবণ কর। শিশির এবং পতঙ্গ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে যে উপ-
ত্যকা বিদ্যমান আছে, উহা কেবল শুক্ল বর্ণ ধূ ধূ করিতেছে;
কুত্রাপি একটি বৃক্ষের সম্পর্কমাত্র নাই। সুতরাং দেখিতে অতি
ভীষণ। কেবল ইষুক্ষেপ নামক শিখরে কতকগুলি বৃক্ষ লক্ষিত
হইয়া থাকে। তত্রত্য উড়ুম্বর বন অতি রমণীয় এবং বহুতর
পক্ষীর নিবাসভূমি। উহার ফল সকল দেখিতে বৃহদাকার
কূর্ম্মের মত। আট জন দেবযোনি নিয়ত ঐ উড়ুম্বর বনে
অবস্থান করিয়া থাকেন। তথায় প্রসন্ন ও স্বাদুসলিলা বহুজল-
পূর্ণা নদী সকল নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। প্রজাপতি

ভগবান্ কর্দ্দম তত্রত্য প্রধান আশ্রমধারী। তদ্ভিন্ন তথায় বহুতর মুনিজনের আশ্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। কর্দ্দম ঋষির আশ্রমের আয়তন এক শত যোজন। তথায় তাম্রাভ ও পতঙ্গ নামক শৈলের মধ্যভাগে দুই শত যোজন দীর্ঘ এবং একশত যোজন বিস্তৃত সুদীর্ঘ এক সরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। বালার্কবর্ণ ঘনসন্নিবিষ্ট সুগন্ধ সহস্রদল পদ্ম সমূহে ঐ সরোবর অলঙ্কৃত হইয়াছে। উহার তীরদেশে সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক মহোন্নত শিখর বিরাজমান। উহার দৈর্ঘ্য শত যোজন এবং বিস্তার ত্রিংশৎ যোজন। ঐ শিখর নানাবিধ ধাতু ও নানাবিধ রত্নে মণ্ডিত রহিয়াছে। উহার উপরিভাগে সুদীর্ঘ এক রথ্যা বিদ্যমান। তাহার চতুর্দ্দিকে রত্নময় প্রাচীর এবং সম্মুখে অত্যুন্নত এক তোরণ। উহার মধ্যস্থলে সুবিস্তীর্ণ বিদ্যাধরপুরী বিদ্যমান। পুলোমনামা এক বিদ্যাধর বহুতর পরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় রাজত্ব বিস্তার করিতেছেন।

তাহার পর বিশাখ ও শ্বেতনামক পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক সরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার পূর্ব্বতীরে সুবিস্তীর্ণ এক আম্রবন বিরাজমান। তরুশাখাসকল কনকবর্ণ কুম্ভপ্রমাণ অতি সুগন্ধি ফলসমূহে নিরন্তর অবনত রহিয়াছে। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ সতত তথায় অবস্থান করিতেছেন।

তাহার পর অচলেন্দ্র সুমূল এবং বসুধার বিদ্যমান। ঐ দুই পর্ব্বতের মধ্যভাগে যে উপত্যকা বিরাজমান, তাহার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশৎ যোজন এবং বিস্তার ত্রিংশৎ যোজন। তথায় এক

বিল্বস্থলী বিরাজমান। তাহার ফল সকল বৃহদাকার কুম্ভের ন্যায়। নিরন্তর ফলপতনে বনভূমি পরিক্লিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিল্বভোজী গুহ্যকগণ ঐ স্থলী অলঙ্কৃত করিয়াছে।

তাহার পরেই বসুধার ও রত্নধার নামক দুই গিরি শোভমান। উহার মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় শত যোজন দীর্ঘ এবং বিংশতি যোজন বিস্তীর্ণ এক কিংশুক বন বিরাজমান রহিয়াছে। বিকশিত কিংশুক কুসুমের গন্ধে শত যোজন পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়াছে। তথায় সিদ্ধগণ অবস্থান করিয়া থাকেন এবং জলকষ্টের নামমাত্র নাই। তথায় আদিত্যদেবের অতি সুদীর্ঘ আয়তন রহিয়াছে। সূর্য্যদেব প্রতি মাসেই তথায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সমুদায় দেবতারা লোকজনক ঐ প্রজাপতি সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া থাকেন।

তাহার পর পঞ্চকুট ও কৈলাস গিরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ উভয়ের মধ্যস্থলে হংসের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র প্রাণিগণের অনভিগম্য সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং শতযোজন বিস্তৃত এক ভূভাগ বিদ্যমান। ঐ ভূমিখণ্ড দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বর্গের সোপান বিরচিত হইয়াছে।

যাহাই হউক এক্ষণে পশ্চিম দিগ্বিভাগের গিরি-উপত্যকার বিষয় বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। সুপার্শ্ব ও শিখিশৈলের মধ্যস্থলে চারিদিকে প্রায় শত যোজন বিস্তৃত এক খণ্ড মৃত্তিকাযুক্ত শিলাতল রহিয়াছে। ঐ শিলাতল নিয়ত উত্তপ্ত; এমন কি উহা স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। আবার শিলাতলের মধ্যস্থলে ত্রিংশত যোজন বিস্তৃত মণ্ডলাকার এক অগ্নিকুণ্ড শোভমান। তথায় দাহ্য বস্তুর সম্পর্কমাত্র নাই; কিন্তু

সংবর্ত্তক নামা অগ্নি নিরন্তর ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার পর কুমুদ ও অঞ্জন নামক দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে শত যোজন বিস্তীর্ণ বীজপূরস্থলী শোভমান। কোন প্রাণীই তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। বিশেষতঃ ঐ বীজপুর বন নিরন্তর পীতবর্ণ ফলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তথায় সিদ্ধপুরুষনিষেবিত এক পবিত্র হ্রদ শোভমান। ঐ ভূভাগ বৃহস্পতির আবাসস্থান। তাহার পরেই পিঞ্জর ও গৌরপর্ব্বতের মধ্যস্থলে এক সরোবর এবং বহুশত যোজন বিস্তৃত কয়েক খণ্ড উপত্যকা শোভমান রহিয়াছে। তত্রত্য সরোবর বিকসিত বৃহদাকার কুমুদবনে পরিপূর্ণ। ষট্পদ সকল সততই পুষ্পে পুষ্পে গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া বিচরণ করিতেছে। ঐ স্থান পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর আবাসভূমি। তাহার পর শুক্ল ও পাণ্ডুর নামক দুই মহাগিরির মধ্যভাগে নবতি যোজন দীর্ঘ এবং ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ এক শিলাময় প্রদেশ রহিয়াছে। তথায় বৃক্ষের সম্পর্কমাত্র নাই। তাহার কিয়দ্দূরে নীবাতনিষ্কম্প এক দীর্ঘিকা শোভমান। তাহার তীরদেশ নানাজাতীয় বিকসিত স্থলপদ্ম বৃক্ষে সুশোভিত। উহার মধ্যে আবার পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ এক ন্যগ্রোধ পাদপ বিরাজমান। নীলাম্বরধারী উমাপতি ভগবান্ চন্দ্রশেখর যক্ষাদি দেবযোনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া নিরন্তর তথায় অবস্থান করিতেছেন তাহার পর সহস্র শিখর ও কুমুদ এই দুই পর্ব্বতের মধ্যভাগে পঞ্চাশৎ যোজন দীর্ঘ এবং ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত ইষুক্ষেপ নামক এক উচ্চতর শিখর বিরাজমান রহিয়াছে। উহাতে যে কত প্রকার পক্ষী এবং কত প্রকার সুমধুর বৃক্ষফল বিদ্যমান

রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দেবরাজ ইন্দ্র ক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে তথায় অপূর্ব্ব এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার পর শঙ্খকুট ও ঋষভ নামক দুই গিরির মধ্যভাগে অনেক যোজন বিস্তৃত বহুগুণালঙ্কৃত রমণীয় এক পুরুষস্থলী বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্রত্য ভূভাগ বিল্বপ্রমাণ সুগন্ধি অশোকবৃক্ষে পরিপুর্ণ। সিদ্ধপুরুষগণ এবং নাগাদিগণ তথায় বাস করিয়া থাকেন।

তাহার পর কপিঞ্জল ও নাগ শৈলের মধ্যভাগে দ্বিশত যোজন দীর্ঘ এবং শতযোজন বিস্তীর্ণ এক উপত্যকা অসংখ্য লোকে সমাকীর্ণ। ঐ স্থান দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ এবং নানাবিধ লতায় পরিপুর্ণ। তাহার পর পুষ্কর ও মহামেঘ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে শতযোজন দীর্ঘ এবং ষষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ যে উপত্যকা বিরাজমান, তাহার নাম পাণিতল। তথায় বৃক্ষ বা লতার সম্পর্ক মাত্র নাই। তাহার পার্শ্বে বহুযোজন বিস্তীর্ণ চারিটি বন এবং চারিটি সরোবর শোভমান। তাহার কিয়দ্দূরে কতকগুলি ভূভাগ এবং কতকগুলি উপত্যকা বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোনটি দশযোজন, কোন কোনটি পঞ্চ যোজন, কোন কোন কোনটি সপ্ত যোজন, কোন কোনটি অষ্ট যোজন কোন কোনটি বিংশতি যোজন এবং কোন কোনটি ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ। ঐ সকল উপত্যকার মধ্যে কতকগুলি স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন পর্ব্বত ভঙ্গ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে।

# একাশীতিতম অধ্যায়।

## রুদ্রগীতা।

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! এক্ষণে এই সকল পর্ব্বতের শেষভাগে যে সকল দেবস্থান বিদ্যমান আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বতগণের শেষভাগে সীত নামে এক শৈল শোভমান। ঐ স্থান দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রীড়াকানন। প্রসিদ্ধ পারিজাতবন ঐ স্থানেই অবস্থিত। তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে কুঞ্জর নামক যে গিরি বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় দানবগণের আটটি পুরী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। তাহার পর বজ্রক পর্ব্বতে রাক্ষসদিগের পুরী সকল শোভমান। ঐ রাক্ষসগণ কামরূপী এবং নীলক নামে প্রসিদ্ধ। মহানীল পর্ব্বত কিন্নরগণের আবাসভূমি। তথায় পঞ্চদশ সহস্র কিন্নরপুরী বিরাজমান। তথায় দেবদত্ত ও চন্দ্রদত্ত প্রভৃতি পঞ্চদশ কিন্নররাজ মহাগর্ব্বে রাজত্ব করিতেছেন। সুবর্ণময় বিলদ্বার দিয়া ঐ সকল কিন্নরপুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। তাহার পর চন্দ্রোদয় নামক পর্ব্বত বিরাজমান। ঐ পর্ব্বতে বৈনতেয়ের অগম্য বিলমধ্যে নাগগণ অবস্থান করিয়া থাকে। তাহার পর অনুরাগ পর্ব্বত। অনুরাগ দানবেন্দ্রগণের আবাসস্থান। তাহার পরেই বেণুমান গিরি। বেণুমান শৈলে তিনটি বিদ্যাধর বিদ্যমান। ঐ পুরত্রয়ের প্রত্যেকটির বিস্তার ত্রিংশৎ শতযোজন এবং বিশালতা এক এক যোজন। উলূক, রোমশ ও মহাবেত্র নামক বিদ্যাধররাজগণ ঐ সকল পুরে অবস্থান করেন। বিকঙ্ক শৈল, গরুড়ের আবাসভূমি। পশুপতি স্বয়ং নিয়ত কুঞ্জর

শৈলে অবস্থান করিয়া থাকেন। তাহার পরেই বসুধার গিরি। যিনি যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি অনাদি পুরুষ; সেই বৃষভাঙ্ক মহাদেব শঙ্কর কোটি কোটি প্রমথপরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ বসুধার শৈলে অবস্থান করিয়া থাকেন। বসুগণও ঐ মহাগিরির অধিবাসী। বসুধার ও রত্নধার পর্ব্বতের অধিত্যকায় পঞ্চদশ পুরী বিরাজমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে আটটি বসুগণের এবং সাতটি সপ্তর্ষিগণের অধিকৃত। একশৃঙ্গ গিরি চতুরানন প্রজাপতি ব্রহ্মার আবাসস্থান। স্বয়ং ভগবতী মহাভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গজগিরিতে অবস্থান করিয়া থাকেন। বসুধার পর্ব্বতে সিদ্ধ বিদ্যাধর ও মুনিগণের চতুরশীতি পুরী বিরাজমান। ঐ পুরী সকল উন্নত তোরণ ও উন্নত প্রাকারপরিনিষ্ঠ। তাহার পরেই অনেকপর্ব্বত। যুদ্ধশীল গন্ধর্ব্বগণ ঐ অনেকপর্ব্বতে অবস্থান করিয়া থাকে। কপিঙ্গক উহাদিগের অধিরাজ। বহুতর সুর ও বহুতর রাক্ষস পঞ্চকূটে এবং বহুতর দানব শতশৃঙ্গে বাস করে। পঞ্চকূট ও শতশৃঙ্গে উহাদিগের শত শত পুরী বিরাজমান। প্রভেদক পর্ব্বতের পশ্চিম দলে দেবগণ সিদ্ধগণ ও দানবগণের বহুতর পুর বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ প্রভেদক পর্ব্বতের উপরিভাগে এক বিস্তীর্ণ শিলাখণ্ড রহিয়াছে। পর্ব্বে পর্ব্বে সোমদেব ঐ শিলাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। উহার উত্তর পার্শ্বে ত্রিকূটগিরি। ব্রহ্মা মধ্যে মধ্যে ঐ গিরিতে অবস্থান করিয়া থাকেন। তথায় অগ্নিদেবেরও আয়তন আছে। দেবগণ ঐ স্থানে মূর্ত্তিমান হুতাশনের অর্চ্চনা করেন। উহার উত্তরে শৃঙ্গপর্ব্বত। শৃঙ্গশৈল দেবতাদিগের বাসস্থান। উহার পূর্ব্বদিকে

নারায়ণের, মধ্যস্থলে ব্রহ্মার এবং পশ্চিমে শঙ্করের আশ্রম। উহার নিকটে যক্ষগণেরও কতকগুলি পুরী বিরাজমান রহিয়াছে। তাহার উত্তরে জাতুচ্ছ নামে এক মহাগিরি বিদ্যমান। ঐ গিরিতে ত্রিংশৎ যোজন আয়ত প্রসন্নসলিল এক সরোবর শোভমান রহিয়াছে। তথায় নন্দ নামে এক নাগরাজ অবস্থান করিয়া থাকেন। শতশীর্ষ ও প্রচণ্ড প্রভৃতি আটটি দেবপর্ব্বত। ক্রমান্বয়ে ঐ পর্ব্বতদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় পীত, কাহারও বর্ণ রজতের ন্যায় শ্বেত, কাহারও বর্ণ হীরকের ন্যায় কাহারও বৈদূর্য্য মণির ন্যায়, এবং কাহারও বা বর্ণ মনঃশিলা ধাতুর ন্যায়। এই পৃথিবীতে কত শত কোটি পর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ সকল পর্ব্বতে সিদ্ধ বিদ্যাধরাদিগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। মেরু শৈলের পার্শ্বদেশস্থিত কেশর সকল বলয় ও আলবালাকারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উহাকে সিদ্ধলোক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই ভূতধাত্রী পৃথিবী পদ্মাকারে অবস্থান করিতেছেন। সমুদায় পুরাণেই সামান্যতঃ পর্ব্বতসংস্থানের এই রূপ ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

# দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

## রুদ্রগীতা।

হে দ্বিজগণ! এক্ষণে নদীসমূহের উৎপত্তিবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আকাশ-সমুদ্র হইতে আকাশচারিণী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। দেবেন্দ্রহস্তী ঐরাবত অনবরত ঐ সরিদ্বরাকে বিলোড়িত করিয়া থাকে। আকাশনদী চতুরশীতি সহস্র যোজন ঊর্দ্ধ হইতে সুমেরু শৃঙ্গোপরি নিপতিত হইতেছে। তৎপরে তথা হইতে প্রস্খলিত হইয়া দক্ষিণ দিকে চারি ধারায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ প্রপাত চতুষ্টয় হেমকুট হইতে শূন্যপথে যে স্থানে পতিত হইতেছে, তাহার পরিমাণ ষষ্টিসহস্র যোজন। উহার একের নাম সীতা, দ্বিতীয়ের নাম অলকনন্দা, তৃতীয়ের নাম চক্ষ এবং চতুর্থের নাম ভদ্রা। উহার মধ্যে এক ধারা অশীতি সহস্র পর্ব্বত বিদারণ পূর্ব্বক গাংগতা, অর্থাৎ পৃথিবীতে গমন করিয়াছে, এই নিমিত্ত তাহার নাম গঙ্গা।

এক্ষণে গন্ধমাদন পর্ব্বতের পার্শ্বস্থিত অমরগণ্ডিকার বিবরণ বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। ঐ অমরগণ্ডিকার দৈর্ঘ্য একত্রিংশৎ সহস্র যোজন এবং বিস্তার চতুঃশত যোজন। তত্রত্য জনপদসমূহ কেতুমাল নামে প্রসিদ্ধ। ঐ প্রদেশের মনুষ্য সকল কৃষ্ণকায়, কিন্তু স্ত্রীলোক সকল উৎপলবর্ণ, দেখিতে অতি সুশ্রী। তথায় বৃক্ষমধ্যে পনস বৃক্ষই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র তথাকার অধীশ্বর। তত্রত্য স্বাস্থ্যকর সলিল পান করিয়া লোকের জরা বা রোগের নামমাত্র নাই;

সুতরাং সকলেই জরারোগবিহীন হইয়া আনন্দে অযুত বর্ষ কাল জীবিত থাকে।

মাল্যবান্ পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বে যে গণ্ডিকা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নাম পূর্ব্বগণ্ডিকা। পূর্ব্বগণ্ডিকার আয়তন একশৃঙ্গ হইতে সহস্র যোজন। তত্রত্য জনপদ ভদ্রাশ্ব নামে সুপ্রসিদ্ধ। তথায় সুমিষ্ট রসালবনের অভাব নাই। তত্রত্য পুরুষ সকল শ্বেত ও পদ্মবর্ণ এবং নারীগণ কুমুদবর্ণ। আয়ুঃসীমা দশ সহস্র বৎসর। তথায় পাঁচটি শৈলবর্ণ, মালাখ্য, কোরজস্ক, ত্রিপর্ণ ও নীল নামে কুলপর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ পঞ্চ কুলাচল হইতে যে সকল নদী নির্গত হইয়াছে, তাহার তীরস্থিত প্রদেশ সকলও তত্তৎ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ প্রদেশস্থিত লোকসকল ঐ সমুদায় নদীর জল পান করিয়া থাকে।

সীতা, সুবাহিনী, হংসবতী, কাসা, মহাবক্রা, চন্দ্রবতী, কাবেরী, সুরসা, ইন্দ্রবতী, অঙ্গারবাহিনী; হরিতোয়া, সোমাবর্ত্তা, শতহ্রদা, বনমালা, বসুমতী, হংসা, সুপর্ণা, পঞ্চগন্ধী, ধনুষ্মতী, মণিবপ্রা, সুব্রহ্মভাগা, বিলাশিনী, কৃষ্ণতোয়া, পুণ্যদা, নাগবতী, শিবা, শৈবালিনী, মণিতটা, ক্ষীরোদা, বরুণতালী ও বিষ্ণুপদী এই সকল মহানদী পূর্ব্বগণ্ডিকায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহারা ঐ সকল নদীর জলপান করে, তাহারা দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং উমা ও মহেশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়।

---

# ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

## রুদ্রগীতা।

হে দ্বিজোত্তমগণ! ভদ্রাশ্ব ও কেতুমালের বৃত্তান্ত বিস্তারিত বিবৃত করিলাম; এক্ষণে অচলেন্দ্র নৈষধের পশ্চিমে যে সকল কুলপর্ব্বত, জনপদ ও নদী বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। বিশাখ, কম্বল, জয়ন্ত, কৃষ্ণ, হরিত, অশোক ও বর্দ্ধমান এই সাত নৈরধীয় কুলপর্ব্বত। ঐ সপ্তকুলাচলের প্রত্যন্ত পর্ব্বত কোটি কোটি। তথায় যে সকল জনপদ বিদ্যমান ররিয়াছে, সে সমুদায়ও তৎ তৎ নামে প্রসিদ্ধ। সৌরগ্রামান্ত, সাতপ, কৃতসুরাস্রবণ, কম্বল, মাহেয়, অচলকুট, বাসমূল, তপক্রৌঞ্চ, কৃষ্ণাঙ্গ, মণিপঙ্কজ, চূড়মাল, সোমীয়, সমুদ্রান্তক, কুরকুঞ্জ, সুবর্ণতট, কুহ, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণপাদ, বিন্দ, কপিল, কর্ণিক, মহিষ, কুব্জ, করনাট, মহোৎকট, শুকনাক, সগজ, ভূম, ককুরঞ্জন, মহানাহ, কিকিসপর্ণ, ভৌমক, চোরক, ধূমজন্ম, অঙ্গারজ, জীবলৌকিতা, বাচাংসহ, অঙ্গমাধুরেয়, শুকেয়, চকেয়, শ্রবণ, মত্তকাশিক, গোদাবাম, কুলপঞ্জর, বর্জ্জহ ও মোদশালকা এই সমস্ত জনপদ ঐ কুলপর্ব্বতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ জনপদস্থিত লোকসমুদায় যে সকল নদীর জলপান করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

প্লাক্ষা, মহাকদম্বা, মানসী, শ্যামা, সুমেধা, বহুলা, বিবর্ণা, ভুজ্ক্ষা, মালা, দর্ভবতী, ভদ্রা, শুকা, পল্লবা, ভীমা, প্রভঞ্জনা, কাম্বা, কুশাবতী, দক্ষা, কাসবতী, তুঙ্গা, পূণ্যোদা, চন্দ্রাবতী, সুমূলাবতী, ককুপদ্মিনী, বিশালা, করণ্টকা, পীবরী, মহামায়া,

মহিষী, মানুষী ও চণ্ডা এই সমস্ত নদী ঐ পর্ব্বত হইতে বিনির্গত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কত যে ক্ষুদ্র নদী উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

## চতুরশীতিতম অধ্যায়

### রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে বিপ্রগণ! এক্ষণে উত্তর ও দক্ষিণ বর্ষের পর্ব্বতনিবাসিগণের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং শ্বেত পর্ব্বতের উত্তর ভাগে বায়ব্য ও রম্যকনামে দুই পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতে যাহারা অবস্থান করে, তাহারা অতি দীর্ঘাকার নির্ম্মলগাত্র এবং জরা ও দুর্গতি-শূন্য। ঐ স্থানেও এক মহান্ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নাম রোহিত। ঐ রোহিত বৃক্ষের ফলরস পান করিলে লোক সকল দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং দেখিতে দেবতার ন্যায় সুশ্রী হয়। শ্বেত পর্বতের উত্তর এবং ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের দক্ষিণ ভাগকে হিরণ্ময় বর্ষ কহে। তত্রত্য নদীর নাম হৈরন্বতী। অতি বলবান্ কামরূপী যক্ষগণ তথায় অবস্থান করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই একাদশ সহস্র-বর্ষ-জীবী। তথায় লকুচ (মাদার বা ডেহুয়া) ও পনস বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তত্রত্য লোক সকল ঐ বৃক্ষের ফল ভোজনে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়া থাকে।

তাহার পর ত্রিশৃঙ্গ পর্বত। ঐ পর্বতের উত্তরশৃঙ্গ হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরদেশ পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ উত্তরকুরু নামে প্রসিদ্ধ। তথায় ক্ষীরপ্রসবিনী ও মধুপ্রসবিনী বৃক্ষেরই প্রাচুর্য্য আছে। এনন কি সেই বৃক্ষ হইতে লোকের বস্ত্র ও ভূষণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তত্রত্য ভূমি সকল মণিময় ও স্নুবর্ণ বালুকাময়। ঐ স্থানের অধিবাসীরা ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ঐ দ্বীপের পশ্চিম দিকে চারি সহস্র যোজন অতিক্রম করিলে চন্দ্রদ্বীপ প্রাপ্ত হওয়া যায়; ঐ দ্বীপের পরিধি সহস্র যোজন। চন্দ্র দ্বীপের মধ্যভাগে চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত নামক দুইটি গিরি প্রস্রবণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দুই প্রস্রবণ হইতে বন্দ্রাবর্ত্তা নামে যে মহানদী শাখানদী সকল বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার তীরভূমি বহুতর বৃক্ষে সমলঙ্কৃত। পূর্বোল্লিখিত কুরুবর্ষের উত্তর পার্শ্বে তরঙ্গমালাসঙ্কুল পঞ্চ সহস্র যোজন সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যদ্বীপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দ্বীপের পরিধিমণ্ডল সহস্র যোজন। উহার মধ্যস্থলে যে পর্বত রহিয়াছে, তাহার বিস্তার ও ঔন্নত্য শত যোজন। ঐ পর্বত হইতে সূর্য্যাবর্ত্ত নামে এক নদী নির্গত হইয়াছে। ঐ স্থানে সূর্য্যদেব অবস্থান করিয়া থাকেন। তথায় সূর্য্যোপাসক, সূর্য্যকান্তি প্রজাসকল দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ঐ সূর্য্যদ্বীপের পশ্চিমে চারি সহস্র যোজন সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া সহস্র যোজন বিস্তৃত এক দ্বীপ আছে, তাহার নাম ভদ্রাকার।

ঐ দ্বীপ বিবিধ মূর্ত্তিধারী বায়ু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। উহাতে যে কত প্রকার বররত্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর পরিসীমা নাই। তত্রত্য অগ্নিবর্ণ প্রজাসকল পঞ্চ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

## পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

### রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে দ্বিজগণ! এই পৃথিবী পদ্মাকারে অবস্থান করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বেই কীর্ত্তন করিয়াছি। সম্প্রতি ভারতের নবদ্বীপ বিভাগ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবন কর। ইন্দ্র, কসেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তি, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারুণ ও ভারত। ইহার প্রত্যেকটি এক যোজন করিয়া বিস্তৃত এবং এক এক সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। তন্মধ্যে ভারতদ্বীপে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষবান্, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সপ্ত কুলাচল বিদ্যমান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন মন্দর, সারদর্দ্দুর, কৈলাস, মৈনাক, বৈদ্যুত, বারন্ধম, পাণ্ডুর, তুঙ্গ, প্রস্থ, কৃষ্ণগিরি, জয়ন্ত, ঐরাবত, ঋষ্যমূক, গোমন্ত, চিত্রকূট, শ্রীপর্ব্বত, চকোর কূট, শৈল, কৃতস্থল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পর্ব্বত বিস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম পর্ব্বত যে কত, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ সকল পর্ব্বতে আর্য্যগণ এবং ম্লেচ্ছগণও বসতি করিয়া থাকে।

হে দ্বিজোত্তমগণ! এক্ষণে ঐ সমস্ত জনপদবাসীরা যে যে নদীর জল পান করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। গঙ্গা, সিন্ধু, শতদ্রু, বিপাসা, সরস্বতী, বিতস্তা, সরযূ, চন্দ্রভাগা, যমুনা, ইরাবতী, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশিকী, নিস্বীরা, গণ্ডকী, চক্ষুষ্মতী ও লোহিতা—উহারা হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। বেদস্মৃতি, বেদবতী, সিন্ধুপর্ণা, চন্দ্রনাভা, নাশদাচরা, রোহিপারা, চর্ম্মন্বতী, বিদিশা, বেদত্রয়ী ও বপন্তী ইহারা পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। শোণী, জ্যোতিরথা, নর্ম্মদা, সুরসা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, তমসা, পিপ্পলা, করতোয়া, পিশাচিকা, চিত্রোৎপলা, বিশালা, বঞ্জুকা, বালুবাহিনী, শুক্তিমতী, বীরজা, পঙ্কিনী ও রাত্রি—ইহারা ঋক্ষবান্ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। মণিজালা, শুভাতাপী, পয়োষ্ণী, শীঘ্রোদা, বেশ্মপাশা, বৈতরণী, বেদিপালা, কুমুদ্বতী, তোয়া, দুর্গা, অন্ত্যা ও গিরা—ইহারা বিন্ধ্যাচল হইতে বিনির্গত হইয়াছে। গোদাবরী, ভীমরথী, মরথী, কৃষ্ণা, বেণা, বঞ্জুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা ও বাহ্যকাবেরী—ইহারা সহ্য পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। শতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পাবতী ও উৎপলাবতী—ইহারা মলয় পর্ব্বত হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ত্রিযামা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুলা, ত্রিবিন্দালা, মূলিনী ও বংগবরা—ইহারা মহেন্দ্র পর্ব্বতের তনয়া। ঋষিকা, মূসতী, মন্দগামিনী ও পলাশিনী—ইহারা শুক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই সমস্ত নদী পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্ত কূলাচল হইতে বিনির্গত হইয়াছে। অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

নদী যে কত, তাহার আর সংখ্যা নাই। এই ত লক্ষ যোজন পরিমিত জম্বুদ্বীপের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম।

# একাশীতিতম অধ্যায়।

## রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিহেন, হে বিপ্রগণ! অতঃপর শাকদ্বীপবৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। শাকদ্বীপের বিস্তার জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের পরিমাণ দ্বৈগুণ্য। তত্রত্য অধিবাসীরা অতি পুণ্যাত্মা এবং দীর্ঘজীবী। তথায় দুর্ভিক্ষ, জরা বা ব্যাধির নামমাত্র নাই। এই দ্বীপেও সাতটী কুলাচল বিরাজমান রহিয়াছে। উহার এক পার্শ্বে লবণ সমুদ্র, অপর পার্শ্বে ক্ষীরোদ সাগর। ঐ দ্বীপের পূর্ব্ব-পার্শ্বে অতি বিশাল শৈলেন্দ্র উদয় এবং পশ্চিম পার্শ্বে জল-ধর নামে এক গিরি বিরাজমান রহিয়াছে। জলধর পর্ব্বতের অপর নাম চন্দ্র। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং ঐ পর্ব্বত হইতে জল গ্রহণ করিয়া বর্ষণ করিয়া থাকেন। উহার পর শ্বেতক পর্ব্বত, তথায় অনেক প্রকার লোক বসবাস করিয়া থাকে। তাহার পর রজত গিরি, রজত গিরির অপর নাম শাক। তাহার পর অম্বিকেয়; উহার অপর নাম বিভ্রাজস বা কেসরী। তথা হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। যে যে গিরি বর্ষ-পর্ব্বত নামে সুপ্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে উদয়, সুকুমার, জলধর,

ক্ষেমক, ও দ্রুমই প্রধান। দ্বিতীয় পর্ব্বতশ্রেণীর নাম পরে নির্দ্দেশ করিব। উহার মধ্যে সুকুমারী, কুমারী, নন্দা, বেণিকা, ধেনু, ইক্ষুমতী, ও গভস্তি এই সাত মহানদী বিদ্যমান রহিয়াছে।

# সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

## রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, সম্প্রতি কুশদ্বীপের বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। কুশদ্বীপ ক্ষীরোদ সমুদ্রে পরিবেষ্টিত, এবং শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ বিস্তৃত। ঐ দ্বীপেও সাতটি কুলাচল বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদিগের প্রত্যেকের নাম দুই দুইটি। প্রথম কুমুদ বা বিদ্রুম, দ্বিতীয় উন্নত বা হেম, তৃতীয় দ্রোণ বা পুষ্পবান, চতুর্থ কাক বা ককুদ্মান্, পঞ্চম কুশেশয় বা অগ্নিমান্, ষষ্ঠ মহিষ্মান্ বা হরি (তথায় অগ্নির অধিবাস স্থান) সপ্তম ককুদ্র বা মন্দর। কুশদ্বীপে এই সকল পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে, ইহাদিগের স্বনাম প্রসিদ্ধ বর্ষ সমুদায়ও দুই দুই নামে বিখ্যাত। কুমুদ পর্ব্বতস্থিত বর্ষের নাম শ্বেত বা উদ্ভিদ, উদ্ভিদস্থিত বর্ষের নাম লোহিত বা বেণুমণ্ডল, বলাহক বর্ষের নাম জীমূত বা রথাকার, দ্রোণস্থিত বর্ষের নাম হরি বা বলাধন। ঐরূপ তত্রত্য প্রত্যেক নদীরও দুই দুই নাম আছে। সর্ব্বপ্রধানা নদীর নাম প্রতোয়া বা প্রবেশা, দ্বিতীয়ার নাম শিবা বা যশোদা, তৃতীয়া চিত্রা বা

কৃষ্ণা, চতুর্থী হ্লাদিনী বা চন্দ্রা, পঞ্চমী বিদ্যুল্লা বা শুক্লা, ষষ্ঠী বর্ণা বা বিভাবরী, সপ্তমী মহতী বা ধৃতি। এই সমস্ত নদীই অপেক্ষাকৃত প্রধানা। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীও বিস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাই কুশদ্বীপের পরিমাণসন্নিবেশ। শাকদ্বীপের পরিমাণ অপেক্ষা কুশদ্বীপের পরিমাণ দ্বিগুণ তাহা পূর্ব্বেই কীর্ত্তন করিয়াছি। উহার মধ্যে কুশস্তম্বের পরিসীমা নাই। এই কুশদ্বীপ অমৃততুল্য ক্ষীরোদ সমুদ্র অপেক্ষা দ্বিগুণতর দধিসাগরে পরিবৃত।

---

## অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

### রুদ্র গীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, ঋষিগণ! ক্রৌঞ্চদ্বীপ চতুর্থ। কুশদ্বীপ অপেক্ষা উহার পরিমাণ দ্বিগুণ, এবং দধিসমুদ্র উহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উহাতেও সাতটি বর্ষপর্ব্বত বিদ্যমান। ঐ সাতটি বর্ষপর্ব্বতের মধ্যে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত সর্ব্বপ্রধান। তদ্ভিন্ন বিদ্যুন্নত বা মানস—মানসের অপর নাম পাবক, অন্ধকার—উহার অপর নাম অচ্ছোদক, দেবগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত দেবাবৃত্ত—যাহাকে সুরাপনামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, দেবিষ্ঠ—যাহার অপর নাম কাঞ্চনশৃঙ্গ, দেবনন্দের পরবর্ত্তী গোবিন্দ বা পুণ্ডরীক—যাহার অপর নাম তোয়াধার—এই সাত রত্নময় বর্ষপর্ব্বত ক্রৌঞ্চদ্বীপে অবস্থান করিতেছে। সকলগুলি পরস্পরাপেক্ষা দ্বিগুণ উন্নত। তত্রত্য বর্ষগুলি সাত ভাগে বিভক্ত। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের কুশলপ্রদেশ

মাধব নামে বিখ্যাত। বামকের কুশল প্রদেশ অতি রমণীয় এবং সম্বর্ত্তক নামে বিখ্যাত। উষ্ণবান্ প্রদেশ সপ্রকাশ নামে বিখ্যাত। তাহার পর পাবক প্রদেশ, ঐ প্রদেশ সুদর্শন নামে বিখ্যাত। তাহার পর অন্ধকার প্রদেশ, ঐ প্রদেশ সংমোহ নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাহার পর মুনিপ্রদেশ, ঐ প্রদেশ প্রকাশ নামে বিশ্রুত। তাহার পর দুন্দুভি প্রদেশ, উহার অপর নাম আনর্থ। সপ্ত প্রদেশের ন্যায় সপ্তনদীও তথায় বিরাজ করিতেছে। ঐ সপ্ত নদীর নাম গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা। গৌরীর অপর নাম পুষ্পবহা, কুমুদ্বতীর অপর নাম রৌদ্রা. সন্ধ্যা সুখাবহা নামে বিখ্যাত। মনোজবার অপর নাম ক্ষিপ্রোদা। খ্যাতি বহুলা নামে প্রসিদ্ধ। পুণ্ডরীকার অপর নাম চিত্রবেগা। এতদ্ভিন্ন তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর পরিসীমা নাই। ক্রৌঞ্চ দ্বীপ যেমন দধিসমুদ্রে পরিবেষ্টিত, শাল্মলও সেই রূপ ঘৃত সমুদ্রে পরিবেষ্টিত।

## ঊননবতিতম অধ্যায়।

### রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, ঋষিগণ! এক্ষণে সপ্তদ্বীপের মধ্যে যে তিন দ্বীপ অবশিষ্ট রহিল সেই তিন দ্বীপ এবং তত্রত্য অধিবাসীর বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। শাল্মল পঞ্চম বর্ষ, ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা ইহার বিস্তৃতি দ্বিগুণ, ঘৃতসমুদ্র

ইহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহাঁতেও সাতটি বর্ষপর্ব্বত এবং সাতটি নদী বিরাজমান রহিয়াছে। শাতকৌম্ভ, সর্ব্বগুণসৌবর্ণ, রোহিত, সুমনস, কুশল, জাম্বুনদ ও বৈদ্যুত এই সাতটি বর্ষপর্ব্বত। পর্ব্বতের ন্যায় সাতটি বর্ষও উহাতে বিরাজমান রহিয়াছে।

গোমেদ দ্বীপ, সংখ্যাগণনায় ষষ্ঠ। শাল্মল দ্বীপ যেমন ঘৃত সমুদ্রে পরিবেষ্টিত, গোমেদও তদ্রূপ সুরাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। তত্রত্য প্রধান পর্ব্বত দুইটি। একটির নাম শ্রীমান্ অপরটির নাম কুমুদ। তাহার পর পুষ্কর। পুষ্করদ্বীপ ইক্ষুরস সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ পুষ্করাখ্যদ্বীপে মানস নামে এক পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতদ্বারা পুষ্করবর্ষ দ্বিধা বিচ্ছিন্ন এবং ঐ পর্ব্বতপ্রমাণ সুস্বাদু উদকে পরিবৃত রহিয়াছে। তাহার পর কটাহ। ইহাই পৃথিবীর এবং কটাহযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার প্রমাণ। এই প্রকারে দ্বীপসংখ্যার পরিমাণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ভগবান্ নারায়ণ প্রতিকল্পেই বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করিয়া স্বীয় দশনাগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীর উদ্ধার সাধন এবং ইহাকে যথাস্থানে স্থাপন করেন। হে তপোধনগণ! এই ত আমি তোমাদিগের নিকট পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও বিস্তারবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি কৈলাসধামে চলিলাম।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! ভগবান রুদ্রদেব এইরূপ বর্ণন করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে এবং দেবতা ও ঋষিগণ স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

# নবতিতম অধ্যায়।

## সৃষ্টিবিভাগ।

ধরণী কহিলেন, ভগবন্! কেহ কেহ রুদ্রদেবকে, কেহ কেহ হরিকে এবং কেহ কেহ চতুরানন ব্রহ্মাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁদিগের তিন জনের মধ্যে প্রধান কে? ইহা শুনিবার জন্য আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! দেব নারায়ণই সর্ব্বপ্রধান; তাঁহা হইতেই চতুরানন ব্রহ্মা এবং তাঁহা হইতেই রুদ্রদেবের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনিই রুদ্রদেবের সর্ব্বজ্ঞতার মূল কারণ। হে বরাননে! হে চার্ব্বঙ্গি! হে অনঘে! ভগবান্ রুদ্রদেবের বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য কথা আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

শূলপাণি ত্রিলোচন গৈরিকাদি বিবিধ ধাতুবিভূষিত রমণীয় কৈলাস পর্ব্বতের শিখরে অনুদিন অবস্থান করেন। সেই সর্ব্বপ্রাণি-নমস্কৃত পিনাকপাণি মহাদেব, একদিন প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবী ভগবতীর সহিত আসীন রহিয়াছেন, এবং প্রমথগণ তাঁহার ইতস্ততঃ সিংহেরন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। ঐ প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ সিংহমুখ, কেহ কেহ গজবক্ত্র, কেহ কেহ উষ্ট্রমুখ, কেহ কেহ শিশুমারবক্ত্র, কেহ কেহ শূকরানন, কেহ কেহ অশ্বমুখ, কেহ কেহ খরবক্ত্র, কেহ কেহ ছাগমুখ, কেহ কেহ ভেকমুখ এবং কেহ কেহ বা মৎস্যমুখ।

কত যে অস্ত্রধারী বিক্রান্ত প্রমথদল তথায় উপস্থিত, তাহার সীমা করা সুকঠিন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীত, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ বেগে গমন, কেহ কেহ বাহ্বাস্ফালন কেহ কেহ বিকট হাস্য, কেহ কেহ কিলকিলা শব্দ, কেহ কেহ বা মহা গর্জ্জন করিতেছে। উহাদিগের মহাবলপরাক্রান্ত অধিনায়কেরা কেহ কেহ লোষ্ট্র বিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে, কেহ কেহ বলদর্পিত হইয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ধরে! দেব মহেশ্বর উমার সহিত আসীন হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন এবং সহস্র সহস্র প্রমথ দল তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া আনন্দ করিতেছে, ইত্যবসরে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন রুদ্রদেব গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার এরূপ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিবার প্রয়োজন কি? অবিলম্বে কারণ নির্দ্দেশ করুন।

তখন চতুরানন ব্রহ্মা কহিলেন, অন্ধক নামে এক জন দৈত্য নিতান্ত বলদর্পিত হইয়া দেবগণকে উৎপীড়িত করিয়াছে। তাহাতেই দেবগণ ভয়ে আমার শরণাপন্ন হইলে, আমি কহিলাম, চল দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করি। তাহাতেই আমি ইহাঁদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই বলিয়া কমলযোনি শূলপাণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে পরম প্রভু নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। চিন্তামাত্র দেব নারায়ণ তৎক্ষণাৎ উভয়ের মধ্যে উপস্থিত। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন জনে একত্র মিলিত হইলেন এবং তিন জনেই পরস্পর পরস্পরের মুখাব-

লোকন করিতে লাগিলেন। সুতরাং তিন জনের দৃষ্টি একত্র মিলিত হইল। তখন সেই একীভূত দৃষ্টি হইতে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী এক কুমারীর উৎপত্তি হইল। উহার বর্ণ নীলোৎপল দলের ন্যায় শ্যাম, কেশ কুঞ্চিত ও গাঢ় নীলবর্ণ, নাসিকা ও কপালদেশ সুবিস্তীর্ণ, মুখশ্রী অতি মনোহর এবং অঙ্গসৌষ্ঠব অতি চমৎকার। এমন কি দেখিলে বোধ হয় যেন, বিশ্বকর্ম্ম-বিহিত সমুদায় রূপরাশি সেই কন্যাশরীরে বিন্যস্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন জনেই সেই অদ্ভুতরূপা কন্যাকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কি নিমিত্ত এস্থানে সমুপস্থিত হইয়াছ? তখন সেই নীল পীত ও শুক্ল এই ত্রিবর্ণসম্পন্না কুমারী তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সাধুগণ! আমি আপনাদিগের দৃষ্টিসংযোগ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আমি আপনাদিগের শক্তিরূপিণী পরমেশ্বরী। আপনারা আমায় দর্শন করিয়া চিনিতে পারি-লেন না?

তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সকলে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বরদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আজি অবধি তুমি ত্রিকলা নামে বিখ্যাত হইলে। এক্ষণে তুমি সর্ব্বদা সাবধানে এই বিশ্ব প্রতিপালন কর। হে মহাভাগে! তোমার গুণানুসারে অন্যান্য সিদ্ধিদায়ক নামও প্রচারিত হইবে। হে দেবি বরাননে! আরও এক কথা বলিতেছি যে, তুমি ত্রিবর্ণরূপিণী হইয়াছ; কিন্তু শীঘ্র ত্রিবর্ণরূপ পরিত্যাগ করিয়া তিন বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ তিন মূর্ত্তি ধারণ কর।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন জনে এই কথা বলিবামাত্র

তিনি ত্রিবিধ কলেবর ধারণ করিলেন। তাঁহার এক মূর্ত্তি শ্বেত, এক মূর্ত্তি রক্ত এবং এক মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার যে শ্বেতবর্ণ-ব্রাহ্মী মূর্ত্তি, তাহাদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার যে রক্তবর্ণা কৃশোদরী শঙ্খচক্রগদা-ধারিণী মূর্ত্তির উদয় হইল, তাহারই নাম বৈষ্ণবী মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তি দ্বারা তিনি জগৎ সংসার পালন করিয়া থাকেন। উঁহার অপর নাম বিষ্ণুমায়া। আর তাঁহার যে মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণা, ত্রিশূল-ধারিণী বিকটদশনা ও ভয়ঙ্করী, সেই মূর্ত্তিই রৌদ্রীমূর্ত্তি। রৌদ্রী মূর্ত্তি সমুদয় জগৎ সংহার করেন।

ধরে! সৃষ্টিস্বরূপিণী মহাভাগা শ্বেতবর্ণা কুমারী কমল-লোচনা ব্রহ্মার নিকট বিদায় লইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং সর্ব্বগত্ব লাভমানসে তপশ্চরণ করিবার নিমিত্ত শ্বেত পর্ব্বতে গমন করিলেন। যিনি বৈষ্ণবী মূর্ত্তি তিনি কেশবের নিকট অনুমতি লইয়া অতি কঠোর তপশ্চরণ করি-বার নিমিত্ত মন্দর পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। আর যিনি বিকট-দশনা, বিশালনয়না কৃষ্ণবর্ণা রৌদ্রী মূর্ত্তি, তিনিও কঠোর তপ-শ্চরণ করিবার নিমিত্ত নীল পর্ব্বতে গমন করিলেন।

এদিকে কিছুকাল পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করি-তে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তিনি যতই সৃষ্টি করেন, কিছুতেই প্রজাসৃষ্টি পরিবর্দ্ধিত হয় না। তখন তিনি যোগাবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া দেখিলেন, তাঁহার নয়নসম্ভূত কন্যা শ্বেত পর্ব্বতে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছেন। অনন্তর কমলযোনি সেই দগ্ধকিল্বিষা তনয়ার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! শোভনে!

তুমি কি উপলক্ষে এ কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ? বিশালাক্ষি! আমি তোমার তপশ্চরণে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব অভিমত বর প্রার্থনা কর।

তখন সেই ব্রাহ্মী কন্যা সৃষ্টি, বিনীতবচনে পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আমি এক স্থানে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিতেছি না, অতএব প্রার্থনা, যাহাতে আমি সর্ব্বগামিনী হইতে সমর্থ হই, আপনি আমায় সেই বর প্রদান করুন।" দেবী সৃষ্টি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা কহিলেন "বৎসে! তুমি সর্ব্বগা হইবে।" চতুরানন এই কথা বলিবামাত্র কমললোচনা সৃষ্টি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ক্রোড়ে নিলীন হইলেন। তাহার পর হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মার সৃষ্টি পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে।

প্রথমতঃ ব্রহ্মার মানসপুত্র সাতটি। তাহার পর তাহা হইতে অন্যান্য তপোধনগণ সম্ভূত হইয়াছেন। তৎপরে তাহা হইতে অপরাপর এবং তৎপরে তাহাতে অন্যান্য এইরূপে চতুর্দ্ধা সৃষ্টির পরিবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। কি অতীত, কি বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ, স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই সমুদায় সৃষ্টিই ঐ ব্রাহ্মী কন্যা সৃষ্টি হইতে সম্ভূত হইতেছে।

# একনবতিতম অধ্যায়।

## সৃষ্টিস্তুতি।

বরাহদেব কহিলেন, হে বরারোহে ধরে! পরমেষ্ঠী শিব যাঁহাকে ত্রিশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারই অন্যতর কার্য্যবৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার শক্তিমধ্যে যাঁহাকে প্রথমে শ্বেতবর্ণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি, তিনিই একাক্ষরা, আবার তিনিই সর্ব্বাক্ষরা, তিনিই বাগীশা, তিনিই সরস্বতী, তিনিই বিদ্যেশ্বরী, তিনিই অমিতাক্ষরা, তিনি জ্ঞাননিধি, তিনিই বিভাবরী। বরাননে! তাঁহার অন্যান্য যে সমস্ত সৌম্য ও জ্ঞানসমুৎপন্ন নাম জগতে বিদ্যমান আছে, সে সমুদায়ই তাঁহার। ধরে! এই শ্বেতবর্ণা ব্রাহ্মী শক্তি রক্তবর্ণা বৈষ্ণবী শক্তি এবং কৃষ্ণবর্ণা রুদ্রশক্তি এই তিন শক্তি সর্ব্বপ্রধান। যিনি তত্ত্বতঃ রুদ্রদেবকে অবগত হইতে পারেন, পূর্ব্বোল্লিখিত তিন শক্তিই তাঁহার হস্তগত। হে বরারোহে! সেই এক শক্তিই ত্রিবিধরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সৃষ্টিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতনী। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ সেই ব্রাহ্মী শক্তিদ্বারা পরিব্যাপ্ত; সুতরাং সৃষ্টিমূর্ত্তিই সর্ব্বপ্রধানা মূর্ত্তি। অব্যক্তজন্মা ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপে ঐ আদিমূর্ত্তির স্তব করিয়াছিলেন, তাহা এই—

হে সত্যসম্ভূতে! হে ধ্রুবে! হে অক্ষরে! হে সর্ব্বগে! হে সর্ব্বজননি! হে সর্ব্বভূতমহেশ্বরি! হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠে দেবি! তোমার জয় হউক। তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ। হে

বরারোহে! তুমি সকলের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। দেবি! তুমি সকলের প্রসূতি। তুমি সর্ব্বপ্রধানা ঈশ্বরী। তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি উৎপত্তি, তুমি ওঙ্কার, তুমি বেদের উৎপত্তিকারণ, কি দেবগণ, কি দানবগণ, কি যক্ষগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি রাক্ষসগণ, কি পশুগণ, কি লতাবিতান সমস্তই তোমা হইতে সম্ভূত হইয়াছে। তুমি বিদ্যা, তুমি বিদ্যেশ্বরী, তুমি সিদ্ধা, তুমি অহঙ্কারস্বরূপা, তুমি সুরেশ্বরী, তুমি সর্ব্বজ্ঞা, তুমি সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, তুমি সর্ব্বগামিনী, তুমি সন্দেহবর্জ্জিতা, তুমি অরাতিদলদলনী, তুমি সমস্ত বিদ্যার ইশ্বরী, তুমি সর্ব্ববিধ মঙ্গলকারিণী, হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। হে বরাননে! যে ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিয়া ঋতুস্নাতা ভার্য্যার নিকট গমন করে, তোমার প্রসাদে নিশ্চয়ই সে পুত্রমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হইয়া থাকে। ভদ্রে! তুমি স্বরূপা, তুমি বিজয়া, আবার তুমিই সমস্ত শত্রু বিদলিত করিয়া থাক।

## দ্বিনবতিতম অধ্যায়ঃ।

### পূর্ব্বতন ইতিহাস।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যে বৈষ্ণবীমূর্ত্তি কঠোর তপশ্চরণ করিবার নিমিত্ত মন্দরপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তিনিই রজোগুণময়ী পরমা শক্তি। কৌমারব্রত তাঁহার প্রধান অবলম্বন। তিনি মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়া একাকিনী বিশালা

প্রদেশে তপশ্চরণ করেন। বহুকাল তপশ্চরণের পর তাঁহার মন নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। সেই বিক্ষোভে সৌম্য-নয়না কয়েকটি কুমারীর উৎপত্তি হইল। উহাদিগের কেশাগ্র-ভাগ কুঞ্চিত এবং নীলবর্ণ, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় লোহিতবর্ণ, লোচনযুগল অতি বিশাল, নিতম্বদেশ রসনাসান্নিধ্যে অতি উদ্দাম, চরণযুগল নূপুর ভূষণে বিভূষিত, লাবণ্যপ্রভা নিরন্তর উদ্ভাসিত হইতেছে। ধরে! তপশ্চারিণী কন্যা হইতে শত সহস্র কোটি কামিনীর উৎপত্তি হইল। বিষ্ণুমায়া সেই কুমারীগণকে সন্দর্শন করিয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে সেই মন্দর-পর্বতে শত শত হর্ম্যসমাকুল মনোহর এক পুরী প্রস্তুত করি-লেন। ঐ পুরীর পথ সকল বিস্তৃত, প্রাসাদ সকল সুবর্ণময়, গৃহ সকল জলমধ্যে নিবিষ্ট, উহার সোপান সকল মণিময়, গবাক্ষ সমুদায় রত্নরাজিবিরাজিত এবং উহার অনতিদূরে উপ-বন। কন্যাগণের সংখ্যা যত, প্রাসাদ সংখ্যাও তদ্রূপ।

সম্প্রতি সেই কামিনীগণের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহা-দিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিদ্যুৎপ্রভা, চন্দ্রকান্তি, সূর্য্যকান্তি, গম্ভীরা, চারুকেশী, সুজাতা, মুঞ্জকে-শিনী, ঘৃতাচী, উর্বশী, শশিনী, শীলমণ্ডিতা, চারুকন্যা, বিশা-লাক্ষী, ধন্যা, পীনপয়োধরা, চন্দ্রপ্রভা, গিরিসুতা, সূর্য্যপ্রভা অমৃতা, স্বয়ম্প্রভা, চারুমুখী, শিবদূতী, বিভাবরী, জয়া, বিজয়া জয়ন্তী, অপরাজিতা, ইহাঁরাই প্রধান। এতদ্ভিন্ন কত শত শত কুমারী ঐ পুরী অলঙ্কৃত করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। সকলেই দেবী বিষ্ণুমায়ার সহচরী এবং সকলেরই হস্তে পাশ ও অঙ্কুশাস্ত্র বিরাজমান। দেবী বিষ্ণুশক্তি সেই সকল

কুমারীগণে পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। সীমন্তিনীগণ চতুর্দ্দিক হইতে শুভ্র চামর বীজন করিতেছে। সেই বিলাসিনী কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া তপশ্চরণে সমুদ্যত হইয়াছেন। সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী কুমারী বরাঙ্গনা কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইয়া যেমন তপশ্চরণে নিবিষ্ট হইলেন, সেই সময় ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন তিনি সহসা তপোধনকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া বিদ্যুৎপ্রভাকে কহিলেন, “বিদ্যুৎপ্রভে! শীঘ্র উহাঁকে উপবেশনার্থ আসন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রদান কর।” আজ্ঞামাত্র বিদ্যুৎপ্রভা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সমস্ত সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর দেবর্ষি আসন পরিগ্রহ করিয়া প্রণাম করিলে, দেবী বিষ্ণুমায়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া স্বাগতপ্রশ্নান্তে কহিলেন, মুনিবর! এখন কোন লোক হইতে শুভাগমন হইতেছে? উদ্দেশ্য কি? আমায় কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? অবিলম্বে ব্যক্ত কর।

লোকতত্ত্ববিদ্ নারদ বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, আমি ব্রহ্মলোক হইতে ইন্দ্রলোকে এবং তথা হইতে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। তাহার পর তথা হইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিয়া অনিমিষলোচনে ক্ষণকাল তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্ত কাল পরে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, কি রূপমাধুরী! কি শরীরকান্তি! কি ধৈর্য্য! কি বয়! কি নিষ্কামতা! আমি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ ও

কিন্নরভূমিতে পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি ত কামিনীকুল মধ্যে এরূপ অপূর্ব্বরূপ সন্দর্শন করি নাই !

ধরে ! দেবর্ষি নারদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দেবীকে প্রণাম করিয়া নভোমার্গে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সত্বর দৈত্যেন্দ্রপালিত সমুদ্র সীমাবর্ত্তিনী মহিষনাম্নী দৈত্যেন্দ্রপুরীতে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, দেবসৈন্যবিনাশকারী মহিষাকৃতি ও মহিষ নামে বিখ্যাত এক অসুর ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া তথায় অধিরাজ্য করিতেছে। দর্শনমাত্র ত্রিলোকচারী নারদ তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং দেবলোকে মন্দর পর্ব্বতে বিষ্ণুমায়ার যেরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, অসুরেন্দ্র ! এক কন্যারত্নের কথা কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

দৈত্যপতে ! তুমি যে বরলাভ করিয়াছ, তাহাতে চরাচর ত্রৈলোক্য তোমার বশবর্ত্তী, তাহার আর সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমি ব্রহ্মলোক হইতে মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। তথায় শত শত কুমারীসঙ্কুল এক দেবীপুর দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে যিনি প্রধানা, তিনি ব্রতচারিণী তাপসী। আমি দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও দৈত্যলোক প্রভৃতি সমুদায় লোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি; কিন্তু তাদৃশ রূপমাধুরী কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই। দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, ঋষিগণ, চারণগণ ও দৈত্যনায়কগণ সকলেই সেই কুমারীর উপাসনা করিতেছে। আমি সেই অলোকসামান্যা বরদা দেবীকে দর্শন

করিয়াই তোমার নিকট আগমন করিতেছি। দেবতা ও গন্ধর্ব্ব-দিগকে পরাজিত না করিয়া তাহাকে জয় করে, এরূপ লোক ত্রৈলোক্যে নাই। ধরে! দেবর্ষি নারদ এইরূপ বাগ্বিন্যাসের পর ক্ষণকাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দৈত্যবর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া ব্রহ্মলোক গমনোদ্দেশে তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন।

# ত্রিনবতিতিতম অধ্যায়।

ধরে! মহিষাসুর, নারদের প্রমুখাৎ সেই আশ্চর্য্যরূপা কুমারীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল এবং নারদ প্রস্থান করিলে অনুক্ষণ সেই চার্ব্বঙ্গীর বিষয় অনুধ্যান করিতে লাগিল। কিছুতেই তাহার মনের শান্তি নাই। অবশেষে অলংশর্ম্মা নামক প্রধানতম সচিব এবং প্রঘস, বিঘস, শঙ্কুকর্ণ, বিভাবসু, বিদ্যুন্মালী, সুমালী, পর্জ্জন্য ও ক্রূর নামক বহুশ্রুত সম্পন্ন বিক্রান্ত ও নীতিশাস্ত্রবিশারদ আটজন মন্ত্রিকে আহ্বান করিল। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সভাসীন দানবেন্দ্রকে কহিল, রাজন্! কি নিমিত্ত আমা-দিগকে আহ্বান করিয়াছেন? অবিলম্বে কার্য্যনির্দ্দেশ করুন।

দানবেন্দ্র মহিষ তাহাদিগের বচনাবসানে কহিল, মন্ত্রিগণ! আমি মহর্ষি নারদের প্রমুখাৎ এক অলোকসামান্য রূপবতী কন্যার কথা শ্রবণ করিয়াছি। শ্রবণাবধি সেই কন্যালাভের নিমিত্ত আমার চিত্ত একান্ত চঞ্চল হইয়াছে; কিন্তু দেবেন্দ্রকে পরাজয় না করিলে, সে কন্যালাভের উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে

কিরূপে সেই কন্যারত্ন হস্তগত এবং কিরূপেই বা দেবগণ পরাজিত হয় বিবেচনা পূর্ব্বক শীঘ্র তাহার সৎপরামর্শ প্রদান কর।

মন্ত্রিগণ এইরূপ অভিহিত হইলে তন্মধ্যে প্রঘস দানবেশ্বরকে কহিল, "রাজন্! মহর্ষি নারদের প্রমুখাৎ যে কন্যার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি মহাসতী কন্যারূপধারিণী বৈষ্ণবী শক্তি। বিশেষতঃ গুরুপত্নী, রাজপত্নী ও সামন্তসীমন্তিনী ইহাঁরা অগ্রাহ্য; অগ্রাহ্য গ্রহণ ও অগম্যাগমন করিলে অচিরাৎ রাজশ্রী বিলয় প্রাপ্ত হয়।"

প্রঘসের বচনাবসানে অমাত্যবর বিঘস কহিলেন, "প্রঘস যাহা কহিতেছে, তাহা কিছু অযথার্থ নহে; কিন্তু আমার বুদ্ধিতে যাহা উদয় হইতেছে, যদি আপনাদিগের সকলের অভিমমত হয়, কহিতছি, শ্রবণ করুন।" কন্যারত্ন উপস্থিত থাকিলে বিজিগীষু ব্যক্তিগণ অবশ্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কখনই কন্যার ইচ্ছানুসারে কার্য্য হইতে পারে না। অতএব হে মন্ত্রিগণ! যদি আমার কথা আপনাদিগের অভিমত হয়, তাহা হইলে, আমি বলি, প্রথমে সেই কন্যার নিকট যাওয়া হউক এবং যদি সেই কন্যার কোন আসন্ন বন্ধু থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট প্রার্থনা করা হউক। প্রথমে যদি সহজে সম্মত হয়, ভালই, নচেৎ তাহার পর কিছু দানের কথা প্রস্তাব করা হউক, যদি তাহাতেও কায্যসিদ্ধি না হয়, ভেদসাধন করা যাইবে। যদি তাহাতেও আমরা কৃতকার্য্য হইতে না পারি, দণ্ডবিধান করিব। যদি যথাক্রমে এই সকল উপায় নিষ্ফল হয়, তখন অগত্যা সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ গমন এবং বলপূর্ব্বক সেই কন্যাকে আনয়ন করা যাইবে।

বিঘসের বচনাবসানে সকলেই যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া একবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং বলিল "বিঘস অতি উত্তম কথা কহিয়াছেন। এক্ষণে অবিলম্বে তথায় সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, বিশেষতঃ নীতিশাস্ত্রপারদর্শী শৌর্য্য-গুণসম্পন্ন লোভাদিদোষশূন্য একজন দূত প্রেরণ করা হউক। সেই দূত ঐ কন্যার রূপ, গুণ, পরাক্রম, শৌর্য্য, বীর্য্য বন্ধুবর্গ, সম্পদ্, অবস্থিতি স্থান ও কর বৃত্তান্ত প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাত হইয়া প্রত্যাগমন করুক। তাহার পর যাহা বিহিত হয়, সম্পাদন করা যাইবে।"

এই কথা শ্রবণে সকলে চতুর্দ্দিক হইতে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। মন্ত্রিবর বিঘসের প্রশংসার পরিসীমা রহিল না। অনন্তর বহুতর মায়াবিশারদ বিশ্বস্ত দৈত্য বিদ্যুৎ-প্রভকে দূত প্রেরণ করা হইল। তৎপরে বিঘস দৈত্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, প্রভো! ওদিকে ত দূত প্রেরণ করা হইল, এক্ষণে এদিকে দেবসৈন্য বিজয়ের ব্যবস্থা করা হউক্। এক্ষণে দানবেন্দ্রগণ চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হউন। আপনার পরাক্রমে সুরসৈন্য সকল রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। সুতরাং দেবেন্দ্র আপনার বশীভূত হইবে। ইন্দ্র বশীভূত হইলে, সে কন্যাও অনায়াসে আপনার হস্তগত হইবে। সমস্ত লোকপাল, মরুদ্গণ, নাগগণ, বিদ্যাধরগণ, সিদ্ধ-গণ, গন্ধর্ব্বগণ, বৈনতেয়গণ, রুদ্রগণ, বসুগণ ও আদিত্যগণ, ইহারা সকলে পরাজিত হইলে আপনিই ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। আপনি ইন্দ্র হইলে সে কুমারীর কথা দূরে থাক, কত শত দেব-কন্যা ও কত শত গন্ধর্ব্বকন্যা আপনার হস্তগত হইবে।

এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র দৈত্যেশ্বর মহিষ মহামেঘের ন্যায়, সুনীল অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ স্বীয় সেনাপতি বিরূপাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিল, "সেনাপতে! শীঘ্র হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসঙ্কুল আমার চতুরঙ্গিনী সেনা সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন কর। আমি অবিলম্বে গন্ধর্ব্বগণের সহিত রণদুর্জ্জয় দেবগণকে নিপাতিত করিব।"

আজ্ঞামাত্র সেনাপতি বিরূপাক্ষ অনন্ত, অপরাজিত সৈন্যসকল সুসজ্জিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। এমন কি, সে সেনাগণের মধ্যে প্রত্যেকেই যুদ্ধে দেবেন্দ্র সদৃশ। তাহারা প্রত্যেকেই এক এক জন দেবতাকে পরাজিত করিব বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রধানতম সৈন্যের সংখ্যা এক অর্ব্বুদ নয়কোটি। সেই বিক্রান্ত বলরাশির মধ্যে একজন যে দিকে গমন করে, অন্যান্য সকলেই সেই দিকে গমন করিয়া থাকে। সুতরাং একেবারে সমস্ত দৈত্যসৈন্য ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রয়াণে উদ্যুক্ত হইল এবং দেবসৈন্য বিনাশের নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই অসীম বিবিধরূপী দৈত্যসৈন্য মধ্যে কত প্রকার বিচিত্র যান, কত প্রকার ধ্বজপতাকা, কত প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, তাহার সংখ্যা নাই। তাহারা অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক জয়োল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল।

# চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

## মহিষাসুর বধ।

ঐ সময় কামরূপী মহাবলপরাক্রান্ত মহিষ দৈত্য মত্তমাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মেরুপর্ব্বতে গমন করিতে সমুদ্যত হইল। প্রথমতঃ ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে গমন করিয়া মহা রোষভরে দেবগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিল। তখন দেবতারাও নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব বাহনে অধিরোহণ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অস্ত্র শস্ত্র সকল গ্রহণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে আগ্রহের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে অঞ্জন, নীলকুক্ষি, মেঘবর্ণ, বলাহক, উদরাক্ষ, ললাটাক্ষ, সুভীম ও স্বর্ভানু ভীমবিক্রম এই আটজন দৈত্য আট বসুর প্রতি ধাবমান হইল। অপর যে দ্বাদশ দৈত্য ঐরূপ দ্বাদশ আদিত্যের সহিত মিলিত হইল। তাহাদিগের নাম ভীমাক্ষ, স্তব্ধকর্ণ, শঙ্কুকর্ণ, বজ্রক, জ্যোতিবীর্য্য, বিদ্যুন্মালী, রক্তাক্ষ, ভীমদংষ্ট্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব, অতিকায়, মহাকায় ও দীর্ঘবাহু। তদ্ভিন্ন কাল, কৃতান্ত, রক্তাক্ষ, হরণ, মিত্রহা, নল, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা, গোঘ্ন, স্ত্রীঘ্ন ও সংবর্ত্তক; যুদ্ধদুর্ম্মদ এই একাদশ দৈত্য মহাক্রোধে একাদশ রুদ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অবশিষ্ট দৈত্যগণ অবশিষ্ট দেবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। দৈত্যবর মহিষ স্বয়ং বেগে দেবেন্দ্রের প্রতি অভিযান করিল। দানবেন্দ্র ব্রহ্মার বরলাভে এত দৃপ্ত হইয়াছিল যে, পিনাকপাণি রুদ্রদেব স্বয়ং

তাহার পরাজয়ে সমর্থ নহেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও সাধ্যগণ কর্তৃক অতি অল্প সময় মধ্যেই অসুর ও রাক্ষস-সৈন্য নিপাতিত হইল। অসুরগণও দেবসৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া তুলিল; শূল, পট্টিশ ও মুদ্গার প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র-বিক্ষেপে সে সৈন্যসাগর বিলোড়িত হইয়া উঠিল। এমন কি পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্রও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর দেবগণ পলায়ন করত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন।

## পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

### শক্তির মহিমা ও মহিষাসুর বধ।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! অনন্তর বিদ্যুৎপ্রভ নামা দৈত্য দূতরূপে প্রেরিত হইয়া সেই শত শত কুমারীপরিবেষ্টিত দেবী শক্তির নিকটে গমন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল। দৈত্যের পক্ষে এরূপ বিনয় অযথা স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহাই হউক প্রণিপাত করিয়া কহিল, দেবি! আদি সৃষ্টি সময়ে সম্বৎসর নামে এক ঋষি সম্ভূত হয়েন। ভগবান্ সুপার্শ্ব সেই ঋষির পুত্র। সুপার্শ্ব হইতে মহা তেজস্বী অতি প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ নামে এক তনয়ের সমুৎপত্তি হয়। ঐ সিন্ধুদ্বীপ অতি রমণীয় মাহিষ্মতী পুরীতে গমন করিয়া অনাহারে ঘোরতর তপশ্চরণ করেন, অনন্তর তথায় তাঁহার যে কন্যা সমুৎপন্ন হয় তাহার নাম মাহিষ্মতী।

ঐ কন্যা বিপ্রচিত্তির অগ্রজা এবং সৌন্দর্য্যে জগতে অপ্রতিমা। মাহিষ্মতী একদা সখীগণে পরিবৃতা হইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে মন্দর পর্ব্বতের পাদদেশে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় পরম রমণীয় এক তপোবন বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ তপোবন অম্বরনামা একজন ঋষিবরের অধিকৃত। তপোবনের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে লতাগৃহ। বিশেষতঃ বকুল, লকুচ (ডেহুয়া) চন্দন, পনস, শাল ও সরল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। ফলতঃ তপোবন বিভাগে অতি রমণীয়, সেই বরারোহা আসুরী মাহিষ্মতী আশ্রমের রমণীয়তা দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি কোন প্রকারে এই আশ্রমস্থিত ঋষিকে ভয়প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং সখীগণের সহিত পরমানন্দে এই স্থানে অবস্থান করি। এইরূপ চিন্তার পর সেই কন্যা সখীগণের সহিত অতি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মহিষ বপু ধারণ করিলেন এবং ভয়প্রদর্শনার্থ শৃঙ্গাগ্রভাগ বিনমিত করিয়া ঋষিবরের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে, ঋষিবর প্রথমতঃ ভীত হইলেন বটে; কিন্তু পরিশেষে বিজ্ঞাননেত্রে তাহাকে অসুরকন্যা বলিয়া জানিতে পারিয়া রোষভরে শাপপ্রদান করিয়া কহিলেন, "পাপীয়সি! যেমন তুমি মহিষরূপ ধারণ করিয়া আমায় ভয় প্রদর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছ, তেমনি আমি তোমাকে এই অভিসম্পাত করিতেছি যে, তুমি শতবর্ষ পর্য্যন্ত মহিষীরূপে বিচরণ করিবে।

তপোধন এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র মাহিষ্মতী কম্পিতকলেবরা সখীগণের সহিত অগ্রসর হইয়া ঋষিবরের

নাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। ইহাই তাঁহাদিগের বিজ্ঞাপ্য; অতএব আপনি স্থিরচিত্তে তাহার বিনিপাতের ব্যবস্থা করুন।" এই কথা বলিয়া নারদ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে দেবী স্বীয় সহচরীগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলে, সকলেই চর্ম্ম, বর্ম্ম, খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়া বিকটদর্শন হইয়া উঠিলেন; এমন কি প্রতিক্ষণেই দৈত্যবল সংহারের অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ই তিমধ্যে দানবী সেনা সুরচমূ পরিত্যাগ করিয়া কুমারী সমীপে সমুপস্থিত হইল। আগমন মাত্র দর্পিত দানবদল কন্যাগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যে সেই চতুরঙ্গিনী দানবী সেনা একেবারে বিনিপাতিত হইল। কাহার কাহারও ...লিলে অবতীর্ণ হন। তদ্দর্শনে ত...ধন ...ত হইল। কেহ কেহ এক শিলাময় দ্রোণীতে বীর্য্য স্খলন ... ক্রব্যাংগণ তাহাদিগের বক্ষঃরূপিণী মাহিষ্মতী সখিগণ সম...তে লাগিল। কেহকেহ কব...রূপে করিতে সেই দ্রোণিস্থিত সু...করিল। এইরূপে ক্রূরচেতা দৈত্যঅভিলাষিণী হইয়া স্বীয় ...ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ কেহ আমি শিলাস্থিত সুগ...য়া মহিষাসুরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এমন জলপানের সহিত ...্য ভীষণ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তাহাতে তাঁহার ...ময় মহিষ দৈত্য সৈন্যগণের তাদৃশী দুরবস্থা তনয় প্রসব করেন, ...কে সম্বোধন করিয়া কহিল "সেনাপতে! এই মহিষ অতি বল...্যগণের উদ্বেল হইয়া কি নিমিত্ত আমার নিকট সৈন্য বিমর্দ্দন...রল?" তখন হস্তীর ন্যায় রূপবান্ যজ্ঞহনু নামে তিনি প্রীত... কহিল, "দানবেশ্বর! আজ কুমারীগণের সহিত পত্য আপনাকে

যুদ্ধে অস্থির হইয়া এই সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে।” এই কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মহিষাসুর এক গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিষ্পিষ্ট করিবার মানসে বেগে ধাবমান হইল। যে স্থানে সেই দেবগন্ধর্ব্ব-পূজিতা দেবী বিরাজ করিতেছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইল। শক্তিরূপা কুমারী দৈত্যেন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া একেবারে বিংশতি হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার এক হস্তে ধনু, এক হস্তে খড়্গ, এক হস্তে শক্তি, এক হস্তে শর, এক হস্তে শূল, এক হস্তে গদা, এক হস্তে মুষল, এক হস্তে ভিন্দিপাল, এক হস্তে মুদ্গর, এক হস্তে পরশু, এক হস্তে চক্র, এক হস্তে ডমরু, এক হস্তে ঘণ্টা, এক হস্তে শঙ্খ, এক হস্তে ভুষুণ্ডী, এক হস্তে পদ্ম, এক হস্তে দণ্ড, এক হস্তে পাশ, এক হস্তে ধ্বজ এবং অপর হস্তে কপাল। শক্তিরূপা দেবী সন্নাহ ধারণ পূর্ব্বক এই রূপে বিংশতি হস্তে বিংশতি প্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়া সিংহপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সংহারকারণ ভীষণমূর্ত্তি দেবাদিদেব রুদ্রদেবকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র বৃষভধ্বজ তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন কুমারী তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে দেবাদিদেব! হে সনাতন! আমি আজি সমস্ত দৈত্য সংহার করিব; অতএব আপনি নিকটে মাত্র উপস্থিত থাকুন।

ধরে! পরমেশ্বরী এই কথা বলিয়া মহিষাসুর ভিন্ন আর সমস্ত দৈত্যদিগকে পরাজিত করিলেন। অনন্তর তিনি যেমন বেগে মহিষাসুরের প্রতি ধাবমান হইবেন, অমনি মহিষাসুরও তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। তাহার পর দৈত্যবর

পরমেশ্বরীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কখন যুদ্ধ করিতে লাগিল, আবার কখনও বা যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন আরম্ভ করিল। ক্রমে দেবমানের দশ সহস্র বৎসর অতীত হইল। যুদ্ধকালে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভ্রান্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এই রূপে বহুকাল অতীত হইলে দেবী কুমারী একদা শতশৃঙ্গ পর্ব্বতের উপর মহিষাসুরকে পাদদ্বারা আক্রমণ করিয়া তাহার বক্ষস্থল শূলাস্ত্রবিদ্ধ এবং মস্তক খড়্গবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তঃ শরীর হইতে এক পুরুষ বিনির্গত হইয়া স্বর্গে গমন করিল। তখন দেবগণের আর আনন্দের অবধি রহিল না। ব্রহ্মাদি সকলেই হর্ষনির্ভরমনে তাঁহাকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা এই ;—

হে দেবি মহাভাগে ! তোমাকে নমস্কার। হে গম্ভীরে ! হে ভীমদর্শনে ! হে বিজয়ে ! হে স্থিরসিদ্ধান্তে ! হে বিশ্বতোমুখি ! হে ত্রিনেত্রে ! হে বিদ্যাবিদ্যে ! হে জপে ! হে জাপ্যে ! হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি ! তুমি সর্ব্বগামিনী, তুমি সমস্ত দেবগণের ঈশ্বরী, তুমি সমস্ত বিশ্বস্বরূপা, তুমি বৈষ্ণবী, তুমি বীতশোকা। হে ধ্রুবে ! হে দেবি ! হে কমললোচনে ! তুমি শুদ্ধসত্ত্ব। ব্রত তোমার অবস্থিতিস্থান, তুমি চণ্ডরূপা, তুমি বিভাবরী, তুমি সকলের সর্ব্ব প্রকার সম্পদ এবং সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। হে দেবি বিদ্যে ! হে দেবি অবিদ্যে ! হে অমৃতে ! হে শিবে ! হে শাঙ্করি ! হে বৈষ্ণবি ! হে ব্রাহ্মি ! সমুদায় দেবতারা তোমায় নমস্কার করিয়া থাকেন। হে ঘণ্টাহস্তে ! হে ত্রিশূলপাণে ! হে মহামহিষমর্দ্দিনি ! হে

উগ্ররূপে! হে বিরূপাক্ষি! হে মহামায়ে! হে অমৃতস্রাবিণি! তুমি সমুদায় প্রাণীর হিতকার্য্যে তৎপর রহিয়াছ। হে দেবি! তুমি সমস্ত জীবরূপিণী। তুমি সমস্ত বিদ্যা, সমুদয় পুরাণ ও সর্ব্ব প্রকার শিল্পের, সকল বেদের ও সকল রহস্যের একমাত্র জননী। হে সত্ত্বগুণাবলম্বিগণের শুভকারিণি! তুমিই সকলের একমাত্র আশ্রয়। হে বিদ্যে! হে অবিদ্যে! হে শ্রিয়ে! হে অম্বিকে! হে বিরূপাক্ষি! তুমিই ক্ষমা, তুমিই রসাতল বিক্ষোভিত কর। হে অমলে! হে মহাদেবি! হে পরমেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! যাহারা রণসঙ্কটে তোমার শরণাপন্ন হয়, তাহাদিগের কোনরূপ বিপদ ঘটে না। পরমেশ্বরি! ঘোরতর ব্যাঘ্রভয় বা রাজভয় উপস্থিত হইলে সংযতচিত্তে যে ব্যক্তি এইরূপে তোমার স্তুতিপাঠ করে, যে ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়া তোমায় স্মরণ করে, তাহার সমুদায় ভয়কারণ বিদূরিত হয়, প্রত্যুতঃ সুখের পরিসীমা থাকে না।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! দেবগণ এইরূপে স্তুতি পাঠ করিলে দেবী ঈশ্বরী পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে দেবগণ! এক্ষণে তোমরা অভিমত বর প্রার্থনা কর।

দেবগণ কহিলেন, দেবি! আমাদিগের আর অন্য বরের প্রার্থনা নাই; আপনি কেবল এইমাত্র বর প্রদান করুন যে, যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আপনার এই স্তবপাঠ করিবে, যেন তাহারা সতত সমস্ত অভীষ্ট লাভ করিতে পারে।

পরাৎপরা দেবী দেবগণকে "তথাস্তু" বলিয়া বিদায় দিয়া স্বয়ং সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধরে! যে

ব্যক্তি পরমেশ্বরীর এই দ্বিতীয় জন্মবৃত্তান্ত বিজ্ঞাত হয়, তাহার শোকের বা পাপের সম্পর্ক মাত্র থাকে না; প্রত্যুতঃ সে চরমে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে।

## ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

### শিবশক্তি মাহাত্ম্য।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যিনি তপশ্চরণার্থ নীলগিরিতে গমন করিয়াছিলেন তিনি তমোগুণাত্মিকা রৌদ্রী শক্তি। এক্ষণে তাঁহার বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। "তপশ্চরণ করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালন করিব" এই তাঁহার তপস্যার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি নীলগিরিতে পঞ্চাগ্নি সাধন পূর্ব্বক ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এদিকে ঐ সময় রুরু নামে এক দৈত্য ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া ঘোরতর দর্পিত হইয়া উঠিল। ঐ দৈত্য অসংখ্য দানবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রসাতল মধ্যে অবস্থান করে। এমন কি, সে কিছু কালের মধ্যে নমুচির ন্যায় দেববিত্রাসক হইয়া উঠিল। সে দিক্পালদিগকে বিজিত করিবার মানসে সসৈন্যে দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিল। অনন্তর যখন সে সমুদ্রতোয় উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল, তখন জলরাশি মৎস্য কুম্ভীরাদি বিবিধ জলজন্তুর সহিত ক্রমশঃ এত স্ফীত হইতে আরম্ভ হইল যে, একেবারে পর্ব্বতগহ্বর পর্য্যন্ত প্লাবিত হইয়া উঠিল; তৎপরে বিচিত্র বর্ম্মধারী সমরনিপুণ

ভীষণ দৈত্যবল অসীম সলিলরাশি উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। সাদী-সমারূঢ়, ঘণ্টা ও কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত ভীষণাকৃতি মাতঙ্গ সকল একাকারে উত্থিত হইতে লাগিল। কাঞ্চনপীঠ-সমাযুক্ত কত যে অশ্ব আরোহিগণের সহিত উদ্গত হইয়া এক পার্শ্বে অবস্থান করিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সূর্য্যের রথের ন্যায় বেগবান্ এবং অতি উৎকৃষ্ট চক্র, দণ্ড, অক্ষ ও বংশত্রয়যুক্ত রথ সকল অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্র ও যন্ত্রে পরিপূরিত হইয়া পথরোধ করত গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে উৎকৃষ্ট তূণীরহস্ত সমরবিজয়ী যোধগণ সমর-সাগর সমুত্তীর্ণ হইবার মানসে পরস্পর সম্বাধ সমুপস্থিত করিয়া পথিমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল।

ধরে! এইরূপে দৈত্যবর রুরু চতুরঙ্গ বলে সমুদ্র হইতে সমুত্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, দেবগণ ভয়ে পলায়ন করিলেন। তখন দৈত্যবর দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি গমন করিল। তথায় উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে ভয়ঙ্কর মুষল, মুদ্গর, শর, দণ্ড ও অন্যান্য অস্ত্র সকল চালনা করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল এইরূপে তুমুল সংগ্রাম সংঘটনের পর দেবগণ দৈত্যগণকর্ত্তৃক পরা-জিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে বলবান্ অসুর সুরগণকে বিদ্রাবিত করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ে কাতর হইয়া নীল পর্ব্বতে তপঃপরায়ণা কালরাত্রিস্বরূপা, সংহারিণী শক্তি দেবী রৌদ্রীর

নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে সেই তামসী দেবী ভয়কাতর, বিচেতনপ্রায় দেবগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, দেবগণ! ভয় নাই, ভয় নাই। স্থির হও। সত্বর তোমাদিগের ভয়কারণ বিজ্ঞাপন কর।

দেবগণ কহিলেন, পরমেশ্বরি! ঐ দেখুন ভীমপরাক্রম দৈত্যবর রুরু আমাদিগের উচ্ছেদনার্থ আগমন করিতেছে। আমরা এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন, অতএব আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ভীষণ পরাক্রমা দেবী রৌদ্রী দেবগণের বচনশ্রবণে মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আস্যদেশ হইতে বিকৃতবেশা বহুতর দেবী বিনির্গত হইয়া বিশ্ব ব্যাপিয়া পড়িল। তাঁহাদিগের সকলেরই হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, শূল ও শরাসন। সকলেই পীনস্তনী, তাঁহারা সকলেই সেই রৌদ্রী শক্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং সকলেই বদ্ধতূণা হইয়া দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবগণও দানবদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ক্ষণকালের মধ্যে তাদৃশ অসুরবল কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। কেবল একমাত্র মহাদৈত্য রুরু রণস্থলে লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর দৈত্যবর ঘোরতর রৌরবী মায়ার সৃষ্টি করিল। দেবগণ সেই মায়াবলে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, ক্ষণকালমধ্যে নিদ্রা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন (রৌদ্রী শক্তি দেবী কালরাত্রী দৈত্যবরকে লক্ষ করিয়া শূলাস্ত্র প্রক্ষেপ করিবামাত্র

তাহার চর্ম্ম ও মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তদবধি উনি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাতা হইলেন।) ফলতঃ উনিই লোকভয়ঙ্করী সংহারকারিণী পরমেশ্বরী দেবী কালরাত্রি।

তাহার পরক্ষণেই ঐ কালরাত্রির কোটি কোটি কিঙ্করীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, দেবি! আমরা ক্ষুধায় কাতর অতএব সত্বর আমাদিগের ভোজন নির্দ্দেশ করুন।

তখন দেবী কালরাত্রি এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগের খাদ্যবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সহসা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া রুদ্রমূর্ত্তি পশুপতি মহাদেবকে স্মরণ করিলেন। চিন্তামাত্র পরমাত্মা ত্রিলোচন তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! বরারোহে! আমায় স্মরণ করিবার কারণ কি, শীঘ্র নির্দ্দেশ কর।

তখন রৌদ্রীশক্তি কালরাত্রি কহিলেন, দেবেশ! আমার এই অনুচরীগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া খাদ্যের নিমিত্ত আমাকে পীড়ন করিতেছে; এমন কি, না দিতে পারিলে পরিশেষে আমাকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে।

(রুদ্রদেব কহিলেন, দেবেশি! মহাপ্রভে! বরারোহে! কালরাত্রি! আমি উঁহাদিগের ভক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইয়া অন্য স্ত্রী বা বিশেষতঃ পুরুষের বস্ত্র পরিধান করে, ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগের শরীরে, কেহ কেহ বা সূতিকাগৃহস্থিত অসাবধান কামিনীগণের শরীরে, কেহ কেহ সূতিকাগৃহস্থিত আচারভ্রষ্ট কামিনীগণের শরীরে, কেহ কেহ বা যে সকল সীমন্তিনীরা

গৃহে, ক্ষেত্রে, তড়াগে বা উদ্যানে উন্মত্তার ন্যায় রোদন করে, তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করুক। ইহা-দিগের নিমিত্ত আমি এই ভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। ইহারা জাতহারিণী নামে বিখ্যাত হইবে।)

বসুন্ধরে! প্রতাপবান্ রুদ্রদেব কালরাত্রিকে এইরূপ কহিয়া দেখিলেন, দৈত্যবর রুরু সবলে সমরাঙ্গণে নিপতিত রহিয়াছে। তখন তিনি তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কাল-রাত্রিকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি চামুণ্ডে! তোমার জয় হউক। তুমি সমুদায় ভূতগণকে সংহার করিয়া থাক, তুমি স্বয়ং সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমাকে নমস্কার, হে বিশ্বমূর্ত্তে! শুভদে! পবিত্রে! বিরূপাক্ষি! ত্রিলোচনে! শিবে! তোমার জয় হউক। মহামায়ে! তুমি সকলের জ্ঞাতব্য বস্তু। হে মহোদয়ে! হে মনোজবে! হে জয়ে! হে জৃম্ভে! হে ভীমাক্ষি! তুমি ক্ষুভিতকে ক্ষয় কর। হে মহামারি! হে বিচিত্রাঙ্গে! হে নৃত্যপ্রিয়ে! তোমার জয় হউক। হে বিকরালে! হে মহাকালি, হে কালিকে! হে পাপহারিণি! হে পাশহস্তে! হে দণ্ডহস্তে! হে ভীমরূপে! হে ভয়ানকে! হে চামুণ্ডে! তোমার আস্যদেশ যেন জ্বলি-তেছে। হে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে! হে মহাবলে! হে শতযানস্থিতে! হে প্রেতাশনগতে! হে শিবে! তোমার জয় হউক। হে ভীমাক্ষি! হে ভীষণে! হে সর্ব্বভূতভয়ঙ্করি! হে বিকরালে! হে মহাকালে! হে করালিনি! হে কালি! হে করালি! হে বিক্রান্তে! হে কালরাত্রি! তোমাকে নমস্কার।

ধরে। দেবী কালরাত্রি পরমেষ্ঠী রুদ্রদেব কর্ত্তৃক এইরূপে

অভিষ্টুত হইয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, দেবেশ! তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর।

রুদ্রদেব কহিলেন, দেবি বরাননে! আমি এই মাত্র প্রার্থনা করি যে, যাহারা তোমাকে এই স্তোত্র দ্বারা স্তব করিবে, তুমি তাহাদিগের বরপ্রদা হও। দেবি! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই তিন প্রকার শক্তির উৎপত্তি বিষয় পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষ পদ লাভ করিতে পারেন।

ভগবান্ ভব সুরেশ্বরী দেবী চামুণ্ডাকে এইরূপে স্তব করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে তথায় অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে দেবগণও স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন। ফলতঃ যিনি এইরূপে ত্রিবিধ শক্তির উৎপত্তি বিষয় অবগত হন, তিনি অনায়াসে কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ পদবী লাভ করিতে পারেন। যদি কোন নরপতি ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী দিনে উপবাস পূর্ব্বক সংবৎসর কাল এই ত্রিবিধ শক্তির বিষয় শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে বৎসরান্তে স্বীয় নষ্টরাজ্য পুনরায় লাভ করিতে পারেন। এই ত্রিবিধ শক্তি নীতিসিদ্ধির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে যিনি সত্ত্বগুণসম্পন্না ব্রাহ্মী শক্তি সৃষ্টি, তিনি শ্বেত, যিনি রজোগুণযুক্তা বৈষ্ণবীশক্তি, তিনি রক্ত এবং যিনি তমোগুণযুক্তা রৌদ্রী শক্তি, তিনি কৃষ্ণবর্ণা। যেমন এক-মাত্র পরমাত্মা সত্ত্ব, রজ, তমোগুণে ত্রিবিধ ভাব ধারণ করিয়া-ছেন, সেইরূপ শক্তিও প্রয়োজন বশে ত্রিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

দেবি! যিনি এই মঙ্গলময় ত্রিশক্তির উৎপত্তি বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না; প্রত্যুত চরমে পরম পদ মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে নরপতি নবমী দিনে সংযতচিত্ত হইয়া এই শক্তিত্রয়ের বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার রাজ্যলাভ এবং সর্ব্ববিধ শঙ্কা বিদূরিত হইয়া থাকে। এমন কি এই ত্রিশক্তির বিষয় পুস্তকে লিখিয়া গৃহে স্থাপন করিলে, গৃহস্থের আর অগ্নিভয়, সর্পভয় ও চৌরাদিজনিত ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। যে পণ্ডিতব্যক্তি প্রতিদিন পুস্তকে এই বিষয় পূজা করেন, তাঁহার ত্রিলোকস্থিত সমুদায় দেবতার পূজা করা হয়। ইহার প্রভাবে ধন ধান্য, স্ত্রী পুত্র দাস দাসী, গো অশ্ব ও পশু রত্নাদির অভাব থাকে না। ফলতঃ যাহার গৃহে এই ত্রিশক্তির উৎপত্তি পুস্তক লিখিত থাকে, সর্ব্ববিধ সম্পত্তি তাহার হস্তগত হয়, তাহার আর সংশয় নাই।

বরাহদেব কহিলেন, হে ভূতধারিণি ধরে! এই আমি তোমার নিকট অতি গোপনীয় রুদ্রদেবের মহিমা বিষয় আমূলতঃ সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। যিনি তমোগুণযুক্তা রুদ্রশক্তি তিনিই চামুণ্ডা, এবং তিনিই এই জগতে নবকোটি প্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আর যিনি রজোগুণযুক্তা বিষ্ণুশক্তি, যিনি এই জগৎ সংসার পালন করিতেছেন, তিনিই বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাত এবং তাঁহার ভেদ সংখ্যা অষ্টাদশ কোটি। আর যিনি সত্ত্বগুণযুক্তা ব্রাহ্মীশক্তি সৃষ্টি, তাঁহার সংখ্যার সীমা নাই। ভগবান্ রুদ্রদেব, ইহাঁদিগের স্বামী এবং সর্ব্ব প্রকার শক্তিতে সমভাবে অবস্থান

করিতেছেন। ফলতঃ শক্তির সংখ্যা যত পরিমাণে ব্যবস্থিত, রুদ্র মূর্ত্তির পরিমাণও তত। কৃত্তিবাস পতিরূপে তাঁহাদের সকলকেই ভজনা করিতেছেন এবং তিনি যখন যে সঙ্কল্প করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

## সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

### রুদ্রমাহাত্ম্য।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি বসুন্ধরে! যে রুদ্রব্রতের বৃত্তান্ত অবগত হইলে, লোক সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে, এক্ষণে সেই রুদ্রব্রতের উৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যখন তৃতীয় বার ইহাঁর সৃষ্টি করেন, তখন ইহাঁর চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ এবং মূর্ত্তি নীল লোহিত। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্কন্ধে ধারণ করিলেন। রুদ্রদেব চতুরাননের স্কন্ধারূঢ় হওয়াতে, তাঁহার পাঁচ মস্তক হইল; অর্থাৎ তৎকালে তিনি পঞ্চানন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন।

ঐ সময় ভগবান্ কমলযোনি রুদ্রদেবের ভবিষ্যৎ নাম সকল উল্লেখ করিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ "হে কপালিন্! হে রুদ্র! হে বভ্রো! হে ভব! হে কৈরাত! হে সুব্রত! হে বিশালাক্ষ! হে কুমার! হে বরবিক্রম! তুমি যত্নপূর্ব্বক এই বিশ্ব প্রতিপালন কর।" এই কথা বলিবামাত্র, প্রথমতঃ কপাল শব্দ উচ্চারণে রুদ্রদেবের ক্রোধোদয় হইল।

তখন তিনি বামাঙ্গুষ্ঠের নখে করিয়া ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিলেন। ছেদন করিবামাত্র ঐ মস্তক রুদ্রদেবের হস্তেই সংলগ্ন হইয়া রহিল।

তদ্দর্শনে রুদ্রদেব প্রযত্নসহকারে ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব! সুব্রত! আমার হস্ত হইতে এ মস্তক নিপতিত না হইবার কারণ কি? কিরূপেই বা আমি এই উপস্থিত পাতক হইতে বিমুক্ত হই? আশু তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, বিভো! তুমি সময়োচিত আচারপূত হইয়া কাপালিক ব্রতের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই এই উপস্থিত দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে।

রুদ্রদেব অব্যক্তমূর্ত্তি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ব্রতপালনার্থ পাপনাশন মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর তথায় অবস্থান পূর্ব্বক সেই কপাল ত্রিধা বিচ্ছিন্ন করিলেন। তাহার পর সেই কপালস্থিত কেশ সকল গ্রহণ করিয়া কৈশ যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক সেই ত্রিধা বিচ্ছিন্ন কপালের এক খণ্ড অক্ষমণি, অপর খণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া জটাজূটে নিবেশিত এবং অন্য খণ্ড রুধিরপূর্ণ করিয়া করে সংস্থাপিত করিলেন। এইরূপ বেশবিন্যাসের পর তিনি তীর্থে তীর্থে স্নান করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সমুদ্রে, তৎপরে গঙ্গা, তৎপরে সরস্বতী, তৎপরে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে, তৎপরে শতদ্রু, তৎপরে মহানদী দেবিকাতে অবগাহন করিয়া পরিশেষে ক্রমে ক্রমে বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, গোমতী, সিন্ধু, তুঙ্গভদ্রা, গোদাবরী ও গণ্ডকীসলিলে অব-

গাহন করিলেন। তাহার পর স্বীয় নিবাসভূমি নেপাল প্রদেশে গমন করিয়া তৎপরে ক্রমে দারুবন, কেদার, ভদ্রেশ্বর ও পুণ্যধাম গয়াতীর্থে গমন করিলেন। তথায় ফল্গুনদীতে অবগাহন পূর্ব্বক যত্নসহকারে পিতৃগণের তর্পণ করিলেন।

হে দেবি ধরিত্রি! এইরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপরিভ্রমণ পরিশেষ হইলে ষষ্ঠ বর্ষে তাঁহার কটিদেশ হইতে পরিধেয় কৌপীন স্খলিত হইয়া পড়িল। তখনও তিনি নগ্নাবস্থায় কপালমাত্র ধারণ করিয়া পুনরায় দুই বৎসর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হস্ত হইতে কপাল পরিভ্রষ্ট হইল না। তাহার পর তিনি এক বৎসর কাল হিমালয় পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় হরিহর ক্ষেত্র ও দেবাঙ্গদে স্নান করিয়া সোমেশ্বরকে অর্চ্চনা করত চক্রতীর্থে গমন করিলেন। তথায় স্নান করিয়া ত্রিজলেশ্বরকে নমস্কার পূর্ব্বক প্রথমতঃ অযোধ্যা, তৎপরে তথা হইতে বারাণসী ধামে গমন করিলেন। যখন তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার ভ্রমণকার্য্যের দ্বাদশ বৎসর সমাগত হইয়াছে। এই সময়ে যখন তিনি কাশীতলবাহিনী গঙ্গাসলিলে অবগাহন করেন, তখন তাঁহার হস্ত হইতে সেই রুধিরপূর্ণ কপাল নিপতিত হইল। তদবধি ঐ তীর্থ কপালমোচন নামে খ্যাতি লাভ করিল। ভক্তিপূর্ব্বক ঐ তীর্থে স্নান করিলে, ব্রহ্মহা ব্যক্তিও ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। এইরূপে রুদ্রদেবের হস্ত হইতে কপালখণ্ড পতিত হওয়াতে চতুরানন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া রুদ্রদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভব! রুদ্র!

বিরূপাক্ষ! তুমি লোকের পথপ্রদর্শক হইলে। তুমি যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, ইহার অনুষ্ঠানে লোক ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হইবে। তুমি নগ্নাবস্থায় কপাল খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী পরিভ্রমণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত ইহা নগ্নকাপাল ব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। আর হিমালয় পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিয়া তোমার বভ্রুতা অর্থাৎ পিঙ্গলতা উপস্থিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ঐ ব্রত বাভ্রব্য নামে অভিহিত হইবে। এক্ষণে এই কাশীতলবাহিনী গঙ্গা-সলিলে স্নান করিয়া তোমার বিশুদ্ধতা লাভ হইল, এই নিমিত্ত এ ব্রত পাপনাশন শুদ্ধ শৈবব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। হে দেব! যাঁহারা একত্র [illegible] করি[illegible] তোমার ও আমার পূজা করিবে, তাহাদিগের নিমিত্ত পাশুপত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইল এবং সেই পাশুপত শাস্ত্র, তুমিই সম্যক্ রূপে কীর্ত্তন কর।

ধরে! অব্যক্তমূর্ত্তি ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দেবগণ মহা-দেবের জয়োচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন শূলপাণি পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বাবাসস্থান কৈলাস শিখরে গমন করি-লেন। এদিকে ব্রহ্মা এবং দেবগণ স্বর্লোকে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ধরে! এই আমি তোমার নিকট রুদ্র-দেবের মহিমা ও চরিত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

---

# অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

## পর্ব্বাধ্যায় কীর্ত্তন।

ধরণী কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে যিনি সত্যতপা নামে ব্রাহ্মণ হইয়া ব্যাধসংসর্গে ব্যাধ হন; যিনি সাধ্যানুসারে আরুণিকে বনমধ্যে ব্যাঘ্রভয় হইতে রক্ষা করিলেন; মহর্ষি দুর্ব্বাসা হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া যাহার ব্যাধত্ব বিমোচন করেন, ইত্যাদি বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল আছে, অতএব বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! সত্যতপা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকুলে ভৃগুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। পরে দস্যুসংসর্গে দস্যুতা লাভ করিয়াছিলেন। স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করে দুর্ব্বাসার সংসর্গে বিশেষরূপ বোধিত হইয়া পুনর্ব্বার বিপ্রত্ব লাভে অধিকারী হন। হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে উত্তর ভাগে পুষ্পভদ্রা নামে এক নদী প্রবাহিত রহিয়াছে। ঐ নদীর তীরভূমিতে বিচিত্র এক শিলা নিপতিত রহিয়াছে, তাহার নাম চিত্রশিলা। তথায় যে মহোন্নত এক বটবৃক্ষ বিরাজমান আছে, তাহার নাম ভদ্রবট। সত্যতপা ঐ বটমূলে অবস্থান পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে করিতে একদা সমিধ ছেদনকালে কুঠারযোগে বাম হস্তের তর্জ্জনী কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গুলী বিচ্ছিন্ন হইবামাত্র তাহাতে না রক্ত, না মাংস, না মজ্জা কিছুই লক্ষিত হইল না, কেবল ভস্মস্রবমাত্র লক্ষিত হইল। কিন্তু তিনি যেমন অঙ্গুলী যোজনা করিলেন, অমনি অঙ্গুলী পূর্ব্বের ন্যায় সুদৃশ্য হইল।

বসুন্ধরে! ঐ ভদ্রবট বৃক্ষে রজনীযোগে এক কিন্নরমিথুন শয়ান ছিল। তাহারা উভয়ে সত্যতপার এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র ইন্দ্র-লোকে গমন করিল। গিয়া রুদ্রসরোবরের তীরে অবস্থান পূর্ব্বক যথায় দেবেন্দ্র যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অমরগণের সহিত সমবেত ছিলেন, তথায় গিয়া সত্যতপার অঙ্গুলীচ্ছেদন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করত জিজ্ঞাসা করিল, দেবরাজ! সত্য-তপার অঙ্গুলীচ্ছেদনে ভস্ম বিনির্গম হইল কেন?

দেবেন্দ্র শ্রবণমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, বিষ্ণো! কিন্নরমুখাৎ যে আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিলাম; চল, হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া একবার এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া আসি। এই কথা বলিয়া দেবরাজ ব্যাধবেশ এবং বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উভয়ে সত্যতপার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ বরাহরূপী বিষ্ণু সত্যতপার দর্শনপথবর্ত্তী হইয়া কখন দৃশ্য কখন বা অদৃশ্য হইতে লাগি-লেন। ইত্যবসরে ব্যাধবেশধারী দেবেন্দ্র শরাসনে শরসংযোগ করিয়া ঋষিবর সত্যতপার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! এদিকে একটি মাংসল বরাহ আসিয়াছে, দেখিয়া-ছেন? আমি সেই বরাহটি বিনাশ করিয়া পরিবারগণের আহারবৃত্তি সম্পাদন করিব।

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র সত্যতপা মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে "যদি আমি উঁহাকে বরাহ প্রদর্শন করি, তাহা হইলে এ ব্যাধ এইক্ষণে বরাহটি বিনাশ করিবে; আর যদি প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে উঁহার পরিবারবর্গ ক্ষুধায় একান্ত

কাতর হইবে, তাহার আর সংশয় নাই। এক দিকে এই নিষাদ স্ত্রীপুত্র পরিবারে ক্ষুধায় কাতর, অন্য দিকে এই বরাহ প্রাণভয়ে আমার আশ্রমে উপস্থিত; এখন কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ক্ষণকালের পর তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, বিধাতা, দর্শন করিবার নিমিত্ত আমায় যে চক্ষু প্রদান করিয়াছেন, তাহা ত বরাহের উপর অর্পণ করিলাম; কিন্তু বাক্যবিন্যাসের নিমিত্ত যে রসনেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা ত ব্যাধের প্রতি নিয়োগ করিতে পারিতেছি না? আমার যেরূপ দর্শনশক্তি রহিয়াছে, সেরূপ বাক্‌শক্তি নাই। ফলতঃ এক্ষণে বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয়ই প্রবল।

তখন ইন্দ্র ও বিষ্ণু উক্তরূপে পরিগুহ্ন ঋষির ভাব বুঝিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, "ঋষে! আমরা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

সত্যতপা কহিলেন, "ভগবন্! আমি যে স্বচক্ষে আপনাদিগকে প্রত্যক্ষ করিলাম, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। আমি ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক বর প্রার্থনা করিব। আমি আপনাদিগের দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছি। তবে যদি একান্তই অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এই মাত্র বর প্রদান করুন যে, যে ব্রাহ্মণেরা পর্ব্বকালে এক মাস কাল ব্রাহ্মণের পূজা করিবেন, যেন তাঁহাদিগের সঞ্চিত পাপ সকল বিদূরিত হয়। আর আমার দ্বিতীয় বর এই যে, যেন আমি চরমে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হই।"

তখন ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয়ে 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্দ্ধান করি-

লেন। এদিকে সত্যতপা সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বরলাভে তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মময় হইল। তিনি এইরূপে কৃতার্থ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার গুরুদেব আরুণি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সত্যতপা নিরতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য, আচমনীয় ও গোদান করিলে তিনি আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর শিষ্য, সিদ্ধিলাভ করিয়া বীতকল্মষ হইয়াছে জানিতে পারিয়া সেই বিনয়নম্র, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থিত শিষ্যকে কহিলেন, "বৎস! তুমি তপঃসিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছ. এক্ষণে তোমার মুক্তিকাল উপস্থিত অতএব [illegible]ত্রোত্থান করিয়া, [illegible] এবং গমন করিলে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, এক্ষণে আমার সহিত সেই স্থানে চল।" এই বলিয়া সেই সত্যতপা ও আরুণি উভয়ে নারায়ণকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার শরীরে বিলীন হইলেন। ধরে! যে ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে এই পর্ব্বাধ্যায় শ্রবণ করেন বা যিনি শ্রবণ করান তাঁহারা উভয়েই অভিলষিত স্থানে গমন করিতে পারেন।

---

# নবনবতিতম অধ্যায়।

## শ্বেত-বিনীতোপাখ্যান ও তিলধেনুমাহাত্ম্য।

ধরণী কহিলেন, দেব! অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার শরীর হইতে যে মায়া বিনির্গত হন, তিনি প্রথমতঃ অষ্টভুজা গায়ত্রী হইয়া চৈত্রাসুরের সহিত যুদ্ধ করেন। আবার তিনিই দেবগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত নন্দানাম ধারণ পূর্ব্বক মহিষাসুরকে বিনাশ করেন। তাহার পর আবার তিনিই কিরূপে বৈষ্ণবী নাম ধারণ করিলেন? আমাকে বিস্তারিত কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন ধরে! এই মায়াই আবার জগৎ-হিত-কারিণী শঙ্করপ্রিয়া গঙ্গারূপে পরিণত হইয়াছেন। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ নারায়ণ কখন কোন্ স্থানে কি নিয়োগ করিতে হয়, তাহা তিনিই জানেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই মায়াই বৈষ্ণবী-রূপে পরিণত হইয়া মন্দর পর্ব্বতে মহিষাসুর নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন। তাহার পর আবার ঐ অসুর মহাবল-পরাক্রান্ত চৈত্রাসুর রূপে পরিণত হইলে আবার উনিই নন্দা নাম ধারণ পূর্ব্বক বিন্ধ্য পর্ব্বতে তাহাকে বিনাশ করেন। অথবা ঐ মায়াই জ্ঞানালোক এবং ঐ মহিষাসুরই ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকার। সুতরাং অজ্ঞান পদার্থ যে জ্ঞানসাধ্য, তাহার আর সংশয় নাই। এই মায়া যখন মূর্ত্তিময়ী হন, তখন ইতিহাসরূপে পরিণত হইয়া থাকেন; আর যখন অমূর্ত্তিময়ী, তখন মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ধরে! বেদবাদীরা মায়াকে যেরূপে সংস্থাপন করেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পঞ্চপাতকনাশন বিষ্ণুপূজার ক্রম-

নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে যাহারা দারিদ্র্য ও কুষ্ঠাদি ব্যাধি-জনিত ক্লেশে নিপতিত হয়; যাহারা নির্ধনতা ও অপুত্রতা-নিবন্ধন ক্লেশানুভব করে, তাহারা লক্ষ্মীনারায়ণকে মণ্ডলগত নিরীক্ষণ করিয়া অচিরাৎ ধনবান্, পুত্রবান্, আয়ুষ্মান্ ও সুখী হইয়া থাকে। ফলতঃ যাঁহারা আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে মণ্ডলগত নিরীক্ষণ করেন, তাঁহাদিগকে কোন অভাবই অনুভব করিতে হয় না। সমস্ত দ্বাদশী, বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে নারয়ণকে অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সূর্য্যের সংক্রমণদিনে ও চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণ-সময়ে গুরুদেব দ্বারা নারায়ণের পূজা করাইলে নারায়ণ ও অন্যান্য দেবগণ পরম পরিতুষ্ট হন। নারায়ণ প্রীত হইলে যজমানের পাপের লেশমাত্র থাকে না। গুরুদেব, সংবৎসর কাল একান্ত ভক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পূজাদি কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। যজমান মনোমধ্যে এইরূপ ধারণা করিবে যে, যেন পরমেষ্ঠী নারায়ণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। সংবৎসর কাল গুরুর প্রতি এইরূপে বিষ্ণুবৎ অচলা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া বৎসর পূর্ণ হইলে সাধ্যানুসারে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে ভবকাণ্ডারি শ্রীহরি ও ঐহিকী লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলাম। কার্ত্তিক মাসের দশমীতে এইরূপে গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া ক্ষীরবৃক্ষ-সম্ভূত দন্তকাষ্ঠমাত্র ভক্ষণ করিয়া নারায়ণের নিকট সমস্ত রজনী যাপন করিবে। সুপ্তাবস্থায় যে সকল স্বপ্ন সন্দর্শন করিবে, তৎসমুদায় গুরুর নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার শুভাশুভ ফল নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। এইরূপে একাদশী দিনে উপ-

বাস করত তৎপরদিনে স্নানান্তে দেবালয়ে গমন করিবে। গুরুদেব সেই পূজাগৃহে নির্দ্দিষ্ট পূজার স্থান বিবিধবর্ণে রঞ্জিত করিয়া যথাবিধি ষোড়শার চক্র, সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডল, অথবা অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবেন। তৎপরে শুভ্র বস্ত্রদ্বারা শিষ্যগণের নেত্র বন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে পুষ্পহস্ত শিষ্যগণকে তথায় প্রবেশ করাইবে। আর যদি পঞ্চবর্ণ গুটিকা দ্বারা নবনাভ মণ্ডল অঙ্কিত করা হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে লোকপালগণের সহিত ইন্দ্রকে পূজা করিয়া তৎপরে আত্মসম্মুখে অগ্নির অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর নৈঋ্ত কোণে নিঋ্তিকে পূজা করিয়া পশ্চিম দিকে বরুণদেব, বায়ু-কোণে বায়ু, এবং উত্তর দিকে রুদ্র, ঈশান ও কুবেরের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে চতুর্দ্দিকে ক্ষেত্রমধ্যে যথাবিধি সমুদায় দেবতার পূজা করা হইলে পরিশেষে অষ্টদল পদ্মমধ্যে পরমেশ্বর বিষ্ণুকে পূজা করিবে। তাহার পর পূর্ব্ব পত্রে বলদেব, দক্ষিণে প্রদ্যুম্ন, পশ্চিমে ও উত্তরে অনিরুদ্ধকে পূজা করিয়া মধ্যস্থলে সর্ব্বপাপবিনাশন বাসুদেবের অর্চ্চনা করিবে। ঈশানকোনে শঙ্খ, অগ্নিকোণে চক্র, দক্ষিণ দিকে গদা, বায়ু-কোণে পদ্ম, ঈশানকোণে মুসল এবং দক্ষিণে গরুড়কে স্থাপন করিবে। তাহার পর মধ্যস্থলে নারায়ণকে স্থাপন করিয়া তাঁহার বামভাগে লক্ষ্মীকে স্থাপন করিবে। নারায়ণের সম্মুখেই ধনু, খড়্গ, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ স্থাপন করিবে। এইরূপে যথাস্থানে সমস্ত বিন্যস্ত করিয়া পরিশেষে দেবদেব জনার্দ্দনকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া দিঙ্‌মণ্ডলে অষ্ট কলস স্থাপন পূর্ব্বক তথায় স্বতন্ত্র আর একটি বৈষ্ণব কলস স্থাপন

করিবে। পূজান্তে ঐ কলসজলে মুক্তিকামী যজমানকে স্নান করাইবে। যদি যজমান সম্পত্তি কামনা করেন, তাহা হইলে ঐন্দ্রকলসে, প্রতাপ কামনা করিলে আগ্নেয় কলসে, অমরত্ব কামনা করিলে যাম্য কলসে, শত্রুনাশ কামনা করিলে নৈর্ঋত কলসে, শান্তি কামনা করিলে বারুণ কলসে, পাপনাশ কামনা করিলে বায়ব কলসে, দ্রব্য সম্পত্তি কামনা করিলে কৌবের কলসে এবং জ্ঞানপ্রাপ্তি বা লোকপালপদ-প্রাপ্তি কামনা করিলে রৌদ্র কলসে স্নান করাইবে।

বসুন্ধরে! পূর্ব্বোল্লিখিত নব কলসের মধ্যে এক একটি কলসে স্নান করিলে লোক, সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাহার জ্ঞানপ্রভা অব্যাহতগতি হইয়া চতুর্দ্দিকে স্বীয় প্রভাজাল বিস্তার করে। আর যে ব্যক্তি একেবারে নয়টি কলসে স্নান করে, তাহার পাপসম্পর্ক থাকা দূরে থাক্; বরং সে বিষ্ণুসদৃশ বা রাজা হইয়া থাকে। ধরে! দশ দিক্‌পাল-গণকে সংখ্যানুসারে যথানিয়মে পূজা করা বিজ্ঞলোকের কার্য্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপে দেবগণের ও লোকপালগণের অর্চ্চনা করিয়া বদ্ধনেত্র শিষ্যগণকে প্রদক্ষিণ করাইবে।

ধরে! ব্রাহ্মণ ও বেদ উভয়ই আদরণীয়। কারণ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বরূপ। ব্রতদীক্ষিত ব্যক্তি রুদ্র, আদিত্য, অগ্নি, লোক-পালগণ, গ্রহগণ, গুরুগণ ও বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে পূজা করিয়া পরিশেষে হোমের অনুষ্ঠান করিবে। "ওঁ নমঃ ভগ-বতে সর্ব্বরূপিণে হুঁ ফট্ স্বাহা" এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্রদ্বারা প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবে। গর্ভাধানাদি সমস্ত সংস্কারে দেবদেব নারায়ণের সমক্ষে ঐ মন্ত্রে তিনবার

আহুতি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে হোমকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে, (যদি রাজা কার্য্যে দীক্ষিত হন), তাহা হইলে হস্তী, অশ্ব, কটক, স্বর্ণ ও গ্রামাদি পদার্থ সকল গুরুকে দক্ষিণা দান করিবে। ব্রতী ব্যক্তি মধ্যবিত্ত হইলে, মধ্যবিধ রূপে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে। বসুন্ধরে! অধিক কি বলিব, এরূপ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা শতবর্ষেও বলিয়া শেষ করিতে পারি না। যদি কোন ব্যক্তি যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া বরাহপুরাণ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় বেদ, সমুদায় পুরাণ, সমুদায় সংগ্রহ শ্রবণের এবং সমস্ত মন্ত্র জপের ফললাভ হইয়া থাকে। অধিক কি তাহার পুষ্কর, প্রয়াগ, সাগরসঙ্গম, কুরুক্ষেত্র, পুরুষোত্তম ও বারানসী তীর্থে বসিয়া জপ করিবার তুল্য ফল লাভ হয়। বিশেষতঃ গ্রহণসময়ে জপ করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, বরাহপুরাণ শ্রবণে তাহার দ্বিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে ভূতধারিণি! দেবগণও "কবে গিয়া ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিব, কবে আমরা ভারতে গিয়া ব্রতদীক্ষিত হইয়া বরাহ-পুরাণ শ্রবণ করিব, কবে আমরা ভারতে গিয়া এই দেহ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিব" এইরূপ চিন্তায় তপশ্চরণ করিয়া থাকেন।

ধরে! এই বিষয়ে মহর্ষি বসিষ্ঠ ও মহাত্মা শ্বেত নরপতি সম্বন্ধে যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। মহাযশা নরপতি শ্বেত, পূর্ব্বে স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি যখন ইলাবৃতবর্ষে অধিরাজ্য বিস্তার করেন, তখন একদা বনপল্লবসমাকীর্ণা এই পৃথিবী দান করি-

বার বাসনায় তপোনিধি বসিষ্ঠকে কহিলেন, "তপোধন! আমি ব্রাহ্মণদিগকে এই বসুন্ধরা উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব আপনি অনুমতি প্রদান করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন।" বসিষ্ঠদেব কহিলেন, "রাজন্! তুমি সর্ব্বকাল-সুখাবহ অন্ন দান কর। এই পৃথিবীতে অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দান আর কিছুই নাই। সমুদায় দান অপেক্ষা অন্নদানই শ্রেষ্ঠ। সমুদায় জীবলোক অন্নে সম্ভূত ও অন্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব যত্নপূর্ব্বক অন্ন দান কর।"

নরপতি শ্বেত বসিষ্ঠের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন মাত্র; কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিলেন না। পরিশেষে তিনি উৎকৃষ্ট নগর সকল এবং ধনাগারে রত্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি যাহা কিছু ছিল, তৎ সমুদায়ই বিপ্রসাৎ করিলেন। এক সময়ে ঐ ধর্ম্মাত্মা নরপতি পৃথিবী জয় করিয়া জাপকশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বসিষ্ঠদেবকে কহিলেন, ভগবন্! আমি সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদি সমুদায় দ্রব্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে বাসনা করি। এই বলিয়া যাগান্তে প্রায় সমুদায় বস্তুই বিপ্রসাৎ করিলেন, কেবল অন্ন ও জল সামান্য মনে করিয়া দান করিলেন না। কিছুকাল মহাসমৃদ্ধিতে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কালবশে মৃত্যু যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন তিনি পরলোকে গমন করিলেন। তথায় অবস্থানকালে একদা তিনি ক্ষুধায় বিশেষতঃ তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া যে শ্বেতাখ্য পর্ব্বতে তাঁহার পূর্ব্বজন্ম-শরীর ভস্মীভূত হইয়াছিল, তথায় গমন করিলেন এবং সেই প্রেতভূমি-নিপতিত স্বীয় অস্থি সকল

উত্তোলন পূর্ব্বক অবলেহন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে রাজা আর এক দিন পূর্ব্ববৎ অস্থি অবলেহন করিতেছেন, ইত্যবসরে ঋষিবর বসিষ্ঠের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তখন ঋষিবর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি স্বীয় অস্থি অবলেহন করিতেছ কেন? নরপতি শ্বেত বসিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ পূর্ব্বজন্মে অন্ন জল দান না করাতে ইহ জন্মে এইরূপে বুভুক্ষায় কাতর হইয়াছি।

রাজা এইরূপ বলিলে মুনিবর বসিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! তুমি এখন ক্ষুধায় কাতর হইলে, আমি কি করিব। স্বর্ণরত্নাদিদানে লোক ভোগবান্ হইয়া থাকে; কিন্তু অন্নজল দান করিলে সর্ব্বপ্রকার ভোগে পরিতৃপ্ত হয়। তুমি পূর্ব্বজন্মে অন্নজল অতি সামান্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া দান করিতে অবহেলা করিয়াছ, সেই নিমিত্ত তোমাকে ইহজন্মে তাহার অনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইতেছে।

নরপতি শ্বেত কহিলেন, হে মুনিবর! আমি অবনতমস্তকে ভক্তিভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, পূর্ব্বজন্মে যে বস্তু দান করা না হয়, পরজন্মে কিরূপে তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, কীর্ত্তন করুন।

বসিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! ইহার এক উপায় আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বিনীতাশ্ব নামে লোকবিখ্যাত

এক নরপতি ছিলেন। তিনি এক সময় সর্ব্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। তিনি যজ্ঞান্তে ভূমি, গোধন, হস্তী ও ধনরত্নপ্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যসকল বিপ্রসাৎ করেন, কিন্তু তোমার মত, অন্নজল অতি সামান্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া পাত্রসাৎ করেন নাই। কিছুকাল পরে সেই সার্ব্বভৌম বিনীতাশ্ব দুর্নিবার কালবশে সমানীত হইলে জাহ্নবীসলিলে দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার মত স্বর্গবাসে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকেও ক্ষুধায় তোমার ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল। অনন্তর একদা তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সূর্য্যভাস্বর বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে জাহ্নবীতটে নীল পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন তথায় স্বীয় জন্মান্তরীণ কলেবর নিপতিত রহিয়াছে। পূর্ব্বজন্মের পুরোহিত হোতাও সেই গঙ্গাতটে উপস্থিত। নরপতি বিনীতাশ্ব মুনিবর হোতাকে দর্শন করিবামাত্র স্বীয় ক্ষুধার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে মুনিবর হোতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! তুমি শীঘ্র তিলধেনু, জলধেনু, ঘৃতধেনু, রসধেনু ও কামধেনু দান কর, তাহা হইলে যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীতে আলোক প্রদান করিবে, তাবৎ আর তোমায় ক্ষুধা-জনিত যন্ত্রণায় কাতর হইতে হইবে না।

পুরোহিত কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিনীতাশ্ব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! বুভুক্ষাবিজয়ী মানবগণকে কি প্রকারে তিলধেনু দান করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা স্বর্গভোগে অধিকারী হইয়া থাকে, তাহা আমূলতঃ সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

হোতা কহিলেন, নরপতে! তিলধেনুর ব্যবস্থা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চারি কুড়বে এক প্রস্থ হয়। তাদৃশ ষোড়শ প্রস্থে এক ধেনু এবং চারি প্রস্থে এক বৎস হয়। চন্দন দ্বারা উহার নাসিকা এবং গুড়দ্বারা উহার জিহ্বা প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার লাঙ্গুল ঘণ্টাভরণে ভূষিত এবং শৃঙ্গ স্বর্ণে পরিকল্পিত করিতে হয়। যথাবিধানে ঐ ধেনুর দেহ কাংস্যময় এবং খুর রৌপ্যময় করা কর্ত্তব্য। তাহার পর ঐ কল্পিত ধেনুকে কৃষ্ণাজিনের বস্ত্রে সমাবৃত, সূত্রদ্বারা বেষ্টিত, সর্ব্বরত্ন সমন্বিত ও সর্ব্বৌষধি সমাযুক্ত করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিবে যে, "হে তিলধেনো! আমি তোমায় ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি আমার অন্ন, জল ও অন্যান্য রস প্রদান কর। গ্রহীতাও কহিবেন, হে দেবি! আত্মপোষণ ও কুটুম্ব ভরণ নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিলাম, তুমি আমার সমস্ত কামনা সুসিদ্ধ কর। রাজন্! এইরূপে তিলধেনু দান করিলে সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। ধরে! যে ব্যক্তি এই তিলধেনু দান বৃত্তান্ত শ্রবণ করে বা যে ব্যক্তি তিলধেনু দান করে বা যে ব্যক্তি দান করায় তাহারা সকলেই সর্ব্ব প্রকার পাপ পরিশূন্য হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

# শততম অধ্যায়।

## জলধেনু বিধি।

হোতা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে শুভদিনে যথানিয়মে জলধেনু প্রদান করিতে হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ গোচর্ম্মপরিমিত ভূভাগ গোময়ে লেপন করিবে। তাহার পর সেই পবিত্র ভূমিমধ্যে সলিলপূর্ণ, কর্পূর ও অগুরু চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত এক কলস স্থাপন করিবে। ঐ জলপূর্ণ কুম্ভই জলধেনু। উহার পার্শ্বদেশে যন্ত্রপুষ্পসমন্বিত অপর এক পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবে। ঐ কলসই বৎসস্বরূপ। ঐ বৎসরূপী কলস দুর্ব্বাঙ্কুর ও মাল্যদামে বিভূষিত করিয়া তন্মধ্যে পঞ্চরত্ন জটামাংসী, বেণমূল, ব্যাকুড়, শৈলেয় বালুকা, আমলকী, শ্বেত সর্ষপ ও বিবিধ ধান্য সংস্থাপন করিবে। কলসের চতুর্দ্দিকে যে পাত্রচতুষ্টয় স্থাপন করিতে হয়, তাহার প্রথম পাত্র ঘৃতপূর্ণ, দ্বিতীয় পাত্র দধিপূর্ণ, তৃতীয় পাত্র মধুপূর্ণ, এবং চতুর্থ পাত্র শর্করাপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। ঐ জলধেনুর মুখ ও চক্ষু সুবর্ণময়, শৃঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গময়, কর্ণ প্রশস্তপত্রময়, নেত্র মুক্তাফলময়, পৃষ্ঠদেশ তাম্রময়, দেহ কাংস্যময়, রোমরাজি দর্ভময়, এবং পুচ্ছ সূত্রময় করিবে। তাহার পর ঐ জলধেনুর গলকম্বল ঘণ্টা ও পুষ্পমাল্যাভরণে বিভূষিত করিয়া গুড়দ্বারা উহার আস্যদেশ, শুক্তিদ্বারা উহার দন্ত, শর্করাদ্বারা উহার জিহ্বা, নবনীত দ্বারা উহার স্তন এবং ইক্ষুদ্বারা উহার চরণ কল্পনা করিয়া গন্ধে বিলেপিত করিবে। অনন্তর সেই কল্পিত জলধেনু কৃষ্ণাজিনের উপর স্থাপিত ও বস্ত্রে আচ্ছা-

দিত করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করত বেদপারদর্শী, সচ্চরিত্র তপোবৃদ্ধ সাগ্নিক পরিবারপরিবৃত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। নরপতে ! যে ব্যক্তি জলধেনু দান করেন, যে ব্যক্তি আমূলতঃ দানকার্য্য দর্শন করেন, যে ব্যক্তি আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন এবং যে ব্রাহ্মণ উহা গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হন। এমন কি, কোন ব্যক্তি গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা, সুরাপান ও গুরুপত্নী হরণ করিলেও সেই গুরুতর পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। মহারাজ ! যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণা দান করে এবং যে ব্যক্তি জলধেনু দান করে, তাহারা উভয়েই সমান পুণ্যবান্।

মহারাজ ! জলধেনু-দাতা এক দিন শুদ্ধ জলমাত্র পান করিয়া ধেনুদান করিবে; কিন্তু গ্রহীতাকে তিন দিন ঐরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে। যথায় নদীমধ্যে ক্ষীরস্রোত প্রবাহিত হয়, যত্রত্য কর্দ্দম মধু ও পায়সময়, যথায় অপ্সরোগণের সঙ্গীতধ্বনি অহরহ শ্রবণগোচর হয়, জলদাতা সেই স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, কি দাতা, কি দাপক, কি প্রতিগ্রহীতা, সকলেই সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জলধেনুবৃত্তান্ত শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ও সমুদায় পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গবাসে গমন করিয়া থাকে।

# একাধিক শততম অধ্যায়।

## শ্বেতোপাখ্যান ও রসধেনুমাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে রসধেনুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ কল্পিত ভূমিভাগ গোময়ে অনুলিপ্ত করিয়া তাহার উপর কৃষ্ণাজিন ও কুশ আস্তীর্ণ করত ইক্ষুরস পরিপূর্ণ ঘট স্থাপন করিবে। তাহার পর ঐরূপ রসের চতুর্থ ভাগে বৎস কল্পনা করিবে। সেই রসধেনুর চরণ ইক্ষু-দণ্ডময়, খুর রজতময়, শৃঙ্গ ও আভরণ স্বর্ণময়, পুচ্ছ বস্ত্রময় ও স্তন ঘৃতময় করিয়া দিবে। তৎপরে রসধেনুকে পুষ্পময় কম্বলে সমাচ্ছাদিত করিয়া শর্করা দ্বারা উহার মুখজিহ্বা, ফলদ্বারা উহার দন্ত, তাম্রদ্বারা উহার পৃষ্ঠ, পুষ্পমালাদ্বারা উহার রোম, মুক্তাফল দ্বারা উহার চক্ষু কল্পনা করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে সপ্তধান্য, দীপ, সর্ব্ববিধ উপকরণ, সর্ব্বপ্রকার গন্ধ ও চারিটি তিলপাত্র প্রদান করিবে। তাহার পর সেই কল্পিত ধেনু, সমুদায় লক্ষণসম্পন্ন পরিবারপরিবেষ্টিত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। তাহা হইলে দাতা সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। ফলতঃ দাতা ও গ্রহীতা যদি একাহারী হন, তাহা হইলে, তাঁহারা উভয়েই সোমপান সদৃশ ফললাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা উক্ত প্রকার রসধেনু দান নয়নে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারাও পরম পদ লাভ করিতে পারেন। প্রথমতঃ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও মাল্যাদি দ্বারা রসধেনুকে পূজা করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রে ধেনুর নিকট স্বীয় কামনা সকল প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে সেই

ধেনু শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিলে দাতা ও দাতার ঊর্দ্ধতন দশ এবং অধস্তন দশ এই একবিংশতি পুরুষ পরম পদ লাভ করিতে পারে। এমন কি আর তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না।

মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট রসধেনু-প্রদান-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমিও রসধেনু প্রদান কর, উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিবে। যিনি এই ধেনুদানবৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া বিষ্ণুলোক গমন করিয়া থাকেন।

# দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

## গুড়ধেনুমাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, রাজন্! সম্প্রতি সর্ব্বাভীষ্টদায়ী গুড়ধেনু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ কল্পিত ভূমি গোময়ে অনুলিপ্ত করত তদুপরি কৃষ্ণাজিন ও কুশ সকল আস্তৃত করিয়া পুনরায় তাহার উপর বস্ত্রাভরণ প্রদান করিবে। তৎপরে পরিপক্ক গুড় আনয়ন পূর্ব্বক কাংস্যদেহা সবসনা গুড়ময়ী ধেনু কল্পনা করিবে। ঐ ধেনুর মুখ ও শৃঙ্গ সুবর্ণ-ময়, দন্ত মৌক্তিকময়, গ্রীবা রত্নময়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধময়, পৃষ্ঠ-দেশ তাম্রময় ও পুচ্ছ ক্ষৌমময় করিয়া তাহাকে নানাবিধ অল-ঙ্কারে সুসজ্জিত করিবে। তাহার পর ইক্ষুদ্বারা উহার চরণ

রে প্যদ্বারা খুর, পট্টবস্ত্রদ্বারা গলকম্বল, প্রশস্ত পত্রদ্বারা কর্ণ ও নবনীতদ্বারা স্তন প্রস্তুত করিয়া ঘন্টা ও চামরে সুশোভিত করত পুনরায় সেই কল্পিত ধেনুকে পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিবে। তাহার পর তাহার চতুর্দ্দিকে ফল প্রদান করিয়া তাহাতে উপশোভা বিধান করিবে।

রাজন্! চারিভার গুড়দ্বারা উৎকৃষ্ট গুড়ধেনু প্রস্তুত হয় এবং তাহারই চতুর্থ ভাগে বৎস কল্পনা হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট গুড়ধেনুর অর্দ্ধভাগে মধ্যম এবং একভার গুড়দ্বারা অধম গুড়ধেনু প্রস্তুত হয়। গৃহস্থ ব্যক্তিরা স্বীয় বিভবানুসারে যাহার যেরূপ সাধ্য, তাঁহারা সেইরূপে ধেনু সকল কল্পনা করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে। ধেনুদান সময়ে সহস্র সুবর্ণমুদ্রাই হউক বা তাহার অর্দ্ধ হউক, অথবা তাহারও অর্দ্ধই হউক, কিম্বা শত বা শতার্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রাই হউক, দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মহারাজ! এইরূপে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ধেনুকে পূজা করিয়া কর্ণভূষণ, ছত্র ও পাদুকা উৎসর্গ করত এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে, "হে মহাবীর্য্যে, সর্ব্বসম্পদ-দায়িনি, শুভে গুড়ধেনো! আমি যেন এই দানফলে সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি লাভ করিতে পারি।" এই বলিয়া প্রাঙ্মুখীন হইয়া দাতা ব্রাহ্মণকে গুড়ধেনু সমর্পণ করিবে। তাহার পর আরও বলিবে যে, হে গুড়ধেনো! আমি কায়মনোবাক্যে যদি কোন কুকার্য্য করিয়া থাকি, যদি কন্যা ও গোধন নিমিত্ত পরিমাণ ও তুলমানের অন্যথা করিয়া কোন মৃষাবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি,

তাহা হইলে তোমার অনুগ্রহে যেন আমার সে সমস্ত দোষ ক্ষালন হয়।”

নরপতে! যাহারা এই গোদান দর্শন করে, তাহাদিগেরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যত্রত্য স্রোতস্বিনী ক্ষীর-স্রোত প্রবাহিত করে, যত্রত্য কর্দ্দম ঘৃত ও পায়সময়, ঋষিগণ, মুনিগণ ও সিদ্ধগণ যথায় গমন করেন, গুড়ধেনুদাতা সেই স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকে। উক্ত গুড়ধেনুপ্রসাদে দাতা এবং তাহার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ এই একবিংশতি পুরুষ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। মহাবিষুব সংক্রান্তির সময় ব্যতীপাত যোগ—অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যের একত্র সমাবেশ সমুপস্থিত হইলে সৎপাত্র দেখিয়া এই গুড়ধেনু প্রদান করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ শ্রদ্ধা সহকারে এই গুড়ধেনু প্রদান করিলে ইহা হইতে ইহলোকে সুখ ভোগ এবং পরলোকে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। গুড়ধেনু-দাতার কোন কামনাই অসম্পূর্ণ থাকে না, প্রত্যুত সমুদায় পাতক ও দুর্গতি বিদূরিত হয়।

## ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

### শর্করাধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে শর্করাধেনু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ কল্পিত ভূভাগ গোময়ে লিপ্ত করিয়া তদুপরি কৃষ্ণাজিন ও কুশাস্তরণ আস্তৃত করিবে। তাহার পর চারি ভার শর্করাদ্বারা ধেনু প্রস্তুত করিলে, তাহাই

উৎকৃষ্ট ধেনু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহার চতুর্থাংশে বৎস পরিকল্পিত হয়। আর যদি দুই ভার শর্করাদ্বারা ধেনু প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে মধ্যম এবং এক ভার দ্বারা হইলে অধম ধেনু বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। ঐরূপ ক্রমে চতুর্থাংশে মধ্যম ও অধম বৎস প্রস্তুত হয়। ধেনু ঊর্দ্ধে অষ্টশতাঙ্গুলী হওয়া আবশ্যক। কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে যাহা অনায়াসসাধ্য হইবে, তাহাই কর্ত্তব্য। ঐ ধেনুর মুখ ও শৃঙ্গদ্বয় সুবর্ণময় এবং নেত্রদ্বয় মৌক্তিকময় হওয়া আবশ্যক। উহার মুখ গুড়দ্বারা, জিহ্বা পিষ্টদ্বারা এবং গলকম্বল পট্টসূত্রদ্বারা প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে। উহার পাদচতুষ্টয় ইক্ষুদ্বারা, খুরচতুষ্টয় রৌপ্যদ্বারা, স্তনচতুষ্টয় নবনীত দ্বারা এবং শ্রবণদ্বয় প্রশস্ত পত্রদ্বারা প্রস্তুত করিয়া শুভ্র চামরে বিভূষিত করিবে। অনন্তর ঐ ধেনুকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পঞ্চরত্ন, গন্ধ ও পুষ্পদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া যে ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয়, দরিদ্র, সচ্চরিত্র, ধীমান্, বেদবেদাঙ্গপারদর্শী, সাগ্নিক, বহুপরিবারপরিবেষ্টিত, নির্দ্দোষ ও মৎসরতাপরিশূন্য হইবেন, তাঁহাকেই প্রদান করিবে। উত্তরায়ণকালে, বিষুব সংক্রান্তির সঞ্চার সময়ে, ব্যতীপাত যোগ—অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যের একত্র সমাবেশকালে দিবসের শেষভাগে দান করাই প্রশস্ত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমাযুক্ত ব্রাহ্মণ গৃহে সমাগত হইলে উক্ত প্রকার ধেনুর পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখেই হউক বা উত্তর মুখেই হউক উপবেশন পূর্ব্বক বৎসকে উক্তরাস্য করিয়া দানমন্ত্র পাঠ করত ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিবে। দানকালে ব্রাহ্মণের পূজা করা এবং তাঁহাকে কণককুণ্ডলে

বিভূষিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দক্ষিণাদানের সময় বিত্তশাঠ্য না করিয়া স্বীয় সাধ্যানুসারে দক্ষিণা দান করা নিতান্ত আবশ্যক। এমন কি ব্রাহ্মণের হস্তে সচন্দন পুষ্পের সহিত প্রথমে দক্ষিণা দান করিয়া পরিশেষে গোদান করিবে। দানান্তে সে সময় আর ব্রাহ্মণের মুখাবলোকন করিবে না। দাতা শর্করামাত্র ভোজন করিয়া সে দিবা অতিবাহিত করিবে। গ্রহীতা ব্রাহ্মণ তিন দিন দাতার গৃহে অবস্থান করিবেন। এতাদৃশ ধেনু হইতে দাতার সমস্ত পাপ বিদূরিত এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সংসাধিত হয়। প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণেরও কোন কামনাই অপূর্ণ থাকে না। যাহারা উক্তবিধ গোদান নয়নে নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগেরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। রাজন্! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই শর্করাধেনুদান পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারেন।

## চতুরধিকশততম অধ্যায়।

### মধুধেনু-মাহাত্ম্য।

রাজন্! সম্প্রতি সমস্ত পাপনাশন মধুধেনু দানের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ কল্পিত ভূভাগ গোময়ে অনুলিপ্ত করিয়া তদুপরি কৃষ্ণাজিন ও কুশাস্তরণ আস্তৃত করিবে। তাহার পর ষোড়শ ঘট মধুদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া মধুধেনু এবং তাহার চতুর্থ ভাগে বৎস কল্পনা করিবে। ঐ ধেনুর

আস্যদেশ স্বর্ণময়, শৃঙ্গদ্বয় অগুরু চন্দনময়, পৃষ্ঠ তাম্রময়, গলকম্বল পট্টময় বা সিতকম্বলময়, পাদচতুষ্টয় ইক্ষুদণ্ডময়, মুখ গুড়ময়, জিহ্বা শর্করাময়, ওষ্ঠ পুষ্পময়, দন্ত ফলময়, রোমরাজি দর্ভময়, খুর রৌপ্যময় এবং শ্রবণ প্রশস্তপত্রময় করিয়া ধেনুর পরিমাণে তাহার পরিমাণ করিবে। এইরূপে কল্পিত ধেনুটি সপ্তধান্য সংযুক্ত ও সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে চারিটি তিলপাত্র স্থাপন করিবে। তাহার পর ধেনুটি যুগ্মবস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়া তাহার সমীপে কাংস্যময় দোহন-পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিবে। অয়ন সময়ে, বিষুব সংক্রান্তির সময়ে, ব্যতীপাত যোগ—অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যের সমাগম সময়ে, অথবা সূর্য্যের রাশ্যন্তর সংক্রমণে কিম্বা গ্রহণ-সময়ে, কিম্বা সকল সময়ে দরিদ্র সাগ্নিক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। দানকালে মধুধেনুর পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন পূর্ব্বক "হে মধুধেনো! তুমি সমস্ত দেবতার রসজ্ঞ, তুমি সমুদায় জীবের হিতকার্য্যে তৎপর, অতএব আমার পিতৃগণ ও দেবগণ পরিতৃপ্ত হউন, তোমাকে নমস্কার করি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণাসহকারে ব্রাহ্মণহস্তে সেই ধেনু দান করিবে। গ্রহীতা ব্রাহ্মণও "হে কামদুঘে মধুধেনো! আমি স্বীয় পরিবারগণের প্রতিপালনার্থ তোমাকে প্রতিগ্রহ করিতেছি, তুমি আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ কর" এই বলিয়া মধুধেনু গ্রহণ করিবে। অথবা দাতা সম্যক্‌রূপে পবিত্র হইয়া "মধুবাতা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ছত্র ও পাদুকা-যুগলের সহিত মধু-ধেনু দান করিবে। ধেনুদানের পর দাতা সে দিবস কেবল মধু ও পায়সান্নমাত্র ভক্ষণ করিয়া যাপন করিবে।

গ্রহীতাও দাতার ভবনে তিন দিন মধুপায়স ভোজন করিয়া কালযাপন করিবেন।

মহারাজ! মধুধেনু দান করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যথায় স্রোতস্বিনী সকল মধুপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছে, যত্রত্য কর্দ্দম পায়সময়, যথায় ঋষিগণ, মুনিগণ ও সিদ্ধগণ অবস্থান করেন, মধুধেনুদাতা সেই পবিত্র স্বর্গস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। তথায় নানাবিধ ভোগ্য-বস্তু সম্ভোগ করিয়া পরিশেষে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। মধুধেনুর অনুগ্রহে দাতা, দাতার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ এই একবিংশতি পুরুষ বিষ্ণুর সাযুজ্যলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে তাহারা উভ-য়েই বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

## পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

### ক্ষীরধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে ক্ষীরধেনু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ ভূমিভাগ গোময়ে অনুলিপ্ত করত গোচর্ম্মপরিমিত ভূমিতে কুশাস্তরণ আস্তৃত করিবে। তাহার উপর কৃষ্ণাজিন স্থাপন করিবে। পরে গোময়ের কুণ্ডিকা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ক্ষীরপূর্ণ কুম্ভ, ধেনুর আকারে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার পার্শ্বদেশে উহার চতুর্থাংশে বৎস

কল্পনা করিবে। তৎপরে সুবর্ণদ্বারা উহার মুখ ও শৃঙ্গদ্বয় প্রস্তুত করত অগুরু চন্দনে বিলেপন পূর্ব্বক প্রশস্তপত্রদ্বারা শ্রবণদ্বয় রচনা করিয়া তিলপাত্রের উপর বিন্যস্ত করিবে। ঐ ক্ষীরধেনুর আস্য গুড়ময়, জিহ্বা শর্করময়, প্রশস্ত দশন ফলময়, নেত্রদ্বয় মুক্তাফলময়, পাদচতুষ্টয় ইক্ষুদণ্ডময়, রোমরাজি দর্ভময়, গলকম্বল শুভ্রকম্বলময়, পৃষ্ঠদেশ তাম্রময়, দোহন পাত্র কাংস্যময়, লাঙ্গুল পট্টসূত্রময়, স্তন নবনীতময়, শৃঙ্গ স্বর্ণময় এবং খুর রৌপ্যময় প্রস্তুত করিয়া কল্পিত ক্ষীরধেনুতে পঞ্চরত্ন সংযোগ করিবে। তাহার পর চারিদিকে চারিটি তিলপাত্র ও সপ্তধান্য যুক্ত পাত্র স্থাপন করিবে।

মহারাজ! এইরূপ লক্ষণযুক্ত ক্ষীরধেনু কল্পনা করিয়া বস্ত্রযুগ্মে আচ্ছাদন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প ধূপদীপাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ধেনুদান সম্পাদন করিবে। "আপ্যায়স্ব" এই বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা ক্ষীরধেনু দান করিবে। গ্রহীতা ব্রাহ্মণও ঐরূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া দান গ্রহণ করিবেন। রাজন্! যাহারা দানক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, তাহারা পরম পদ লাভ করিতে পারে। সহস্র বা শত স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দান অথবা স্বীয় শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দান করিয়া ধেনু দান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। এরূপ দানে ষষ্টি সহস্র বৎসর ইন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া পিতৃলোকের সহিত ব্রহ্মভবনে গমন করিতে পারে। তাহার পর কিছুকাল তথায় অবস্থানের পর দিব্যমাল্য ও দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া বিমানারোহণ পূর্ব্বক যথায় দ্বাদশ আদিত্যসন্নিভ দিব্য বিমান বিরাজমান রহিয়াছে, যেস্থান নির-

ন্তর গীত বাদ্যাদিরবে প্রতিধ্বনিত, অপ্সরোগণ নিয়ত যথায় বিরাজমান, সেই বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পরিশেষে তাঁহার সহিত সাযুজ্য লাভ করিতে পারে। মহারাজ! যিনি ভক্তি-পূর্ব্বক এই ক্ষীরধেনু দানের মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করিয়া থাকেন।

## ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

### দধিধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! সম্প্রতি দধিধেনুদানের বিধি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ কল্পিত ভূভাগ গোময়ে অনুলিপ্ত করিয়া গোচর্ম্মপরিমিত স্থানে কৃষ্ণাজিন ও কুশাস্তরণ আস্তৃত করিয়া চতুর্দ্দিক পুষ্পদ্বারা পরিশোভিত করিবে। অনন্তর সেই স্থানে ধান্য প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তদুপরি দধিপূর্ণ কুম্ভ সংস্থাপন করিবে। ঐ দধিকুম্ভের চতুর্থাংশে উহার সুবর্ণমুখমণ্ডিত বৎস কল্পনা করিবে। তাহার পর সেই দধিধেনু বস্ত্রযুগলে সমাচ্ছাদিত করিয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করত কুলীন, সাধুবৃত্ত, ক্ষমাদিগুণসংযুক্ত, ধীমান্ ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে। দানকালে ধেনুর পুচ্ছদেশে উপবেশন পূর্ব্বক কর্ণককুণ্ডল, পাদুকা, উপানৎ ও ছত্রাদি দানের সহিত "দধিক্রাব্ন" এই মন্ত্রে দধিধেনু দান করিবে। এইরূপে দধি-

ধেনু দান করিয়া সে দিবস দধিমাত্র ভোজন করিয়া ক্ষেপণ করিবে। পুরোহিত তিন দিবস তাঁহার ভবনে অবস্থান করিবেন। যাহারা উক্তবিধ ধেনুদান দর্শন করে, তাহাদিগেরও পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। মহারাজ! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এই দধিধেনু-মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

## সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

### নবনীতধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে নবনীতময় ধেনুদানের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে লোক সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, তাহার আর সংশয় নাই। প্রথমতঃ কল্পিত ভূভাগ গোময়ে অনুলিপ্ত করিয়া গোচর্ম্মপরিমিত স্থানে কৃষ্ণাজিন আস্তৃত করত তাহার উপর প্রস্থপরিমিত নবনীতে পরিপূর্ণ কুম্ভ সংস্থাপন করিবে। তাহার চতুর্থ ভাগে বৎস কল্পনা করিয়া ধেনুর দক্ষিণ ভাগে স্থাপন করিবে। ঐ নবনীতধেনুর মুখ ও শৃঙ্গ সুবর্ণময়, নেত্র মণি বা মৌক্তিকময়, জিহ্বা গুড়ময়, ওষ্ঠ পুষ্পময়, দন্ত ফলময়, গলকম্বল শুভ্র সূত্রময়, স্তন নবনীতময়, চরণ চতুষ্টয় ইক্ষুদণ্ডময়, পৃষ্ঠদেশ তাম্রময়, খুর চতুষ্টয় রৌপ্যময় এবং রোমরাজি দর্ভ-

ময় প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিকে চারি তিলপাত্র যোজনা করিয়া দিবে। তাহার পর বসনযুগলে সমাচ্ছাদিত ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রদীপ প্রজ্বালিত করত সেই কল্পিত ধেনু ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে। অন্যান্য ধেনু-দানে যে মন্ত্র জপ করিতে হয়, ইহাতেও সেই মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। তাহার পর "হে নবনীত! পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়া যখন অমৃতমন্থন করেন, তখন তুমি উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি জীবগণের জীবনবর্দ্ধক, অতএব তোমায় নমস্কার।" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বহুপরিবার-সমন্বিত ব্রাহ্মণকে সেই কল্পিত ধেনু এবং দুগ্ধবতী অন্য প্রকৃত ধেনু প্রদান করিবে। তাহার পর নবনীতমাত্র ভোজন করিয়া সে দিবা যাপন করিবে। গ্রহীতা ব্রাহ্মণও তিন দিন দাতার ভবনে বাস করিবেন। যিনি এই ধেনুদান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, তিনি শিবসাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হন। দাতা ব্যক্তি স্বীয় পূর্ব্বতন এবং স্বীয় অধস্তন পুরুষদিগকে বিষ্ণুলোকে লইয়া যান। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই নবনীত ধেনুমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

# অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

## লবণ ধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে লবণধেনু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ষোড়শ প্রস্থ পরিমাণ লবণে ধেনু এবং তাহার চতুর্থ ভাগে বৎস কল্পনা করিবে। ঐ ধেনুর পাদ-চতুষ্টয় ইক্ষুদণ্ডময়, মুখ ও শৃঙ্গ সুবর্ণময়, খুর রৌপ্যময়, আস্য-দেশ গুড়ময়, দন্ত ফলময়, জিহ্বা শর্করাময়, ঘ্রাণ গন্ধময়, নেত্র রত্নময়, কর্ণ পত্রময়, কোষ্ঠ অর্থাৎ উদরদেশ শ্রীখণ্ডময়, স্তন নবনীতময়, পুচ্ছদেশ সূত্রময়, পৃষ্ঠদেশ তাম্রময়, রোমরাজি দর্ভময় এবং দোহনপাত্র কাংস্যময় প্রস্তুত করিয়া ঘণ্টাদি বিবিধ আভরণে বিভূষিত করত গন্ধ, পুষ্প ও ধূপ দীপাদি বিবিধ উপচারে যথাবিধি পূজা করিয়া বস্ত্রযুগলে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে। গ্রহণ সময়, সংক্রান্তি, ব্যতী-পাত যোগ এবং অয়নকালই এবম্বিধ ধেনুদানের প্রশস্ত সময়। সচ্চরিত্র বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাহ্মণই এবম্বিধ দানের উপযুক্ত পাত্র। তাদৃশ ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই ব্রাহ্মণের হস্তে গোপুচ্ছ প্রদান পূর্ব্বক "হে রুদ্ররূপে লবণধেনো! তুমি সমুদায় দেবগণের পূজার্হ, তুমি সমুদায় জীবের রসজ্ঞ, অতএব তুমি আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ কর" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রদান করিবে এবং ব্রাহ্মণকে বলিবে "দ্বিজবর! আমি আপ-নাকে রুদ্ররূপা এই ধেনু প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন।"

মহারাজ! এইরূপে লবণধেনু বিপ্রসাৎ করিয়া লবণমাত্র ভক্ষণে সে দিবা যাপন করিবে। গ্রহীতা ব্রাহ্মণও লবণমাত্র

ভোজন করিয়া তিন দিবস তাহার গৃহে অবস্থান করিবে। গোদানের পরক্ষণেই ব্রাহ্মণকে সহস্র বা শত সুবর্ণ মুদ্রা, কিম্বা স্বীয় সাধ্যানুসারে দক্ষিণা দান করা দাতার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজন্! এইরূপে লবণধেনু দান করিলে দাতা বৃষধ্বজের সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করেন বা যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করেন তাঁহারা উভয়েই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন।

## নবাধিকশততম অধ্যায়।

### কার্পাস-ধেনুদানের মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে কার্পাসময়ী ধেনুদানের বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐরূপ ধেনুদানে মানবগণের অত্যুত্তম ইন্দ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। বিষুবসংক্রান্তি উত্তরায়ণ, কিম্বা দক্ষিণায়ণ, যুগাদি কাল, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, দুষ্টগ্রহ-জনিত বিষম পীড়া, দুঃস্বপ্ন দর্শন ও অশুভ সংঘটন, এই সকল সময়েই কার্পাসধেনুদান করা বিধেয়। পবিত্র যজ্ঞস্থান, অন্যান্য পবিত্র প্রদেশ বা গোষ্ঠের ভূভাগ গোময়ে বিলিপ্ত করিয়া কুশ ও তিল সমাস্তরণ পূর্ব্বক বস্ত্র, মাল্য ও গন্ধসমাযুক্তা ধেনুকে সেই পবিত্র স্থানে স্থাপন করিবে এবং তৎপরে বীতমৎসর হইয়া ধূপ দীপ ও নৈবেদ্যাদি বিবিধ

উপচারে তাহাকে পূজা করিবে। চারিভার কার্পাসে উৎকৃষ্ট, তাহার অর্দ্ধভাগে মধ্যম এবং একভারে সামান্য ধেনু প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফলতঃ ধেনুকল্পনা বিষয়ে বিত্তশাঠ্য করা কর্ত্তব্য নহে। উক্ত প্রকার ধেনু কল্পনার চতুর্থ ভাগে বৎস পরিকল্পিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত ধেনুর শৃঙ্গ স্বর্ণময়, খুর রজতময় এবং দন্ত বিবিধ ফলময় কল্পনা করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক তাহাকে আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া বিশুদ্ধ মনে ব্রাহ্মণ হস্তে সমর্পণ করিবে এবং বলিবে, "দেবি! যেমন তুমি ভিন্ন দেবগণের আর গত্যন্তর নাই, আমারও তদ্রূপ; অতএব অনু-গ্রহ করিয়া আমাকে এই সংসারসাগর হইতে উদ্ধার কর।"

## দশাধিকশততম অধ্যায়।

### ধান্যধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে অত্যুত্তম ধান্যধেনুর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহার সঙ্কীর্ত্তনে দেবী পার্ব্বতী পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। বিষুব সংক্রান্তি উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন, বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে এই ধেনুদান করিলে লোক, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। মহারাজ! দশটি ধেনু দান করিয়া যে ফল লাভ না হইয়া থাকে, এক ধান্যধেনু দানে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্ববৎ কল্পিত ভূভাগ গোময়ে বিলিপ্ত করিয়া কৃষ্ণাজিন সমাস্তরণ পূর্ব্বক তাহার উপর ধেনু ও বৎস

সংস্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিবে। চারি দ্রোণপরিমিত ধান্যে উত্তম, তাহার অর্দ্ধভাগে মধ্যম এবং তাহারও অর্দ্ধভাগে সামান্য ধেনু প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিত্তশাঠ্য না করিয়া স্বীয় সাধ্যানুসারে এইরূপ ধেনু প্রস্তুত করা একান্ত কর্ত্তব্য। ধেনুর চতুর্থ অংশে বৎস পরিকল্পিত করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় ধেনুর অবয়ব কল্পনা করিয়া ক্ষৌদ্রময় অর্থাৎ মধুময় মুখ রচনা করিবে। অনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে দীপা-র্চ্চনাদি সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া পরিশেষে শুভক্ষণে অবগাহন পূর্ব্বক শুক্লাম্বর পরিধান করিয়া তিন বার সেই ধান্য ধেনুকে প্রদক্ষিণ করিবে এবং তাহার সম্মুখে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিবে, "হে বেদবেদাঙ্গপারদর্শিন্ মহাভাগ! আমি আপনাকে এই ধেনু প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করুন। দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ মধুসূদন আমার প্রতি প্রীত হউন। যিনি নারায়ণের লক্ষ্মী, হুতাশনের স্বাহা, দেবেন্দ্রের শচী, শঙ্করের গৌরী, ব্রহ্মার গায়ত্রী, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, ভাস্করের প্রভা, বৃহস্পতির বুদ্ধি এবং মুনিগণের মেধা, তিনিই ধান্যরূপে অবস্থান করিতেছেন।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই পরিকল্পিত ধান্যধেনু ব্রাহ্মণহস্তে সম-র্পণ করিবে। সম্প্রদানের পর প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণদ্বারা 'ক্ষমস্ব' মন্ত্র পাঠ করাইলে, নরপতির যতদূর পৃথিবী, যত পরি-মাণ ধনরত্ন, ততপরিমাণে পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। ধান্যধেনু দান করিলে ইহলোকে সুখভোগ এবং পরলোকে মুক্তিলাভ হয়। দাতা ইহলোকে ভাগ্যবান্, আয়ুষ্মান্ ও নীরোগ হইয়া পরিশেষে যখন শিবলোকে গমন করেন, তখন অপ্সরোগণ

তাঁহার স্তব করিতে থাকে। ভূমণ্ডলে যতকাল লোকে তাঁহার নাম স্মরণ করিবে, ততকাল তাঁহাকে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না; আবার যখন স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তখন জম্বূ-দ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জম্বূদ্বীপেরই অধীশ্বর হইয়া থাকেন। মহারাজ! পঞ্চাননের আননবিনির্গত এই ধান্য-ধেনু-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে লোক সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে।

## একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

### কপিলা-ধেনুমাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কপিলা ধেনুদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কপিলাকে নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত এবং সর্ব্বপ্রকার রত্নসমাযুক্ত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে বৎস সহিত দান করিলে, লোক অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন যে, সমুদায় তীর্থ কপিলার গ্রীবা ও মস্তকে অবস্থান করিয়া থাকে। যাঁহারা প্রাতঃকালে গাত্রো-ত্থান করিয়া কপিলার গলদেশ ও মস্তকচ্যুত জল শ্রদ্ধাসহকারে স্বীয় মস্তকে ধারণ করেন, হুতাশনদগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় তাঁহা-দিগের ত্রিংশদ্বর্ষ-সমাচরিত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাঁহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া কপিলা ধেনুকে প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহাদিগের পৃথিবীপ্রদক্ষিণের ফললাভ হইয়া থাকে।

এমন কি শ্রদ্ধাসহকারে একবার প্রদক্ষিণ করিলে, দশজন্মকৃত পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার আর সংশয় নাই। ব্রতচারী হইয়া কপিলার মূত্রে স্নান করিলে গঙ্গাদি সমুদায় তীর্থে স্নান করা হয় এবং সেই স্নাননিবন্ধন আজন্মকৃত সমুদায় পাপ বিধৌত হইয়া থাকে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সহস্র গোদান করিলে যে ফল লাভ হয়, একমাত্র কপিলাদানে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। পূতিগন্ধে সমুদায় শরীর দূষিত হয়, কিন্তু কপিলার গন্ধে শরীর দূষিত হওয়া দূরে থাক্ বরং সর্ব্বশরীরে পুণ্যসঞ্চার হইয়া থাকে। ধেনুগণের গাত্র কণ্ডূয়ন, এবং ভয় ও রোগাদি হইতে ধেনু-গণকে পরিত্রাণ করিলে শত গোধনদানের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। প্রতিদিন ক্ষুধিত গোধনকে আহার দান করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয় এবং গোধনপালক চরমে দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুরসুন্দরীগণকর্ত্তৃক গন্ধাদি দ্বারা সেব্যমান হইয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সুরলোক উদ্ভাসিত করেন।

রাজন্! কপিলা ধেনুর মধ্যে সুবর্ণবর্ণা, গৌরপিঙ্গলা, রক্তাক্ষী, গুড়পিঙ্গলা, বহুবর্ণা, শ্বেতপিঙ্গলা, শ্বেতপিঙ্গাক্ষী, কৃষ্ণপিঙ্গলা, পাটলা, পুচ্ছপিঙ্গলা ও খুরশ্বেতা এই একাদশ প্রকার কপিলাই প্রশস্ত ও লক্ষণাক্রান্ত। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত কপিলাকে নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিলে ইহকালে ভোগসুখ এবং পরকালে মুক্তি অর্থাৎ বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্যলাভ হইয়া থাকে।

# দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

## শ্বেতোপাখ্যান।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! তোমার পুণ্যের পরিসীমা নাই। পূর্ব্বে বরাহদেব বসুন্ধরাসমীপে যেরূপে কপিলাদান বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমার নিকট আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে বসুন্ধরা বরাহদেবকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! জগদ্গুরো! আপনি যে কপিলার কথা উল্লেখ করিলেন, সে পুণ্যদায়িনী হোমধেনু কপিলা পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই কপিলা কয় প্রকার? সবৎসা কপিলাদানে কি ফললাভ হইয়া থাকে? শুনিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি! যে পাপনাশন পবিত্র কথা শ্রবণ করিলে লোক নিঃসন্দেহই সমুদায় পাতক হইতে বিমুক্ত হয়, এক্ষণে তাহাই কহিতেছি, শ্রবণ কর। বরাননে! পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ প্রতিপাদনার্থ সমুদায় তেজের সার সংগ্রহ করিয়া কপিলা ধেনু প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কপিলা সমুদায় পাবন বস্তু মধ্যে পাবন, সমুদায় মাঙ্গল্য দ্রব্য মধ্যে মাঙ্গল্য, সমুদায় পুণ্যকার্য্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্য, সমুদায় তপস্যামধ্যে শ্রেষ্ঠ তপ, সমুদায় ব্রতমধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রত, সমুদায় দানমধ্যে শ্রেষ্ঠ দান এবং সমুদায় নিধিমধ্যে অক্ষয় নিধি। ধরে! এই পৃথিবীতে যত পবিত্র তীর্থ আছে, যত প্রকার গুহ্য স্থান আছে, সে সমস্তই এই কপিলা। ঋষিরা সায়ংকাল

ও প্রাতঃকালে যত প্রকার অগ্নিহোত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তৎ সমুদায়ই এই কপিলার ঘৃত, এই কপিলার দধি এবং এই কপিলার দুগ্ধ হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই কপিলাদুগ্ধে অতিথিসৎকার করেন, তাঁহারা চরমে আদিত্যভাস্বর বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। ভগবান্ কমলযোনি সূর্য্যমণ্ডলমধ্য হইতে এই কপিলার সৃষ্টি করিয়াছেন। পিঙ্গলাক্ষী কপিলা হইতে সর্ব্বপ্রকার সুখ, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি এবং সর্ব্ববিষয়িনী বুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ কপিলা অনন্তরূপিণী। ইতি পূর্ব্বে কপিলার যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত কপিলা হইতে সকলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। কপিলার সান্নিধ্যে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। যে কপিলার পুচ্ছ, মুখ, লোম ও গাত্রবর্ণ অগ্নির ন্যায় ভাস্বর, তিনি অগ্নায়ী সুবর্ণা নামে বিখ্যাত। ইচ্ছাপূর্ব্বক কপিলার দুগ্ধ পান করা শূদ্রের কর্ত্তব্য নহে। যে শূদ্র কপিলাদুগ্ধ পান করে, সে চণ্ডালসদৃশ অধম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তাদৃশ শূদ্রের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। যজ্ঞকালে তাদৃশ শূদ্র কুক্কুরবৎ বর্জ্জনীয়। পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি সময়ে তাদৃশ পাপাচারী শূদ্রের সহিত বাক্যালাপ করা দূরে থাক্ মুখাবলোকন করা কর্ত্তব্য নহে। শূদ্রগণ যাবৎ কপিলার দুগ্ধ পান করে, তাবৎ তাহাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ বিষ্ঠাভোজী হইয়া ভূমিমল ভক্ষণ করিতে থাকে।

ধরে! যে শূদ্রগণ কপিলার দুগ্ধ, ঘৃত ও নবনীত সেবন করে, এক্ষণে তাহাদিগের দুর্গতির কথা নির্দ্দেশ করিতেছি,

শ্রবণ কর। কপিলাজীবী শূদ্রগণ ক্রূরকর্ম্মা হইয়া শতকোটি বৎসর ঘোরতর রৌরব নরকে অবস্থান করে। তাহার পর সেই ঘোরতর নরক হইতে নিস্তার পাইয়া কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। কুক্কুরযোনি হইতে নিস্তার পাইয়া আবার বিষ্ঠাভোজী ক্রুমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এমন কি তাহাকে সেই দুর্গন্ধময় বিষ্ঠাস্থানে বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়; আর কোন কালেই তাহা হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে না। যে ব্রাহ্মণ জানিয়া শুনিয়াও তাদৃশ শূদ্রের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করেন, তাঁহার আপনার কথা দূরে থাক্, তাঁহার পূর্ব্ব পিতামহগণকেও তদবধি নরকে অবস্থান করিতে হয়। অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাদৃশ শূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন ও বাক্যালাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন। যিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ বা একাসনে উপবেশন করেন তাঁহাকে অজস্র প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়; নতুবা তাঁহার শুদ্ধির উপায়ান্তর নাই। কিন্তু যদি এক গোদানের সহস্রাংশ পুণ্য দ্বারা সে পাপরাশি বিদূরিত হয়, অন্যান্য কোটি কোটি দানের প্রয়োজন কি? শ্রোত্রিয়, সাধুবৃত্ত সাগ্নিক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করিবার নিমিত্ত আসন্নপ্রসবা ধেনু প্রতিপালন করিবে। ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধপ্রসুতা কপিলা ধেনু প্রদান করা কর্ত্তব্য। যখন প্রসবোন্মুখী ধেনুর যোনিদেশ হইতে জায়মান বৎসের আস্যদেশমাত্র বিনির্গত হয়, তখন সেই ধেনু পৃথিবী তুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সবৎসা কপিলা প্রদান করেন, তাঁহারা সেই সবৎসা ধেনুর গাত্রে যত সংখ্যক লোম থাকে তত সংখ্যক

বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মবাদী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি সুবর্ণ বা রৌপ্য দক্ষিণার সহিত কপিলাকে স্বর্ণশৃঙ্গ ও রৌপ্যখুরযুক্ত করিয়া তাহার পুচ্ছ ভাগ ব্রাহ্মণের করে সমর্পণ পূর্ব্বক দানমন্ত্র পাঠ করে এবং গ্রহীতা ব্রাহ্মণ 'স্বস্তি' বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহার সশৈল সবন সসমুদ্র ও সরত্ন পৃথিবী দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। এমন কি, সেই কপিলাদাতা পৃথিবী দানের তুল্য ফললাভে পূর্ব্ব পিতামহগণের সহিত পরম পদ বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

ধরে! যদি কেহ ব্রহ্মস্বাপহরণ, গোহত্যা সাধন, ব্রাহ্মণনিন্দা ও ব্রাহ্মণকার্য্যের নিন্দা করে, বা অন্যান্য মহাপাতকে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে এক কপিলা দানে সে সমস্ত পাতক হইতে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। ফলতঃ যে ব্যক্তি কপিলা গাভীকে কনকমণ্ডিত করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করে, এবং পায়সমাত্র বা দুগ্ধমাত্র পান করিয়া সে দিবা যাপন করে, তাহার পাপের লেশমাত্র থাকে না। গোদান কালে বিত্তশাঠ্য না করিয়া স্বীয়শক্ত্যনুসারে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, বা তাহার অর্দ্ধভাগ, বা তাহার অর্দ্ধ, বা শত মুদ্রা, কিম্বা পঞ্চাশৎ মুদ্রা দক্ষিণা দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোদান সময়ে কহিবে, "হে দ্বিজবর! এই উভয় মুখী ধেনুদান করিতেছি গ্রহণ করুন। যেন আমার ইহলোক ও পরলোকে শান্তিলাভ হয়। ধেনো! বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমায় ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি আমার মঙ্গলকরী হও" গ্রহীতা কহিবেন, "হে ধেনো! আমি পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত তোমায় গ্রহণ

করিতেছি, যেন নিয়ত আমার কল্যান লাভ হয়। হে দেবধাত্রি! তোমাকে নমাস্কার।”

বসুন্ধরে! দাতা আরও কহিবেন, “হে ধেনো! দ্যুলোক তোমাকে দান করুন, পৃথিবী তোমায় গ্রহণ করুন। ‘ক ইদং কস্মা অদাৎ’ অর্থাৎ কে কাহাকে দিয়াছে, এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই ধেনু ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার ভবনে নীত করিবে। ধরে! অধিক কি বলিব, যিনি এইরূপে গোদান করেন, তাঁহার সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

ধরে! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সংযতেন্দ্রিয় ও অন্তর্ম্মলশূন্য হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক তিনবার “হে কপিলে! তুমি চন্দ্রমুখী, তোমার বর্ণ প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্বল অথচ সাতিশয় শুভ্র, তোমার মধ্যভাগ ক্ষীণ অথচ বৃত্তাকার, দেবগণ সর্ব্বদা তোমার সেবা করেন” এই মন্ত্র পাঠ করে, বাতাহত ধূলিরাশির ন্যায় তাহার বর্ষকৃত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। অধিক কি, যাহারা শ্রাদ্ধকালে পূর্ব্বোল্লিখিত পাবন মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ পরমসুখে সেই শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। যদি কোন অমাবস্যাদিনে ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে ঐ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতৃগণ শতবর্ষ পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হন। তদ্গতচিত্তে এই মন্ত্র পাঠ শ্রবণ করিলে, তৎক্ষণাৎ সম্বৎসরকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হোতা কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে বরাহদেব ধরণীকে যে পূর্ব্বতন রহস্য ধেনু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আজি

আমিও তোমাকে সেই পাপনাশন পবিত্র রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। যদি কোন ব্যক্তি মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে তিলধেনু দান করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ইহলোকে পূর্ণমনোরথ হইয়া পরলোকে বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তিলধেনুর সহিত স্বর্ণদক্ষিণাযুক্ত প্রকৃত ধেনু দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজন্! যত প্রকার ধেনুদানের কথা উল্লিখিত হইল, সমস্তই সর্ব্বপ্রকার পাপপঙ্ক বিক্ষালিত করিতে এবং ইহলোকে সুখভোগ ও পরলোকে মুক্তিপ্রদান করিতে সমর্থ। রাজন্! মানবগণের অভীষ্টফলপ্রদ ধেনুদান বৃত্তান্ত আমূলত বিস্তারিত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যদি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া থাক, তাহা হইলে এই কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী উপস্থিত, এই দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণকে হেম ঘট প্রদান কর। হেম ঘট প্রদান করিলে ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল লাভ হয়। কারণ ব্রহ্মাণ্ড যেমন ভূত, রত্ন, ঔষধ, দেব, দানব ও যক্ষাদি সমুদায় পদার্থে পরিপূর্ণ, স্বর্ণময় ঘটও তদ্রূপ! ফলতঃ কার্ত্তিকী দ্বাদশী বা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী দিবসে ভক্তিসহকারে পুরোহিতকে সর্ব্ববীজরসান্বিত হেমময় ঘট সম্প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজন্! অধিক কি বলিব, এই ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, এক হেমঘটদানে তৎ সমুদায় প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সহস্র বা শত দক্ষিণাদান করিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করে, তাঁহার হেমঘটদানের একাংশ মাত্র ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যিনি পূর্ণ হেমঘট প্রদান করেন, তাঁহার সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের, সর্ব্বপ্রকার হোমের, সমুদায় দানের, সমুদায় শাস্ত্রপাঠের এবং সমুদায় সংহিতা কীর্ত্তনের ফললাভ হইয়া থাকে।

রাজন্! নরপতি বিনীতাশ্ব এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ হেমকুম্ভ প্রস্তুত করিয়া সেই হেমকলস ঋষিবর হোতাকে প্রদান করিলেন। তাঁহার সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হইল। তিনি পুনরায় স্বর্গধামে গমন করিলেন। অতএব রাজেন্দ্র! তুমিও সেইরূপ হেমকুম্ভ প্রদান কর, তাহা হইলে অনায়াসে সুখী হইতে পারিবে।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা বলিবামাত্র রাজা শ্বেত সেই মুহূর্ত্তেই হেমকুম্ভ প্রদান করিয়া সিদ্ধিলাভ করত অক্ষয় স্বর্গলোকে গমন করিলেন। দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপ নাশন, সর্ব্বকামপ্রদ বরাহসংহিতা বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। প্রথমতঃ ইহা সর্ব্বজ্ঞ নারায়নের বদনবিবর হইতে বিনির্গত হইয়াছে। তাহার পর ব্রহ্মা নারায়ণের নিকট হইতে উহা বিদিত হইয়া স্বীয় পুত্র মহাত্মা পুলস্ত্যকে, পুলস্ত্য ভৃগুকুলোদ্ভব মহাত্মা পরশুরামকে, পরশুরাম স্বীয় শিষ্য মহাত্মা উগ্রকে, এবং উগ্র মনুকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। ধরে! এই আমি তোমার নিকট পূর্ব্বকল্পের বৃত্তান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি দ্বিতীয় কল্পের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ আমি সেই জ্ঞানময় নারায়ণের নিকট হইতে ইহা লাভ করিয়াছি। তাহার পর আমূলতঃ সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। কপিলাদি তপঃসিদ্ধ যোগিগণ তোমার নিকট সমস্ত বিদিত হইবেন। ক্রমশঃ বেদব্যাস, বেদব্যাস হইতে তাঁহার শিষ্য রোমহর্ষণি এবং রোমহর্ষণি শুনক পুত্র শৌনকের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিবেন। কৃষ্ণ-

দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রথম ব্রহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয় পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নি পুরাণ, নবম ভবিষ্য পুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, একাদশ লিঙ্গ পুরাণ, দ্বাদশ বরাহ পুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দ পুরাণ, চতুর্দ্দশ বামন পুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্ম পুরাণ, ষোড়শ মৎস্য পুরাণ, সপ্তদশ গরুড় পুরাণ এবং অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ সমস্তই জ্ঞাত হইবেন।

ধরে! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী দ্বাদশীতে ভক্তি পূর্ব্বক এই পুরাণ পাঠ করান, তিনি অপুত্র হইলেও পুত্রমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হইয়া থাকেন। যাহার গৃহে অষ্টাদশ পুনাণ লিখিত থাকে এবং প্রতিদিন তাহার পূজা হয়, অধিক কি বলিব, স্বয়ং নারায়ণ দেব তাহার গৃহে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। যিনি নিরন্তর ভক্তি পূর্ব্বক এই বরাহ পুরাণ শ্রবণ এবং শ্রবণান্তে ভক্তি পূর্ব্বক ইহার অর্চ্চনা করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণু সাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

# ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

## বিষ্ণুস্তোত্র।

দেবী ধরিত্রী বরাহদেব কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইলে ভগবান্ সনৎকুমার সেই ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন এবং কুশল প্রশ্নান্তে বসুন্ধরাকে কহিলেন, দেবি মাধবি! যাঁহাকে দর্শন করিলে তোমার আনন্দের পরিসীমা থাকে না, যিনি তোমার একমাত্র আলম্ব, সেই বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়া তুমি কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলে? তাঁহার মুখবিনির্গত কি কি কথা তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল? বিস্তারিত যথাযথ সমস্ত কীর্ত্তন কর।

তখন দেবী ধরণী ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দ্বিজেন্দ্র! আমি নারায়ণকে যে ধর্ম্ম গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তিনি আমাকে যাহা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাথার্থতঃ সমুদায় কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সংসার মুক্তির উপায় কি? বৈষ্ণবদিগের কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? যথার্থ শ্রদ্ধাযুক্ত কার্য্য কাহাকে কহে? এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও আমাকে ধর্ম্মের গুহ্য বিষয় বিস্তারিত কীর্ত্তন করিলেন; আমিও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলাম।

মহাতপা সনৎকুমার পৃথিবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য বেদবাদী ঋষিগণকে তথায় আহ্বান করিলেন, এবং ধরাকে কহিলেন, দেবি! বরাননে! আমি ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু

হইয়া তোমার নিকটে যে প্রশ্ন করিয়াছি, আমায় তাহার সদুত্তর প্রদান কর।

তখন ধরিত্রী পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই পবিত্রাত্মা ঋষি-পুঙ্গব সনৎকুমারকে প্রণাম পূর্ব্বক অন্যান্য ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমি নারায়ণপ্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, কহিতেছি অবধান করুন।

সনৎকুমার কহিলেন, আমরা অবহিত হইলাম, তুমি কীর্ত্তন কর। এই ভূমণ্ডলে যখন চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি কিছুই লক্ষিত হইল না, পূর্ব্বাদি দিক্ সমুদায়ের পরিজ্ঞানের কোন উপায় রহিল না, বায়ুর সঞ্চার তিরোহিত হইল, বজ্রাগ্নি বা বিদ্যুতের নামমাত্র রহিল না, কি তারা কি রাশিসকল, কি মঙ্গল, কি শুক্র, কি বৃহস্পতি, কি শনৈশ্চর, কি বুধ, সমস্তই দৃষ্টি পথের অতীত হইল; ইন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণ প্রভৃতি দ্যুলোকবাসী দেবগণ স্বর্গ হইতে অন্তর্হিত হইলেন, কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনমাত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন আমি একান্ত ভারাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলাম এবং কাতরতার সহিত বলিলাম, পিতামহ! আমি ত গুরুতর ভারে একান্ত আক্রান্ত হইয়া নিমগ্ন হইতেছি, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া পর্ব্বত ও বনের সহিত আমার উদ্ধার সাধন করুন।

তখন পিতামহ ব্রহ্মা আমার বচন শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমাকে কহিলেন, বসুন্ধরে! তুমি নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু সেই সুরশ্রেষ্ঠ,

আদিদেব লোকপ্রভু ধনুর্দ্ধর মায়াময় লোকনাথ ভিন্ন, আমা-দিগের কোন উপায় নাই। আমাদিগের যখন যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়া থাকে, তিনি তৎ সমুদায়ই সাধন করিয়া থাকেন। তিনি যখন আমাদিগের সকলের কর্ত্তা, তখন তোমাকে উদ্ধার করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? এক্ষণে তিনি যোগাবলম্বন করিয়া অনন্তশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।

পদ্মপলাশলোচনা বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা দেবী ধরিত্রী লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নারা-য়ণের নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! আমি গুরুতর ভারে অতি-কাতর হইয়া পিতামহের শরণাগত হইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং কহিলেন, নিবিড়নিতম্বে! আমি তোমার উদ্ধারসাধনে সমর্থ নহি। তুমি মাধবের নিকট গমন কর, তিনিই তোমাকে এই প্রলয়পয়োধি জল হইতে উদ্ধৃত করিবেন। হে দেবেশ! হে লোকনাথ! হে জগৎ-প্রভো! হে মাধব! আমি একান্তমনে তোমার শরণাগত, আমায় রক্ষা কর।

মাধব! আমি যোগনেত্রে দেখিতেছি এবং শুনিতেছি যে, তুমি আদিত্য, তুমি চন্দ্র, তুমি যম, তুমি কুবের, তুমি বাসব, তুমি বরুণ, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি অক্ষর, তুমিই ক্ষর, তুমি দিক্ তুমিই বিদিক্, তুমি মৎস্য, তুমি বরাহ, তুমি নরসিংহ, তুমি বামন, তুমি ভৃগুরাম, তুমি দাশরথি রাম, তুমি কৃষ্ণ, তুমি বুদ্ধ, এবং তুমিই মহানুভাব কল্কী। কত যুগ

যুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে কিন্তু তুমি চিরকাল সমভাবে রহিয়াছ। তুমিই পৃথিবী, তুমিই রাহু, তুমিই আকাশ, তুমিই জল, তুমিই জ্যোতি, তুমিই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। তুমিই গ্রহ, তুমিই নক্ষত্র, তুমিই কলা, তুমিই কাষ্ঠা, তুমিই মুহূর্ত্ত, তুমি জ্যোতিশ্চক্র এবং তুমিই ধ্রুব। তুমি সমুদায় পদার্থে দ্যোতমান হইতেছ। তুমি মাস, তুমি পক্ষ, তুমি দিবারাত্র, তুমি ঋতু, তুমি সংবৎসর, তুমি কলা কাষ্ঠা ও ছয় রস। তুমি সরিৎ, সাগর, পর্ব্বত ও মহাসর্প। তুমি সুমেরু, তুমি মন্দর, তুমি বিন্ধ্য, তুমি মলয়, তুমি দর্দ্দুর, তুমি হিমবান্, তুমি নিষধ। তুমি প্রধানতম অস্ত্র চক্র, তুমি ধনু মধ্যে পিনাক, তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাংখ্যযোগ, তুমি পরাৎপর, তুমি নারায়ণ, তুমি লোকের প্রধান আশ্রয়। তুমি সংক্ষেপ, তুমি বিস্তার, তুমি গোপ্তা, তুমি যজ্ঞ, তুমি নিত্য, তুমি যজ্ঞ মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, তুমি যূপমধ্যে প্রধান যূপ, তুমি বেদমধ্যে সামবেদ এবং তুমি সাঙ্গোপাঙ্গ মহাব্রত। তুমি গর্জ্জন ও বর্ষণ, তুমি বিধাতা, তুমি ঋত ও অনৃত। যে অমৃতে সমুদায় লোক জীবনধারণ করিয়া থাকে, তুমি সেই অমৃতের সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি প্রীতি, তুমি পরা প্রীতি, তুমি পুরাতন পুরুষ, তুমি ধ্যেয়, তুমি ধ্যানাতীত, তুমি সপ্ত লোকের অধীশ্বর; কিন্তু কেহই তোমায় সংগ্রহ করিতে পারে না। তুমি কাল, তুমি মৃত্যু, তুমি ভূত, তুমি ভূতভাবন, তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি মধ্য, তুমি বুদ্ধি, তুমি স্মৃতি, তুমি আদিত্য, তুমি যুগাবর্ত্ত, তুমি তপস্বী, তুমি মহা-তপা, কিছুতেই তোমার পরিমাণ পাওয়া যায় না, অথচ তুমি পরিমেয়। তুমি ঋষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ঋষি, তুমি নাগ-

গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নাগ, এবং তুমি সর্পগণের মধ্যে প্রধানতম তক্ষক, তুমি উদ্বহ, তুমি প্রবহ, তুমি বরুণ, তুমি বারুণ, তুমি ক্রীড়া, তুমি বিক্ষেপণ, তুমি গৃহিগণের গৃহদেবতা, তুমি সকলের আত্মা, সর্ব্বগামী, সকলের বর্দ্ধক ও সকলের মন। তুমিই যুগ, আবার তুমিই মন্বন্তর, তুমি বৃক্ষের মধ্যে বনস্পতি। হে দেবেশ! তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দোষহন্তা। তুমি গরুড়রূপে আপনিই আপনাকে বহন করিয়া থাক। তুমি দুন্দুভি, তুমি চক্রঘোষ, তুমি নির্ম্মল আকাশ, তুমি জয়, তুমি বিজয়, তুমি গৃহের গৃহদেবতা, তুমি সকল ভূতেই অবস্থান করিতেছ, তুমি সকলের আত্মা সকলের চৈতন্য ও সকলের মন। তুমি সূর্য্য, তুমি বিষলিঙ্গ, তুমি পরাৎপর, তুমি পরমাত্মা, তুমি সকলের নমনীয়। হে দেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি আদিকালাত্মক কৃষ্ণ, তুমি সর্ব্বলোকাত্মক বিভু।

ধরে! যিনি একান্ত, ভক্তিভাবে কেশবের এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে ব্যাধি হইতে, রুগ্ন হইলে রোগ হইতে এবং বন্ধনে নিবদ্ধ হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হন। অপুত্র হইলে পুত্রবান্, দরিদ্র হইলে ধনবান্, অভার্য্য হইলে ভার্য্যাবান্ এবং অলব্ধপতি হইলে পতিবতী হইয়া থাকে। যিনি সায়ং ও প্রাতঃকালে মাধবের এই মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। যত পরিমাণ অক্ষরে তাঁহার মহিমা পাঠ করা হয় তত সহস্র পরিমাণ বৎসর পর্য্যন্ত পাঠক স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে।

# চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

## পৃথিবী প্রশ্ন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! বেদবাদী ঋষিগণ এইরূপে স্তব করিলে, পরম দেব নারায়ণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তার পর মধুর স্বরে বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি যখন আমার প্রতি এতাদৃশ ভক্তিমতী, তখন আমি সমুদায় শৈল, সমুদায় বন, সমুদায় সাগর, সমুদায় নদী এবং সপ্তদ্বীপের সহিত তোমাকে ধারণ করিব।

মাধব ধরাকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া অতিশয় তেজঃসম্পন্ন বরাহ মূর্ত্তিধারণ করিলেন। ঐ বরাহ ঊর্দ্ধে ষট্ এবং বিস্তারে তিন, এই নয় সহস্র যোজন। বিপুলমূর্ত্তি বরাহদেব পাতালতলে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় সব্য দংষ্ট্রাদ্বারা সপর্ব্বত সকানন সসপ্তদ্বীপ ও সপত্তনা পৃথিবীকে উদ্ধৃত করিলেন। যে সকল পর্ব্বত পৃথিবীগাত্রে বিলগ্ন ছিল, সে সমুদায় বিচিত্রবর্ণ সান্ধ্য মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সে সময় সেই পৃথিবী সংলগ্ন শশাঙ্কধবল বরাহদশন কর্দ্দম-সংলগ্ন মৃণালের ন্যায় শোভমান হইল।

বরাহদেব সসাগরা পৃথিবীকে বজ্রবৎ সুদৃঢ় দংষ্ট্রামুখে ধারণ করিলে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সেই ভাবে রহিল। যুগই এই পৃথিবীর কালপরিমাণ। সেই যুগ, ক্রমে এক সপ্ততিকল্পে পরিণত হইলে, নারায়ণই প্রজাপতি কর্দ্দম নামে আবির্ভূত হইলেন। অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই পৃথিবীর দেবতা। বারাহকল্পে তিনিই সর্ব্ব প্রধান দেব বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

পৃথিবী সেই পুরাতন পুরুষ অব্যয় নারায়ণের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রেষ্ঠতম যোগাবলম্বনে তাঁহারই শরণাপন্ন হই-লেন।

ধরা কহিলেন, হে দেবেশ! এই বরাহকল্পে তোমায় কিরূপ আধার প্রদান করিতে হয়? তোমার উপযোগ কি প্রকার? সময়ে সময়ে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়? পশ্চিমা সন্ধ্যার উপাসনা কি প্রকার? দেব! যাহারা তোমার কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা সকলেই সমান; কিন্তু দেব! কিরূপে তোমায় সংস্থাপন করিতে হয়? তোমার আবাহন ও বিসর্জ্জন কি প্রকার? তুমি কিরূপে অগুরু চন্দন, অন্যান্য গন্ধদ্রব্য ও ধূপ গ্রহণ করিয়া থাক? কি প্রকারে তোমায় পাদ্য প্রদান করিতে হয়? তোমায় স্থাপনা করিবার ও বিলেপন দিবার বিধি কি প্রকার? তোমাকে প্রদীপ ও কন্দমূলফল কি প্রকারে প্রদান করিতে হয়? কোন্ কার্য্যে তোমায় আসন ও শয্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য? তোমার অর্চ্চনার নিয়ম কি প্রকার? তোমার প্রাণবায়ুর সংখ্যা কত? প্রাতঃকাল ও সায়ং-কালে কি কি পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়? শরৎ, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কিরূপ কার্য্যের এবং বর্ষা-প্রভাতেই বা কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? তাঁহার অর্চ্চনায় কোন্ কোন্ পুষ্প এবং কি কি ফল প্রদান করিতে হয়? কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মাধব ভোগবান্ হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? অন্নদান বিষয়ে কিরূপ কার্য্য করিলে নিয়ম অতিক্রম করা না হয়? পূজা করিবার বিধি কি প্রকার? মাধবকে পীত, শুক্ল, বা কৃষ্ণ, কি প্রকার

বসন প্রদান করা কর্ত্তব্য? তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদান করিতে হইলে, কোন্ কোন্ দ্রব্যের সংযোগ আবশ্যক এবং তাহাতেই বা কিরূপ ফলোদয় হইয়া থাকে? তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত মধুপর্ক ভক্ষণ করিলে কোন্ কোন্ লোক অধিকৃত হইয়া থাকে? মাধব! তোমার স্তব করিবার সময় কি পরিমাণ মধুপর্ক প্রদান করা কর্ত্তব্য? তোমায় লাভ করিতে হইলে কোন্ কোন্ মাংস কোন্ কোন্ ফল এবং কিরূপ শাক প্রদান করিতে হয়? হে ভক্তবৎসল! মন্ত্রপাঠ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিলে কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোমায় অন্ন প্রদান করিতে হয়। যথাবিধি উপচারে তোমায় পুজা করিয়া ভোজ্যদান করিলে, তাহার পর কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক!

মাধব! যাহারা একাহারী হইয়া তোমার পথের পথিক হয়, যাহারা শাস্ত্রানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার উদ্দেশে ব্রত-পালন করে, যাহারা কষ্টসাধ্য সান্তপণ ব্রত,—অর্থাৎ যথাক্রমে এক এক দিন গোমুত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও কুশোদক পান করিয়া ছয় দিন অতিবাহিত করে, যাহারা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া তোমায় লাভ করিতে বাসনা করে, যাহারা অক্ষার লবণ ভোজন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইতে কামনা করে, তাহা-দিগের কি গতি লাভ হয়? মাধব! যাহারা দুগ্ধমাত্র পান করিয়া তোমার উপাসনা করে, যাহারা গো সেবা করিয়া তোমাকে লাভ করিতে বাসনা করে, যাহারা উঞ্ছবৃত্তি ভিক্ষা মাত্র বা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তোমার আরাধনা করে, তাহাদিগের কি গতি লাভ হয়? হে বৈকুণ্ঠ! যাহারা তোমার ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করে, তুমি তাহাদিগকে কোন্ লোক

প্রদান করিয়া থাক? যাহারা পঞ্চাতপ ব্রতপালন করিয়া পরিশেষে সেই ব্রতেই দেহপাত করে, তুমি তাহাদিগকে কোন্ স্থান প্রদান করিয়া থাক? যাহারা কন্টকাকীর্ণ শয্যা, আকাশশয্যা ও গোষ্ঠশয্যায় শয়ন করিয়া তোমার উপাসনা করে, তুমি তাহাদিগকে কোন্ পথ প্রদান করিয়া থাক? যাহারা শাকমাত্র বা শাককণামাত্র, এবং সক্তু, পঞ্চগব্য, যাবক ও গোময় ভোজন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তোমায় আরাধনা করে, তাহারা কিরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে? মস্তকে দীপধারণ করিয়া তোমার আরাধনা করিলে, বা নিয়ত দুগ্ধপান করিয়া তোমার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে, অশ্ম বা দুর্ব্বামাত্র ভক্ষণ করিয়া তোমার আরাধনা করিলে তাহাদিগের কি গতি লাভ হইয়া থাকে? যাহারা জানুদ্বয় বিনমিত করিয়া ভক্তিভাবে তোমার আরাধনায় অনুরক্ত হয়, তাহাদিগের উপায় কি? যাহারা উত্তানশয়ন করিয়া মস্তকে দীপ ধারণ করে, যাহারা তোমার সন্তোষসাধনার্থ জানুদ্বয়ে দীপ সংস্থাপন করে, যাহারা অবাঙ্মুখ হইয়া অন্তরে নিয়ত তোমায় আহ্বান করিতে থাকে, যাহারা তোমার প্রীতির নিমিত্ত অবাক্শিরা হইয়া শয়ন করে, যাহারা তোমাকে পাইবার নিমিত্ত পুত্র কলত্র ও গৃহ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তুমি তাহাদিগকে কোন্ পথ প্রদান করিয়া থাক?

সুরোত্তম! মাধব! আমি লোকদিগের হিতসাধনজন্য তোমায় যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি পিতা, তুমি সমুদায় ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ, অতএব অনুগ্রহ করিয়া তৎ সমুদায় ও সাঙ্খ্য যোগ বিষয় বিস্তারিত কীর্ত্তন কর।

করুন। মাধব! তোমার ভক্তগণ ভস্মে, জলে, অনলে ও তোমার ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া তোমায় আরাধনা করিলে, তাহাদিগের কি গতি লাভ হয় আমায় সমুদায় কীর্ত্তন কর। যাহারা তোমার নাম স্মরণ করে, যাহারা "নমো নারায়ণায়" বলিয়া তোমার উপাসনা করে, বা যাহারা রণস্থলে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা হন্যমান হইয়া তোমার নাম কীর্ত্তন করে, তুমি তাহাদিগকে কিরূপ গতি প্রদান করিয়া থাক? মাধব! আমি তোমার শিষ্যা, আমি তোমার দাসী, আমি তোমাতে একান্ত ভক্তিমতী, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট সমুদায় ধর্ম্ম রহস্য ব্যক্ত কর। জগদ্গুরো। আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সমস্ত পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশ কর।

## পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

### বিবিধ কর্ম্মোৎপত্তি।

অনন্তর দেব নারায়ণ পৃথিবীর প্রশ্ন শ্রবণ করিবার পর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি বসুন্ধরে! তুমি আমায় স্বর্গসুখাবহ যে সকল কর্ম্মকাণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আচারনিষ্ঠ মানবগণ ভক্তিপূর্ব্বক যে সকল কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এক্ষণে তৎ সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ক্ষুদ্রচেতা মানবগণের সহস্র দানে শত শত যজ্ঞে বা অগাধ ধন দানে পরিতৃপ্ত নহি; কিন্তু নানাবিধ দোষের একমাত্র আধার কোন ব্যক্তি যদি একান্তমনে আমায় চিত্ত

সমাধান করে, তাহা হইলে আমি তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহাই হউক ভদ্রে! সুহাসিনি! বরারোহে! এক্ষণে আমি তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর।

যাহারা অর্দ্ধরাত্র সময়ে ঘোরতর অন্ধকারেই হউক, মধ্যাহ্ন সময়েই হউক, আর অপরাহ্নেই হউক, ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা আমায় প্রণাম করে; যাহাদিগের চিত্ত কিছুতেই আমা হইতে বিচলিত না হয়, যাহাদিগের ভক্তিস্রোত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হয়; যাহারা দ্বাদশী দিনে নিরতিশয় ভক্তিসহকারে অনাহারে আমাকেই আশ্রয় করে; তাহারা অনায়াসে আমার দর্শন লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা উপবাস করিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক "নমো নারায়ণায়" এই বলিয়া আমায় সমর্পণ এবং সূর্য্যকে অবলোকন করে, তাহাদিগের সেই অঞ্জলি হইতে যতসংখ্যক জলবিন্দু নিপতিত হয়, ততসংখ্যক বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা স্বর্গলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি দ্বাদশী দিবসে যত্নসহকারে পাণ্ডুর বর্ণ পুষ্পদ্বারা যথানিয়মে আমার পূজা ও আমায় ধূপ দান করে, তাহারা স্বর্গলাভে অধিকারী হয়।

যে ব্যক্তি আমাকে ভূতলে স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করে, এক্ষণে তাহার গতি নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ শুক্লাম্বর পরিধান পূর্ব্বক মস্তকে পুষ্প প্রদান এবং "নমোঽস্তু বিষ্ণবে, ব্যক্তাব্যক্তি গন্ধি গন্ধান্ সুগন্ধান্ বা গৃহ্য গৃহ্য নমো ভগবতে বিষ্ণবে" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধ প্রদান করিবে, তাহার পর "প্রত্যাগতমাধার সবনং পতয়ে

ভবং প্রবিষ্টং মে ধূপধূপনং গৃহ্য তু মে ভগবানচ্যুতঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ধূপ প্রদান করিবে।

বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি এইরূপে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আমারই অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া চতুর্ভুজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে। দেবি! আমি তোমার নিকট মন্ত্রপূত ও সুখাবহ যে কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা লক্ষ্মীর ও আমার একান্ত প্রিয়। ইহা কেবল তোমার হিতার্থেই প্রকাশ করিলাম। যাহারা আমার প্রতি ভক্তি বশতঃ আমারই কার্য্যোদ্দেশে শ্যামাক, স্বস্তিক, গোধূম, মুদ্গ, শালি, যব ও নীবার প্রভৃতি ভোজন করে, তাহারা শঙ্খ, চক্র, লাঙ্গল ও মুষলাস্ত্র দর্শন করিতে পারে।

ধরে! এক্ষণে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। জিতেন্দ্রিয় ও অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া ভক্তিভাবে ষড়্বিধ কার্য্যে অনুরক্ত হওয়া এবং লাভালাভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিশুনতার ত্রিসীমায় যাওয়া এবং বৃদ্ধ ও বালবুদ্ধি অবলম্বন করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এই ত ব্রাহ্মণের কার্য্য। ফলতঃ যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একান্তমনে ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি আমাকেই লাভ করিয়া থাকে।

সম্প্রতি যে সমস্ত ক্ষত্রিয় আমার কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর, এক্ষণে তাহাদিগের কার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। দানবীর, কর্ম্মজ্ঞ, যজ্ঞকুশল, শুচি, আমার কার্য্যে তৎপর, অহঙ্কার বর্জ্জিত, অল্পভাষী, গুণগ্রাহী, ভগবদ্ভক্ত, অধিকবিদ্য,

অসূয়াপরিশূন্য, নিন্দনীয় কার্য্যে পরাঙ্মুখ, উন্নতিশীল ও পৈশুন্য পরিশূন্য হওয়া ক্ষত্রিয় মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই সকল গুণসম্পন্ন হইয়া যে ক্ষত্রিয় নিয়ত আমাকে ভজনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করিতে পারে।

ধরে! সম্প্রতি মৎকার্য্যনিষ্ঠ বৈশ্যগণের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মদ্ভক্ত বৈশ্যের স্বধর্ম্মনিরত, লাভালাভ পরিশূন্য, ঋতুকালগামী, শান্তস্বভাব, মোহবর্জ্জিত, অনাহারে আমার কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত, গুরুপূজাপরায়ণ ও ভক্তবৎসল হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলতঃ বৈশ্য এই সকল গুণযুক্ত হইয়া আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইলে, আমি কখনও তাহার প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করি না এবং তাদৃশ বৈশ্যও কখন কোন বিপদে নিপতিত হয় না।

মাধবি! এক্ষণে শূদ্র যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। শূদ্র সস্ত্রীক হইয়া আমার কার্য্যে একান্ত তৎপর ও আমার একান্ত ভক্ত হইবে। রজোগুণ ও তমোগুণ পরিশূন্য হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যেমন দেশভেদে কালভেদে কার্য্য করিবে, তেমনি অহঙ্কারপরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধস্বভাব আতিথেয়ী বিনীত শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত পবিত্রাত্মা লোভ-মোহ-পরিশূন্য ও নমস্কারপ্রিয় হইবে। অহরহ আমার চিন্তায় কালক্ষেপ করিবে। দেবি! যে শূদ্র শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিয়ত এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, আমি সহস্র সহস্র ঋষিকে পরিত্যাগ করিয়া সতত তাহার সমীপে অবস্থান করি।

দেবি! তুমি যে চাতুর্ব্বর্ণ্য কর্ম্ম আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে-

ছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম। ভক্তগণ এইরূপ কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া থাকে। আমি এক্ষণে আরও সাধারণতঃ বর্ণব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। লাভালাভ কাম ও মোহ পরিত্যাগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কোন সময়েই লাভালাভ চিন্তা করা উচিত নহে। কি তিক্ত, কি কটু, কি মধুর, কি অম্ল, কি ক্ষার, কি কষায়, কোন দ্রব্যেই যাহার স্পৃহা নাই, সেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা ও উপভোগার্হ ধন সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই কর্ম্মে তৎপর হয়, সিদ্ধি তাহার হস্তগত। যাহার কষ্টভোগে ধৈর্য্য, কার্য্যে কুশলতা ও শ্রদ্ধা, ব্রতে দীক্ষা ও আমার কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কার্য্যে ঘৃণা থাকে; যে ব্যক্তি অল্প বয়সেই ধার্ম্মিক, অল্পভোগী, কুলোচিত গুণবান্, সমুদায় জীবের প্রতি দয়াবান্, সত্যবাদী, ও ক্ষমাবান্ হয়; যে ব্যক্তি কার্য্যকালে মৌনাবলম্বন করিয়া কর্ম্ম সাধন করে; যাহার মুখে কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কোন কথার প্রসঙ্গমাত্র থাকে না এবং কর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে কেবল আমার কার্য্যেই তৎপর হয়; যে ব্যক্তি অবৈধ ভোজ্য পরিত্যাগ করিয়া বৈধ ভোজ্য ভোজন করে; যে ব্যক্তি কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া নিরন্তর কেবল আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া রাখে; যে ব্যক্তি যথাকালে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া পুষ্প, ধূপ ও গন্ধাদিদানে আমার কার্য্যে আসক্ত হয়; যে ব্যক্তি কখন কন্দমূল কখন ফল, কখন দুগ্ধ, কখন যাবক, কখন বা বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া অবস্থান করে; যে ব্যক্তি কখন দিবসের ষষ্ঠভাগে, কখন

অষ্টম ভাগে, কখন চতুর্থ ভাগে, কখন পঞ্চমভাগে, কখন দশম ভাগে, কখন কৃষ্ণপক্ষে, কখন বা শুক্লপক্ষে, কখন বা মাসান্তে ভোজন করে; সেই ব্যক্তি আমাকে লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি সপ্তজন্ম এইরূপে আমার কার্য্যে তৎপর হয়, এমন কি যোগিগণ পর্য্যন্ত তাহাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করে।

# ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

## সুখ ও দুঃখ।

বরাহদেব কহিলেন, মহাভাগে! আমি যে রূপ কহিলাম, এই নিয়মে কার্য্য করিয়া লোক যে প্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাশীল দান্ত ও অহঙ্কার পরিবর্জ্জিত হইয়া একান্তমনে কখন দ্বাদশী দিনে ফল মূল মাত্র, কখনও শাকমাত্র, কখনও দুগ্ধমাত্র, কখনও বা নিরামিষ মাত্র ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করে; ষষ্ঠী, অষ্টমী, অমাবস্যা, শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী এবং দ্বাদশীতে মৈথুন পরিত্যাগ করে, তাহারা নিষ্পাপ কলেবর হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ইহলোকে তাহাদিগের শরীরে গ্লানি, জরা, মোহ, রোগ, শোক, কিছুই থাকে না। প্রত্যুত তাহারা অষ্টভুজ এবং ধনু, খড়্গ, শর ও গদা সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমার কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত উন্নতির কথা অধিক কি বলিব, তাহারা আমার অর্চ্চনাফলে ষষ্টিসহস্র বা ষষ্টিশত বর্ষ পর্য্যন্ত

আমার লোক অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিতে পারে। আর যাহারা যথানিয়মে যথোপচারে দুঃখ ও মোহ নাশের নিদানভূত আমাকে অর্চ্চনা না করে; নিয়ত অহঙ্কারে মত্ত এবং মোহান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া আমার অর্চ্চনায় পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদিগের দুঃখের পরিসীমা থাকে না।

ধরে! যদি কেহ কালাকাল বিচার না করিয়া সর্ব্বদা ইচ্ছামত আহার ও সর্ব্বদা ইচ্ছামত সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করে, যদি কেহ একেবারে আমার নিকট মস্তক অবনত করিতে একান্ত বিমুখ হয়, যদি কেহ বিশ্বদেবের দানকালে অতিথি সমাগত হইলে তাহাকে না দিয়া আপনি একাকী ভোজন করে; যদি কেহ অন্ন সিদ্ধ পক্ক না করিয়া প্রকারান্তরে পাক করিয়া দেবগণকে সেই অন্নে বঞ্চিত করে; যদি কেহ পিশুন, পরদারাপহারী, পরপীড়ক ও দুষ্টস্বভাব হয়; যদি কেহ গৃহী হইয়া গৃহস্থকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া শমনসদনে গমন করে, যদি কাহারও অগ্রভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে হস্তী, অশ্ব, রথযানাদি গমন করে, আর অন্যে তাহা দর্শন করে; যদি একজন মাংস ভক্ষণ করিতে থাকে এবং অন্যে তাহার সম্মুখে বসিয়া শালিসমন্বিত শুষ্কান্ন ভোজন করে; যদি কেহ উৎকৃষ্ট বস্ত্রাবৃত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করে, আর অন্যে তাহার সম্মুখে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে; যদি কেহ স্বয়ং মূক হইয়া অন্যকে বিদ্বান্ কৃতী গুণগ্রাহী ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দর্শন করে; যদি কেহ ধনসত্ত্বে ভোগসুখে বঞ্চিত হয়; যদি কেহ দাতা হইয়া দরিদ্র হয়; যদি কাহারও ভার্য্যাদ্বয় মধ্যে একজন পতিপ্রিয়া আর অন্যতরা দুর্ভাগ্যবতী হয়; যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়

ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই পাপকর্ম্মে রত হয়; তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ভদ্রে! তুমি যে জীবগণের অহিতকর অনিষ্টজনক কার্য্য সমুদায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি তোমার নিকট সে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কল্যাণকর কার্য্য সমূহের বিবৃতি করিতেছি, শ্রবণ কর। হে অনবদ্যাঙ্গি! যদি কেহ আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিয়া আমার ভক্তগণকে সমর্পণ না করিয়া অন্যকে সমর্পণ করে, তাহা হইলে তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না। আর যাহারা বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া আমাকে সমর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে; যদি কেহ ত্রিকালে আমারই উপাসনা এবং আমারই কার্য্য করে; যদি দেবতা, অতিথি ও অভ্যাগত দিগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে আপনি ভোজন করে; যদি কাহারও গৃহে অতিথি প্রবিষ্ট হইয়া ভগ্নাশ না হইয়া যাহা কিছু গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত হয়; প্রতি মাসেই অমাবস্যা দিবসে যাহার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়; ভোজন বেলা উপস্থিত হইলে নির্ব্বিকার মুখে যদি কেহ অপরকে যবান্ন প্রদান করে; যদি কেহ স্বীয় পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কাহারও প্রতি ইতর বিশেষ না করিয়া সমভাবে উভয়কে ভরণ পোষণ করে, যদি কেহ আজন্ম কাল পরহিংসা ও পরদ্বেষ না করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে চিরকাল অতিবাহিত করিতে পারে; যদি কাহারও রূপবতী পরভার্য্যা দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয় পরিচালিত ও মনোবৃত্তি সচঞ্চল না হয়; মৌক্তিকাদি রত্নে ও কনকাদি ধাতুদ্রব্যে যাহার লোষ্ট-বুদ্ধি উপস্থিত হয়; উভয়পক্ষীয় গজসৈন্য ও অশ্বসৈন্য যুদ্ধার্থ

দণ্ডায়মান হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যদি কেহ সেই যুদ্ধে স্বীয় কলেবর পাতিত করে ; লাভ হউক্ আর নাই হউক্, যদি কেহ কুকার্য্যে বৈরূপ্য প্রকাশ করিয়া সন্তুষ্টমনে জীবিত-কাল পর্য্যবসিত করিতে পারে ; স্বামীকে সন্তুষ্ট করাই কুল-কামিনীগণের প্রধান ব্রত, যদি কেহ আজীবন সেই ব্রত প্রতি-পালন করিতে পারে ; যদি কেহ ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া স্বীয় পঞ্চেন্দ্রিয় নিগৃহীত করিতে সমর্থ হয় ; বিপদে অবমাননা উপস্থিত হইলেও যাহার চিত্ত দুর্ম্মণায়মান না হয় ; সকামেই হউক্, আর নিষ্কামেই হউক, যদি কেহ আমার ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিতে সক্ষম হয় ; যদি কেহ পিতামাতার পূজা করিয়া সতত তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে ; যদি কেহ অনন্যমনা হইয়া প্রতিমাসেই স্বীয় ঋতুস্নাতা ভার্য্যা-অভিগমন করে, তাহা অপেক্ষা সুখের সামগ্রী আর কি হইতে পারে ? সমুদায় দেবতামধ্যে যে সর্ব্বদা আমাকেই পূজা করে, আমি কখনও তাহার প্রতি বিমুখ নহি ; সুতরাং আমার সেই ভক্তজনেরও কিছুতেই বিনাশ নাই। ভদ্রে ! সমুদায় লোকের হিতসাধন জন্য তুমি আমায় যে শুভকর্ম্ম নির্ণয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

# সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

## দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ কথা।

ভদ্রে! এক্ষণে খাদ্যাখাদ্য বিষয় বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। কোন ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি ধর্ম্মমার্গানুসারে ভোজ্য বস্তু ভোজন করে, তাহা হইলেও আমাকে লাভ করিতে পারে। হে ধার্ম্মিকে! ব্রীহি ও শালি প্রভৃতি যাহা বৈধ অন্ন, নিত্য তাহাই ভোজন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যে সকল অবৈধ অন্ন আমার অপ্রীতিকর ও যাহা ভোজন করিলে অপরাধ জন্মে, তৎসমুদায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রিয়ে! আমার পক্ষে দূষিত অন্ন একান্ত অপ্রিয়। সেই দূষিত অন্নগ্রহণ, আমার নিকট প্রথম অপরাধ; পরকীয় অন্ন গ্রহণ দ্বিতীয় অপরাধ; স্ত্রীপুরুষের সংসর্গের পর যদি আমাকে স্পর্শ করে, তাহা তৃতীয় অপরাধ; রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিয়া যদি কেহ আমার নিকট আগমন করে, আমি সে অপরাধ ক্ষমা করি না; তাহাই আমার চতুর্থ অপরাধ। যদি কেহ অসংস্কৃত মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া আমার আরাধনা করে, তাহাও আমি ক্ষমা করি না; উহা আমার পক্ষে পঞ্চম অপরাধ। এমন কি মৃতদেহ দর্শন করিলে আচমন না করিয়া যদি কেহ আমায় স্পর্শ করে, তাহাই আমার পক্ষে ষষ্ঠ অপরাধ। যদি কেহ আমার অর্চ্চনাসময়ে পুরীষ পরিত্যাগ করে, তাহাই আমি সপ্তম অপরাধ বলিয়া গণনা করি। যদি কেহ নীল বসন পরিধান পূর্ব্বক আমার আরাধনা করে, আমি তাহা অষ্টম

অপরাধ বলিয়া গণ্য করি; আমার পূজার সময় যে ব্যক্তি অন্যের সহিত কথোপকথন করে, তাহাই আমার পক্ষে নবম অপরাধ। যদি কেহ অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ করিয়া আবার আমাকে স্পর্শ করে, উহা আমার পক্ষে দশম অপরাধ। যদি কেহ আমার অর্চ্চনার সময় বিরক্ত হইয়া কার্য্য করে, আমি তাহা একাদশ অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। অবৈধ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান আমার সম্বন্ধে দ্বাদশ অপরাধ। রক্তবস্ত্র বা কুসুমরাগরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ তাহা করে, আমি তাহা ত্রয়োদশ অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। অন্ধকারে আমায় স্পর্শ করা চতুর্দ্দশ অপরাধ। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার অর্চ্চনাদি করা একান্ত অকর্ত্তব্য। তাহা করিলে আমি উহা পঞ্চদশ অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। অধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার পূজা করা ষোড়শ অপরাধ। যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ আমার অর্চ্চনা না করিয়া অন্ন গ্রহণ করে, উহা আমার পক্ষে সপ্তদশ অপরাধ। মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিয়া আমার অর্চ্চনা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তাহা করিলে আমি অষ্টাদশ অপরাধ গণ্য করিয়া থাকি। জালপাদ, অর্থাৎ হংসাদি ভক্ষণ করিয়া আমার অর্চ্চনা করা ঊনবিংশ অপরাধ। যদি কেহ আমার প্রদীপ স্পর্শ করিয়া অপ্রক্ষালিতহস্তে আবার আমাকেই স্পর্শ করে, তাহা আমার বিংশ অপরাধ। ধরে! যদি কেহ শ্মশানে গিয়া সেই অবস্থায় আমাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে আমি উহা একবিংশ অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। তিলকল্ক ভক্ষণ করিয়া

আমার অর্চ্চনা করিলে দ্বাবিংশ অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। বরাহমাংস ভক্ষণ করা, ত্রয়োবিংশ অপরাধ। যদি কেহ সুরাপান করিয়া আমার অর্চ্চনা করে, আমি তাহা চতুর্ব্বিংশ অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। কুসুম্ভ শাক ভক্ষণ করিয়া আমার অর্চ্চনা করা পঞ্চবিংশ অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অপরের বস্ত্র পরিধান করিয়া আমাকে আরাধনা করিলে আমি যে অপরাধ গণনা করি, উহাই ষড়্বিংশ অপরাধ। হে গুণবতি! দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত না করিয়া নবান্ন ভোজন করিলে সপ্তবিংশ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। পাদাগ্রে উপানহ প্রদান করিয়া আমার নিকট আগমন করিলে আমি উহা অষ্টবিংশ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত করি। গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে আমি ঊনত্রিংশ অপরাধ বিবেচনা করি। অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়া যদি কেহ আমার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে উহা ত্রিংশ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি কেহ গন্ধপুষ্পাদি দান না করিয়া প্রথমে ধূপ প্রদান করে, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে একত্রিংশ অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রিয়ে! ভেরী প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম না করিয়া যদি কেহ আমার দ্বার উদ্ঘাটন করে, তাহা হইলে উহা দ্বাত্রিংশৎ মহাপরাধ বলিয়া গণনা করিয়া থাকি।

বসুন্ধরে! সম্প্রতি আমার সন্তোষকর অন্যান্য যে সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ আমার লোকে গমন করিতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যমাত্রেরই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা, শাস্ত্রালোচনায় তৎপর,

আমার কার্য্যে ভক্তিমান, অহিংসাধর্ম্মে অনুরক্ত এবং সমস্ত জীবের প্রতি দয়াবান্ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সর্ব্ব-জীবে সমদর্শী, অন্তর্ম্মলপরিশূন্য, কার্য্যদক্ষ, ধর্ম্মপথের পথিক, জিতেন্দ্রিয়, দোষপরিশূন্য, উদারস্বভাব, ধার্ম্মিক ও স্বদারনিরত হওয়া সকলেরই অর্থাৎ সমস্ত বর্ণেরই কর্ত্তব্য। যেমন পুরুষের পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ রমণীগণেরও গুরুজনে ও দেবগণে ভক্তিমতী, স্বামীর প্রতি প্রীতিমতী এবং সংসারে অনুরাগবতী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই স্ত্রী অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া তথায় স্বীয় ভর্ত্তাকে প্রতীক্ষা করিতে পারে। আমার প্রতি ভক্তিমান্ কোন পুরুষ যদি তাদৃশ প্রণয়িনী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে, তাহা হইলে তাদৃশ পতিও তথায় গমন করিয়া তাদৃশী প্রিয়মা পত্নীর অপেক্ষা করিতে থাকে।

ধরে! তোমায় আর এক শ্রেষ্ঠতম কার্য্যের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঋষিগণ আমার কর্ম্মপথে অবস্থান করে, অথচ আমার সাক্ষাত কার লাভ করিতে পারে না। ফলতঃ যে মূঢ়বুদ্ধি সন্দিগ্ধচিত্ত ঋষিগণ অন্যান্য দেবতার প্রতি ভক্তিমান হয়, তাহারা চিরকাল আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকে; কখনই আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ধরে! আর যাহারা মোক্ষার্থী হইয়া আমাকে ভজনা করে, আমি তাহা-দিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকেই আশ্রয় করি। আমি তোমাকে স্বীয় শ্রেষ্ঠতম শক্তি দ্বারা ধারণ করি-য়াছি বলিয়াই তোমার নিকট এই ধর্ম্মসংযুক্ত উপাখ্যান কীর্ত্তন

করিলাম। এই ধর্ম্মরহস্য আমার ভক্ত ও আমার কার্য্যে তৎপর ব্যক্তিভিন্ন খলের নিকট, মূর্খের নিকট, অদীক্ষিতের নিকট অশ্রদ্ধেয়ের নিকট, শঠের নিকট ও নাস্তিকের নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ধরে! এই আমি লোকের হিত-সাধন জন্য ধর্ম্মতত্ত্ববিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম; এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, বল।

## অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

### দেবোপচার বিধি।

বরাহদেব কহিলেন, ভদ্রে! আমার ভক্তগণ যেরূপে যথানিয়মে আমাকে দ্রব্য সকল প্রদান করিবে, এক্ষণে তাহার নিয়ম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ পশ্চাৎ উল্লেখ্য মন্ত্র দ্বারা দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিবে। তৎপরে ভূমির উপর সংস্থাপন করিয়া প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবে। দীপ প্রজ্বা-লনের পর হস্ত ধৌত করিবে। তৎপরে আমার চরণবন্দনা করিয়া পুনরায় "ভুবন ভবন রবিসংহরণ অনন্তো মধ্যশ্চেতি গৃহ্ণেমং ভুবনং দন্তধাবনং" এই মন্ত্রে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিবে। বসুন্ধরে! তুমি যে ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছিলে, তদনুসারে এইরূপে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিতে হইবে। তৎপরে মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া আবার সেই পুষ্প ভূমিতে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় হস্ত প্রক্ষালন করিয়া অতি সামান্য জলে যে

মন্ত্রে মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিবে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। এই মন্ত্রে মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়। মন্ত্র যথা—"তদ্ভগবন্তাং গুণশ্চ আত্মনশ্চাপি গৃহ্য বারিণঃ সর্ব্বদেবতানাং মুখমেবং প্রক্ষালয়েৎ।" গন্ধ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি সমস্ত প্রদান করিবে। তাহার পর হে ভগবন্! হে ভক্তবৎসল! হে নারায়ণ! তোমাকে নমস্কার, এই বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় "মন্ত্রজ্ঞানাং যজ্ঞযষ্টারং ভূতস্রষ্টারং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহার পর পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া অন্য পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞানবান ভক্ত ব্যক্তি শুচি হইয়া আমাকে পূজা করিবে এবং কর্ম্মসমাপনের পর ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া 'হে জনার্দ্দন! প্রসন্ন হও' এই বলিয়া মস্তকে অঞ্জলি সমাধান পূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে "হে নাথ! তুমি মন্ত্রদ্বারা সচেতন হইয়া প্রসন্ন হইলে তোমার ইচ্ছাক্রমে যোগিগণও মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব নাথ! আমি তোমারি, আমি তোমার দাস, তুমি আমাকে যাহাই বল, আমি তাহাই করি, অতএব নাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

ধরে! ভক্ত ব্যক্তি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীয় পাদাগ্রভাগ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। এইরূপে আমার কার্য্য সমুদায় সমাধা করিয়া পরে তৈলদ্বারাই হউক, আর ঘৃতদ্বারাই হউক, আমাকে অঞ্জন প্রদান করিবে। তাহার পর সেই মন্ত্রজ্ঞ ভক্ত ব্যক্তি স্নেহের উদ্দেশে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, হে লোকনাথ! আমি যত্নের সহিত এই স্নেহ আহরণ করিয়াছি,

আমি পবিত্রাত্মা, আমি স্বীয় কর দ্বারা তোমার অঙ্গে স্নেহ মৰ্দ্দন করি। তুমি আমায় ক্ষমা কর, তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার।” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রথমে আমার মস্তকে, তৎপরে আমার দক্ষিণাঙ্গে, তাহার পর আমার বামাঙ্গে, তাহার পর আমার পৃষ্ঠদেশে এবং তাহার পর আমার কটিদেশে স্নেহ মৰ্দ্দন করিবে। তাহার পর সেই ভক্ত ব্যক্তি তত্রত্য ভূমি গোময়ে বিলিপ্ত করিবে।

অয়ি মাধবি! ঐরূপ বিলেপনে যেরূপ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, কহিতেছি শ্রবণ কর। ভক্ত ব্যক্তি আমার গাত্রে যে পরিমাণ তৈল বিন্দু বিলিপ্ত করে, সে ততসহস্র বৎসর স্বর্গলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। তাহার পর সেই তৈলকণার সংখ্যানুসারে ভক্ত ব্যক্তি পুণ্যলোকে অবস্থান করিতে থাকে। এইরূপে যে ব্যক্তি তৈলদ্বারাই হউক, আর ঘৃতদ্বারাই হউক, আমার গাত্র মৰ্দ্দন করে, সেই ব্যক্তি ততসহস্র সংখ্যক বর্ষ আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে অবস্থান করে।

ভদ্রে! এক্ষণে যে সকল দ্রব্যদ্বারা আমার শরীর মৰ্দ্দন করিলে, শরীর পবিত্র হয় এবং আনন্দের পরিসীমা থাকে না, এক্ষণে সেই অঙ্গমৰ্দ্দন দ্রব্য সমূহের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। লোধ্র, পিপ্‌পলিকা মধু, মধূক, অশ্বপর্ণ, রোহিণ, কর্কট, বর্ষোপল ও পিষ্টচূর্ণ এই সকল দ্রব্য দ্বারা আমার গাত্রমৰ্দ্দন করিলে আমি অতিশয় সুখী হই। প্রিয়ে! যদি কোন সেবক সিদ্ধিলাভ করিতে উৎসুক হয়, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্য দ্বারা আমার গাত্রমৰ্দ্দন করিয়া তৎপরে আমার স্নান করাইবে। ঐ সময় আমলকী বস্থু ও গন্ধাদি দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গ

মর্দ্দন করিয়া জলপূর্ণকলসহস্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে দেব! হে অনাদিভূত! তুমি সমুদায় দেবগণের দেবতা, তোমার রূপ কেহই জানিতে পারে না, আমি তোমায় স্নান করাইতেছি, অতএব তুমি আমার নিকট স্নান গ্রহণ কর।" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্বর্ণকুম্ভেই হউক, আর রজত কুম্ভেই হউক, আমায় স্নান করাইবে। যদি স্বর্ণ ও রজত কুম্ভের অসদ্ভাব হয়, তাহা হইলে, তাম্রকুম্ভে করিয়া আমায় স্নান করাইবে। ধরে! এইরূপে যথাবিধি স্নানে সমাপনের পর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আমার গাত্রে উৎকৃষ্ট গন্ধ বিলেপিত করিবে। মন্ত্র যথা—"নানাবর্ণের পুষ্পসম্বন্ধীয় সমুদায় গন্ধই তোমার প্রিয়, তোমাহইতে সে সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমিই সে সমুদায় সর্ব্বলোকে নিযোজিত করিয়াছ। প্রভো! এক্ষণে আমি ভক্তিপূর্ব্বক সে সমুদায় তোমার গাত্রে বিলেপিত করিতেছি। তুমি সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ কর।"

ধরে! এইরূপে গন্ধ প্রদান করিয়া পরিশেষে অন্য কার্য্য সম্পাদন করিবে। তাহার পর আমাকে উৎকৃষ্ট মাল্য প্রদান করিবে। তৎপরে আমার অর্চ্চনা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে অচ্যুত! আমি সংসার মুক্তির বাসনায় তোমায় স্থলজ ও জলজ পবিত্র পুষ্প প্রদান করিতেছি, গ্রহণ ক।" এইরূপে আমার অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে সুগন্ধ দ্রব্য সংযুক্ত, আমার একান্ত প্রিয় ধূপপ্রদান করিবে। প্রদানের সময় যথানিয়মে ধূপ গ্রহণ পূর্ব্বক আমার উভয় পার্শ্বে ধূপ ধূপন করিবে এবং বলিবে, হে অচ্যুত! এই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবার অভিলাষে নানাবিধ

সুগন্ধ দ্রব্য সমাযুক্ত বনস্পতি রসসমন্বিত এই ধূপ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। হে জগদ্গুরো! তুমি সমুদায় দেবগণের শান্তি, তুমি আমার শান্তি, তুমি সাংখ্যমতাবলম্বীগণের শান্তি। তোমা ভিন্ন আমার পরিত্রাতা আর কেহই নাই। অতএব তোমাকে নমস্কার। আমি এই ধূপ প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর।

বসুন্ধরে! মাল্য, গন্ধদ্রব্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা এইরূপে পূজা করিয়া তাহার পর পীতবর্ণ বা শুক্লবর্ণ পট্টবস্ত্র প্রদান করিবে। এইরূপে পূজা সমাপন করিয়া মস্তকে অঞ্জলি সমাধান পূর্ব্বক দিব্য যোগাবলম্বনে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে, "হে ভগবন্! হে পুরুষোত্তম! হে শ্রীনিবাস! হে শ্রীমন্! হে আনন্দস্বরূপ! তুমি প্রসন্ন হও। নাথ! তুমি ভিন্ন অন্য কর্ত্তা, অধিকর্ত্তা ও রক্ষিতা আর দ্বিতীয় নাই। হে ভূতনাথ! তুমি সকলের আদি, তুমি অব্যক্তরূপী। তোমার দেবাঙ্গ আচ্ছাদনের নিমিত্ত এই পীতবর্ণ অতি মনোহর দুকুল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। এইরূপে আমাকে বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক অনুরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া আদ্য প্রণব দ্বারা পুষ্পগ্রহণে আসন পরিকল্পিত করিবে। তাহার পর 'ক ইদং পরায়ণং পরস্পরপ্রীতিকরং প্রাণরক্ষণং প্রাণিনাং স্বিষ্টং তদনুকম্পং সত্যমুপযুক্তমাত্মনে তদ্দেব গৃহাণ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আসন প্রদান করিবে।

ধরে! আমার ভক্ত ব্যক্তি এইরূপে আসন প্রদান পূর্ব্বক শীঘ্রই মুখপ্রক্ষালনার্থ জল প্রদান করিয়া 'শুচিঃ স্তবতি দেবানামেতদেব পরায়ণং। শৌচার্থন্ত জলং গৃহ্ন কৃত্বা প্রাপণমুত্তমং।'

এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর ঐরূপে ভোজ্যবস্তু প্রদান করিয়া তথা হইতে তৎ সমুদায় অপনয়ন পূর্ব্বক তাম্বূল গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। "অলঙ্কারং সর্ব্বতো দেবতানাং দ্রব্যৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বসৌগন্ধিকাদিভিঃ গৃহ্য তাম্বূলং লোকনাথ বিশিষ্টমস্মাকঞ্চ ভবনং তব প্রীতির্ম্মে ভবং।" "হে দেব! তোমার প্রীতির নিমিত্ত তোমার মুখে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার প্রদান করিলাম, মুখ প্রসন্ন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় স্বরূপ এই মনোহর তাম্বূল প্রদান করিলাম, গ্রহণ কর।" ধরে! আমার ভক্তগণ এইরূপে বিবিধ উপচারে আমার অর্চ্চনা করিবে। তাহা হইলে চরমে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্তকাল আমার লোকে অবস্থান করিতে পারে।

## ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

### ভোজ্যবিধি।

দেবী ধরণী বরাহদেবের প্রমুখাৎ সংসারমুক্তির উপায় স্বরূপ কর্ম্মবিধি শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই প্রফুল্লমুখকমল বরাহদেবকে কহিলেন, দেব! তোমার পথের পথিক হইয়া যেরূপে কার্য্য করিতে হয়, তোমার অনুগ্রহে সে সমস্ত শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ কোন্ খাদ্যদ্রব্যে তোমার প্রীতি লাভ হইয়া থাকে?

তখন বচনরচনাচতুর ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বরাহদেব বসুধাদেবীর

বচন শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বচনে কহিলেন, দেবি! এক্ষণে যে যে মন্ত্রদ্বারা আমায় ভোজ্য প্রদান করিতে হয়, কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ নানাবিধ রসযুক্ত সমস্ত ব্রীহি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আমায় সম্প্রদান করিবে। তাহার পর ইঙ্গুদী, বদর, আমলক, খর্জ্জুর, পনস, আম্র, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, পৈপ্পল, কণ্ডরীক, তিন্দুক, প্রিয়ঙ্গুক, কাবির, শিশশাক, ভল্লাতক, মর্দ্দন, দ্রাক্ষা, দাড়িম, পিণ্ডখর্জ্জুর, সৌবীরক, তৈত্তিরক, প্রাচীনামলক, পিণ্ডারক, পুন্নাগ, শৌণ্ঠিক, বকবীজ, ধুস্তুর, ক্রমুক, উৎপল, কর্কারুক, নিম্ব, জাতীয়ক, ওষধ ঔষধ, লিঙ্গক, কারুবক, ও অন্যান্য নানাবিধ ফল আমাকে প্রদান করিবে।

এক্ষণে যে যে শাক প্রদান করিতে হয়, কহিতেছি, শ্রবণ কর। মূলক, মধূক, কলায়, সর্ষপ, বাস্তুক, উড়ুম্বর, আমূলক, পলাশ, হস্তিপিপ্পলি, সৌবর্ণিক, রাজমাষ, কোহেভীক, কামল, পাদ, ধন্যাক, এই সকল দ্রব্যসম্বন্ধীয় শাকই প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন আমার অন্যান্য দ্বি-রবস্তুও বিদ্যমান আছে; ভক্তগণ আমাকে যাহা প্রদান করে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি।

মৃগমাংস, ছাগমাংস ও শসমাংস আমার অতীব সুখজনক। অতএব এ সমস্তই আমাকে নিবেদন করিবে। বিস্তৃত যজ্ঞে ছাগ ও অন্যান্য পশু প্রদান করিয়া বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণে সমর্পণ করিলে আমি তাহার অংশভাগী হইয়া থাকি। আমাকে মাহিষ মাংস, ক্ষীর, দধি ও ঘৃত প্রদান করিবে। কোন কোন বৈষ্ণবব্রতেও মাংস প্রদান করা কর্ত্তব্য। ধরে! সম্প্রতি যে সমস্ত পক্ষিমাংস আমাকে প্রদান করিতে হয় নির্দ্দেশ করি-

তেছি শ্রবণ কর। লাবক, বার্ত্তিক, কাপিঞ্জল ও অন্যান্য বহু-তর মাংস আমার কার্য্যে উপযুক্ত। যে যে দ্রব্য আমাকে দান করিতে হয়, তৎ সমুদায়ই কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা এই সকল নিয়ম জানিয়া শুনিয়া কার্য্য করে, তাহারা কোন অংশেই অপরাধী নহে; ফলতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত মাংস সমুদায় ভোজ্য, মাঙ্গল্য ও ভক্তজনের সুখদায়ক। যে ব্যক্তি সিদ্ধি কামনা করে, তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে, মদ্ভক্তগণ উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

# বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

## ত্রিসন্ধ্যা-মন্ত্রোপাসনা।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! তুমি ইতিপূর্ব্বে সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইবার উপায়ভূত যে পরম গুহ্য বিষয় তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার ভক্ত ও আমার কার্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ যথা-নিয়মে স্নান করিয়া আমারই উপাসনা করিবে। আমার ভক্ত-গণ প্রায়ই কদন্নাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। ভদ্রে! লোকে আমাকে সর্ব্বরূপী সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ফলতঃ আমি সর্ব্বরূপী ও সনাতন। আমি কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি তির্য্যক্, কি দিক্ কি বিদিক্, কি উপর্য্যুপরি, সর্ব্বত্রই সম-ভাবে অবস্থান করিয়া থাকি। আমার ভক্তগণের মধ্যে যদি

কেহ সিদ্ধি কামনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বদা আমার কার্য্যে ব্যাসক্ত হইয়া আমারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি যেরূপে আমাকে উপাসনা করিতে হইবে, নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ পরম কার্য্য সম্পাদন করিয়া অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া তাহার পর সেইরূপ ভাবনা করিয়া পূর্ব্বমুখে জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ নমো নারায়ণায়, হে ধার্ম্মিকযোনি! হে নারায়ণ! হে সর্ব্বলোকপ্রধান! হে ঈশান! হে আদ্য! হে পুরাতন পুরুষ! হে কৃপাময়! সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে আশ্রয় করিতেছি" এই বলিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার পর পুনরায় পশ্চিম মুখীন হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশাক্ষর অর্থাৎ 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়,' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক হে দেব! তুমি পূর্ব্বকল্পেও যেমন আদিকর্ত্তা, পুরাণ কল্পেও যেমন ঐশ্বর্য্যরূপী এখনও সেইরূপ। তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অমোঘ সংকল্প, অতএব তোমাকে অর্চ্চনা করি" এই বলিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার পর পুনরায় সেইরূপে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখে "নমো নারায়ণায়, হে পুরাণ পুরুষ! হে অনাদিমধ্যান্ত! হে অনন্তরূপিন্! হে সংসারকারণ! হে বিশ্বকারক! হে প্রশান্তমূর্ত্তে! হে সংসার মুক্তিদাতা! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ, অতএব তোমাকে জলাঞ্জলি প্রদান করি।" এই মন্ত্র বলিয়া জলপ্রক্ষেপ করিবে। তাহার পর পুনরায় সেইরূপে জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ মুখীন হইয়া "নমঃ পুরুষোত্তমায়, হে দেব! তুমি যজ্ঞরূপী, তুমি সত্যরূপী, তুমি ঋতরূপী, তুমি কালের আদি, তোমার

রূপ নাই, তুমি আদ্য, তুমি অনন্তরূপী, তুমি মহানুভব, তুমি জীবগণের সংসারমুক্তির নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া থাক, অতএব তোমাকে অর্চ্চনা করি।" এই বলিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার পর ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক কাষ্ঠকৃত্য হইয়া অর্থাৎ হোম-কার্য্যে দীক্ষিত হইয়া আমাতে চিত্ত সমাধান করত, 'হে সোম-পায়িন্! হে সোমার্কনেত্র! হে শতপত্রনেত্র! হে জগৎপ্রধান! হে লোকনাথ! তুমি কালের হস্ত হইতে উদ্ধার এবং ত্রিসংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার প্রধান কারণ। অতএব তোমাকে অর্চ্চনা করি।

ধরে! যে ব্যক্তি বুদ্ধি, যুক্তি ও ভক্তি পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ত্রিকালীন ত্রিসন্ধ্যায় এই রূপে আমার কার্য্য করিতে হয়। যে ব্যক্তি এইরূপে একান্তমনে নিয়ত এই সমস্ত পাঠ করে, আমি কখনই তাহাকে বিস্মৃত হই না। ফলতঃ যে ব্যক্তি ত্রিকালীন এইরূপ কার্য্য করে, সে তির্য্যক্ যোনি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে।

# একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

## গর্ভযন্ত্রণামুক্তি।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! এক্ষণে যেরূপে আর গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, সমস্ত ধর্ম্মের সারভূত সেই বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ না করে, যে ব্যক্তি শত শত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও নিয়ত আমার অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য এবং কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য তাহা জানিয়া শুনিয়া সমুদায় ধর্ম্ম-কার্য্যে নিরতিশয় ভক্তিমান্ হয়, যে ব্যক্তি শীত-উষ্ণ-বাত-বর্ষা ক্ষুধা ও পিপাসা জনিত দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে কাতর না হয়, যে ব্যক্তি দরিদ্র, নিরলস, সত্যবাদী ও অসূয়াপরিশূন্য, যে ব্যক্তি স্বদারনিরত, পরদারপরাঙ্মুখ, সত্যবাদী, সরলস্বভাব, ভগবদ্ভক্ত, বিশিষ্টজ্ঞানী, ব্রাহ্মণভক্ত, প্রিয়ভাষী এবং আমার ও ব্রাহ্মণের কার্য্যে তৎপর হয়, তাহাকে কখন কুৎসিত যোনি-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; প্রত্যুতঃ সে ব্যক্তি আমার অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

তদ্ভিন্ন যাহারা জীবহিংসায় বিরত এবং সমুদায় প্রাণীর হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়, যাহাদিগের লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে দৃষ্টির তারতম্য না থাকে, যাহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়, বাল্যা-বস্থাতেই যাহারা ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হয়, যাহাদিগকে কোন কালেই শত্রুকৃত অপকার সহ্য করিতে না হয়, যাহারা কেবল নিরন্তর কর্ত্তব্য কার্য্যের

অনুষ্ঠান এবং আমার অস্তিত্বের আলোচনা করিয়া জীবিতকাল পর্য্যবসিত করে, যাহারা বৃথা কার্য্য হইতে বিরত হইয়া অহরহ তথ্যানুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়াছে, যাহারা নিয়ত সুস্বভাব-সম্পন্ন ; এমন কি অগোচরেও কখন কাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয় না, যে ব্যক্তি সন্তান উৎপাদনের নিমিত্তই কেবল ঋতু-কালে স্বীয় পত্নীর অভিগমন করে ; তাদৃশ মদ্ভক্ত ও মৎকর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে কখনও বিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ; প্রত্যুত তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে ! তোমাকে সচ্চরিত্র পুরুষগণের অন্য প্রকার ধর্ম্ম-নিশ্চয় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। কি মনু, কি অঙ্গিরা, কি গৌতম, কি শুক্রাচার্য্য, কি সোমদেব, কি রুদ্রদেব, কি শঙ্খ, কি লিখিত, কি কশ্যপ, কি ধর্ম্ম, কি যম, কি ইন্দ্র, কি বরুণ, কি কুবের, কি শাণ্ডিল্য, কি পুলস্ত্য, কি আদিত্য, কি পিতৃগণ, কি স্বয়ম্ভূ, ইহাঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ; কিন্তু যিনি পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাদিগের মধ্যে যাঁহার মতের অনুসরণ করেন, তাহাই তাঁহার আত্মধর্ম্ম। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মে অর্থাৎ স্বপথে অবস্থান পূর্ব্বক পরকীয় ধর্ম্মকার্য্যের নিন্দা না করে, অর্থাৎ স্ব স্ব পথে অবস্থান পূর্ব্বক যাহারা আমার কার্য্যের ত্রুটি না করে, তাহাদিগকে কখন বিযোনিতে গমন করিতে হয় না ; প্রত্যুতঃ তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

মাধবি ! মানবগণের গর্ভ-সংসার-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইবার আর এক উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে,

ক্রোধ যাহাদিগের নিকট পরাজিত হইয়া তটস্থভাবে অবস্থান করিতেছে, লোভ ও মোহ যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে, যাহারা নিরন্তর আত্মার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে, দেবতা অতিথি ও গুরুজন যাহাদিগের নিকট প্রীতিলাভ করে, হিংসাদি অসৎ কার্য্যে যাহাদিগের একান্ত বিদ্বেষ, মদ্য মাংস যাহাদিগের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না, এমন কি, ব্রাহ্মণীসমাগম যাহাদিগের হৃদয়মন্দিরে কোন-কালেই প্রবেশ করিতে পারে নাই, যাহারা ব্রাহ্মণকে কপিলা দান করে, যাহারা সান্ত্বনাদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া বৃদ্ধ পিতাকে প্রতিপালন করে, পিতাও যদি পুত্রগণের প্রতি দৃষ্টির তারতম্য না করেন, ব্রাহ্মণকে কুপিত দেখিয়া যাহারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করে, যাহারা কুমারী কন্যাকে দূষিত না করে, যাহারা পাদদ্বারা অগ্নিকে স্পর্শ না করে, যাহাদিগকে ক্রুদ্ধভাবে পুত্রের সহিত কথোপকথন করিতে না হয়, যাহারা জলে মূত্র-ত্যাগ না করে, যাহারা গুরুজনের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, যাহারা বৃথা গল্প করিয়া সময় অতিবাহিত না করে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ গুণে ভূষিত হইয়া কেবল আমারই অনু-সরণ করে, তাহাদিগকে আর গর্ভবাসজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

# দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

## কোকামুখমাহাত্ম্য।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! এই সংসারে তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়াও যেরূপে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এক্ষণে সেই পরম গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী ক্ষণে স্ত্রীসংসর্গ না করে, যে ব্যক্তি নিয়ত আমার অনুগামী হয়, যে ব্যক্তি সামান্য দ্রব্যে সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃমাতৃ পূজায় নিবিষ্টচিত্ত হয়, যাহাকে শ্রম-জতিত স্বেদজল পাতিত করিয়া উদর পূরণ করিতে না হয়, যে গুণবান্ ব্যক্তি সকলকে অংশভাগী করিয়া স্বয়ং স্বীয় অংশ গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি স্বয়ং দাতা, ভোক্তা, স্বকার্য্যনিরত ও নিয়ত সংযত হয়, যে ব্যক্তি কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া কখন কুকার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, যে ব্যক্তি সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি সমভাবে দয়া প্রকাশ করে, পরার্থে স্পৃহা করা দূরে থাক্, যে ব্যক্তি তাহার চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান প্রদান না করে, তাহাকে—অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত গুণগ্রাম সম্পন্ন ব্যক্তিকে আমার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া আর তির্য্যক্-যোনিতে গমন করিতে হয় না; প্রত্যুতঃ তাদৃশ ব্যক্তি অনায়াসে আমার অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে স্থান অধিকার করিতে পারে। ধরে! যে গুহ্য বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, ইহা দেবগণেরও দুর্লভ। এতদ্ভিন্ন যে বিশুদ্ধস্বভাব দয়াবান্ ব্যক্তিরা জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ প্রাণিগণের হিংসা না করে, যে ব্যক্তি কোকামুখে অর্থাৎ বিষ্ণুক্ষেত্রে

প্রাণত্যাগ করে, এবং কিছুতেই আমাকে বিস্মৃত না হয়, সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয় হইয়া থাকে।

ব্রতবতী বসুন্ধরা বরাহরূপী নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি তোমার শিষ্যা, দাসী ও তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী; অতএব আমি তোমার নিকট আর এক রহস্য বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দান কর। চক্রতীর্থ, বারাণসী, অট্টহাস, নৈমিষ ও ভদ্রকর্ণ হ্রদ; এ সমস্ত প্রধান-তম তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এক কোকামুখের এত প্রশংসা করি-তেছ কেন? মাধব! দ্বিরণ্ড, মুকুট, মণ্ডলেশ্বর, দেবদারুবন, জালেশ্বর, দুর্গ, মহাবল, গোকর্ণ, পবিত্র জাল্মেশ্বর ও এক-লিঙ্গ এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কোকামুখের এত প্রশংসা করিতেছ কেন?

দেবী বসুন্ধরা, ভক্তিপূর্ব্বক মহাপ্রভু মাধবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, বরাহরূপী ভগবান্ নারায়ণতাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি ভীরু! মহাভাগে! কোকা যে কেন এত প্রশংসার স্থান; তদ্বিষয়ের গুহ্যকথা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি যে সকল স্থানের নাম উল্লেখ করিলে, এ সমস্ত রুদ্রাশ্রিত প্রদেশ, এবং কোকা নারায়ণের প্রিয়ভূমি। এতদ্ভিন্ন আমার ক্ষেত্র সেই কোকামুখে অন্য যে ঘটনা উপ-স্থিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ উপাখ্যান কীর্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ কর।

একদা আমিষাহারী এক ব্যাধ কোকমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল, তথায় সামান্য সলিলপূর্ণ এক হ্রদে

বৃহত্তর এক মৎস্য অবস্থান করিতেছে। লুব্ধক তদ্দর্শনে বড়িশ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহাকে ধৃত করিল; কিন্তু সেই মৎস্য বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে বিনির্গত হইল। এমন সময়ে এক শ্যেন সেই মৎস্য সংগ্রহ করিবার মানসে নভোমণ্ডল হইতে বেগে নিপতিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইবে, গুরুভারপ্রযুক্ত বহন করিতে না পারায় মৎস্য অমনি সেই কোকাক্ষেত্রে নিপতিত হইল। ভূতলস্পর্শমাত্র মৎস্য, কুলবান্ রাজকুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ক্রমে তিনি রূপবান্ গুণবান্ ও যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। এদিকে কিছুকাল পরে সেই ব্যাধের পত্নী এক দিন মাংসহস্তে পথিমধ্যে গমন করিতেছে, ইত্যবসরে মাংসলুব্ধা এক চিল্লী বারম্বার সেই মাংস গ্রহণের নিমিত্ত নিপতিত হইতে লাগিল। কিন্তু শবরী তদ্দর্শনে কুপিতা হইয়া এক বাণ নিক্ষেপে চিল্লীর প্রাণসংহার করিলে, চিল্লী আকাশ হইতে কোকামুখে আমার সম্মুখে নিপতিত হইল। সুতরাং সেই ক্ষেত্রপ্রভাবে রমণীয় চন্দ্রপুরে যশস্বিনী রাজকুমারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। দিন দিন তাহার রূপ গুণ ও বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, চতুঃষষ্টি কলায় মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল; কিন্তু রূপবান্, গুণবান্, বিক্রান্ত, সমরপটু, সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ ভিন্ন আর সকলকেই নিন্দা করে।

কিছুকাল পরে উভয়ের মধ্যাবস্থায় আনন্দপুরাধিপতি শক নৃপতির সহিত তাহার বৈবাহিক সম্বন্ধ বিনির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর শাস্ত্রানুসারে উভয়ের পরিণয়ব্যাপার সম্পন্ন হইলে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি এরূপ আসক্ত হইল যে, ক্ষণকালের

নিমিত্ত কেহ কাহাকে দৃষ্টিপথের অগোচর করিতে পারে না। এইরূপে ক্রীড়া কৌতুকে কিছুকাল অতীত হইলে একদা মধ্যাহ্নকালে সহসা শকবংশবর্দ্ধন শকনরপতির শিরোবেদনা উপস্থিত হইল। বৈদ্যশাস্ত্রকুশল চিকিৎসক সকল সমাগত হইয়া নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছু-তেই বেদনার শান্তি হইল না। ঐ ভাবে বহুকাল অতীত হইতে লাগিল; কিন্তু বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত থাকাতে একাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের আত্মবৃত্তান্ত কিছুই স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। বরং যত দিন গত হইতে আরম্ভ হইল ততই তাহাদিগের পরস্পরের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এমন কি ক্ষণ কালের নিমিত্ত কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

অনন্তর সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী একদা স্বীয় ভর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! যদি আমি তোমার যথার্থ প্রণয়িনী হই, তাহা হইলে তোমার শিরোবেদনার প্রকৃত কারণ কি, আমাকে নির্দ্দেশ কর। দেখ, নানাশাস্ত্রবিশারদ বহুতর বৈদ্য তোমার চিকিৎসা করিতেছেন, তথাপি তোমার শিরোবেদনার শান্তি হইতেছে না কেন?

প্রিয়তমা এইরূপ কহিলে রাজকুমার কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি জাননা যে, সুখদুঃখের একমাত্র আধার, সংসার-সমুদ্রে ভাসমান এই মনুষ্যশরীর ব্যাধিনিচয়ে অদ্বিতীয় আশ্রয় স্থান? আর অধিক কি বলিব। নরপতি এইরূপ কহিলে, শ্রবণপিপাসা সেই বরাননা রাজকুমারীকে ব্যাকুল করিল। একদা উভয়ে শয়নীয়ে অধিরূঢ় রহিয়াছেন, ইত্যবসরে রাজ-রাজপুত্রী পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আমি

পূর্ব্বে তোমার নিকট যে বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিবার কারণ কি? নাথ! আমার নিকট তোমার কি অপ্রকাশ্য আছে? যদি আমি যথার্থই তোমার প্রণয়িনী হই, তাহা হইলে অবশ্যই আমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিতে হইবে।

শকাধিপতি প্রিয়তমা কর্ত্তৃক শাতিশয় আগ্রহসহকারে, এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইলে প্রণয়সম্ভাষণে তাঁহাকে কহিলেন, প্রিয়ে! সম্প্রতি তুমি মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ কর। ভদ্রে! সুহাসিনি! যদি পূর্ব্বজন্ম-কথা শ্রবণে তোমার কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার জনক জননীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর। কারণ তাঁহারা আমাকে জঠরে ধারণ করিয়াছেন অতএব তাঁহাদিগের অনুমতি ব্যতীত আমি কোকামুখে যাইতে পারি-তেছি না। কোকামুখে না যাইলেও পূর্ব্বজন্মকথা প্রকাশ করিতে পারিব না। সুন্দরি! তুমি তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর অনুমতি গ্রহণ কর, তাহা হইলে কোকমুখে গিয়া এই দেবদুর্ল্লভ রহস্য কথা তোমায় নিকট ব্যক্ত করিব।

অনন্তর রাজকুমারী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, আর্য্য! আর্য্যে! আমি কিছু বলিবার মানসে আপনাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি, নিবেদন করি, কর্ণপাত করুন। বিশেষ কার্য্যবশতঃ আমরা উভয়ে আপনাদিগের অনুমতি লইয়া পবিত্র কোকা-ধামে গমন করিতে উৎসুক হইয়াছি, অতএব বোধ হয় আপ-

নারা প্রশস্তমনে আমাদিগের গমনে অনুমতি প্রদান করিবেন। আজি ভিন্ন আর কখন আপনাদিগের নিকট কিছুই প্রার্থনা করি নাই। অতএব আশা করি, অদ্য আপনারা আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। আপনাদিগের এই তনয় মধ্যাহ্নকালে গুরুতর শিরোবেদনায় আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প হন। এমন কি, চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইনি সমুদায় সুখে এবং বিষয়ভোগে বিসর্জ্জন দিয়া কোকাধামে গমন করিতে উৎসুক হইয়াছেন। তথায় না যাইলে ইহাঁর রোগশান্তির উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্বে এই গুরুতর ব্যাপার আপনাদিগের গোচর করি নাই। মধ্যে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না, সত্বরই আমরা বিষ্ণুক্ষেত্রে যাইতে মনন করিয়াছি। অতএব আপনারা আমাদিগের মতানুমোদন করুন।

তখন শকাধিপতি পুত্রবধূর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! কোকামুখে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছ কেন? আমার অধিরাজ্যে হস্তী, অশ্ব, রথ, যান, অপ্সরাসদৃশ রমণী, ধনাগার ও শস্যাগার প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য যাবতীয় গৃহ, যাবতীয় মিত্র, চতুরঙ্গবল, সিংহাসন এবং এই বিস্তীর্ণ রাজ্য সমস্তই তোমার প্রাপ্য, অতএব তুমি এ সমস্তই গ্রহণ কর। অধিক কি, তুমি আমার জীবন, সন্তান প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বস্তু।

ধরে! নৃপকুমার পিতার বচন শ্রবণে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, পিতঃ! আমার রাজ্যে, আমার ধনে, আমার বলে বা বাহনে প্রয়োজন নাই। আমি যত সত্বর কোকামুখে গমন করিতে পারি, ততই আমার পক্ষে

মঙ্গল। যদি আমি এই প্রবল শিরোবেদনার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে রাজ্য, কোষ, বল প্রভৃতি সমস্তই আমার। আমার বোধ হয় তথায় গমন করিলে এই নিদারুণ শিরোবেদনার শান্তিলাভ হইতে পারে।

তখন শকাধিপতি পুত্রের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তবে তুমি কোকামুখে গমন কর। তোমার মঙ্গললাভ হউক। ধরে! শকনরপতি এইরূপে অনুমোদন করিলে, রাজকুমার স্বীয় প্রিয়তমার সহিত যাত্রা করিলেন। বণিকগণ পৌরগণ, বৈশ্যগণ ও বরাঙ্গনাগণ তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। দীর্ঘকাল পথক্লেশ সহ্য করিবার পর রাজকুমার স্বীয় পত্নীর সহিত কোকামুখে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজকুমারী নিজ পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আপনি যে, বলিয়াছিলেন, "কোকামুখে গিয়া সমুদায় কীর্ত্তন করিব" অতএব এই ত কোকামুখ, এখন সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

ধরে! নৃপনন্দন প্রিয়তমা কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক হাস্যবদনে কহিলেন, প্রিয়ে! আজি রজনী সমাগতা, অতএব সুখে নিদ্রা যাও, কল্য সমস্ত বিজ্ঞাপন করিয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, উভয়ে স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অবনতমস্তকে বিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন এবং তৎপরে প্রিয়তমার হস্ত ধারণ করিয়া সেই বিষ্ণুমন্দিরের পূর্ব্বোত্তর পার্শ্বে যে অস্থিসকল নিপতিত ছিল, তাহাই প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! এই যে অস্থিসকল দর্শন করিতেছ, ইহা আমার পূর্ব্বতন দেহের অস্থি। পূর্ব্বজন্মের প্রদান

মৎস্য ছিলাম, যখন আমি কোকে অবস্থান করিয়া জলমধ্যে বিহার করি, তখন এক ব্যাধ বড়িশদ্বারা আমাকে ধৃত করে। কিন্তু আমি বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে অপসৃত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে, তৎকালে আমিষলুব্ধ এক শ্যেন পক্ষী নখ-দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করিল এবং যেমন সে আমাকে লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইবে, অমনি আমি তাহার নখ হইতে এই স্থানে পতিত হইলাম। সেই নখরপ্রহারে আমার মস্তকে বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। এই বেদনার বৃত্তান্ত কেবল আমিই জানি আর কেহ জানে না। ভদ্রে! তুমি পূর্ব্বে আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই বলিলাম, এক্ষণে তোমার যথায় অভিরুচি হয়, গমন কর।

ধরে! অনন্তর সেই কোকনদ-লোহিতলোচনা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রাজকুমারীও করুণস্বরে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া পুন-রায় কহিল, নাথ! আমিও এই নিমিত্ত স্বীয় গূঢ়বৃত্তান্ত এত দিন প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমিও পূর্ব্বজন্মে যেরূপ ছিলাম, কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বজন্মে এক চিল্লী ছিলাম। একদা আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিতান্ত শ্রান্ত হওয়াতে এক বৃক্ষের শাখায় আসীন হইয়া আহার অন্বেষণ করি। ইতিমধ্যে এক ব্যাধ বহুতর বনচর জীব হত্যা করিয়া মাংসভার বহন পূর্ব্বক সেই পথে গমন করে। আমি যে বৃক্ষে উপবিষ্ট ছিলাম, ঐ ব্যাধ সেই বৃক্ষসমীপে স্বীয় পত্নীর নিকট মাংসভার স্থাপন পূর্ব্বক কাষ্ঠ আহরণার্থ বনমধ্যে গমন করিল এবং অনতি-যত সত্ত্ব কাষ্ঠ ও অগ্নি আহরণ করিয়া মাংস পাক করিতে প্রবৃত্ত

হইল। ঐ সময় আমি উড্ডীন হইয়া স্বীয় বজ্রসারময় দৃঢ়তর নখরে মাংসখণ্ড বিদ্ধ করিলাম এবং উহার ভারবত্তা প্রযুক্ত দূরগমনে অসমর্থ হইয়া নিকটবর্ত্তী এক স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলাম। এদিকে লুব্ধকও পরিপক্ক মাংস ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া যেমন অবশিষ্ট মাংসখণ্ডের অদর্শনে ইতস্ততঃ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল, অমনি দেখিল, আমি সেই মাংসখণ্ড ভক্ষণ করিতেছি। তখন সে সশর শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক যেমন আমাকে বাণবিদ্ধ করিল, দুর্দ্দান্ত কালের হস্ত দুরতিক্রমণীয়, অমনি আমি ঘুরিতে ঘুরিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও গতাসু হইলাম। কিন্তু এই বিষ্ণুক্ষেত্রের মহিমায় আমি কামনা না করিলেও রাজপুত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। তৎপরে তোমার পরিণীতা পত্নী হইয়াছি। পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত সমস্তই আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। নাথ! কালবশে আমার অস্থিসমূহের অধিকাংশই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট আছে, ঐ দেখ, তোমার নিকটেই নিপতিত রহিয়াছে। অনন্তর সেই রাজকুমারী পুনরায় কহিলেন, নাথ! আমি এই নিমিত্তই তোমাকে কোকাক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছি। এই ক্ষেত্রপ্রভাবে তির্য্যক্‌জাতিরাও সদ্বংশে মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া থাকে। যশোধন! তুমি আমাকে নারায়ণপ্রোক্ত যে যে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কহিবে, আমি এই বিষ্ণুক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া তাহাই করিব।

অনন্তর নৃপকুমার প্রিয়তমার বচন শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বকথা সকল তাঁহার স্মরণপথে সমুদিত হইতে লাগিল। তখন তিনি রাজকুমারীকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান

করিতে লাগিলেন এবং সেই বিষ্ণুক্ষেত্রের কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহের উপদেশ দিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই আপনার ইচ্ছামত কার্য্যসকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। সেই রাজদম্পতি পরম প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে যথাযোগ্য ধনরত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। ধরে! অন্যান্য যাহারা সেই রাজকুমারের সহিত তথায় গমন করিয়াছিল, তাহারাও শুদ্ধাচাররসম্পন্ন হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে স্ব স্ব ধন সমর্পণ করিতে লাগিল।

বসুন্ধরে! যাহারা সেই বিষ্ণুক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক আমার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই ক্ষেত্র-প্রভাবে চরমে শ্বেতদ্বীপে গমন করিল। রাজপুত্রও আমার কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিলেন। পরিশেষে মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করি-লেন। তত্রত্য মনুষ্যমাত্রেই আত্মতত্ত্বদর্শন-নিবন্ধন সকলেই শুক্লাম্বরধারী, দিব্য ভূষণে বিভূষিত, দীপ্তিশালী, দীর্ঘকায় ও প্রিয়দর্শন। তত্রত্য কামিনীগণও দিব্যদেহসম্পন্না উৎকৃষ্ট ভূষণে বিভূষিতা, তেজস্বিনী, দীপ্তিমতী, শুদ্ধস্বভাবা, আমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং সত্যের জ্যোতিষ্মতী।

ধরে! এই আমি তোমার নিকট অত্যুৎকৃষ্ট কোকামুখ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। সেই মৎস্য, সেই চিল্লী এবং ইচ্ছা-পূর্ব্বক যাহারা সেই ক্ষেত্রে গমন করে, তাহারা সকলেই আমার অনুগ্রহে শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া থাকে। ধরে! আমি তোমার নিমিত্ত যে কোকামুখ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, ইহা পরম ধর্ম্ম, পরম কীর্ত্তি, পরম যশ, পরম শক্তি, পরম কর্ম্ম,

এবং শ্রেষ্ঠতম তপস্যা। কিন্তু ক্রোধনস্বভাব, মূর্খ, শঠ, অভক্ত ও শ্রদ্ধাবর্জ্জিত লোকের নিকট ইহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা দীক্ষিত, নিয়ত দুঃখগ্রস্ত, পণ্ডিত ও শাস্ত্রে বিশারদ, তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি চরম সময়েও ইহা ধারণ করে, তাহা হইলে আর তাহাকে গর্ভবাসজনিত যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হইতে হয় না। ভদ্রে! এই আমি তোমার নিকট মহাফলদায়ক মহোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুক্ষেত্রে গমন করে, তাহারা মৎস্য ও চিল্লীর ন্যায় অনায়াসে উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

---

## ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

### পুষ্পগন্ধাদিমাহাত্ম্য।

সূত কহিলেন, কুলপতে। বসুন্ধরা বরাহদেবের প্রমুখাৎ ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত কোকামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, কোকাক্ষেত্রের কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! তির্য্যক্ জাতিরাও এই ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। যাহাহউক, দেব! এক্ষণে তোমার অনুগ্রহে আর কিছু জানিতে ইচ্ছা করি, ব্যক্ত কর। ইতিপূর্ব্বেই আমি প্রশ্ন করিয়াছি যে, মানবগণ কোন্ ধর্ম্ম, কি প্রকার তপস্যা, এবং কোন্ কর্ম্মবলে তোমার দর্শন লাভে সমর্থ হয়? ভগবন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিস্তারিত সমুদায় কীর্ত্তন কর।

কুলপতে! মাধব মাধবীকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্যবদনে পুনরায় কহিলেন, মহাভাগে! তুমি সংসারমুক্তি বিষয়ে যে ধর্ম্মগুহ্যকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ষাকাল বিগত হইয়া যখন নির্ম্মল শরৎ কাল সমুপস্থিত হয়, যখন আকাশ ও চন্দ্রমণ্ডল নির্ম্মল হয়, যখন না শীত, না গ্রীষ্ম, যখন রাজহংসগণ কলনাদ করিয়া ইতস্ততঃ বিহার করিতে থাকে, যখন কুমুদ, কহ্লার ও নানাবিধ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করে; সেই কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে যে ব্যক্তি আমার অর্চ্চনা করে, যাবৎ ত্রিলোক বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ কাল আমার ভক্ত ব্যতীত আর কোন ভক্তই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। মাধবি! দ্বাদশী দিবসে আমার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া আমার পূজার নিমিত্ত যে মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে কহিতেছি, শ্রবণ কর। মন্ত্র যথা—"ভগবন্! যে দ্বাদশীতে ব্রহ্মা ও রুদ্রদেব তোমার স্তব করেন, ঋষিগণ তোমার বন্দনা করেন, এই সেই দ্বাদশী উপস্থিত, প্রভো! প্রবুদ্ধ হও, নিদ্রা পরিত্যাগ কর, মেঘমালা বিগত হইয়াছে; পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান। লোকনাথ! তোমাকে শারদীয় পুষ্প সকল প্রদান করিতেছি। লোকসকল ধর্ম্মের নিমিত্ত, তোমার প্রীতির নিমিত্ত, প্রবুদ্ধ, জাগরিত হইয়া তোমাকে ভজনা করে, তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে, সত্রীরা সত্রের অনুষ্ঠান করে, পণ্ডিতগণ বেদ পাঠ করে। হে লোকনাথ! তুমি ভগবান্, তুমি শুদ্ধ, তুমি প্রবুদ্ধ এবং তুমি জাগ্রৎ।"

যশস্বিনি! আমার যে সকল ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে

মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দ্বাদশীদিনে আমার কার্য্য করে, তাহারা শ্রেষ্ঠতম গতিলাভে অধিকারী হইয়া থাকে। এই আমি আমার শারদীয় কার্য্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ইহা আমার ভক্তগণের অতীব সুখদায়ক এবং সংসার মুক্তির প্রধান উপায়।

ধরে! এক্ষণে তোমায় মদ্ভক্তগণের শ্রেষ্ঠতম গতিলাভের উপায়ভূত অন্যরূপ শিশিরসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমার ভক্তগণ শীত-বাত-জনিত কার্য্যসকল সহ্য করত অনন্যমনে ভক্তিভাবে যোগসাধন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিশিরজাত বনস্পতিপুষ্প সমূহ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ভূতলে জানুদ্বয় পাতিত করিবে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে ধাতঃ! তুমিই শিশির, হে লোকনাথ! তুমিই দুস্তর, দুষ্প্রবেশ কালপ্রভব এই হিম। সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার কর। হে লোকনাথ! তুমিই কেবল ইহার ধারণে সমর্থ।" যে ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিশির কালের কার্য্য সম্পাদন করে, সে ব্যক্তি অনায়াসে পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ধরে! এতদ্ভিন্ন অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ মাস আমার সাতিশয় প্রিয়। এই উভয় মাসে অচলা ভক্তি-সহযোগে পুষ্প প্রদান করিলে, নবসহস্র ও নবশত বর্ষ পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিতে পারে। এক একটি গন্ধপত্র প্রদানে যখন এই মহৎ ফললাভ হইয়া থাকে, তখন ধৈর্য্যশীল হইয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরি গন্ধপত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য। গন্ধপুষ্প দানের অপর ফল নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ এই তিন মাস কাল দ্বাদশী

দিবসে ঐকান্তিক যত্নের সহিত যে ব্যক্তি আমাকে বনমালা ও গন্ধপুষ্প প্রদান করে, তাহার দ্বাদশ বৎসর পূজা করিবার ফললাভ হয়। কার্ত্তিক মাসে গন্ধযুক্ত শালপুষ্প এবং অগ্র-হায়ণ মাসে গন্ধ মিশ্রিত উৎপল প্রদান করিলে মহত্তর ফল লাভ হইয়া থাকে। মাধবী বসুন্ধরা বরাহদেবের বাক্য শ্রবণে প্রণয়-হাস্যের সহিত কহিলেন, প্রভো! ষষ্ট্যধিক তিন শত দিন এবং দ্বাদশ মাস বিদ্যমান থাকিতে কেবল দুই মাসের এবং এক দ্বাদশী দিনের এত প্রশংসা করিতেছ কেন?

মাধব, দেবী ধরণী কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্য-বদনে ধর্ম্মানপেত বচনে তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! যে নিমিত্ত এই দুই মাস এবং তিথির মধ্যে দ্বাদশী আমার প্রিয়তম, কহি-তেছি, শ্রবণ কর। সহস্র ব্রাহ্মণকে দান করিয়া যে ফললাভ হয়, দ্বাদশীদিনে একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। দ্বাদশী সকল যজ্ঞ অপেক্ষা অধিক ফলবতী। আমি কার্ত্তিক মাসে জাগরিত এবং বৈশাখ মাসে উত্থিত হই। এই নিমিত্ত কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাসে সংযতচিত্ত হইয়া করে গন্ধপুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক "ভগবন্! আজ্ঞাপয়, ইমং বহুতরং নিত্যং বৈশাখঞ্চৈব কার্ত্তিকং গৃহাণ গন্ধপত্রাণি ধর্ম্মমেবং প্রব-র্দ্ধয়, নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রে গন্ধপত্র প্রদান করিবে। পুষ্প প্রদানের যে গুণ ও যে ফল কহিতেছি, শ্রবণ কর। শুচি ব্যক্তি এইরূপে গন্ধপত্র প্রদান করিয়া পরিশেষে পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে; যথা—"ভগবন্ আজ্ঞাপয় সুমনাংসী-মানি অর্চ্চয়িতুং মাং সুমনসংকুরু, গৃহ্নীষ্ব সুমনস্কং দেব! সুগন্ধেন তে নমঃ" এই মন্ত্রে পুষ্প প্রদান করিলে কর্ম্মপরায়ণ

দাতাকে আর জন্ম, মৃত্যু, গ্লানি ও ক্ষুধাজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; প্রত্যুতঃ সেই ব্যক্তি দেবমানের সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। ধরে! তুমি ইতিপূর্ব্বে যে পুষ্পদানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি তাহার ফলপ্রাপ্তি বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

## চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্বেত ও পাণ্ডুরাদি বিবিধ বর্ণ সুগন্ধ ও সুশোভন বাসন্তিক পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক প্রীতমনে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া আমাকে প্রদান করিবে; কিন্তু যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, সর্ব্বদা শুচি, মন্ত্রজ্ঞ ও কার্য্যপটু হয়, যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহারই প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রদানকালে 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া তাহার পর এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ নমোঽস্তু দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর। নমোঽস্তু তে লোক-নাথ প্রবীরায় নমোঽস্তু তে॥ এই বসন্তকালে পুষ্পিত বন-স্পতির গন্ধরসাদি আমাকে প্রদান করিবে। বসন্তকাল সমুপস্থিত হইলে পুষ্পিত বনস্পতিকে আমার ন্যায় দর্শন করিবে। ফাল্গুন মাস সমাগত হইলে যে ব্যক্তি এইরূপে আমাকে গন্ধ পুষ্প প্রদান করে, তাহাকে আর সংসারে পুন-

রায় প্রত্যাগমন করিতে হয় না। প্রত্যুতঃ সেই ব্যক্তি আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

অয়ি নিতম্বিনি! তুমি যে উৎকৃষ্ট বৈশাখ মাস ও বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, কহিতেছি শ্রবণ কর। শালবৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষসকল পুষ্পিত হইলে শালপুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক আমার পূজা করিবে। আমার অর্চ্চনার পরে অন্যান্য দেবতাদিগকে আমার সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া পূজা করিবে।

সূত কহিলেন, কুলপতে! ঐ সময় ঋষিগণ বেদমন্ত্রে, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নৃত্য-গীত-বাদ্যে এবং সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়া সেই পুরাণ পুরুষ, পুরুষোত্তম সর্ব্বলোকপ্রভু সর্ব্বভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, যক্ষগণ, পিশাচগণ, উরগগণ, রাক্ষসগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্গণ, সকলেই যুগান্ত কালেও যাহার ক্ষয় নাই, সেই অক্ষয় পুরুষের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় বায়ু, বিশ্বেদেবগণ, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, সোমদেব, দেবেন্দ্র ও হুতাশন প্রভৃতি সকলেই সমবেত হইয়া সেই ভূতনাথ, সেই সর্ব্বলোকেশ্বর দেব নারায়ণের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে নারদ, পর্ব্বত, অসিতদেবল, পুলস্ত্য, পুলহ, ভৃগু, অঙ্গিরা, মিত্রাবসু ও পরাবসু প্রভৃতি অন্যান্য ঋষিগণও সেই ভূতনাথ যোগিগণের যোগভূত নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন।

সেই সমস্ত মহাতেজস্বী দেবাদিগণের স্তবনির্ঘোষ নারায়ণের কর্ণকুহর প্রতিধ্বনিত করিলে, তিনি পৃথিবীকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে! বেদনির্ঘোষের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেবগণের যে স্তবনির্ঘোষ সমুত্থিত হইতেছে, শুনিতেছ কি?

তখন কমলদললোচনা, রূপগুণের একমাত্র আধার দেবী ধরণী বরাহদেবকে কহিলেন, লোকভাবন! তুমি বহুকাল বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছ, সেই নিমিত্ত তোমার আজ্ঞাবহ দেবগণ তোমার দর্শনলালসায় স্তব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

নারায়ণ কহিলেন, ধরে! দেবগণ যে, আমার অন্বেষণার্থ উপস্থিত হইতেছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমি দেবমানের সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অবলীলায় একদন্তে তোমাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। সেই নিমিত্ত আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, গণপতি, দেবেন্দ্র ও পিতামহ প্রভৃতি সকলে আমার দর্শন নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছেন; অতএব আমি আসি, আমাকে বিদায় দেও।

দেবী বসুন্ধরা নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, প্রভো! আমি রসাতলে গিয়াছিলাম, তুমিই অনুগ্রহ করিয়া আমার উদ্ধার সাধন করিলে। আমি তোমার শরণাগত, ও একান্ত ভক্ত, তুমি ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর নাই। সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, প্রধান কর্ম্ম কি? কোন্ কার্য্য করিলে জন্মগ্রহণ করিতে হয়? কোন্ কার্য্যদ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাক? কিরূপে তোমার পূজা করিতে হয়? যে কার্য্য সর্ব্ব প্রধান ও সুখাবহ, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি।

তোমার কর্ম্মে কখনই আমার কোন কষ্ট নাই। ফলতঃ তোমার কার্য্যে গ্লানি, জরা বা জন্ম মৃত্যু কিছুই থাকে না। সুরাসুরগণ, রুদ্রগণ, ইন্দ্র ও পিতামহ ব্রহ্মা তোমার কার্য্য-বলে কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? মাধব! যাহারা নিয়ত তোমার সাক্ষাতকারে সক্ষম হয়, তাহারা কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? তাহাদিগের আহার-বিধি ও আচারবিধি কিরূপ? তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইলে কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? তোমার কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার কি প্রকার যোগ, কাহার কি প্রকার তপস্যা? কে কি প্রকার ফললাভ করিয়া থাকে? কে কিরূপে অবস্থান করিবে? কে কি ভোজন করিবে? কে কি পান করিবে? কে কি কর্ম্ম করিবে? কে কোন্ দিকে অবস্থান করিবে? কি করিলে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়? কি করিলে বিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়? কি করিলেই বা তির্য্যক্‌যোনির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পাওয়া যায়? আমাকে সমস্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর।

ধরা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধরে! আমার যে সকল ভক্ত মোক্ষপথের পথিক, তাহারা যে মন্ত্রে আমাকে পরিতুষ্ট করিবে, সেই সকল মন্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। মন্ত্র যথা,—'মাধব! তুমি সমুদায় মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাধব-মাস। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে গন্ধ ও রসপ্রয়োগ নিমিত্ত তুমি সমুপস্থিত হও। যজ্ঞে নিয়ত তোমারই অর্চ্চনা করে।

নারায়ণ! সপ্তলোকমধ্যে তুমিই একমাত্র বীর।' গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলেও চৈত্র মাসের ন্যায় সমুদায় নিয়ম সম্পাদন করিয়া নারায়ণপ্রিয় এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে, 'তুমি সমুদায় মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাস গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মকালে তোমাকে উপস্থিত দর্শন করিয়া সমুদায় দুঃখের শান্তি হউক্।' বরারোহে! গ্রীষ্মকালে এইরূপে আমার অর্চ্চনা করিলে, আর তাহাকে জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হয় না; প্রত্যুত সে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গ্রীষ্মমাসে এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করে, পৃথিবীতে যাবতীয় পুষ্পিত সুগন্ধ শালপুষ্প বিদ্যমান থাকে, তৎসমুদায় দ্বারা আমার অর্চ্চনা করা হয়।

ধরে! বর্ষাকালেও এইরূপে আমার কার্য্য করিবে। তাহা হইলে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, সুতরাং আর সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। এক্ষণে সংসারমুক্তির আর এক উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ষাকালে কদম্ব, সরলও অর্জ্জুনবৃক্ষ সকল পুষ্পিত হয়। ঐ সময় সেই সমুদায় বৃক্ষের পুষ্প লইয়া পরম সমাদরে আমায় অর্চ্চনা করিবে। তাহার নিয়ম এই যে, প্রথমতঃ যথাবিধি আমাকে সংস্থাপন পূর্ব্বক 'নমো নারায়ণায়' এই বলিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে যাহারা ধ্যানস্থ হইয়া নিজ মহিমায় পূজ্যমান তোমাকে মনোমধ্যে মেঘবর্ণ ভাবনা করে, হে লোকনাথ! তাহারা বর্ষাকালে তোমাকে শয়ান মেঘবর্ণ বিলোকন করুক।' ধরে! যে ব্যক্তি আষাঢ় মাসের দ্বাদশীতে এইরূপ নিয়মে শান্তিদানের উপায় এই কল্যাণকর আমার কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, এই সংসারে ল হই-

যুগেই তাহার নাশ নাই। আমার কার্য্যপরায়ণ মানবগণ যে সময়ে যে কার্য্য করিয়া এই সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হয় তাহা তোমায় কীর্ত্তন করিলাম। মহাভাগে! যে গুহ্য বৃত্তান্ত তোমার নিকট বিবৃত করিলাম, বরাহরূপী এই নারায়ণ ভিন্ন দেবগণমধ্যে আর কেহই ইহা অবগত নহেন। যাহারা মন্ত্রে অদীক্ষিত, যাহারা খলস্বভাব ও মূর্খ, যাহারা কুশিষ্য ও শাস্ত্র-দূষক, তাহাদিগকে এ উপদেশ দান করা কর্ত্তব্য নহে। গোঘ্ন ও শঠের নিকট ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে। পাঠ করিলে শীঘ্রই পাঠকের ধন ধান্যাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ভগবদ্ভক্ত, তাহাদিগের নিকট পাঠ করাই কর্ত্তব্য। ভদ্রে। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমার যে সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তোমার নিকট বিস্তারিত বিবৃত করিলাম এক্ষণে আর কি জানিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর।

# পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, কুলপতে! ব্রতাবলম্বিনী বসুন্ধরা ছয়ঋতুর যে সমস্ত কার্য্য, তাহা শ্রবণ করিয়া পুনরায় নারায়ণকে জিজ্ঞাসিলেন, প্রভো! তুমি যে সকল মঙ্গলজনক লোকবিখ্যাত পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। আমার দেহ ও মন শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হইল। কিন্তু আর এক গুহ্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে, অতএব তুমি তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার শ্রবণপিপাসার শান্তি কর। মাধব! তুমি যে তোমার মায়ার কথা উল্লেখ করিলে, সে মায়া কিরূপ এবং কাহাকে বলে, আমি সেই উৎকৃষ্ট মায়ার্থ রহস্য জানিবার নিমিত্ত উৎসুক, কীর্ত্তন কর।

তখন ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর বচন শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে! আমাকে যে মায়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমার সমক্ষে অনর্থক কেন কষ্ট পাইবে? কারণ ব্রহ্মা, রুদ্রদেব ও ইন্দ্রাদি, কেহই অদ্যাপি আমার মায়ার বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই, তবে তুমি কিরূপে আমার মায়াতত্ত্ব অবগত হইবে? এই যে কোন দেশ মেঘপ্রভব বৃষ্টিজলে প্লাবিত হইতেছে, আবার কোন দেশ একেবারে জলশূন্য হইয়া পড়িতেছে; এই যে এক পক্ষে সোমদেব ক্রমেই ক্ষয় প্রাপ্ত আবার পক্ষান্তরে পরিবর্দ্ধিত এবং অমানিশায় একেবারে দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেছেন, এই যে কূপোদক শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে সুশীতল হই-

তেছে; এই যে ভাস্কর পূর্ব্বদিকে সমুদিত এবং পশ্চিম দিকে অস্তগত হইতেছেন; এই যে শোণিত ও শুক্র জীবদেহে বিদ্যমান থাকিয়া গর্ভকোষে গমন পূর্ব্বক প্রাণিরূপে পরিণত হইতেছে; এই যে জীব গর্ভবাসে গমন পূর্ব্বক দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যেমন ভূমিষ্ঠ হইতেছে, অমনি সমস্ত বিস্মৃত হইতেছে; এই যে জীব স্ব স্ব কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া একেবারে চৈতন্য রহিত ও স্পৃহাশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে; এই যে শুক্র ও শোণিতের সংযোগে জীবের অঙ্গুলি চরণ, হস্ত, মস্তক, কটী, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল, দন্ত, ওষ্ঠপুট, নাসিকা, কর্ণ, নেত্র, কপাল, ললাট ও জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সমুদ্ভূত হইতেছে; এই যে জীবের ভুক্ত অন্ন জীর্ণ ও পীত জল অধোভাগ দ্বারা নির্গত হইতেছে; এই যে শব্দ স্পর্শরূপ রস ও গন্ধ বিদ্যমান দেখিতেছে এবং জীবগণকে অন্ন প্রভাবে জীবিত দেখিতেছ; এই যে সমুদায় ঋতু, সমুদায় স্থাবর এবং সমুদায় জঙ্গমে আমার অস্তিত্ব দেখিতেছ, অথচ কেহই তাহার তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারিতেছে না; এই যে আকাশ জল ও পার্থিব জল, যাহাতে নদী সকল পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; এই যে পল্বল ও সরোবর সকল বর্ষাজলে পরিপূর্ণ, আবার গ্রীষ্মে শুষ্ক হইতেছে; এই যে মন্দাকিণী হিমালয় পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে নিপতিত হইয়া পৃথিবীতে আগমন পূর্ব্বক গঙ্গানামে পরিণত হইয়াছে; এই যে মেঘ সকল লবণার্ণব গর্ভ হইতে সলিলরাশি সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অতি মধুর অমৃতধারায় বর্ষণ করিতেছে; এই যে কোন কোন রোগার্ত্ত জীব মহৌষধ সেবন করিয়া তাহার বলে আরোগ্য লাভ করিতেছে,

আবার কোন কোন জীব সেই ঔষধ সেবন করিয়াও কালকবলে নিপতিত হইতেছে; এই যে জীব প্রথমে বাল্যাবস্থা, পরে যৌবনাবস্থা, তৎপরে প্রৌঢ়াবস্থা, তৎপরে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়া ক্রমশঃ পঞ্চেন্দ্রিয়-জ্ঞানপরিশূন্য হইতেছে; এই যে বীজসকল ভূমিতে নিহিত হইয়া তাহা হইতে প্রথমতঃ অঙ্কুর তৎপরে পত্রাদি উদ্গত হইতেছে; এই যে একমাত্র বীজ হইতে শত শত বীজ উৎপন্ন ও অমৃতরসে পরিপূর্ণ হইতেছে, এ সমস্তই আমার মায়া। লোকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, খগপতি গরুড় মহাবেগে আমাকে বহন করে, কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে; আমিই স্বয়ং গরুড়রূপ ধারণ পূর্ব্বক আপনি আপনাকে বহন করিয়া থাকি। এই যে দেবগণ যজ্ঞভাগ বহন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেছেন, সে কেবল আমিই স্বীয় মায়াবলে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকি। লোকের বিশ্বাস, দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্য ভোজন করিতেছেন; কিন্তু তাহা নহে, আমিই মায়াবলে ত্রিদশরূপে পরিণত হইয়া যজ্ঞীয় সামগ্রী ভোজন করিয়া থাকি। সকলেই বৃহস্পতিকে সুর-গুরু ও যষ্টা বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে; কিন্তু সে কেবল আমিই মায়াবলে বৃহস্পতিরূপে পরিণত হইয়া দেবগণের যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি। লোকের ধ্রুব জ্ঞান আছে যে, বরুণদেব সমুদ্রের অধীশ্বর; কিন্তু তাহা নহে, আমিই বারুণী মায়া অবলম্বন করিয়া সমুদ্রকে রক্ষা করিতেছি। লোকের বিশ্বাস আছে যে, ধনপতি কুবের জগতের সমুদায় ধন রক্ষা করিতেছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে আমিই ধনপতি হইয়া জগতের সমুদায় ধন রক্ষা করিতেছি। লোকে বলিয়া থাকে

বৃত্রাসুর ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, আমিই ঐন্দ্রী মায়া অবলম্বন করিয়া তাহাকে নিষূদিত করিয়াছি। লোকে মনে করিয়া থাকে আদিত্যই সর্ব্বপ্রধান, কিন্তু আমিই মায়াময় মেরু কল্পনা করিয়া সূর্য্যকে ঘূর্ণিত করিতেছি। লোকে বলিয়া থাকে জল শুষ্ক হইয়া কোথায় যায়? কিন্তু আমিই যে বড়বানলরূপে সমুদায় জল শোষণ করিতেছি, তাহা কেহই জানিতে পারিতেছে না। লোকে বলিয়া থাকে, জল কোথায় থাকে, এবং কোথা হইতে বৃষ্টি হয়, কিন্তু তাহারা জানে না যে, আমিই মায়াময় বায়ুরূপ ধারণ করিয়া মেঘে জলদান করিয়া থাকি। মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, দেবতারাও আমার মায়াবলে জলের অবস্থিতিস্থান অবগত নহেন। আমার মায়ায় বনমধ্যে নানাবিধ ঔষধ অবস্থান করিতেছে। মানবগণ মনে করিয়া থাকে, রাজাই প্রজাসমুদায় প্রতিপালন করিতেছেন, কিন্তু সে রাজরূপ যে আমার মায়া, তাহা তাহাদিগের হৃদয়াকাশে কখনই সমুদিত হয় না।

ধরে! যুগান্তকাল সমাগত হইলে যখন দ্বাদশ আদিত্য সমুদিত হইয়া পৃথিবী সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন আমিই তাহাদিগের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লোকসংহারক মায়া বিস্তার করিয়া থাকি। এই যে দিবাকরকর বিকীর্ণ হইয়া সমুদায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিতেছে, উহা কেবল আমার অংশুমায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। যুগান্তকালে সংবর্ত্তক নামে যে মেঘ মুষলধারে বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবী প্লাবিত করে, আমিই সেই সংবর্ত্তক মেঘরূপে স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া থাকি। হে ভূতধাত্রি! আমি যে শেষশয্যায় শয়ন

করিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনা করি, সে অনন্তশয্যা বা নিদ্রার উপাসনা আমার মায়াভিন্ন আর কিছুই নহে। ধরিত্রি! আমার বরাহমায়া কি, তোমার অবিদিত আছে? দেবগণ যে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তাহাও আমারি মায়া। তুমিও যে আমার বৈষ্ণবী মায়া, তাহা কি তোমার অগোচর আছে? আমি সপ্তদশ বার এইরূপে তোমাকে ধারণ করিয়াছি। দেবি! আমিই নিজ মায়াবলে পৃথিবী একার্ণব করি, আবার আমিই স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া সলিলে ভাসমান হই। আমিই প্রজাপতির সৃষ্টি করিতেছি, আমিই রুদ্রদেবের সৃষ্টি করিতেছি, এবং আমিই তাহাদিগের কার্য্যভার বহন করিতেছি; কিন্তু তাহারা আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কিছুই জানিতে পারিতেছে না। এই যে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পিতৃগণ বিরাজ করিতেছেন, উহাঁরাও আমার পিতৃময়ী মায়াভিন্ন আর কিছুই নহে। হে সুন্দরি! আমি নিজ মায়াবলে একজন ঋষিকে স্ত্রীরূপে পরিণত করিয়াছি।

তখন বসুন্ধরা বরাহদেবের বচন শ্রবণ করিয়া ঋষিবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেব! সেই ঋষিপ্রবর এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে স্ত্রীযোনিতে পরিণত করিলে? শ্রবণপিপাসা আমাকে একান্ত ব্যাকুলিত করিতেছে, অতএব আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন কর।

অনন্তর বরাহরূপী নারায়ণ পৃথিবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট ও সন্তুষ্টমনে মধুর বচনে কহিলেন, সুন্দরি! আমি যাথার্থত সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিশালাক্ষি!

আমি যে মায়াপ্রভাবে ব্রাহ্মণকে স্ত্রীযোনিতে পরিণত করিয়াছি উহা আমার লোমহর্ষিণী রোহিণী মায়া। ঐ মায়াপ্রভাবে সোমশর্ম্মা উত্তম, মধ্যম ও অধমাদি নানাবিধ যোনি পরিভ্রমণের পর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ হইতেই আবার স্ত্রীযোনি লাভ করিয়াছে। তিনি কোন বিষয়েই অপরাধী নহেন, বা কখন কোন দুষ্কর্ম্ম করেন নাই। তিনি নিয়ত কেবল আমার আরাধনা এবং আমার কার্য্যেই তৎপর হইয়া অহর্নিশ হৃদয়ে আমারই মনোহর মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন। দীর্ঘকাল পরে তাঁহার তপস্যা, তাঁহার কার্য্য, তাঁহার একান্ত ভক্তি ও তাঁহার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলাম এবং কহিলাম, দ্বিজবর! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি ধনরত্ন, গোধন, নিষ্কণ্টক রাজ্য, হেমঘটপূর্ণ সুসমৃদ্ধি, অথবা যথায় দিব্যরূপলাবণ্যযুক্ত উৎকৃষ্ট অপ্সরাগণ বিদ্যমান আছে, সেই স্বর্গসুখ, যাহা তোমার ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব। তখন বিপ্রবর আমার বচন শ্রবণে অবনতমস্তকে ভূতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! যদি রাগ প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে দাস বর প্রার্থনা করে। আপনি যে পূর্ব্বে কহিলেন, আমার ইচ্ছামত বর প্রদান করিবেন; কিন্তু আমি বলিতেছি, আমার কাঞ্চনে প্রয়োজন নাই, আমার গোধনে প্রয়োজন নাই, আমার দিব্যাঙ্গনায় প্রয়োজন নাই, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমার স্বর্গে প্রয়োজন নাই, আমার অপ্সরোগণে প্রয়োজন নাই, আমার মনোহারিণী সমৃদ্ধিতেও প্রয়োজন নাই। আমি কেবল আপনার মায়াবিনী লীলার মর্ম্ম অবগত হইতে প্রার্থনা করি।"

তখন আমি তাঁহার বচন শ্রবণে কহিলাম, দ্বিজবর! আমার মায়াবিজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি কেন অকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছ? আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দেবগণও মায়াতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না।

ঐ সময় সেই বিপ্রেন্দ্র আমার মায়াবলে মধুর বচনে কহিলেন, দেব! যদি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানে বা আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করুন।

অনন্তর আমি সেই তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণকে কহিলাম, "দ্বিজবর! তুমি কুব্জাম্রকে গমন করিয়া গঙ্গাসলিলে অবগাহন কর, তাহা হইলেই আমার মায়াতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে।" তখন সেই ত্রিদণ্ডী কুণ্ডধারী ব্রাহ্মণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমার মায়াতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত কুব্জাম্রকে গমন করিলেন এবং তথায় স্বীয় অর্থভাণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রথমে যথানিয়মে তীর্থের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর যথাবিধি গঙ্গাগর্ভে অবতীর্ণ হইরা অবগাহন পূর্ব্বক যেমন স্বীয় কলেবরে গঙ্গামৃত্তিকা বিলেপন করিলেন, অমনি তাঁহার ব্রাহ্মণ কলেবর বিগত হইল। তিনি এক নিষাদপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় গর্ভযন্ত্রণায় নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "অহো কি কষ্ট! আমি এমন কি দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিলাম যে, আমাকে নরকতুল্য নিষাদগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হইল! আমার তপস্যায় ধিক্, আমার কর্ম্মে ধিক্, আমার ফলে ধিক্, আমার জীবনেও ধিক। মলপূর্ণ নিষাদগর্ভের যন্ত্রণাভোগ করা কি আমার পরিণাম হইল?

হায়! তিনশত অস্থি পরিবেষ্টিত, নবদ্বার সংযুক্ত, বিন্মূত্র-পরিপূর্ণ, মাংস ও শোণিতময় কর্দ্দমে নিষিক্ত, দুঃসহ দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, বাত-পিত্ত-কফে আক্রান্ত, বহুরোগ ও বহু দুঃখের একমাত্র আধার এই গর্ভ কি ক্লেশকর! আর বলিয়াই বা কি করিব, ইহাই ত আমায় ভোগ করিতে হইল? কোথায় বা বিষ্ণু, কোথায় বা আমি, আর কোথায় বা পাবন গঙ্গাসলিল? যাহাই হউক এই গর্ভসংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় আবার নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব।"

ধরে! সেই সোমশর্ম্মা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যেমন গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন, অমনি তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ধনধান্য পরিপূর্ণ সুসমৃদ্ধ নিষাদগৃহে কন্যারূপে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু বৈষ্ণবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া পূর্ব্বকথা আর কিছুই স্মরণ রহিল না। কিছুকাল পরে যথাসময়ে উদ্বাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। নিষাদকন্যা পুত্রকন্যা প্রসব করিল। কিন্তু খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, পেয়াপেয় জ্ঞান নাই, কার্য্যাকার্য্য বোধ নাই, বাচ্যাবাচ্য বিবেক নাই, গম্যাগম্য বুদ্ধি নাই। নিরন্তর কেবল জীবহত্যা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এইরূপে ক্রমে পঞ্চাশত বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে একদা তাহাকে এইরূপ বুদ্ধি প্রদান করিলাম যে, সে সেই বুদ্ধি-প্রভাবে বিষ্ঠালিপ্ত বস্ত্র প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত কলসকক্ষে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গঙ্গাতটে উপনীত হইল। তথায় সেই বস্ত্র ও কলস সংস্থাপন পূর্ব্বক স্নানার্থ গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া যেমন মস্তক মজ্জন করিল, অমনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ ত্রিদণ্ডী কুণ্ডীধর তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইল।

তাহার জ্ঞান পূর্ব্ববৎ আভাসমান হইল, দেখিল তথায় সেই ত্রিদণ্ড, সেই কুণ্ডী, সেই ধনাধার ভাণ্ড ও সেই পরিধেয় বস্ত্রাদি সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন সেই তপোধন সলজ্জভাবে ভাগীরথীতীরে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পরিধেয় বসন গ্রহণ করিলেন এবং তত্রত্য সৈকত ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় পূর্ব্বাচরিত যোগ বিষয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "আমি কি পাপাত্মা! আমি এই বিগর্হিত দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম? আমার জীবনে ধিক্! আমি একেবারে আচারভ্রষ্ট হইয়া এই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম? আমায় নিষাদকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইল! আমি অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলাম! আমায় জলচর, স্থলচর ও খেচর জীব হত্যা করিয়া জীবিকা সম্পাদন করিতে হইল! আমি অপেয় পানে, অবিক্রেয় বিক্রয়ে, অগম্যা গমনে ও অকথ্য কথনে প্রবৃত্ত হইলাম! আমি যে, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াছি, তাহার আর সংশয় নাই। কি আশ্চর্য্য! আমি নিষাদদ্বারা পুত্রকন্যা উৎপাদন করিলাম! এমন কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, আমায় ঈদৃশ ঘৃণিত নিষাদযোনি লাভ করিতে হইল?

ধরে! সোমশর্ম্মা এইরূপ চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে নিষাদ, পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই মায়াতীর্থে আগমন পূর্ব্বক ভক্তিমতী সুলোচনা স্বীয় পত্নীকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। একাদিক্রমে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিশেষে সেই রূপান্তরপ্রাপ্ত তপস্তপ্যমান তপোধনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি দেখিয়াছেন, আমার ভার্য্যা কলস হস্তে করিয়া জলাহরণ নিমিত্ত এই গঙ্গাতীরে আগমন করিয়াছে? অন্যান্য

যাহারা তথায় উপনীত হইয়াছিল, তাহারা কহিল, এই পরিব্রাজক ও এই জলকুম্ভ ভিন্ন আমরা ত আর কিছুই দেখি নাই।

তখন নিষাদ স্বীয় ভার্য্যার উদ্দেশ না পাইয়া এবং কেবল জলকুম্ভ ও বস্ত্রমাত্র তথায় নিপতিত রহিয়াছে দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে করুণ স্বরে বিলাপ করত বলিতে লাগিল, 'এই ত দেখিতেছি তাহার বস্ত্র ও জলকুম্ভ নিপতিত রহিয়াছে; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? স্নানকালে কোন দুষ্ট গ্রাহ কি সেই নিরপরাধা অবলাকে জলসাৎ করিল? প্রিয়ে! তোমাকে মুখে অপ্রিয় কথা বলা দূরে থাক্, আমি ত কখন স্বপ্নেও তোমায় অপ্রিয় বলি নাই! অথবা ভূতে, পিশাচে কি রাক্ষসে তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে! কিম্বা কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া এই গঙ্গায় দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছে! হায়! আমি পূর্ব্বজন্মে কি কঠোর দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম! সেই পাপেই আমার সমক্ষেই আমার ভার্য্যার এইরূপ দুর্গতি লাভ হইল? হা কান্তে! হা সৌভাগ্যবতি! হা মচ্চিন্তানুবর্ত্তিনি! কোথায় রহিলে! শীঘ্র আইস। এই দেখ, তোমার বালক বালিকাগণ ভয়ে কাতর হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে। বরারোহে! আমার দুরবস্থা দর্শন কর। এই দেখ এ তিনটি পুত্র নিতান্ত শিশু, কন্যা চারিটিও তদবস্থ। এই দেখ, ইহারা সকলেই তোমার দর্শনলালসায় রোদন করিতেছে। নিয়ত আমি দুষ্কর্ম্মে পরিভ্রমণ করি। তুমি এগুলিকে রক্ষা কর। আমিও একান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি। কল্যাণি! তুমি আমার ক্ষুধা তৃষ্ণার নাম শুনিলে যে ভক্তিপূর্ব্বক তাহার শান্তির চেষ্টা করিতে?

বসুন্ধরে! সেই নিষাদ এইরূপে বিলাপ করিয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিলে তপোধন সলজ্জভাবে পরোক্ষে বলিতে লাগিলেন, ব্যাধ! তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর; আর তোমার সে ভার্য্যা নাই। তোমার সুখ ও তোমার সহিত সংযোগ শেষ করিয়া সে প্রস্থান করিয়াছে, আর সে আসিবে না। অনন্তর তাহার সমক্ষে কহিলেন, নিষাদ! আর কেন বৃথা কষ্ট করিতেছ, স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও। গিয়া বিবিধ আহারদানে বালকগুলিকে প্রতিপালন কর। কখনই ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

তখন লুব্ধক পরিব্রাজকের বচন শ্রবণে দুঃখশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া মধুরবচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মুনিবর! হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য! তুমি ত মধুর বাক্যে আমাকে সান্ত্বনা করিলে।

অনন্তর ব্রতাবলম্বী মুনিবর নিষাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকসন্তপ্তমনে তাহাকে কহিলেন, ভদ্র! তুমি আর রোদন করিও না। আমিই তোমার সেই ভার্য্যা ছিলাম। এই গঙ্গাতীরে আসিয়া মুনিরূপে পরিণত হইয়াছি।

পরিব্রাজকের বচনশ্রবণে নিষাদের দুঃখ দূর হইল। তখন সে সানুনয় বাক্যে কহিল, দ্বিজোত্তম! স্ত্রীলোক পুরুষ-রূপে পরিণত হওয়া অতি আশ্চর্য্য কথা।

নিষাদের বচন শ্রবণে দ্বিজবর সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, ধীবর! তুমি এক্ষণে এই বালকগুলি সমভিব্যাহারে করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। সকলের প্রতি কোথায় স্নেহ করিও।

ধীবর মুনিকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়াও তথা হইতে প্রস্থান করিল না; বরং মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিল, দ্বিজবর! তুমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি দুষ্কৃত কর্ম্ম করিয়াছ যে, তোমাকে স্ত্রীযোনি লাভ করিতে হইল? তুমি কি অপরাধে পুরুষ হইয়া স্ত্রীত্ব লাভ এবং কেনই বা স্ত্রী হইয়া পুরুষত্ব লাভ করিলে, যথাযথ সমুদায় কীর্ত্তন কর।

ব্রতাবলম্বী ঋষিবর সোমশর্ম্মা নিষাদকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মধুরবচনে কহিলেন, নিষাদ! আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি স্বীয় জ্ঞানানুসারে কখন কুত্রাপি কোন দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই। আমি চিরকাল একাহার, কখন কোন অভক্ষ্য ভক্ষণ করি নাই। আমি নিয়ত সেই লোকনাথ জনার্দ্দন বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছি। তাঁহার দর্শনাভিলাষে নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। দীর্ঘকাল পরে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দর্শন দান করিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ বরদানের কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি আর কোন বর প্রার্থনা না করিয়া কেবল বলিলাম, 'হে প্রণতবৎসল বিষ্ণো! আমাকে নিজ মায়া প্রদর্শন কর।' তিনি কহিলেন, আমার মায়াদর্শনে তোমার কি ফল হইবে? তথাপি আমি বারম্বার কহিলাম, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমায় মায়া প্রদর্শন কর। বারম্বার এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করাতে, তিনি কহিলেন, যদি একান্তই আমার মায়া দর্শন করিবার মানস হইয়া থাকে, তাহা হইলে কুব্জাম্রকে গমন কর। তথায় গঙ্গাস্নান করিলে আমার মায়া বিদিত হইতে পারিবে। আমি লোভবশতঃ

এই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দণ্ড, কমণ্ডলু ও বস্ত্রাদি সমস্ত এই স্থানে স্থাপন করিয়া যেমন স্নান করিবার নিমিত্ত ভাগীরথীর এই নির্ম্মল সলিলে মস্তক মজ্জন করিলাম, অমনি কি ঘটিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই এক শবরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলাম, তাহার পর তোমার পত্নী হইয়াছিলাম। কোন কারণবশতঃ আবার যেমন এই ভাগীরথীসলিলে স্নান করিলাম, অমনি পূর্ব্বের ন্যায় ঋষিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিষাদ! ঐ দেখ, আমার বস্ত্র, কমণ্ডলু ও ধনাধার ভাণ্ড পূর্ব্ববৎ নিপতিত রহিয়াছে; তোমার গৃহে বাস করিবার সময় আমার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমার দণ্ডবস্ত্রাদি না জীর্ণ, না গঙ্গাসলিলে অপহৃত, কিছুই হয় নাই; সমভাবেই রহিয়াছে।

ধরে। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে নিষাদ একেবারে অদৃশ্য হইল, এবং তাহার সন্তান সন্ততি আর কেহই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সেই সোমশর্ম্মা পুনরায় াস ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল। তখন তিনি সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধি বেদী রচনা পূর্ব্বক সাতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে আমার কার্য্যের উপযোগী পুষ্প সকল আহরণপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করিলেন এবং বীরাসন হইলেন। অনন্তর অন্যান্য যে সমস্ত ব্রাহ্মণ স্নানার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই সোমশর্ম্মাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক কহিলেন, দ্বিজোত্তম! তুমি পূর্ব্বাহ্ণে ধনাধার ভাণ্ড, কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড এবং ধীবরদিগকে এই স্থানে স্থাপন করিয়া কোথায়

গিয়াছিলে ? তুমি কি এ স্থান বিস্মৃত হইয়াছিলে ? তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন ?

অনন্তর মুনিবর ব্রাহ্মণগণের বচন শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এদিকে দ্বিজগণও প্রতিবচন প্রাপ্ত না হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মুনিবর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য ! আজ অমাবস্যা, ঠিক পঞ্চাশৎ বর্ষ পুর্ণ হইল; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ 'তুমি পূর্ব্বাহ্নে এ সমস্ত স্থাপন করিয়া একেবারে অপরাহ্নে আসিলে" এরূপ বলিতেছে কেন !

দেবি ধরে ! তপোধন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে আমি মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলাম এবং কহিলাম, তপোধন ! তোমার এত উদ্ভ্রান্ত, এত ব্যগ্র দেখিতেছি কেন ? কি আশ্চর্য্য সন্দর্শন করিলে ?

আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সোমশর্ম্মা অমনি ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিতে করিতে দুঃখিতমনে কাতরবচনে আমাকে কহিলেন, জগদ্গুরো ! এইমাত্র দ্বিজগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, "তুমি পূর্ব্বাহ্নে বস্ত্র কমণ্ডলু প্রভৃতি এই স্থানে স্থাপন করিয়া অপরাহ্ন পর্য্যন্ত কোথায় গিয়াছিলে ? তোমার কি পথভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল ?" কিন্তু আমি ব্যাধযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত নিষাদের ভার্য্যা হইয়া তিন পুত্র এবং চারি কন্যা প্রসব করিয়াছি, এতগুলি অপত্য জন্মগ্রহণ করিবার পর আমি একদিন স্নানার্থ গঙ্গাতটে আগমন করিলাম এবং তথায় বস্ত্রাদি স্থাপন পুর্ব্বক জলে অব-

তীর্ণ হইয়া যেমন মস্তক মজ্জন করিয়াছি, অমনি পুনরায় পূর্ব্ব-বৎ মুনিজনবন্দিত রূপ লাভ করিলাম। মাধব! আমি কি তোমার সেবার ক্রটি করিয়াছি? তপোনুষ্ঠান সময়ে আমার কি কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল? তোমার সেবাসময়ে আমি কি কোন অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছি? তোমার অর্চ্চনায় আমার কি কোন ব্যভিচার ঘটিয়াছিল? ভগবন্! এই সমস্ত চিন্তায় আমি একান্ত ব্যাকুল হইয়াছি, অতএব আমার নরক লাভের যথার্থ কারণ কি নির্দ্দেশ কর। নরকে নিপতিত হইবার আমার ত আর কোন কারণ স্মরণ হইতেছে না, তবে আমি পূর্ব্বে কেবল তোমার মায়াতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত তোমায় বিরক্ত করিয়াছিলামমাত্র।

ধরে! দুঃখসন্তপ্ত সোমশর্ম্মার বচনাবসানে তাহার সেই করুণ পরিদেবন শ্রবণ করিয়া কহিলাম, দ্বিজবর! তুমি দুঃখ করিও না। তোমার নিজদোষে বা আমার পূজার ব্যতিক্রমে তোমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত বা তির্য্যকযোনি লাভ হয় নাই। পূর্ব্বে আমি যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রার্থনা করিতে কহিলাম, তখন তুমি অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া কেবল আমার মায়াতত্ত্ব জানিবার নিমিত্তই উৎসুক হইলে। আমি তোমায় অত্যুৎকৃষ্ট পার্থিব ভোগ ও অন্যান্য বরপ্রদান করিতে ইচ্ছা করিলাম, তুমি তাহাতে সম্মত হইলে না। তুমি যেমন আমার মায়া দর্শনে ব্যগ্র হইলে আমি তোমায় তাহাই প্রদর্শন করিলাম। নতুবা একদিনও গত হয় নাই বা অপরাহ্নও উপ-স্থিত হয় নাই, অথবা নিষাদগৃহে পঞ্চাশত বর্ষ সমতীতও হয় নাই। দ্বিজবর! তোমায় আর এক কথা কহিতেছি, কপোত

কর। তুমি যে শুভাশুভ কর্ম্মের আশঙ্কায় নিষাদযোনি লাভ করিয়াছ বলিয়া অনুতাপ করিতেছ, তাহাও কিছুই নহে, সমস্তই আমার মায়া। তুমি কেবল বিস্ময়ে পরিতাপ করিতেছ। নতুবা ইহজন্মে তুমি কোন দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান, খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে ব্যভিচার, আমার অর্চ্চনার ব্যাঘাত, বা তপস্যায় কোন বিঘ্ন সম্পাদন কর নাই। তুমি জন্মান্তরে যে দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিমিত্ত এইরূপ ফলভোগ করিলে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার ভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান দান কর নাই। সেই পাপে তোমার এইরূপ দুঃখদায়ক ভোগ সমুপস্থিত হইয়াছে। যাহারা আমার ভক্ত, নিশ্চয়ই তাহারা শুদ্ধাত্মা। এমন কি, তাহারা আমার মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র। মদ্ভক্ত ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিলে আমাকেই নমস্কার করা হয়। যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা নিশ্চয়ই আমাকে জানিতে পারে। যে সকল বিপ্রগণ আমার দর্শনলাভে উৎসুক, নিশ্চয়ই তাহারা আমার একান্ত ভক্ত। তাদৃশ পবিত্রাত্মা ভক্ত ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা দর্শন ও পূজা করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমি কলিযুগে দ্বিজরূপে অবস্থান করিয়া থাকি। সুতরাং যাহারা ব্রাহ্মণভক্ত, তাহারা আমার ভক্ত, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। যে ব্যক্তি আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করে, যাহার নিন্দার নাম মাত্র নাই, একান্তমনে আমার ভক্ত হওয়াই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দ্বিজবর! তুমি সিদ্ধিলাভ করিলে, এক্ষণে যথায় অভিরুচি গমন কর। প্রাণবায়ু যখন তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি নিশ্চয়ই অত্যুৎ-

ক্লুষ্ট পরম রমণীয় শ্বেতদ্বীপে আমার সন্নিকটে আগমন করিতে পারিবে।

ধরে! আমি সোমশর্ম্মাকে এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলাম। তিনিও কিয়ৎ কাল সেই মায়াতীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক কঠোর তপশ্চরণ করত দেহপাত করিয়া শ্বেতদ্বীপে আমার সমীপে সমাগত হইলেন। ধন্বীই হউক, তূণীই হউক, শরীই হউক, খড়্গীই হউক, আর মায়াবলে বিক্রান্তই হউক, সকলেই আমাকে মায়াবী বলিয়া জানিয়া থাকে। ধরে! আমার মায়াতত্ত্ব জানিয়া তোমার কি লাভ হইবে। তুমি কখনই আমার মায়াতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইবে না। কি দেবতা, কি দানব, কি রাক্ষস, কেহই আমার মায়াবিজ্ঞানে সমর্থ নহে। এই আমি তোমার নিকট গুরুতর মায়াখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, এই আখ্যান মায়াচক্র নামে বিখ্যাত হইবে। ইহা আখ্যান মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আখ্যান, তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তপস্যা, পুণ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুণ্য এবং গতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গতি। এই মায়াচক্র ভক্তগণের নিকটে ভিন্ন, কখন অভক্তের নিকট কীর্ত্তন করিবে না। নীচের নিকট বা শাস্ত্রদূষকের নিকট ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে। আমার সম্মুখে বা আমার ভক্ত জনের সম্মুখে ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে ব্যক্তি এই আখ্যান পাঠ করে তাহার মৎসমীপে দ্বাদশ বৎসর পাঠের ফল লাভ হয়। এই আখ্যান পাঠ করিতে করিতে কাল পূর্ণ হইলে যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চত্ব লাভ করে, তাহা হইলে সে আমার ভক্তগণমধ্যে পরিগণিত হয়, কখন তাহাকে বিযোনিতে গমন করিতে হয় না। আমার

এই উপাখ্যান ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেও শ্রোতাকে নীচকুলে বা বিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ধরে! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, ব্যক্ত কর।

## ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

### কুব্জাম্রক মাহাত্ম্য।

কুলপতে! ব্রতাবলম্বিনী ধরিত্রী বৈষ্ণবী মায়ার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বরাহদেবকে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, দেব! তুমি যে কুব্জাম্রকবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, তাহাতে বিষ্ণুমায়ার বিবরণ বিশেষ বুঝিতে পারিলাম না; অতএব কুব্জাম্রকে পুণ্য করিলে যে সনাতনী পুষ্টি লাভ হয়, সেই পরম গুহ্য বিষয় বিস্তারিত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কীর্ত্তন কর।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যে রূপে কুব্জাম্রকের উৎপত্তি হইয়াছে; যেরূপে কুব্জাম্রক তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, যথায় স্নান করিলে, যথায় কার্য্য করিলে বা যথায় দেহত্যাগ করিলে, লোক সনাতনী পুষ্টি লাভ করে, এক্ষণে সেই সর্ব্ব-লোক সুখকর কুব্জাম্রক তীর্থের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সপ্তদশ যুগে মধু এবং কৈটভ নামে দুইজন দৈত্য ব্রহ্মার বরলাভে একান্ত দর্পিত হইয়া সসাগরা পৃথিবীর উপর একা-ধিপত্য বিস্তার করিলে রৈভ্যনামা একজন মহামুনি সেই দৈত্য-

দ্বয়কে বিনিপাতিত করিয়া প্রণতভাবে মৎসমীপে উপস্থিত হইয়া আমার আরাধনায় নিযুক্ত হইল। দেখিলাম তিনি সকল কর্ম্মে তৎপর, ভক্তিনিষ্ঠ, অনুসন্ধায়ী, গুণগ্রাহী, পবিত্র, কার্য্যদক্ষ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি প্রথমতঃ দশ সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তাহার পর বারিমাত্র পান করিয়া সহস্র বৎসর এবং শৈবালমাত্র ভক্ষণ করিয়া পঞ্চশত বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

অয়ি প্রিয়ে! আমি মহাত্মা রৈভ্যের যৎপরোনাস্তি ভক্তি এবং এইরূপ কঠোর তপশ্চরণ সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। তাহার পর দেখিলাম তিনি ভাগীরথিতীরে এক আম্রবৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তখন আমি প্রকারান্তরে তাঁহাকে আত্মদর্শন প্রদান করিলাম; অর্থাৎ তিনি যে সহকারমূলে তপশ্চরণ করিতেছিলেন, আমি সেই বৃক্ষে অধিষ্ঠান করাতে ঐ বৃক্ষ কুব্জভাব ধারণ করিল। তাহাতেই এই স্থান কুব্জাম্রক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থানে কলেবর ত্যাগ করিলে লোক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

বসুন্ধরে! আমি আত্মপ্রদর্শন করিলে, সেই ঋষিবর আমাকে যেরূপ বলিতে লাগিলেন, কহিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি আমাকে দর্শন করিবামাত্র জানুদ্বয় বিনমিত করিয়া অবনতমস্তকে আমায় প্রণামপূর্ব্বক সেইভাবে অবস্থিত রহিলেন। তখন আমি পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে কহিলে, তপঃপরায়ণ মহাযশা ঋষিবর রৈভ্য আমার অনুগ্রহ লাভার্থ মধুরবচনে কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোকনাথ! জনা-

র্দ্দন! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, "তুমি নিয়ত এই স্থানে অবস্থান কর। মহাপ্রভো! মধুসূদন! হৃষীকেশ! যাবৎ ধরা বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ তুমি এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। আর যতকাল আমায় দেহ ধারণ করিতে হইবে, ততকাল যেন আমার মন অন্যদিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়। উপেন্দ্র! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার এই একমাত্র প্রার্থনা পূরণ কর।"

ধরে! তখন আমি ঋষিবরের বচন শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া বরপ্রদান করিলাম। অনন্তর দ্বিজবর আমার বচন শ্রবণ করিয়া হর্ষনির্ভরচিত্তে ক্ষণকাল চিন্তা করিবার পর কহিলেন, "প্রভো! এক্ষণে এই শ্রেষ্ঠতম কুব্জাম্রক তীর্থের ভাবী মহিমা এবং ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর।"

রৈভ্যের বচন শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, দ্বিজবর! এই কুব্জাম্রক তীর্থে দেহত্যাগ করিলে লোক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন ইহার অদূরে কুমুদাকারনামে যে তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, উহাতে অবগাহন করিবামাত্র লোকে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, কিম্বা বৈশাখ মাসে এই তীর্থে তনুত্যাগ করিলে স্ত্রীলোক হউক, পুরুষই হউক, আর ক্লীবই হউক, সে তৎক্ষণাৎ আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! সম্প্রতি আর এক তীর্থের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই তীর্থকে মানসতীর্থ কহে। এই তীর্থে স্নান করিলে

লোক নন্দন বনে গমন করে, এবং দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তথায় অপ্সরোগণের সহিত বাস করিবার পর পুনরায় ভূলোকে বিখ্যাতবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ধনবান ও গুণবান হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে এই তীর্থে দেহত্যাগ করিলে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।

অপর এক তীর্থের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই তীর্থের নাম মায়াতীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিলে মায়াতত্ত্ব পরিজ্ঞাত এবং মায়াপাশ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। তাহার পর দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমার একান্ত ভক্ত হইয়া কুবের সদৃশ ঐশ্বর্য্যভোগে অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই মায়াতীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করে, সে মায়াযোগী হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করে।

ইহার অদূরে যে তীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে, উহার নাম সর্ব্বাত্মক তীর্থ। এই তীর্থে সমুদায় তীর্থের সমস্ত গুণই বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কেহ বৈশাখী দ্বাদশীতে এই তীর্থে অবগাহন করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই পঞ্চদশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গভোগ করিয়া থাকে।

ইহার পরেই সার্ষপক তীর্থ। সার্ষপকে দেহত্যাগ করিলে নিঃসঙ্গতা লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ইহার পর পূর্ণমুখ তীর্থ। পূর্ণমুখের বৃত্তান্ত অধিকাংশ লোকেরই অজ্ঞাত। এই তীর্থ গঙ্গাময় এবং ইহার সলিল অতীব শীতল; কিন্তু সময়ে সময়ে উষ্ণও হইয়া থাকে। এই তীর্থে স্নান করিলে সোমলোক লাভ হইয়া থাকে এবং পঞ্চদশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সোমদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়। অনন্তর

সোমলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আমার একান্ত ভক্ত, শুচি, কার্য্যদক্ষ ও সর্ব্বগুণান্বিত হইয়া থাকে। আর যদি কেহ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করে, সে অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গমন পূর্ব্বক নিয়ত আমার সমুজ্জ্বল চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিতে থাকে; আর তাহাকে জন্ম বা মৃত্যুজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

ধরে! ইহার পরেই অশোক তীর্থ। এই তীর্থে শোকের সম্পর্কমাত্র নাই। আমার কোন ভক্ত যদি একান্তমনে এই তীর্থে স্নান করে, তাহা হইলে সে দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অমরভবনে অবস্থান করিবার পর পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক আমার একান্ত ভক্ত, গুণবান ও সম্পত্তিশালী হইয়া থাকে। তাহার পর বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই তীর্থে দেহত্যাগ করিতে পারিলে আর তাহাকে জন্ম বা মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; আর তাহার কোনপ্রকার গ্লানি বা কোন প্রকার ভয় থাকে না; প্রত্যুতঃ সে নিঃসঙ্গতা লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিতে থাকে।

ইহার পর করবীরক তীর্থ। এই তীর্থে সর্ব্বলোগত সুখলাভ হইয়া থাকে। এ স্থানের বিশেষ চিহ্ন এই যে, অত্রত্য সমুদায় লোক জ্ঞানবান্ এবং আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে করবীর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। এই তীর্থে স্নান করিলে বিমানযানে আরোহণ পূর্ব্বক সহস্র বৎসর স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছ স্থানে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। আর যদি

মাঘ মাসের দ্বাদশীতে এই তীর্থে কলেবর ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সে অনায়াসে আমার সহিত, ব্রহ্মার সহিত ও মহেশ্বরের সহিত সাক্ষাতকার লাভ করিতে সমর্থ হয়।

আর এক কথা বলিতেছি যে, যে কুব্জাম্রক তীর্থে নিয়ত আমি অবস্থান করিয়া থাকি, উহার অদূরে পুণ্ডরীক নামে বিখ্যাত অপর এক মহাতীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার বিশেষ চিহ্ন এই যে, উহাতে রথচক্রপ্রমাণ এক কচ্ছপ প্রতি দ্বাদশীতে মধ্যাহ্নকালে ভাসমান হয়। ঐ তীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীক নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, সেই ফল লাভ হইয়া থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। আর যদি কেহ সজ্ঞানে ঐ তীর্থে মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার দশসংখ্যক পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। তাহার জন্ম সার্থক হয় এবং সে সেই সিদ্ধিবলে অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে।

প্রিয়ে! আর এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই কুব্জাম্রক তীর্থের অন্তর্ব্বর্ত্তী অগ্নিতীর্থ নামে এক সিদ্ধ তীর্থ আছে। পুণ্যাত্মা ভিন্ন আর কাহারও উহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু উহার পরিজ্ঞান দ্বাদশী তিথি সাপেক্ষ। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ, আষাঢ় ও চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশীতে এই তীর্থের বিশেষ মাহাত্ম্য বিদ্যমান থাকে। ইহার বিশেষ চিহ্ন এই যে, আমার ভক্ত এবং আমার সংহিতাপাঠক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই এই তীর্থের মাহাত্ম্য জানিতে পারে না। এই তীর্থ সর্ব্বদা দীপ্যমান এবং বৈষ্ণবগণে পরিপূর্ণ। সাতটি অগ্নিমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে ফল

লাভ হয়, এক একটি দ্বাদশীতে ইহাতে স্নান বা ইহাতে কলেবর পরিত্যাগ করিলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। বিংশতি দিবস দিবারাত্র এই তীর্থে বাস করিলে চরমে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। সুন্দরি! যে চিহ্নদ্বারা ভক্তজন সুখাবহ এই তীর্থ পরিচিত হয়, এক্ষণে সেই চিহ্ন নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। হেমন্তে এই তীর্থের জল উষ্ণ এবং গ্রীষ্মে ইহার জল সুশীতল হইয়া থাকে। মহাভাগে! অগ্নিতীর্থের এই বিশেষ চিহ্ন নির্দ্দেশ করিলাম। মানবগণ এই তীর্থবলে ঘোরতর সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে।

সুন্দরি! সম্প্রতি ইহার আনুষঙ্গিক অপর এক তীর্থের নাম ও মাহাত্ম্য নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মাচল হইতে বায়ব্যনামে বিখ্যাত এক তীর্থ বিনির্গত হইয়াছে। যে ব্যক্তি নিত্য এই তীর্থে অবগাহন করে, সে ব্যক্তি বাজপেয় যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ পঞ্চদশ দিবস অনশনে অবস্থান করিয়া এই মহাহ্রদ বায়ুতীর্থে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে আর তাহাকে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া জন্ম বা মৃত্যুজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সে অনায়াসে চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। প্রিয়ে! এক্ষণে বায়ুতীর্থের চিহ্ন নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রতি দ্বাদশীতে তত্রত্য বনে চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক অশ্বত্থপত্র বায়ুবশে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাই উহার বিশেষ চিহ্ন।

সুন্দরি! কুব্জাম্রকের অন্তর্ব্বর্ত্তী আর এক মহাতীর্থ আছে, উহার নাম শক্রতীর্থ। উহাতে স্নান করিলে সংসার

হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং হস্তে বজ্রাস্ত্র ধারণ করিয়া ইন্দ্রলোকে বাস করিতে পারে। আর যদি কেহ দশরাত্রি উপবাস করিয়া ঐ তীর্থে তনু ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আমার লোকে বাস করিতে পারে। এক্ষণে তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ঐ শক্রতীর্থের দক্ষিণ ভাগে পাঁচটী বৃক্ষ বিরাজমান আছে। তদ্দ্বারা ঐ তীর্থ বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

ঐ কুব্জাম্রকে অপর এক তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহার নাম বারুণ তীর্থ। বরুণদেব দ্বাদশ সহস্র বৎসর ঐ স্থানে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যদি কোন ব্যক্তি নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক ঐ তীর্থে স্নান বা উহাতে কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে অষ্ট সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বরুণালয়ে বাস এবং অনায়াসে যথাইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে। তদ্ভিন্ন যদি কেহ এই বারুণতীর্থে বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিয়া দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে নিঃসঙ্গতা লাভ করিয়া অনায়াসে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। এই তীর্থের এক বিশেষ লক্ষণ এই যে, তথায় নিয়ত একাকারা এক ধারা নিপতিত হইতেছে। কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কোন কালেই তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই।

এই কুব্জাম্রকে সপ্ত সামুদ্রক নামে আর এক উৎকৃষ্ট তীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে। কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি এই তীর্থে স্নান করিলে, তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। তৎপরে শীঘ্র স্বর্গলোকে গমন করিয়া পঞ্চদশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করে এবং পরিশেষে

তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ও সোমপায়ী হইয়া উঠে। যদি কোন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সপ্তরাত্র কাল এই তীর্থে বাস করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে অনায়াসে বিষ্ণুলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহার বিশেষ চিহ্ন এই যে, বৈশাখমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই তীর্থের জল বৃদ্ধি হয়, গঙ্গা এই সময়ে এই স্থানে স্বর্গসলিলে বিমিশ্রিত হওয়াতে কখন ক্ষীরবর্ণা কখন পীতবর্ণা, কখন রক্তবর্ণা, কখন মরকত বর্ণা কখন বা মুক্তাবর্ণা হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ লোকেরা এই সকল চিহ্নদ্বারা এই তীর্থ জানিতে পারেন।

ধরে! কুব্জাম্রক তীর্থের অন্তর্গত অন্য এক তীর্থ আছে, তাহার নাম মানসরোবর। এই তীর্থ বৈষ্ণবগণের নিতান্ত প্রিয়স্থান। ইহাতে স্নান করিলে মানসসরোবরে গমন করিয়া রুদ্র, ইন্দ্র, মরুদ্গণ ও অন্যান্য দেবগণের সহিত সাক্ষাতকার লাভ করিতে পারে। আর যদি কেহ ত্রিংশৎ রাত্রি বাসের পর তথায় কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে অনায়াসে আমার সালোক্য লাভ করিতে পারে। সম্প্রতি যে চিহ্নদ্বারা মানবগণ "মানসর" বলিয়া জানিতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ তীর্থ পঞ্চাশৎ ক্রোশ বিস্তৃত। এমন কি মানবগণ কিছুতেই ঐ তীর্থের অন্ত লাভ করিতে পারে না। কেবল আমার ভক্ত ও আমার কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাই অনায়াসে ইহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে। এই তীর্থ কুব্জাম্রকের অন্তর্গত। ইহা সেই সিদ্ধিকামী ঋষিবর রৈভ্যের নিবাসস্থান।

বসুন্ধরে! পূর্ব্বে এই কুব্জাম্রক তীর্থে অন্য যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক ব্যালী আমার নির্ম্মাল্যের পার্শ্বদেশে অবস্থান করিয়া নির্ম্মাল্য-সাহচর্য্যে যাহা কিছু খাদ্যসামগ্রী পায়, তাহাই ভক্ষণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে ও নিরুদ্বেগে বাস করে। ঘটনাক্রমে কিছুকাল পরে এক নকুল তথায় উপস্থিত হইল, এবং দেখিল, ঐ ব্যালী পরম সুখে তথায় অবস্থান করিতেছে। স্বভাববৈরিতা নিবন্ধন উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মাঘ মাসের দ্বাদশীর দিবস মধ্যাহ্নকালে ব্যালী নকুলের প্রাণ বিনাশ প্রত্যাশায় ঘোরতর দংশন করিল। এদিকে নকুলও বিষদিগ্ধকলেবরে প্রাণপণে ব্যালীকে দংশন করিল। উভয়ের সাংঘাতিক প্রহারে উভয়েই প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর ব্যালী প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্বরের কন্যা এবং নকুল কোশলপতির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। রাজপুত্র, রূপে গুণে নীতিশাস্ত্রে ও সঙ্গীতাদি বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠিল। উভয়ে শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরম সুখে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজকন্যা নকুল দর্শন করিলেই যেমন সংহার করিতে উদ্যত হয়, রাজপুত্রও ব্যালী দর্শন করিলে সেইরূপ করে। অনন্তর কিছুকাল পরে আমার মায়াপ্রভাবে ঐ উভয়ে বিবাহসূত্রে নিবদ্ধ হইল। প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ও কোশলপতি উভয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইল। উৎসবের অবধি রহিল না, আনন্দস্রোত অবাধে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যুবদম্পতির প্রণয় জতু ও কাষ্ঠের ন্যায়, অগ্নি ও ধূমশিখার ন্যায়, নন্দনবনস্থিত ইন্দ্র ও শচীর ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। মহোদধি যেমন ক্ষণকালের

নিমিত্ত বেলাভূমিকে পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ কোশলকুমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও রাজপুত্রীকে পরিত্যাগ করে না। উভয়ে পরম সুখে উপবনে বিহার করিতে লাগিল। এমন কি সপ্তসপ্ততি বৎসর এইরূপে সুখে অতিবাহিত হইল, কিন্তু আমার মায়াবলে প্রকৃত বিষয় কেহ কিছুই জানিতে পারিল না।

একদা রাজপুত্র ও রাজকন্যা উভয়ে উপবনে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ইত্যবসরে এক ব্যালী স্বীয় বিবর হইতে বহির্গত হইল দেখিয়া রাজকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইল। রাজকন্যা বারম্বার নিবারণ করিল, তথাপি নৃপনন্দন কিছুতেই সম্মত না হইয়া বৈনতেয় যেমন দর্শনমাত্র সর্পকুল সংহার করে, তদ্রূপ সেই সর্পীকে সংহার করিল। রাজকন্যা তদ্দর্শনে রোষভরে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরক্ষণেই প্রিয়দর্শন এক নকুল বিবরমধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে আহারার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজপুত্রী তদ্দর্শনে নকুলকে নিহত করিতে সমুদ্যত হইল। নৃপনন্দন বারম্বার নিবারণ করিতে লাগিল, তথাপি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুত্রী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সেই প্রিয়দর্শন মঙ্গলময় সুলক্ষণ নকুলকে সংহার করিল। কোশলরাজকুমার কুপিত হইয়া রাজপুত্রীকে কহিল, কি আশ্চর্য্য! স্বামী অবলাজনের একান্ত মাননীয়, তবে তুমি আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া এই প্রিয়দর্শন, নরপতিগণের মাঙ্গল্য নকুলকে নিপাতিত করিলে কেন?

অনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষদুহিতা কোশলনন্দনের বচন শ্রবণ করিয়া কহিল, তুমি যেমন আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া সর্পীকে বিনাশ করিয়াছ, সেইরূপ আমিও তোমার কথায়

অবহেলা করিয়া অতিশয় রোষভরে এই প্রিয়দর্শন নকুলকে নিপাতিত করিয়াছি।

তখন রাজপুত্র নৃপতনয়ার বচন শ্রবণ পূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, ভদ্রে! সর্প স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ বিষ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ও খলস্বভাব। দর্শনমাত্র মনুষ্যকে দংশন করে; সেই নিমিত্ত লোকে সর্পকে সংহার করিয়া থাকে। সুতরাং আমিও তাহাকে বিষোল্বন ও অহিতকারী বলিয়া নিপাতিত করিয়াছি। আমরা প্রজাপালক, যে সকল প্রজা অপথে পদার্পণ করে আমরা তাহাদিগকে যথোচিত দণ্ডবিধান করিয়া থাকি। যাহারা নিরপরাধ সাধুব্যক্তির বিদ্বেষ করে, যাহারা স্ত্রীহত্যা পাতকে বিলিপ্ত হয়, যাহারা ইচ্ছামত কার্য্যে আত্মবিনোদন করে, রাজধর্ম্মানুসারে তাহারাই যথাপরাধদণ্ড ও তাহারাই বধ্য। আমি রাজপুত্র, রাজকার্য্যের অনুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য, সেই নিমিত্ত আমি রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছি। কিন্তু প্রিয়দর্শন নকুল রাজগৃহের উপযুক্ত, মাঙ্গল্য ও পবিত্র পদার্থ। সেই নকুল তোমার কি অপরাধ করিয়াছে? তুমি কি নিমিত্ত তাহাকে বিনাশ করিলে? বারম্বার তোমাকে নিবারণ করিলাম, তথাপি যখন গ্রাহ্য করিলে না, তখন তুমিও আমার স্ত্রী নহ, আমিও তোমার ভর্ত্তা নহি। অধিক কি, স্ত্রীজাতি অবধ্য, সেই নিমিত্ত আমি তোমাকে বিনাশ করিতে বিরত হইলাম।

রাজকুমার এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে নগরে প্রতিগমন করিল। উভয়ের প্রণয় একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিছু কাল পরে সর্প ও নকুলের বিনাশ এবং পুত্র ও পুত্রবধূর

নিদারুণ বিচ্ছেদবৃত্তান্ত কোশলপতির কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি কঞ্চুকী ও প্রধানতম কর্মচারিগণকে কহিলেন, অমাত্যগণ! তোমরা অবিলম্বে আমার পুত্র ও পুত্রবধূকে মৎসমীপে আনয়ন কর।

অনন্তর কোশলপতির প্রিয় অমাত্যগণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সাদরসম্ভাষণে তাহাদিগের উভয়কে আনয়ন করিয়া নরপতিগোচরে সমুপস্থিত করিল। তখন রাজা পুত্র ও পুত্রবধূকে দর্শন করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের বিশুদ্ধ প্রণয় বিগত হইবার কারণ কি? তোমাদিগের পূর্ব্বপ্রণয় ভঙ্গ হইল কেন? জতুস্থিত কাষ্ঠের ন্যায়, দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায়, তোমাদিগের প্রণয় ত বিচলিত হইবার নহে। বৎস! আমার বধূ সুশীলা, ধার্ম্মিকা ও কার্য্যদক্ষা, অতএব তুমি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিও না। ইনি পরিজনমধ্যে কখনও কাহাকে অপ্রিয় কথা কহেন নাই। বিশেষতঃ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে সাতিশয় পটু। সহধর্ম্মিণীই মানবগণের ধর্ম্মসর্ব্বস্ব। স্ত্রী ভিন্ন কখনও কাহারও ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে না। ফলতঃ স্ত্রী হইতেই মানবগণের পুত্র এবং স্ত্রী হইতেই মানবগণের কুলরক্ষা হইয়া থাকে। অতএব তুমি ইহাকে কখন পরিত্যাগ করিও না।

রাজপুত্র এবং রাজকুমারী উভয়ে পিতার বচন শ্রবণে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনার বধূর অন্য কোন দোষ নাই, কেবল আমি বারম্বার নিবারণ করিলেও না শুনিয়া আমার সমক্ষেই তাহাকে বিনাশ করিল; সুতরাং আমার ক্রোধোদয় হইল। তখন আমি

ক্রোধভরে কহিয়াছি, "তুমি যখন আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নকুলকে নিপাতিত করিলে, তখন আমিও তোমার ভর্ত্তা নহি, তুমিও আমার স্ত্রী নহ"। ইহা ভিন্ন আমার স্ত্রী পরিত্যাগের অন্য কারণ নাই।

তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষকুমারী ভর্ত্তার বচন শ্রবণে শ্বশুরের চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, আর্য্য! অপরাধবিহীন এক ভুজঙ্গ ভীত হইয়া একান্ত কুণ্ঠিত হইলে আমি ইহাঁকে শত শত বার নিষেধ করিলাম, তথাপি উনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ সর্পকে সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে আমার ক্রোধোদয় হইল। তদবধি আমিও আর উহাঁর সহিত বাক্যা-লাপ করি নাই।

কোশলরাজ, স্বীয় তনয় ও পুত্রবধূর বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বচনে পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! ও যেমন সর্পকে সংহার করিয়াছে, তুমিও তেমনি নকুলকে নিপাতিত করিয়াছ। তবে তোমার ক্রোধের কারণ কি? বৎস! তুমিও ত সর্পকে সংহার করিয়াছ; তবে তোমারই বা রোষের কারণ কি?

তখন মহাযশা কোশলরাজকুমার পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পিতঃ! আমায় প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন কি, আপনি ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহা হইলে প্রকৃত কারণ জানিতে পারিবেন।

অনন্তর কোশলেশ্বর পুত্রকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মমূলক মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! তোমাদিগের উভয়ের প্রণয়-ভঙ্গকর প্রকৃত কারণ ব্যক্ত কর। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে

পিতামাতার যত্নে সম্বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। অতএব যাহারা সেই পিতামাতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মনোগত ভাব গোপন করে, তাহারা সুতাধম, এবং চরমে তাহারাই উত্তপ্ত বালুকাময় ঘোরতর রৌরব নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। আর যাহারা পিতাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভালই হউক, আর মন্দই হউক, যথাযথ ব্যক্ত করে, তাহারা অন্তে সত্যবাদীদিগের সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে। অতএব আমার নিকট মনোগত কথা ব্যক্ত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সম্প্রতি তোমাদিগের উভয়ের প্রণয়ভঙ্গের প্রকৃত কারণ কি ব্যক্ত কর।

কোশলরাজকুমার পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতাক্ষর বচনে সর্ব্বজনসমক্ষে কহিল, অদ্য সভাস্থ লোক সকল স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করুন, কল্য প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া যাহা বক্তব্য, আপনার নিকট ব্যক্ত করিব।

অনন্তর সভাভঙ্গ হইবার পর সকলে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, ক্রমে রজনী সমাগত ও প্রভাত হইলে দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্তুতিপাঠে প্রবৃত্ত হইল। নরপতি জাগরিত হইলেন। এদিকে কমল-লোচন মহাযশা রাজকুমার প্রাতঃস্নান করিয়া পূতভাবে রাজ-দ্বারে সমুপস্থিত হইলে, কঞ্চুকী নরপতিসমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনার দর্শনলালসায় কুমার দ্বারে উপস্থিত, কি আজ্ঞা হয়? কোশলেশ্বর শ্রবণমাত্র কহি-লেন, "কঞ্চুকে! অবিলম্বে কুমারকে পরমসমাদরে মৎসমীপে আনয়ন কর।"

আদেশমাত্র কঞ্চুকী কুমারকে রাজভবনে প্রবেশিত করিলে কুমার পবিত্রভাবে অবনতমস্তকে পিতার চরণে প্রণিপাত করিল। রাজা পরমানন্দে "জয় হউক, দীর্ঘজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন। পিতাপুত্রে নির্জ্জনে উপবেশন করিল। তখন কোশলপতি হাস্যবদনে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! মহাভাগ! আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগের উভয়ের বিচ্ছেদের গুপ্ত কারণবিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার সদুত্তর প্রদান কর।"

অনন্তর কুমার পিতাকে কহিল, "পিতঃ! আমি অবশ্যই বলিব, আপনার জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য। যাহা হউক, যদি একান্তই আপনার এই গুহ্য বিষয় শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহাহইলে আমার সহিত আপনাকে কুব্জাম্রকে গমন করিতে হইবে। তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযথ সমস্ত নিবেদন করিব।"

কোশলরাজ পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া স্নেহবশতঃ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলে, রাজকুমার প্রস্থান করিল। তখন রাজা স্বীয় অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সচিবগণ! আমরা কুব্জাম্রক তীর্থে গমন করিব; অতএব অচিরাৎ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত কর।" অমাত্যগণ, রাজার বচন শ্রবণ করিয়া কহিল, "মহারাজ! আমরা কালব্যাজ না করিয়া সমুদায় প্রস্তুত করিতেছি।" এই বলিয়া শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মচারীরা হস্তী, অশ্ব, অন্যান্য পশু, যান, ধেনু, সুবর্ণ, বস্ত্র ও অন্নাদি প্রয়োজনীয় বস্তু সকল সপ্তরাত্রির মধ্যে প্রস্তুত করিয়া নরপতির সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! কুব্জাম্রক-

গমনের যাহা কিছু সংগ্রহ করা আবশ্যক, সমুদায় আয়োজন সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ধরে! রাজশার্দ্দূল কোশলপতি সচিবগণের বাক্যাবসানে তনয়কে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমরা রাজ্য শূন্য রাখিয়া কিরূপে কুব্জাম্রকে গমন করি।

তখন রাজকুমার পিতার চরণ বন্দনা করিয়া মধুর বচনে ল, পিতঃ! এই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান; আমরা জননীর গর্ভ হইতে সম্ভূত হইয়াছি, অতএব যথানিয়মে হার প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করুন।

কোশলপতি পুত্রের বাক্য শ্রবণে কহিলেন, বৎস! জ্যেষ্ঠ বদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ কিরূপে রাজ্যভাগী হইবে?

তখন কুমার পিতার বচনাবসানে কহিল, পিতঃ! আমি অনুমোদন করিতেছি, আপনি উহাকেই রাজ্য সমর্পণ করুন। আমার মতানুসারে রাজ্য ভোগ করাতে উহার কোন দোষ-স্পর্শ হইবে না। আমি ধর্ম্মতঃ এবং যাথার্থত কহিতেছি, কুব্জাম্রকে গমন করিয়া আর প্রত্যাগমন করিতেছি না।

ধরে! কুমার এইরূপ কহিলে, নরপতি কনিষ্ঠপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর রাজা ও রাজমহিষী নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া কুব্জাম্রকে গমন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তীর্থকার্য্য সাধনের পর অন্ন, বস্ত্র, সুবর্ণ, হস্তী, অশ্ব, গোধন ও ভূমি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন। তাহার পর কিছুকাল অতীত হইলে একদিন কুমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি যে কুব্জাম্রকে উপস্থিত

হইয়া তোমাদিগের প্রণয়ভঙ্গের কারণ নির্দ্দেশ করিবে বলিয়াছিলে, এইত সেই বিষ্ণুর পাদাশ্রিত পবিত্র কুব্জাম্রক-তীর্থ। ধনরত্ন দানাদি তীর্থোচিত কার্য্য সকল সম্পাদিত হইয়াছে। এক্ষণে বলদেখি, কি নিমিত্ত তুমি সৎকুলসম্ভবা সচ্চরিত্রা নিরপরাধা রূপগুণযুক্তা আমার বধূকে পরিত্যাগ করিলে ?

তখন রাজকুমার কহিলেন, পিতঃ! আজি রজনী উপ-স্থিত, নিদ্রাদেবীর উপাসনা করুন, রাত্রিপ্রভাতে কল্য সমস্ত নির্দ্দেশ করিব। অনন্তর রাত্রিপ্রভাতে দিবাকর সমুদিত হইলে রাজপুত্র গঙ্গাসলিলে অবগাহন পূর্ব্বক পট্টবস্ত্র পরি-ধান করিয়া প্রথমে যথাবিধি আমার অর্চ্চনা করিল। পরে পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিল, তাত! আসুন, চলুন গিয়া আপনি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, নিবেদন করি। অনন্তর রাজা, রাজপুত্র ও পদ্মপলাশলোচনা রাজকুমারী, এই তিন জনে একত্র হইয়া যেস্থানে পূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই নির্ম্মাল্যকুটে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া পিতার চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া কহিল, রাজন্! আমি পূর্ব্বজন্মে নকুল ছিলাম এবং এই কদলীতলে বাস করিতাম। এক দিন কালপ্রযুক্ত হইয়া এই নির্ম্মাল্যকূটে উপস্থিত হইলাম। আসিয়া দেখিলাম, তীক্ষ্ণবিষা একসর্পী বিবিধ সুগন্ধপুষ্প ভক্ষণ করিয়া এইস্থানে অবস্থান করে। দর্শনমাত্র আমি রোষারুণনেত্রে ঐ ব্যালীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। সেদিন মাঘদ্বাদশী, জন মানব তথায় উপস্থিত ছিলনা। আমি আত্মশরীর রক্ষা করিয়া

যুদ্ধ করিতে করিতে কোপজ্বলিত হইয়া সেই ভুজঙ্গী আমার নাসাস্থিতে দংশন করিল। আমিও বিষজ্বালায় প্রাণপণে তাহাকে নিপাতিত করিলাম। আমাদিগের উভয়েরই প্রাণ-বিয়োগ হইল। আর সেই পূর্ব্বসম্ভূত ক্রোধ-মোহের নামমাত্র রহিল না। তাহার পর আমি আপনার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। মহারাজ! আমি সেই পূর্ব্বতন ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই সর্পকে বিনাশ করিয়াছি। আপনি যে গু কথা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই আমি তাহা ব্যক্ত করিলাম।

রাজপুত্রের বচনাবসানে রাজবধূ কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বজন্মে আমিই সর্পী ছিলাম, এবং এই নির্ম্মাল্যকূটেই বাস করিতাম। তাহার পর ঐ নকুলের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে আমার প্রাণবিয়োগ হয়। আমি প্রাগ্‌জ্যোতিষ পতির কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং পরিশেষে আপনার পুত্রবধূ হইয়াছি। আমি সেই জাতক্রোধ নিবন্ধন প্রাণপণে এই নকুলকে নিপতিত করিয়াছি। প্রভো! ইহাই আমার বক্তব্য গুহ্য কথা।

ধরে! নরপতি, পুত্র ও পুত্রবধূর বচনশ্রবণে সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক মায়াতীর্থে গমন এবং তথায় দেহপতন করিলেন। এদিকে রাজপুত্র এবং বিশালাক্ষী যশস্বিনী রাজকন্যা উভয়ে পৌণ্ডরীকতীর্থে গমন করিয়া পঞ্চত্বলাভ করিলেন। এইরূপে কি রাজা, কি রাজ-পুত্র, কি রাজকন্যা সকলেই স্বীয় স্বীয় তপোবলে এবং আমার অনুগ্রহে, যে শ্বেতদ্বীপে দেব জনার্দ্দন অবস্থান

করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইল। রাজপরিজনগণও তদ্দর্শনে সুকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করত শ্বেতদ্বীপে সমুপস্থিত হইল।

দেবি ধরে! এই আমি তোমার নিকট কুব্জাম্রক-বৃত্তান্ত এবং দ্বিজবর রৈভ্যের চরিত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অতীব পাবন এবং সমুদায় বর্ণেরই ইহা জপকরা কর্ত্তব্য। সমস্ত সুকৃত কার্য্যমধ্যে ইহা অতি শ্রেষ্ঠতম কার্য্য। ইহা তেজঃপদার্থ মধ্যে উৎকৃষ্ট তেজঃ, তপস্যার মধ্যে উৎকৃষ্ট তপ। মূর্খ সম্প্রদায়ে, গোঘ্ন, বেদও বেদাঙ্গ নিন্দক, গুরু-দ্বেষ্টা ও শাস্ত্রদূষকের নিকট পাঠকরা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা ভগবদ্ভক্ত ও ভগবন্মন্ত্রে দীক্ষিত তাহাদিগের নিকটেই পাঠ করা কর্ত্তব্য। ধরে! যাহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই কুব্জাম্রক-বৃত্তান্ত পাঠকরে, তাহাদিগ দ্বারা ঊর্দ্ধতন দশ এবং অধস্তন দশ পুরুষ উত্তারিত হইয়া থাকে। এই কুব্জাম্রক বৃত্তান্ত পাঠ করিতে করিতে যে ব্যক্তি কলেবর পরিত্যাগ করে, সে চতুর্ভুজ রূপধারণ করিয়া আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। ধরে! এই আমি তোমার নিকট আমার ভক্তজনের সুখকর কুব্জাম্রক-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, ব্যক্ত কর।

---

# সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

## ব্রাহ্মণদীক্ষা।

সূত কহিলেন, অনন্তর ভগবতী বসুন্ধরা মোক্ষনিদান নারায়ণের প্রমুখাৎ এইরূপে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই লোকনাথ জনার্দ্দনকে কহিলেন, ভগবন্! কুব্জাম্রকতীর্থের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আমি আপনার মুখে এই তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বে যেরূপ ভারাক্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে লঘু হইলাম। এমন কি, এখন আমার গতিশক্তি জন্মাইল। আমার মোহ বিগত হইল, আমি পবিত্র হইলাম। আমি আপনার মুখবিনিঃসৃত বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইলাম। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে আমার আর এক সংশয় আছে। তদুপলক্ষে আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, যে, কিরূপে ব্রাহ্মণের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে? সম্প্রতি আপনি ধর্ম্মখ্যাপনার্থ উপস্থিত বিষয় বিস্তারিত কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতুকাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

অনন্তর বরাহরূপধারী ভগবান্ নারায়ণ মেঘগম্ভীরস্বরে এবং দুন্দুভিধ্বনিতে বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি ধরে! তুমি যে সনাতন ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, দেবগণ বা যোগব্রতে দীক্ষিত যোগিগণও ইহার মর্ম্ম অবগত নহেন। ইহা অতীব মঙ্গলকর ধর্ম্ম। আমি

এবং আমার ভক্তগণ ভিন্ন ভূলোকে আর কেহই ইহার মর্ম্ম অবগত নহে। ভদ্রে! তুমি আমায় যে দীক্ষাবিধির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহাদ্বারা এই কর্ম্মক্ষেত্র সংসার হইতে সকল বর্ণেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। এক্ষণে বর্ণচতুষ্টয়ের মুক্তির সোপান স্বরূপ দীক্ষাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, মন স্থির করিয়া শ্রবণ কর।

শিষ্য প্রথমতঃ গুরুসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক গুরুকে সম্বোধন করিয়া কহিবে, হে গুরো! আমি আপনার শিষ্য, আজ্ঞা করুন। এইরূপে অনুমতি লইয়া দীক্ষাদ্রব্য সকল আহরণ করিবে। তন্মধ্যে লাজ, মধু, কুশা অমৃততুল্য ঘৃত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি পূজোপকরণ, কৃষ্ণাজিন, পলাশ-দণ্ড, কমণ্ডলু, ঘট, বস্ত্র, পাদুকা, শুভবর্ণ যজ্ঞোপবীত, যন্ত্রিকা, অর্ঘ্যপাত্র, চরুস্থালী, দর্ব্বী, তিল, ব্রীহি, যব, ফল, উদক, ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন, পানীয়, বীজ, রত্নসকল ও কাচকাদি দ্রব্য-সকল গুরুসমীপে উপনীত করিবে। তাহার পর স্নান করিয়া হস্তে সূত্র ধারণ পূর্ব্বক দীক্ষাভিলাষে গুরুর সমীপে গমন করিবে এবং তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক কহিবে, হে গুরো! আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। অনন্তর গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অতি পরিপাটি ষোড়শ হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ বেদি প্রস্তুত করিবে। তাহার পর তাহার উপর ধান্য বিকীর্ণ করিয়া তদুপরি পুষ্প-পল্লব-সুশোভিত জলপূর্ণ সুদৃঢ় নব ঘট স্থাপন করিয়া তথায় প্রথমে আমাকে অর্চ্চনা করিবে। আমার পূজা শেষ হইলে, ধার্ম্মিকবর গুরু পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্য সকল বেদিমধ্যে আনয়ন করিবেন।

বেদির চারি পার্শ্বে আম্রপল্লব-শোভিত জলপূর্ণ পবিত্র চারি কলশ সন্নিবেশিত করিয়া শুক্লবর্ণ সূত্রদ্বারা উহা বেষ্টন এবং তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে চারিটি পূর্ণপাত্র স্থাপন করিবেন। অনন্তর গুরু মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দীক্ষা প্রদান করিলে শিষ্য যথানিয়মে যাহাতে গুরু পরিতুষ্ট হন, সেইরূপে মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্র প্রদানানন্তর স্বকার্য্যতৎপর গুরু শিষ্য-গণকে বিষ্ণুগৃহে নীত করিয়া পূর্ব্বমুখীন হইয়া আচমন করত তাহাদিগকে দীক্ষার্থ শ্রবণ করাইবেন। যদি কোন ভগবদ্ভক্ত পবিত্রাত্মা ব্যক্তি অন্যান্য ভগবদ্ভক্তদিগকে আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান না করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমি হিংসিত হইয়া থাকি। কন্যাদান করিয়া তাহাকে কার্য্যে সুশিক্ষিত না করিলে কন্যাদাতার অষ্টম পুরুষ পাপে পরিলিপ্ত হইয়া থাকে। যে নির্দ্দয় পামর পতিব্রতা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে প্রহার করে, সে কখনই আর তাহাকে লাভ করিতে পারে না; প্রত্যুতঃ তাহাকে ঘৃণিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। শিষ্য গোহত্যাকারী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মঘাতক, ও অন্যান্য পাতকে লিপ্ত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা গুরুর একান্ত কর্ত্তব্য। বিল্ব, উডুম্বর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষ সকল ছেদন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে শিষ্য সনাতন মোক্ষধর্ম্ম ও স্বীয় উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে বাসনা করে, তাহাকে খাদ্যাখাদ্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বংশকরীর ছেদন ও উডুম্বর ফলের উচ্ছেদ করা একান্ত আবশ্যক। উহা ভক্ষণ করিলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করা হয়। দুর্গন্ধ ও পর্য্যুষিত দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত নহে। বরাহ-

মাংস ও মৎস্যমাংস দীক্ষিত ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। লোকের নিন্দা, লোকের হিংসা, লোকের প্রতি শঠতা ও লোকের দ্রব্য অপহরণ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। দূর হইতে অতিথিকে আগমন করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে হউক, আহার বিভাগ করা সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং বলিয়াছেন যে, গুরুপত্নী, রাজপত্নী ও ব্রাহ্মণপত্নী গমন করা দূরে থাক্, মনোমধ্যে চিন্তা করাও কর্ত্তব্য নহে। তদ্ভিন্ন কি কনকালঙ্কার, কি যৌবনবস্থ কামিনী, কাহারও প্রতি দুরভিসন্ধি করা একান্ত অকর্ত্তব্য। আপনার দুঃখের সময় অপরের সৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া দুঃখিত হওয়া উচিত নহে।

ধরে! দীক্ষাকামী ব্যক্তিকে এইরূপে উপদেশ প্রদান করা দীক্ষাগুরুর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আরও কহিতেছি যে, ছত্র ও পাদুকা মনঃকল্পিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বেদিমধ্যে দুই দুই উডুম্বর পত্র, ক্ষুর ও জলপূর্ণ কলশ স্থাপন করিয়া আমায় আবাহন পূর্ব্বক যথাবিধি যথামন্ত্র অর্চ্চনা করিবে। মন্ত্র যথা—সপ্তদ্বীপানি, সপ্ত সাগরাশ্চ সপ্ত পর্ব্বতাশ্চ দশ স্বর্গ সহস্রাশ্চ সমস্তাশ্চ নমোঽস্তু সর্ব্বাস্তে হৃদয়ে বসন্তি। যশ্চৈতদ্দর্ষতি পুনরুন্নমতি। ওঁ ভগবান্ বাসুদেব মমৈতৎ সারয় যুক্তং বরাহরূপস্থিতেন পৃথিব্যাস্তু মন্ত্রানুসরণঞ্চ য আজ্ঞাপয়ানুভাবনাস্মাকমাজ্ঞপ্তমনুচিন্তয়িত্বা ভগবন্নাগচ্ছ দীক্ষা-কামস্তু বিপ্রস্ত্বৎপ্রসাদাত্তু দীক্ষতি।"

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জানুদ্বয় বিনমিত ও ভূতলে মস্তক স্পৃষ্ট করিয়া বলিবে, "ওঁ স্বাগতং স্বাগতবান্"

ধরে ! তাহার পর পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া "অকৃতঘ্নে দেবানস্থরাকৃতঘ্নরুদ্রেণ ব্রাহ্মণায় চ লব্ধং সর্ব্বমিমংভগবতে হস্তু দত্তং প্রতি গৃহ্ণীষ লোকনাথ" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুকে প্রদান করিবে।

অনন্তর ক্ষুরগ্রহণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, "এবং বরুণঃ পাতু শিষ্য তে বপতঃ শিরঃ। জলেন বিষ্ণুযুক্তেন দীক্ষা সংসারমোক্ষণং॥" অনন্তর কর্ম্মকারকে কলশ দান করিবে। পরে শোণিতস্রব না হয়, এরূপ ভাবে মস্তক মুণ্ডন পরিসমাপ্ত হইলে পুনরায় তৎক্ষণাৎ স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

ধরে ! গুরু এইরূপে সংসারমুক্তির নিমিত্ত শিষ্যকে দীক্ষিত করিয়া জানুদ্বয় বিনমিত করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে "আমি সমুদায় ভগবদ্ভক্তদিগকে এবং দীক্ষাকার্য্যরত গুরুগণকে অবগত আছি। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে আমি দীক্ষাদান করিলাম। সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি সকলকে নমস্কার করি।"

এইরূপে ভগবদ্ভক্তদিগকে নমস্কার করিবার পর বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া মধুমিশ্র ঘৃত, লাজ ও কৃষ্ণ তিলদ্বারা সপ্তবার এবং তিলোদন দ্বারা বিংশতিবার আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে জানু স্পৃষ্ট করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "অশ্বিনৌ দিশঃ সোমসূর্য্যৌ সাক্ষিমাত্রং বয়ং প্রসন্নাঃ শৃণ্বন্তু মে সত্য-বাক্যং বদামি" তাহার পর এই পৃথিবী, ও জল সত্যবলে অবস্থান করিতেছে সত্যবলে সূর্য্য গমনাগমন করিতেছেন, সত্যবলে বায়ু সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছে, অতএব আমিও

সত্য করিতেছি। এইরূপ সত্য করিয়া গুরুপুনরায় শিষ্যের মুখাবলোকন করিবেন।

অনন্তর শিষ্য সেই ভগবদ্ভক্ত গুরুকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। তাহার পর তাঁহার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া কহিবে, "গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে আজি আমি ইষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম। যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা করুন।" শিষ্য এইরূপে গুরুদেবকে প্রসন্ন করিলে, গুরু পুনরায় পূর্ব্বমুখীন হইয়া শিষ্যকে বেদিমধ্যে বসাইয়া তাহারদিকে দৃষ্টিপাত করত কমণ্ডলু ও শুক্ল যজ্ঞোপবীত হস্তে করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন যে, "বৎস! আজি তুমি বিষ্ণুপ্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে। আজি তোমার দীক্ষালাভ হইল। আজি তুমি কমণ্ডলু ধারণ করিলে। আজি অবধি তুমি সমুদায় কার্য্যে অধিকারী হইলে।"

এইরূপে গুরুকর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া মুখমণ্ডল চরণ কল্পনা করত গুরুদেবের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে গুরুদেব! আমি আপনার প্রসাদে উপদেষ্টা ও বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিলাম। আমি অধোভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছি" এইরূপে ঐ মন্ত্রদ্বারা মুখমণ্ডল চরণ কল্পনা করিয়া তৎপরে শৌচকার্য্য, অভিষেক কার্য্য, দেবপূজা ও বস্ত্রদান কার্য্য সম্পাদন কবিবে।

গুরুদেব কহিবেন, বৎস! বস্ত্রগ্রহণ করিলাম, তুমি লোকবিখ্যাত ও সকল কার্য্যের সাধনভূত এই কমণ্ডলু, গন্ধপাত্র, এবং সুখজনক গন্ধগ্রহণ কর। তাহার পর

বিষ্ণুদেয় সংসার মোক্ষণ মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্রপাঠ করিবে যে, হে গুরো! আমি পুনঃ পুনঃ অধোমুখে ভ্রমণ করিতেছি। আমি আজি গুরু লাভ করিলাম। আপনার অনুগ্রহে আজি আমার দীক্ষালাভ হইল, এই মন্ত্রে মুখ চরণ কল্পনা করিবে।

বৎস! বস্ত্র ও কমণ্ডলু গ্রহণ কর। ব্রহ্মচারীর এই কমণ্ডলু ত্রিলোকবিখ্যাত এবং সকল কার্য্যের সাধক।

অনন্তর গন্ধপাত্র গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র বলিবে যে, বৎস! বিবিধ গন্ধযুক্ত সুখসাধন এই গন্ধপাত্র গ্রহণ কর। ইহা বিষ্ণুর অতীব প্রিয়, পবিত্র ও সংসারমুক্তির উপায়ভুত।

তাহার পর মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিবে বিশুদ্ধিকারক এই মধুপর্ক গ্রহণ কর।

অনন্তর শিষ্য গুরুদেবের চরণদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধান্তঃকরণে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া গুরুদেবকে প্রসন্ন এবং তৎকৃত উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই কথা বলিবে যে, যে সকল ভগবদ্ভক্ত এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সকলেই আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন। অদ্য গুরুদেব আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ করিলেন। আমি অদ্য হইতে গুরুদেবের ভৃত্য হইলাম এবং গুরু আমার ইষ্টদেব হইলেন।

ধরে! আগমে ব্রাহ্মণের দীক্ষাবিধি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি অপরাপর বর্ণত্রয়ের দীক্ষাবিধি নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ফলতঃ গুরু এইরূপে শিষ্যকে দীক্ষিত করিলে, কি শিষ্য, কি গুরু উভয়েই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

---

# অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

## ক্ষত্রিয়ের দীক্ষাবিধি।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! সম্প্রতি ক্ষত্রিয়ের দীক্ষাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের দীক্ষাবিধি উপলক্ষে যেরূপ কীর্ত্তন করিলাম, অস্ত্র এবং কৃষ্ণসার চর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর সমুদায় সামগ্রী আহরণ করিয়া পূর্ব্ব কথিত মন্ত্রে ক্ষত্রিয়ের দীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিবে। কিন্তু এ দীক্ষায় পলাশদণ্ডের প্রয়োজন নাই। ইহাতে কৃষ্ণ ছাগের চর্ম্মই প্রয়োজন। ক্ষত্রিয়দীক্ষায় অশ্বথ দণ্ডই দাতব্য। এ দীক্ষায় দ্বাদশহস্ত পরিমিত বেদী প্রস্তুত করিয়া গোময়ে পরিলিপ্ত করিবে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ-দীক্ষায় যে সমস্ত দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, ক্ষত্রিয়দীক্ষায় যত্নপূর্ব্বক তৎসমস্তই আহরণ করিবে। অনন্তর আমার চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র বলিবে যে, হে বিষ্ণো! আমি অস্ত্র শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি সমস্ত ক্ষত্রিয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে শরণ লইলাম। তুমি আমাকে এই সংসার হইতে, এই জন্মজনিত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর। এই বলিয়া পরিশেষে পুনরায় আমার পাদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বলিবে, হে দেবাদিদেব! আমি আর অস্ত্রধারণ করিব না, আমি আর পরনিন্দাবাদ মুখে আনিব না। হে বরাহমূর্ত্তে! সংসার-

মুক্তির নিমিত্ত তুমি আমায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব।

এইরূপ বাক্যবিন্যাসের পর বিবিধ গন্ধ, পুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা যথানিয়মে আমাকে পূজা করিবে। পূজা সমাপনের পর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তদিগকে ভোজন করাইবে।

ধরে! ইহাই সংসারমোচন ক্ষত্রিয়দীক্ষা। যদি কোন ক্ষত্রিয় সিদ্ধিকামনা করে, তাহা হইলে এইরূপে দীক্ষিত হওয়া তাহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

সুন্দরি! এক্ষণে বৈশ্যের দীক্ষাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। বৈশ্য দীক্ষিত হইতে অভিলাষ করিলে স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাই করিবে। ইহাই তৃতীয় বর্ণের অর্থাৎ বৈশ্যের সংসারবিধি। বৈশ্য-দীক্ষায় দশহস্ত পরিমিত বেদী রচনা করিয়া উক্তবেদী গোময়ে বিলেপন পূর্ব্বক তদুপরি পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্য সকল আহরণ করিবে। তাহার পর ছাগচর্ম্ম দ্বারা স্বীয় শরীর প্রাবৃত করিয়া দক্ষিণ হস্তে উডুম্বর দণ্ড ধারণ করিবে। অনন্তর তিন বার ভগবদ্ভক্তদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া অবনত জানুতে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে বিষ্ণো! আমি বৈশ্য; কিন্তু আমি বৈশ্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরণাগত হইলাম। আপনার অনুগ্রহে আমার দীক্ষালাভও হইল। এক্ষণে প্রার্থনা, যাহাতে আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হই, তাহাই বিধান করুন।" আমার নিকট এইরূপ কহিয়া পরে দীক্ষা গুরুর চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে গুরো! আমি কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, ক্রয়বিক্রয়

সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আপনার অনুগ্রহে আপনার নিকট বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিলাম।” এই মন্ত্র উচ্চারণের পর অন্যান্য দেবতাদিগকে এবং ভগবদ্ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া অনন্তর ভক্তগণকে বিশিষ্টরূপ ভোজন প্রদান করিবে। সুশ্রোণি! ইহাই বৈশ্যের দীক্ষাবিধি। এই দীক্ষাবলে বৈশ্যগণ ঘোরতর সংসার সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

ধরে! এক্ষণে শূদ্রের দীক্ষাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যে শূদ্র দীক্ষিত হয়, সে সমস্ত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। শূদ্র অষ্টহস্ত পরিমিত বেদী রচনা করিয়া গোময়ে বিলেপন পূর্ব্বক তদুপরি পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিবে। শূদ্রদীক্ষায় নীলবর্ণ ছাগচর্ম্ম, বৈষ্ণব দণ্ড ও নীলবর্ণ বস্ত্রেরই প্রয়োজন। শূদ্র পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া দীক্ষার্থ আমার শরণাগত হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, “ভগবন্! আমি শূদ্র, আমি শূদ্রোচিত সমস্ত কার্য্য এবং সমুদায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমার সমুদায় পাপবিগত হইয়াছে, আমি লব্ধচৈতন্য ও নিস্পৃহ হইয়াছি।” তাহার পর দীক্ষা গুরুর চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, “বিষ্ণুপ্রসাদেন গুহ্যং, প্রসন্নাৎ পূর্ব্ববচ্চ লব্ধা বৈ সংসারমোক্ষণায় করোমি কর্ম্ম প্রসীদ।” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পর চারিবার গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে। তাহার পর গন্ধ ও মাল্য দ্বারা গুরুকে অর্চ্চনা করিয়া নিষ্পাপ কলেবর হইয়া যথানিয়মে ভক্তগণকে ভোজন করাইবে। ইহাই শূদ্রের দীক্ষাবিধি।

ধরে। এই দীক্ষাবিধিপ্রভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণই সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এক্ষণে চারিবর্ণের ছত্রদান বিধি নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণকে পাণ্ডুর ছত্র, ক্ষত্রিয়কে রক্তবর্ণ ছত্র বৈশ্যকে পীতচ্ছত্র এবং শূদ্রকে নীলবর্ণ ছত্র প্রদান করিতে হয়।

সূত কহিলেন, হে কুলপতে! ব্রতাবলম্বিনী ধরিত্রী চারিবর্ণের দীক্ষাবিধি শ্রবণ করিয়া বরাহদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, কেশব! চারিবর্ণের দীক্ষাবিধি শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, যাহারা দীক্ষিত হয়, তাহারা আপনার কার্য্যে তৎপর হইয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে?

অনন্তর বরাহরূপী ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর বচন শ্রবণ করিয়া মেঘ ও তুন্দুভির ন্যায় গম্ভীরস্বরে কহিলেন, কল্যাণি। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, কহিতেছি, শ্রবণ কর। সকল কর্ম্মেই আমাকে চিন্তা করিবে। বিশেষতঃ "গণান্তিকা" অতীব গুহ্যপদার্থ। কমলমোচনা ভক্তাভক্ত-বৎসলা ধরণী নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট মনে কৃতাঞ্জলিপুটে নারায়ণকে কহিলেন, মহাভাগ মাধব! আপনার চিন্তাপরায়ণ ভক্ত জন দীক্ষিত হইয়া আপনার বিষয়ে কি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে? আপনি ত মনুষ্যগণের চিন্তার অতীত পদার্থ; কিন্তু ভক্তগণ কিরূপে আপনাকে চিন্তা করিবে?

তখন সকলের বীজকারণ, কিন্তু স্বয়ং অব্যক্তজন্মা নারায়ণ বসুন্ধরার বচন শ্রবণ করিয়া মধুরস্বরে কহিলেন,

দেবি ধরে! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মৎকর্ম্মপরায়ণ ভক্তগণ যে চিন্তা দ্বারা আমাকে ভাবনা করে, তাহার নাম গণান্তিকা। গণান্তিকা চিন্তা দীক্ষার অন্যতম অঙ্গ। মহাভাগে! দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই গণান্তিকা চিন্তা একান্ত কর্ত্তব্য। দীক্ষা গ্রহণের সময় শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া একান্ত মনে বিধিপূর্ব্বক ও মন্ত্র পূর্ব্বক এই গণান্তিকা গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন ও স্পর্শনসংযুক্ত বামকর সংঘটিত গণান্তিকা গ্রহণ করে, তাহার ধর্ম্ম নিরতিশয় বর্দ্ধিত ও দীক্ষা মহাফলদায়িনী হইয়া থাকে। এই দীক্ষার নাম আসুরী দীক্ষা। ইহাদ্বারা ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়। অতএব শুদ্ধান্তঃ-করণ হইয়া গণান্তিকা চিন্তা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি গণান্তিকা চিন্তা করে, তাহা অপেক্ষা ধীমান্ আর দ্বিতীয় নাই। গণান্তিকা চিন্তা করিলে জন্মান্তর সহস্র চিন্তা করা হয়।

ধরে! সম্প্রতি যেরূপে গণান্তিকা দীক্ষা গ্রহণ করিতে এবং যেরূপে শিষ্যকে প্রদান করিতে হয়, কহিতেছি, শ্রবণ কর। কার্ত্তিক, অগহায়ণ, ও বৈশাখ মাসের শুক্লদ্বাদশীতে গণান্তিকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গ্রহণ সময়ে তিন দিন নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকিতে হয়। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত মাসের পূর্ব্বোক্ত তিথিতে সম্মুখে অগ্নিপ্রজ্বালিত করিয়া, সমাস্তীর্ণ কুশোপরি গণান্তিকা স্থাপন করিবে। তাহার পর গুরু পূতমনে নমো নারায়ণায় বলিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "সংসারোৎপত্তিনিদান ব্রহ্মণদেব পূর্ব্ব

পিতামহ যাহা ধারণ করিয়াছেন, যাহা নারায়ণের দক্ষিণাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, হে শিষ্য! তুমি সেই গণান্তিকা গ্রহণ কর।" গুরুদেব এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গণান্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক স্নিগ্ধ শিষ্যকে প্রদান করিবেন। প্রদান সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রদান করিবেন যে, বৎস! নারায়ণের দক্ষিণাঙ্গ জাত এই গণান্তিকা গ্রহণ কর। ইহা জপ করিলে আর পুনর্ব্বার সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

মাধব! স্নানকার্য্য সমাপনের পর কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়? কোন্ মন্ত্রে প্রসাধন কার্য্য সাধন করিতে হইবে?

ত্রিলোকনাথ জনার্দ্দন ধরণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মযুক্ত বচনে তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ম্মিগণ প্রথমত স্নান সামগ্রী সকল কল্পনা করিয়া পরিশেষে স্নান সমাপন হইলে যে মন্ত্রে আমাকে কঙ্কতিকা, অঞ্জন ও দর্পণ প্রদান করিতে হইবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্নানান্তে প্রথমত আমাকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া তৎক্ষণাৎ কঙ্কতী ও অঞ্জন কল্পনা করিবে। তাহার পর জানুদ্বয় বিনমিত করিয়া কঙ্কতিকা ধারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে, "নারায়ণ! আমার অঞ্জলিস্থিত এই কঙ্কতিকা গ্রহণ করিয়া স্বীয় কেশ সংস্কার সম্পাদন কর। হে মহানুভাব! হে লোকনাথ! হে সর্ব্বলোক প্রধান! তোমার যে বিশ্বময় নেত্রে ত্রিলোক সন্দর্শন করিতেছ, ঐ নেত্রে অঞ্জ প্রদান কর।

ধরে! স্নান করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, হে দেবাদিদেব! তোমার নিমিত্ত এই স্নানীয় কল্পনা করিয়াছি। তুমি এই সুবর্ণ কলস গ্রহণ কর। আমি তোমার নিকট এই অঞ্জলি বন্ধন করিতেছি, তুমি স্নান কর। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। 'নারায়ণায় নমঃ।' আমি তোমার নিকট এই গণান্তিকা প্রাপ্ত হইলাম। যেন আমার কোন অধর্ম্ম নাহয়।

বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি এইরূপে কার্য্যে দীক্ষিত হয়, সে গুরুর নিকট হইতে সিদ্ধিলাভ করিয়া আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। এই গণান্তিকা পিশুন, শঠ বা কুশিষ্যকে কদাচ প্রদান করিবে না। ইহা যদি সংখ্যায় অষ্টাধিক শত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বোত্তম, যদি চতুরধিক পঞ্চাশৎ হয়, তাহা হইলে মধ্যম এবং তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ হইলে নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রুদ্রাক্ষ মালা হইলে সর্ব্বোত্তম, পুত্র জীবক হইলে মধ্যম এবং পদ্মমালা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধরে! যে লোকহিতকরী মোক্ষপ্রদ বিশুদ্ধ গণান্তিকা অর্থাৎ মালার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, শত জন্মেও কেহ কখন ইহার বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। ইহা কখনও উচ্ছিষ্ট হস্তে ধারণ বা স্ত্রীলোকের হস্তে প্রদান করিবে না। যত্নপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে বিলম্বিত করিয়া রাখিবে। কখনও বামহস্তে স্পর্শকরা কর্ত্তব্য নহে। মালা জপ করিয়া পূজা করিবে। কখনও কাহাকে প্রদর্শন করিবে না। সুন্দরি! মোক্ষ-মার্গের উপায়ভূত এই পরম গুহ্য বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যদি কোন আমার ভক্ত বিধিপূর্ব্বক ইহা

পালন করে, তাহা হইলে সে অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

অনন্তর শ্রুতব্রতা ধরা নারায়ণের বচন শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! প্রভো! আপনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া যে দর্পণে স্বীয় মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করেন, সেই দর্পণদানের ব্যবস্থা কিরূপ? তাহা আমায় কীর্ত্তন করুন।

তখন বরাহদেব ধরণীর বচন শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি সুব্রতে! দর্পণদানের বিধি নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। দর্পণদানের সময় প্রথমতঃ "নমো নারায়ণায়" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাহার পর এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "শ্রুতির্ভাগবতী শ্রেষ্ঠা, শ্রুতী অগ্নির্দ্বিজশ্চ তব মুখং, নাসে অশ্বিনৌ, নয়নে চন্দ্রসূর্য্যৌ মুখঞ্চ চন্দ্রইব গাত্রাণি জগৎ প্রধানানীমঞ্চ দর্পণং পশ্য পশ্য রূপং" ধরে! যিনি এইরূপ নিয়মে আমার কার্য্য তৎপর হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি স্বীয় সপ্তকুল উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট মন্ত্র ও উপচারবিধি কীর্ত্তন করিলাম যদি কেহ শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে সন্তুষ্টচিত্তে, তাঁহার এই সকল কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

# ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

## চাতুর্বর্ণ্য-দীক্ষা।

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! আমার কার্য্যতৎপর মানবগণ আমাকে ভূষিত ও অলঙ্কৃত করিয়া আমাকে নবগুণান্বিত শুক্ল যজ্ঞোপবীত এবং আমার ললাটদেশে চন্দনের তিলক প্রদান করিবে। কিন্তু আমার ললাটে তিলকদানের মন্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মন্ত্র যথা—

মুখং মণ্ডনং চিন্তয় বাসুদেব ত্বয়া প্রযুক্তঞ্চময়োপনীতং।

এতেন চিত্রংকুরু বাসুদেব মমচেবংকুরু সংসারমোক্ষং॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমার ললাটে তিলক প্রদান করিবে। তাহার পর পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক "ইমাঃ সুমনসঃ সৌমনস্যায় ভগবন্! সর্ব্বাঃ সুমনসংকুরু ত্বয়েতে সৌমনস্যায় নির্ম্মিতা-গৃহীতা স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে পুষ্প প্রদান করিবে। তাহার পর আমাকে ধূপ নিবেদন করিবে। মন্ত্র যথা—

সুগন্ধানি তবাঙ্গানি স্বভাবেনৈব কেশব।
অমুনা চৈব ধূপেন ধূপিতানি তবানঘ॥
তবাঙ্গানাং সুগন্ধেন সর্ব্বং সৌগন্ধিকং কুরু।
গৃহাণেমঞ্চ মে ধূপং সর্ব্বসংসারমোক্ষণং॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নমো নারায়ণায় বলিয়া আমাকে

ধূপ প্রদান করিবে। তাহার পর আমাকে দীপ প্রদান করিবে। কিন্তু আমার ভক্তগণ যেরূপে আমার কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া দীপ প্রদান করিলে আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ দীপ জানুর উপর স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "নমো ভগবতে তেজসে বিষ্ণো! সর্ব্বে দেবাস্ত্বগ্নিসংস্থাঃ প্রতিষ্ঠাঃ। এবঞ্চাগ্নিস্তব তেজসা প্রতিষ্ঠিতা তেজশ্চাত্মা স্বয়মেব মন্ত্রশ্চ॥ তেজঃ সংসারান্মোচয়িতুং দেব গৃহ্লীম্ব দীপং দ্যুতিমন্তঞ্চ। মূর্ত্তিশ্চ ভূত্বা ইদং কর্ম্ম নিষ্কলং।" ধরে! যেব্যক্তি এই মন্ত্রে আমাকে দীপ দান করে, তাহার পিতৃ পিতামহগণ নিস্তার প্রাপ্ত হন।

বসুন্ধরা বরাহদেবের বাক্যশ্রবণে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, দেব! আমি আপনার কর্ম্মপরায়ণ ভক্তজনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল শ্রবণ করিলাম। কিন্তু অন্যান্য অবশিষ্ট কার্য্য সকল শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত উৎসুক হইতেছে। অতএব সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, কোন্ কোন্ পাত্রে আপনার সামগ্রীদান প্রশস্ত, কোন্ কোন্ পাত্রে আপনি পরিতুষ্ট হন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

অনন্তর লোকনাথ নারায়ণ বসুন্ধরার বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! যে সকল পাত্র আমার অভিমত, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কেহ সুবর্ণ, কেহ রাজত, কেহ বা কাংস্য পাত্রে করিয়া আমাকে দ্রব্য সামগ্রী সমর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু সমুদায় পাত্রের মধ্যে তাম্র পাত্রই আমার পক্ষে প্রশস্ত।

ধর্ম্মকামা ধরা লোকনাথ জনার্দ্দন নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এত পাত্র থাকিতে তাম্রপাত্র আপনার প্রিয় কেন ?

তখন অনাদি অপরাজিত লোকপ্রবর নারায়ণ বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পাপ-সম্পর্ক-শূন্যে! দেবি! বসুধে! সর্ব্বাপেক্ষা তাম্র আমার অতীব প্রিয় কেন, কহিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর। প্রায় সপ্তযুগ সহস্র সমতীত হইল, প্রিয় দর্শন তাম্রের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বকালে গুড়াকেশ নামে এক মহাসুর তাম্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার আরাধনায় তৎপর হয়। এমন কি, ধর্ম্মসংগ্রহমানসে চতুর্দ্দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অচলভাবে আমার আরাধনা করে। আমি তাহার কঠোর তপশ্চরণে একান্ত পরিতুষ্ট হইলাম। অনন্তর যে স্থান হইতে তাম্রের সমুৎপত্তি হইয়াছে, সেই রমণীয় আশ্রমে ঐ মহাসুর জানুদ্বয় বিনমিত করিয়া আমার চিন্তায় নিমগ্ন হইলে আমি চতুর্ভুজরূপে তাহাকে দর্শন প্রদান করিলাম। সে আমাকে দর্শন করিবামাত্র প্রণত ও প্রাঞ্জলি হইয়া ভূতলে মস্তক নিধান পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। তখন আমি প্রসন্নচিত্তে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, গুড়াকেশ মহাভাগ! যদিও আমি দুরারাধ্য, তথাপি তোমার ব্রতনিয়মে ও ভক্তিবলে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমার কি হিতসাধন করিতে হইবে, প্রার্থনা কর। তুমি কায়মনোবাক্যে আমার চিন্তা করিয়াছ। মহাভাগ! তোমার কি বর লইতে অভিলাষ, ব্যক্ত কর। তখন সেই মহাসুর গুড়াকেশ আমার বচন শ্রবণে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক সরল-

ভাবে কহিল, দেব! যদি সর্ব্বান্তঃকরণে পরিতুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে আমায় এই বর প্রদান কর, যেন সহস্র জন্মাবধি তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে। যেন তোমার নিক্ষিপ্ত চক্রাস্ত্রে আমার নিধন হয়। আমি চক্রাস্ত্র-নিহত হইলে যেন আমার মেদমাংসে পবিত্র শুভ তাম্রের সমুৎপত্তি হয়। যেন সেই তাম্র, পাত্রে পরিণত হইয়া তোমার নিবেদ্য সামগ্রীর শ্রেষ্ঠতম আধার হয়। যেন তুমি সেই তাম্রপাত্র প্রশস্ত বলিয়া পরম পরিতুষ্ট হও। দেব! যদি আমি একান্তমনে কঠোর নিয়মে তোমার আরাধনা করিয়া থাকি, যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না, আমাকে এইমাত্র বর প্রদান কর।

ধরে! গুড়াকেশের বচনে পরিতুষ্ট হইয়া আমি তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলাম এবং কহিলাম, যতকাল ভূলোকে লোকস্থিতি বিদ্যমনে থাকিবে, ততকাল তুমি তাম্রে অবস্থান পূর্ব্বক আমাতে সংস্থিতি করিবে। দেবি! সেইকাল পর্য্যন্ত মহাসুর গুড়াকেশ তাম্রে অধিষ্ঠান করিতেছে। সুতরাং কেহ তাম্রপাত্র প্রদান করিলে, আমি যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হইয়া থাকি। সেই কারণেই, তাম্র মাঙ্গল্য, পবিত্র ও আমার একান্ত প্রিয়।

তাহার পর আমি গুড়াকেশকে কহিলাম, বৎস! বৈশাখ মাসের শুক্ল দ্বাদশীদিনে যখন সূর্য্যদেব গগনমণ্ডলের মধ্য পথ অলঙ্কৃত করিবেন, তখনই আমার তেজোময় এই চক্রাস্ত্র তোমার বধসাধন করিবে এবং তুমিও ভূলোক পরিত্যাগ করিয়া

আমার লোকে আগমন করিবে তাহার আর সংশয় নাই। আমি গুড়াকেশকে এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলাম। সেই মহাসুরও তদবধি আমার চক্রাস্ত্রদ্বারা নিহত হইবার বাসনায় আমার কার্য্যে একান্ত তৎপর হইল। উত্তরোত্তর তাহার তপোনুষ্ঠান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কবে আমি বিষ্ণুলোকে যাইব, দিনযামিনী কেবল এই চিন্তাই তাহার হৃদয়মন্দির অধিকার করিয়া রহিল। কালক্রমে বৈশাখ মাসের শুক্ল দ্বাদশী সমুপস্থিত হইলে সেই মহাসুর আমার অর্চ্চনা করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, প্রভো! আর বিলম্ব কেন, শীঘ্র অনলসন্নিভ চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ কর। আমার সর্ব্ব শরীর চক্রে ছিন্ন করিয়া আমার আত্মাকে স্বাধিকৃত স্থানে লইয়া চল।

আমিও তৎক্ষণাৎ চক্রাস্ত্রদ্বারা তাহাকে বিপাটিত করিলাম। আমার একান্ত ভক্ত সেই মহাসুর আমাকে প্রাপ্ত হইল। এদিকে তাহার মেদদ্বারা তাম্র, শোণিত দ্বারা সুবর্ণ এবং অস্থিসমূহ দ্বারা রৌপ্য, রঙ্গ, সীস, কাংস্য পিত্তলাদি ধাতু সকল প্রাদুর্ভূত হইল।

বসুন্ধরে! যদি কেহ তাম্র পাত্রে করিয়া আমার উদ্দেশে ভক্ত বা অন্য বিধ খাদ্য দ্রব্য প্রদান করে, তাহা হইলে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। আমার প্রিয়কারী ভক্ত মাত্রেরই তাম্রপাত্রে দ্রব্য দান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ধরে! এইরূপে তাম্রের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং এই কারণেই তাম্র আমার অতীব প্রিয়। ভগবদ্ভক্ত দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই তাম্র পাত্রে করিয়া আমাকে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি

প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবি! এই আমি তোমার নিকট দীক্ষাবিধি ও তাম্রের সমুৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর।

ধরা কহিলেন, দেবাদিদেব! আপনার কার্য্যপরায়ণ ভক্তগণ দীক্ষিত হইয়া কোন্ মন্ত্রে কি নিমিত্ত সন্ধ্যার উপাসনা করেন?

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! যে কারণে বা যে মন্ত্রে সূর্য্যের বন্দনা এবং পূর্ব্ব সন্ধ্যা ও পশ্চিম সন্ধ্যার উপাসনা করিতে হয়, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ আমার ভক্ত ভক্তি পূর্ব্বক জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল ধ্যানাবলম্বনের পর এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে, "হে ভগবন্ ভাস্কর! ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রাদিদেবগণ তোমাকে নমস্কার করেন। তুমি ভবের উদ্ভব কারণ, আদৌ তুমি ব্যক্তরূপী। সকলে কৃষ্ণের নিমিত্ত যেরূপ ধ্যানযোগ অবলম্বন করে, সেইরূপ সন্ধ্যাসীন হইয়া সকলে বাসুদেবকে নমস্কার করে। আমরা অব্যক্তরূপী আদিদেব ও অন্যান্য দেবগণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংসারমুক্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করিব। হে বাসুদেব! আমরা সন্ধ্যার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তোমাকে নমস্কার।" এই মন্ত্র বলিয়া দীক্ষিত ব্যক্তি সন্ধ্যার উপাসনা করিবে।

# ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

## রাজান্ন ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত।

সূত কহিলেন, হে শৌনক। বিশুদ্ধচিত্তা দেবী বসুন্ধরা নারায়ণের প্রমুখাৎ এইরূপ দীক্ষাবিধি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! যাহার ভাগ্য প্রসন্ন, সেই আপনার এই দীক্ষা মাহাত্ম্য শ্রবণে অধিকারী হইয়া থাকে। আমি আপনার প্রমুখাৎ এই দীক্ষাবিধি শ্রবণ করিয়া নির্ম্মলচিত্ত হইলাম। আপনার কি আশ্চর্য্য মহিমা? আপনা হইতে এই চারিবর্ণের সুখজনক দীক্ষাবিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি হে দেব! আমার হৃদয়ে আর একটি গুহ্য তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, যদি ভক্তজনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া প্রকাশ করেন, অনুগৃহীত হই। আপনি ইতিপূর্ব্বে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন; সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, সামান্যবুদ্ধি মানবগণ সেই অপরাধে লিপ্ত হইয়া কোন্ কার্য্যদ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারে? মাধব! এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট সেই কার্য্য বিবরণ বিবৃত করুন।

অনন্তর মহামনা হৃষীকেশ ধরার বচন শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তার পর কহিলেন, বসুন্ধরে! বিশুদ্ধস্বভাব ভক্তগণ যদি আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া লোভ প্রযুক্তই হউক, ভয়েই হউক, আর বিপন্ন হইয়াই হউক, রাজান্ন

ভক্ষণ করে, তাহা হইলে দশ সহস্র বৎসর ঘোর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে।

তখন বসুন্ধরা বরাহদেবের বচন শ্রবণে ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। সপ্তদশ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়াপনোদন হইল না। তাহার পর একদিন দুঃখিতান্তঃকরণে মধুর বচনে সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত কহিলেন, দেব! আমার অন্তঃকরণে এক সন্দেহ উপস্থিত রহিয়াছে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজান্ন অভক্ষ্য হইল কেন? রাজাদিগের দোষ কি?

তখন ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য নারায়ণ বসুন্ধরার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি যে গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে রাজান্ন ভক্ষণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ যদিও রাজা সকলকে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকে, তথাপি রাজাদ্বারা সুদারুণ রাজস ও তামস কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং রাজান্ন ভক্ষণ ভক্তগণের পক্ষে একান্ত অনুচিত। ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত উহা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে যেরূপ হইলে ভক্ষণ করা ভক্তগণের কর্ত্তব্য, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যদি কেহ ভক্তিপূর্ব্বক যথানিয়মে আমাকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া ধন ধান্য ও অন্যান্য সামগ্রী আমাকে নিবেদন করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমার ভোজনাবশিষ্ট সেই রাজান্ন ভক্ষণ করিলে ভক্তজনকে পাপে পরিলিপ্ত হইতে হয় না।

ধরা কহিলেন, জনার্দ্দন! যদি কোন ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধচিত্ত

ব্যক্তি রাজান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে ?

বরাহদেব কহিলেন, অয়ি ভীরু! রাজান্নভোজী ভক্তগণ যেরূপে পাপ হইতে মুক্ত হয়, যাথাযথ কহিতেছি, শ্রবণ কর। রাজান্ন ভোজন করিলে প্রথমতঃ একটি চান্দ্রায়ণ করিয়া তৎপরে কষ্টসাধ্য সান্তপন ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সদ্যই সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু আমি বলিতেছি যাহারা আমার পূজা করিয়া সিদ্ধিকামনা করে, রাজান্ন ভোজন তাহাদিগের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ।

## একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

### দন্ত কাষ্ঠাভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার না করিয়া যদি কেহ আমার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়, একদিনেই তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত সমুদায় কর্ম্মফল বিনষ্ট হইয়া যায়।

ধর্ম্মচারিণী পৃথিবী নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপরায়ণ মানবগণের সুখসাধনের নিমিত্ত কহিলেন, ভগবন্! মানবগণ কত কষ্টে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পুন্যসঞ্চয় করে; কিন্তু এক অপরাধে অর্থাৎ একবার দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার না করাতে তাহার সমুদায় পুন্য বিগত হয় কেন?

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! পাপসম্পর্কশূন্যে! এক মাত্র অপরাধে মানবের পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মফল সমস্তই বিনষ্ট হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ভদ্রে! একত কফ-পিত্ত সংযুক্ত বলিয়া মনুষ্যমাত্রেই পাপী। তাহাতে আবার মুখ পূয, শোণিতাদির গন্ধে পরিপূর্ণ। দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিলে সেই সকল দুর্গন্ধ দূরীকৃত হয়। সুতরাং ভাগবতী শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। আর আচার বর্জ্জিত হইলেই সমস্তই নষ্ট হয়।

ধরণী কহিলেন, দেব! যদি কেহ কখন দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার না করিয়া অর্থাৎ মুখধাবন না করিয়া আপনার কার্য্য করে, তাহা হইলে যাহাতে তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফল নষ্ট না হয়, এমন কি প্রায়শ্চিত্ত আছে, কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে অর্থাৎ মানব দৈবক্রমে মুখধাবন না করিলে যাহাতে শুদ্ধিলাভ করে, নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি কেহ দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ না করে, তাহা হইলে একসপ্তাহ আকাশ শয়ন করিলে, শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। ইহাই ইহার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্ত করিলে নিশ্চয়ই শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

---

# দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

## মৃতস্পর্শন-প্রায়শ্চিত্ত।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যদি কেহ স্ত্রীসংসর্গ করিয়া অস্নাত অবস্থায় আমাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহাকে পঞ্চদশ সহস্র বৎসর রেতঃপান করিতে হয়।

স্পৃষ্টব্রতা ধরণী নারায়ণের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, ওরূপ অবস্থায় আপনাকে স্পর্শ করিলে কি পাপ হয়? সে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? আমাকে নির্দ্দেশ করুন।

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার শোভন প্রায়শ্চিত্ত বিধি নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সাতদিন একাহার, তাহার পর তিনদিবস উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়। শবস্পর্শ করিলেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি শবস্পর্শ করিয়া ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহার আর পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না।

অনুরাগ, মোহ ও কামের বশীভূত হইয়া যে ব্যক্তি নির্ভয়ে রজস্বলা রমণীকে স্পর্শ করে, সেই নির্ঘৃণকে সহস্র বৎসর-কাল রজঃপান করিতে হয়। দেবি! অন্ধতা ও দরিদ্রতা

তাহাকে আশ্রয় করে। সে জ্ঞানবান্ হইলেও নিতান্ত মূর্খ। সে নরকে নিপতিত হইয়া আর জীবন লাভ করিতে পারে না। রজস্বলা স্পর্শে এইরূপই ঘটিয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ধরণী কহিলেন, জনার্দ্দন! যাহারা আপনার শরণাগত হয়, তাহারা মোক্ষ পথের পথিক হইয়া থাকে। কিন্তু আপনার কর্ম্মকারিমধ্যে যদি কেহ পূর্ব্বোল্লিখিত পাপে পরিলিপ্ত হয়, তাহা হইলে সে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে? আমায় নির্দ্দেশ করুন।

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! যদি কেহ রজস্বলা কামিনীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া ত্রিরাত্রকাল আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সেই ত্রিরাত্র আকাশ শয্যায় শয়ন করিবে। এইরূপ করিলে আমার অভিমত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা হয় এবং অনায়াসে রজস্বলা স্পর্শজনিত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মৃত দেহ স্পর্শ করিয়া আমার ক্ষেত্রে অবস্থান করে তাহাকে শত সহস্র বৎসর গর্ভবাসে পরিভ্রমণ করিতে হয়। সে দশ সহস্র বৎসর চণ্ডালযোনি, সপ্ত সহস্র বৎসর অন্ধ, শতবর্ষ মণ্ডুকযোনি, তিন বৎসর মক্ষিকাযোনি এবং একাদশ বৎসর টিট্টিভযোনিতে পরিভ্রমণ করত অন্যান্য দংশকরূপ অবলম্বন করিয়া অবশেষে কৃকলাস যোনিতে অবস্থান করে। পরে সে শতবর্ষ হস্তী, দ্বাত্রিংশৎ বৎসর গর্দ্ধভ, নববর্ষ মার্জ্জার এবং পঞ্চদশ বৎসর বানর যোনিতে বাস করে। হেদেবি! এইরূপে মানবগণ আমাতে অনাসক্ত হইয়া

নিঃসংশয় মহা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর বসুন্ধরা দেবী হরির নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজনের মোক্ষার্থী হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! মানবগণের দুঃসাধ্য ও আমার মর্ম্মভেদী এই ভীষণবাক্য কিনিমিত্ত প্রয়োগ করিলেন? আপনার প্রতি অনাসক্ত ও আচারভ্রষ্ট নরগণের দুঃখ যাহাতে বিমোচন হয় তাহার কোনও উপায় বিবৃত করুন। তখন লোকনাথ জনার্দ্দন পৃথিবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন হে কাশ্যপি! যে ব্যক্তি মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া আমার কার্য্য পরায়ণ হয় তাহাকে পঞ্চদশ দিন একাহারী হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। তদনন্তর এইরূপ বিধানে পঞ্চগব্য পান করিলে পর বিশুধাত্মা হইয়া আর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না। হে দেবি! শবস্পর্শ বিষয়ে তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলে তাহা বিবোধনের নিমিত্ত সেই সমস্ত বিষয় আমাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল। যে ব্যক্তি এই বিধানে প্রায়শ্চিত্তাচরণ করে, সে অপরাধ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

# ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমো অধ্যায়ঃ।

## মরুৎকর্ম্মপুরীষোৎসর্গ-প্রায়শ্চিত্ত।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি আমাকে স্পর্শ করিয়া মরুৎক্রিয়া সাধন করে, তাহাকে বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে পাঁচ বৎসর মক্ষিকা, তিন বৎসর মূষিক, তিন বৎসর কুক্কুর এবং নয় বৎসর কূর্ম্মযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। দেবি! আমার কর্ম্মপরায়ণ কোন ব্যক্তি যদি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াপ পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই পূর্ব্বোক্ত প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।

তখন ধরা হৃষীকেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেব! যদি কেহ আপনার কার্য্য করিতে গিয়া এইরূপ পাপে পরিলিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পাপবিমোচনের উপায় কি? সে কিপ্রকারে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে? এবং কিরূপেই বা সুখী হইবে? কীর্ত্তন করুন।

বরাহ বলিলেন, হে দেবি! মানবগণ এইরূপ অপরাধ করিয়া যে কর্ম্মের দ্বারা শান্তি লাভ করিবে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ঐরূপ পাপিগণ যদি তিন দিবস ও তিনরাত্রি পাবক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে তাহা হইলে উহারা কুসংসর্গ

পরিত্যাগ করত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

হে ভদ্রে! মহৎ কর্ম্মাপরাধী ব্যক্তিদিগের দোষ ও গুণ বিষয়ে যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে সমস্তই বলিলাম।

হে অনঘে! আরও অন্যান্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে পুরীষ ত্যাগ করে সে দেবমানের সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রৌরব নরকে অবস্থান পূর্ব্বক উহা ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করে। মৎকর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট ব্যাকুলচিত্ত নরগণ যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে এক্ষণে সেই প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেছি। অপরাধী ব্যক্তি এক দিবস সলিলশয্যা এবং এক দিবস আকাশশয্যায় শয়ন করিলে নিশ্চয়ই পূর্ব্বোক্ত অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

হে বিশালাক্ষি! আমার ভক্তগণের মধ্যে যে ব্যক্তি পুরীষ ত্যাগ করে তাহার অপরাধ-মোচনবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, সমস্তই উল্লেখ করিলাম।

# চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

## মৌনত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত।

বরাহদেব বলিলেন, হে সুশ্রোণি! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্ম করিতে করিতে অন্য কথার অবতারণা করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধি নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই মূর্খ পঞ্চদশ দিবস আকাশশয্যায় শয়ন করিলে ঐ পাপ হইতে নিঃসংশয় মুক্তিলাভ করিতে পারে।

যে ব্যক্তি নীলবস্ত্র দ্বারা ভূষিত হইয়া আমাকে আরাধনা করে তাহাকে পঞ্চশতবর্ষ কৃমিরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে হয়।

হে নিবিড়নিতম্বে! হে বিশালাক্ষি! যে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলে এই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

হে ভূমে! যথাবিধানে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে নিঃসংশয় এই কিল্বিষ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

যে ব্যক্তি অপবিত্র হইয়া আমার নিকট আগমন করে তাহাকে মূর্খ, পাপকর্ম্মা ও আমার বিদ্বেষী বলিয়া জানিবে।

হে বরারোহে! তাহার প্রদত্ত সুগন্ধি গন্ধমাল্য তাম্বুল ও মিষ্টান্ন আমি কখনও গ্রহণ করি না।

অনন্তর সংশিতব্রতা ধর্ম্মাভিলাষিণী বসুন্ধরা নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন, হে নাথ! আপনি আচারের ব্যতিক্রম বিষয়ে সমস্তই আমার নিকট প্রকাশ করিলেন, কিন্তু এক্ষণে সদাচার বিষয় প্রকাশ করুন। এই জগতে আপনার কর্ম্মপরায়ণ নরগণ কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ কিরূপ শুচি হইয়া আপনার নিকট গমন করিতে পারে। হে দেব! ইহাই আমার সংশয়, এবং ঐ বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব ভক্ত-গণের সুখের নিমিত্ত সমস্তই প্রকাশ করুন।

বরাহদেব বলিলেন, হে ভীরু! এই মহৎ গোপনীয় বিষয় যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

হে সুশ্রোণি! সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যেরূপে ক্রিয়া করিলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে তাহা শ্রবণ কর। ক্রিয়ায় প্রারম্ভে পূর্ব্বমুখ হইয়া জল দ্বারা পাদদ্বয় প্রক্ষালণ করিতে হইবে। তদনন্তর যথানিয়মে তিনবার মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া সেই প্রক্ষালিত হস্ত পুনর্ব্বার জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। তদনন্তর সপ্তকোশ জল গ্রহণ করিয়া পুনরায় প্রক্ষালন করিবে।

সেই সমস্ত কোশের মধ্য হইতে সর্ব্বপাপবিশোধন ও সর্ব্বেন্দ্রিয় নিগ্রহের নিমিত্ত তিন কোশ জল পান করিয়া মুখমার্জ্জন করিবে। তদনন্তর আমার চিন্তাপরায়ণ হইয়া প্রাণায়াম করত যথাবিধানে কর্ম্ম করিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এইরূপ ব্যবহারেব পর তিনবার

মস্তক এবং তিনবার কর্ণ ও নাসিকা ধৌত করত তিনবার জল প্রক্ষেপ করিবে। অয়ি বামলোচনে! আমার নিকটে আগমনের সময় পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আর যদি সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া আমার নিকট আগমন করে, তাহা হইলে বিশেষরূপ প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। আমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ কার্য্য করিলে কিছুতেই পাপ স্পর্শ হইতে পারে না।

তদনন্তর বসুন্ধরা দেবী নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবৎভক্তদিগের প্রিয় ও মধুময় বাক্যে বলিলেন, ভগবন্! যদি কেহ যথানিয়মে বিধৌতদেহ হইয়া আপনার কার্য্য করিতে না পারে, তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত এবং শুদ্ধিলাভের উপায় কি, নির্দ্দেশ করুন।

বরাহদেব কহিলেন, হে অনিন্দিতে! আমার কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তিগণ যেরূপ গতি লাভ করে তাহা যথাযোগ্য বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

যে ব্যক্তি ব্যভিচারী হইয়া আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে দশসহস্র ও দশশত বর্ষ কৃমি হইয়া অবস্থান করিতে হয়।

হে মহাভাগে! যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে ঐ মূর্খব্যক্তি কৃত-কৃত্য হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি আমার মতে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে একটী মহাসান্তপনব্রত ও সমস্ত তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতসাধন করিতে হয়।

হে যশস্বিনী! যে ব্যক্তি এই বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিবে সেই নর পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিতে পারে।

আমার ভক্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট হয় এবং চঞ্চলচিত্তে আমাকে স্পর্শ করে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। হে যশস্বিনি! আমি ক্রোধকে ইচ্ছা করি না, এবং ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিকেও ইচ্ছা করি না। জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র পঞ্চেন্দ্রিয় সংযুক্ত লাভালাভ শূন্য অহঙ্কারাদি হইতে বিনির্মুক্ত এবং আমার কর্ম্মে সর্ব্বদা অভিরত হয়, এমন ব্যক্তিকে ইচ্ছা করি।

হে বরাননে! আর এক বিষয় বলিতেছি যে, যদি কোন ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহাকে শতবর্ষ চিল্লী, শতবর্ষ শ্যেন এবং তিন শতবর্ষ ভেকযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে অপুমান হইয়া ছয় বৎসর রেত ভক্ষণ করিতে হয়। হে সুশ্রোণি! সেই পুরুষকে একবিংশ বর্ষ অশ্ব, দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ গৃধ্র, এবং দশবর্ষ শৈবাল-ভক্ষিতা আকাশগামী চক্রবাক হইয়া পরিশেষে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে। হে ভূমে! মানবগণ নিজ কর্ম্মদোষে সংসার সাগরে এইরূপ অত্যুৎকট দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

ভগবন্! আপনি অতি গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিলেন। আপনার বচন শ্রবণে আমার চিত্ত একান্ত অস্থির ও নিতান্ত বিহ্বল হইল। আপনি যাহা কহিলেন, ইহা ভক্তজনের দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আমি ইহা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও

অতীব দুঃখিত হইলাম। জগৎপতে! দেব দেব! আমার সাধ্য কি, যে আপনাকে আদেশ করি, তবে যদি আপনি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমার প্রিয়ানুষ্ঠান ও এবং সমস্ত লোকের হিতসাধন জন্য ইহার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে সাতিশয় পরিতৃপ্ত হই। কারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অতি ক্ষীণপ্রাণ এবং লোভমাহের একান্ত বশীভূত। অতএব আপনার কার্য্য করিতে করিতে যদি তাঁহাদিগের দোষস্পর্শ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যাহাতে শুদ্ধিলাভ করিয়া নির্ভীকচিত্ত হইয়া দোষ হইতে মুক্ত হন এবং যাহাতে দুস্তর দুঃখসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করুন।

ঐ সময় বরাহরূপী কমললোচন নারায়ণ সনৎকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সনৎকুমার আমার একজন পরম ভক্ত যোগী, অতএব সনৎকুমারই ইহার বিধি নির্দ্দেশ করিবেন।

তখন ব্রহ্মার মানসপুত্র যোগজ্ঞ সনৎকুমার বসুন্ধরাকে কহিলেন, দেবি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতে তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু বরাহরূপী নারায়ণ সমুদায় মায়ার মূল, সমুদায় যোগও যোগাঙ্গবেত্তা এবং সমুদায় ধর্ম্মবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য। অতএব উনিই এ বিষয়ের বিধি নির্দ্দেশ করুন।

তখন বরাহদেব সনৎকুমারের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সমুদায় ক্রিয়াকলাপ অধ্যাত্মযোগ, ও পার্থিব ধর্ম্মাদি বিষয়ে নারায়ণই বিশেষ দক্ষ, অতএব উনিই সমুদায় নির্দ্দেশ করুন।

তখন মায়াকরণ্ডক বিষ্ণু কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ আমার কার্য্য করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইলে যাহাতে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, কহিতেছি, শ্রবণ কর। তাদৃশ অপরাধী ব্রাহ্মণ আট জন গৃহস্থের ভবন হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া দিবার ষষ্ঠভাগে ভোজন করিবে। যিনি এইরূপ নিয়মে ব্রহ্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যদি ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে যাইতে ইচ্ছা করেন,তাহাহইলে শীঘ্র বিষ্ণুকে আরাধনা করা, তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

ঐ সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র মুনিবর নারায়ণ বসুন্ধরাকে কহিলেন, দেবি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইহা অতি গুহ্য রহস্য। অতএব লোকনাথ জনার্দ্দনের মুখবিনির্গত ধর্ম্মতত্ত্ব তুমি যাহা শ্রবণ করিয়াছ নির্দ্দেশ কর।

তখন ধরণী কহিলেন, তাহার পর বরাহরূপী শঙ্খচক্র গদাধর কমললোচন লোকনাথ জনার্দ্দন দুন্দুভি ও মেঘ গভীরস্বরে মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি! যে ব্যক্তি আচারপূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কার্য্য করে, সে অনায়াসে পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। দেবি! যদি আমার লোকে গমনের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ক্রোধ, লোভ বা ত্বরার বশীভূত হইয়া আমার কার্য্য করা ভক্তজনের কর্ত্তব্য নহে। যাহারা ক্রোধবর্জ্জিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া আমার কার্য্য করে, তাহাদিগের আর কোন অপরাধ থাকে না। বরং চরমে তাহাদিগকে আর সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যদি কোন ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য পুষ্পদ্বারা আমার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি-ফলের বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি সেই অকর্ম্মণ্য পুষ্প কখনই গ্রহণ করি না এবং তাদৃশ পুষ্পদাতা কখনই আমার প্রিয় নহে। সেই মূর্খতম ভক্তগণ, আমার প্রিয়কারী না হইয়া প্রত্যুত অপ্রিয়কারীই হইয়া থাকে। সেই পাপে তাহারা ঘোরতর রৌরব নরকে নিপতিত হইয়া থাকে, অজ্ঞতা দোষে তাহাদিগকে অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। এমন কি তাহারা দশবৎসর বানর, ত্রয়োদশ বৎসর মার্জ্জার, পঞ্চবর্ষ মূক, দ্বাদশবৎসর বলীবর্দ্দ, আটবৎসর ছাগ, একমাস গ্রাম কুক্কুট এবং তিন বৎসর মহিষযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। দেবি! এই আমি তোমার নিকট অকর্ম্মণ্য ও আমার একান্ত অপ্রিয় পুষ্পদানের প্রতিফলের কথা নির্দ্দেশ করিলাম।

ধরণী কহিলেন, ভগবন্! যদি সর্ব্বান্তঃকরণে আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার কর্ম্মপরায়ণ ভক্তগণ যাহাতে এই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করুন।

বরাহদেব কহিলেন, হে মহাভাগে দেবি বসুন্ধরে! যে প্রকারে মানবগণ অকর্ম্মণ্য পুষ্পদানজনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। বরাননে! তাদৃশ পাপী ব্যক্তি একমাস একাহার ব্রত পালন করিয়া তাহার পর চতুর্দ্দশ দিবস বীরাসন বিধির অনুষ্ঠান করিবে। তৎপরে একমাস ঘৃতপায়স ভক্ষণ করিবে। তাহার পর তিন দিন

যাবকান্ন এবং তিন দিন বায়ুভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিবে। দেবি! যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মে আমার কার্য্য করে, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

## পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

### জালপাদভক্ষণ-প্রায়শ্চিত্ত

বরাহদেব কহিলেন, নিবিড়নিতম্বে! রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া যে ব্যক্তি আমার পূজাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সংসারমুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। রজস্বলা রমণীদিগের যে রজঃপ্রবৃত্তি হয়, রক্তবস্ত্র পরিধানকারী ব্যক্তি পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই রজোরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করে। এক্ষণে তাদৃশ অপরাধী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তাদৃশ অপরাধী ব্যক্তি প্রথমতঃ সপ্তদশ দিবস একাহারে দিনপাত করিয়া তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিবে। তাহার পর শুদ্ধ জলমাত্র পান করিয়া একদিন যাপন করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার প্রিয় হইতে পারে।

হে রক্তবস্ত্রবিভূষিতে ধরে! রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আমার কার্য্য করিলে যে পাপস্পর্শ হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিলাম, সম্প্রতি সত্বরতা প্রযুক্ত যদি কেহ বিমোহিত হইয়া বিনা আলোকে অর্থাৎ অন্ধকারে আমার কার্য্য করে, তাহার কষ্টের বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। সেই দীপবর্জ্জিত ব্যক্তি একজন্ম যাবৎ অন্ধ হইয়া মহাকষ্ট ভোগ করে। এমন কি, অন্ধতাবশতঃ তাহার খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা থাকে না, যাহাই তাহার হস্তগত হয় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ধরে! সম্প্রতি সেই দীপবর্জ্জিত ব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহকারে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অন্ধকারে আমার সেবাজনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তাদৃশ অপরাধী ব্যক্তিকে প্রথমতঃ পঞ্চদশ দিবস স্বীয় নেত্রদ্বয় সমাবৃত করিয়া অবস্থান করিতে হইবে। তাহার পর সংযতচিত্ত হইয়া বিংশতি দিবস একাহারে পর্য্যবসিত করিবে। তাহার পর যে কোন মাসে হউক, একটী দ্বাদশী একাহারে যাপন করিবে। তৎপরে এক দিবস জলপান করিয়া সমতীত করিবে। তাহার পর এক দিবস গোমূত্রে যবান্ন পাক করিয়া তাহাই ভক্ষণপূর্ব্বক অবস্থান করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে অন্ধকারে সেবাজনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

দেবি! এক্ষণে যদি কেহ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার কার্য্য করে, তাহার কষ্টের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানজনিত অপরাধে সেই ব্যক্তিকে দশ

বৎসর ঘুণ, পাঁচবৎসর নকুল, এবং দশবৎসর কচ্ছপযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে পারাবতযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর যাবৎ আমার পার্শ্বে অবস্থান করিতে হয়। সম্প্রতি তাহার সংসারমুক্তির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

কৃষ্ণবস্ত্র-পরিধানকারী ব্যক্তি সপ্তাহ যাবক ভক্ষণ পূর্ব্বক পরে তিন দিবস রাত্রিতে তিনবার মাত্র এক একটী সক্তু পিণ্ড ভক্ষণ করিলে কৃষ্ণবস্ত্র-পরিধান-জনিত অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে। হে দেবি বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ নিয়মে আমার কার্য্য করে, তাহাকে আর সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; প্রত্যুতঃ সে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! সম্প্রতি যে ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র জলপূত না করিয়া ভক্তিভাবে আমার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সম্প্রতি সেই উচ্ছিষ্টবস্ত্র পরিধানকারীর দোষ ও কষ্টের কথা উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। অপবিত্র বস্ত্র পরিধানকারী ব্যক্তি একজন্ম মত্ত হস্তী, একজন্ম উষ্ট্র, একজন্ম বৃক, একজন্ম গোমায়ু, একজন্ম অশ্ব, একজন্ম হরিণ এবং একজন্ম মৃগ, এই রূপে সপ্ত জন্মের পর পুনরায় মানব জন্ম লাভ করিয়া আমার ভক্ত, আমার কার্য্যপরায়ণ এবং গুণজ্ঞ, অহঙ্কারবর্জ্জিত কার্য্যদক্ষ ও নিরপরাধী হইয়া থাকে।

ধরা কহিলেন, দেব! অপূত উচ্ছিষ্ট বস্ত্র পরিধানকারীর পক্ষে যেরূপ দুর্গতির কথা কহিলেন তাহা শুনিলাম। সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, আপনার কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কোন্

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুখী হইতে পারে?

বরাহদেব কহিলেন, হে পাপসম্পর্ক শূন্যে দেবি বসুন্ধরে! সম্প্রতি উচ্ছিষ্ট বস্ত্র পরিধানকারীর প্রায়শ্চিত্তের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। তাদৃশ ব্যক্তি তিন দিবস যাবক, তিন দিবস পিণ্যাক, তিন দিবস বৃক্ষপর্ণ, তিন দিবস দুগ্ধ, তিন দিবস পায়স এবং তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করিলে অপূত বস্ত্র পরিধানজন্য পাতক হইতে মুক্তিলাভ করে। আর তাহাকে সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

ধরে! আমার কার্য্যপরায়ণ ব্যক্তি যদি আমাকে কুক্কুরোচ্ছিষ্ট কোন বস্ত্র প্রদান করে তাহা হইলে সংসারে তাহার ভয়ের সীমা থাকে না এবং সে যেরূপ পাতকে পরিলিপ্ত হয় তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। কুক্করোচ্ছিষ্ট-দাতা প্রথমতঃ সাত জন্ম কুক্কুর ও সাত জন্ম শৃগাল হইবার পর সাত বৎসর উলকত্ব লাভ করিয়া পরিশেষে ভগবদ্ভক্তের গৃহে শুদ্ধাত্মা যোগজ্ঞ ও আমার ভক্ত হইয়া মানবজীবন প্রাপ্ত হয়।

বসুধে। এক্ষণে যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তি পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হয় তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বোক্ত অপরাধী স্নানান্তে তিন দিন মূল, তিন দিন ফল, তিন দিন শাক, তিন দিন দুগ্ধ, তিন দিন দধি, তিন দিন পায়স, এবং তিন দিন বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিবে। একবিংশতি দিবস ক্রমাগত এইরূপ ভাবে দিনযাপন করিলে আর কোন অপরাধ থাকে না। প্রত্যুতঃ সংসারমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

সুন্দরি! যদি কেহ বরাহমাংস ভক্ষণ করিয়া আমায় স্পর্শ করে, তাহাকে যেরূপ ফলভোগ করিতে হয় তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বরাহ মাংসাশী ব্যক্তি প্রথমতঃ দশ বৎসর বন্য বরাহ, দ্বাদশ বৎসর বনচারী ব্যাধ, চতুর্দ্দশ বৎসর মূষক, ঊনবিংশ বর্ষ রাক্ষস, আট বৎসর শল্লকী, ত্রিংশৎবর্ষ মাংসাশী ব্যাঘ্র হইয়া জন্মিবার পর পরিশেষে ভগবদ্ভক্ত মানবের বিশুদ্ধবংশে মানব জন্ম লাভ করিয়া বিমুক্ত হইয়া থাকে।

তখন দেবী বসুন্ধরা হৃষীকেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার ভক্তজনের সুখাবহ পরম গুহ্য বরাহমাংস ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত কথা শ্রবণ করিলাম।

অনন্তর বরাহদেব কহিলেন, ধরে! মানবগণ পাচ দিন গোময়, সাত দিন তণ্ডুলকণা, সাত দিন জল, সাত দিন অক্ষার লবণ, তিন দিন সক্তু এবং সাত দিন তিল ভক্ষণ পূর্ব্বক অহঙ্কারবর্জ্জিত হইয়া চিত্ত সংযত করিয়া এইরূপে একোন পঞ্চাশৎ দিবস যাপন করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মনোমন্দিরে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং শরীরে যন্ত্রণার লেশমাত্র থাকে না। পরিশেষে আমার কার্য্য করিয়া অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে পারে।

যে ব্যক্তি জালপাদ অর্থাৎ হংসাদি ভক্ষণ করিয়া আমার সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে প্রথমতঃ পঞ্চদশ বর্ষ জালপাদ, দশবর্ষ কুম্ভীর এবং পঞ্চবর্ষ শূকরযোনিতে পরিভ্রমণ করিবার পর পরিশেষে মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার পরমভক্ত

ও অপরাধবর্জ্জিত হয়। এইরূপে সংসারপ্রবাহ অতিক্রম পূর্ব্বক পরিশেষে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে সংসার-সাগর-সমুত্তীর্ণ হয় সম্প্রতি জালপাদভক্ষণের সেই প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তিন দিন যাবকান্ন, তিন দিন বায়ু, তিন দিন ফল, তিন দিন তিল, তিন দিন অক্ষারলবণযুক্ত অন্ন, এই রূপে ক্রমে পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত করিলে জালপাদ ভক্ষণের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। যে ব্যক্তি আপনার সদ্গতি কামনা করে, তাহাকে বিগত ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া এইরূপ আত্মশুদ্ধিকর প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

## ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

### প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মসূত্র।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি! যে ব্যক্তি দীপস্পর্শ করিয়া আমার কার্য্য করে, তাহার যেরূপ দুর্গতি হইয়া থাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। দীপস্পৃষ্ট ব্যক্তি আমার কার্য্য করিয়া চণ্ডালগৃহে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত

হইয়া থাকে, তাহার আর সংশয় নাই। কিন্তু যদি সে এইরূপ কার্য্য করিবার পর আমার ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে পুনরায় আমার পরমভক্ত হইয়া ভক্তজনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

দীপস্পর্শ করিয়া আমার কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যে চণ্ডাল যোনি লাভ করে, কিন্তু এক্ষণে সেই চণ্ডালযোনি হইতে মুক্তিলাভের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বাদশ মাসের মধ্যে যে কোন মাসের হউক্ শুক্লা দ্বাদশীর চতুর্থ ভাগে আহার করিয়া দীপদান পূর্ব্বক আকাশশয্যায় শয়ন করিলে দীপস্পর্শজনিত অপরাধ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ভদ্রে! এই আমি তোমাকে দীপস্পার্শনের প্রায়শ্চিত্ত কথা নির্দ্দেশ করিলাম, সম্প্রতি শ্মশানে গিয়া অস্নাত অবস্থায় আমাকে স্পার্শ করিলে চতুর্দ্দশ বর্ষ জম্বুক, এবং সাত বৎসর খগেশ্বর গৃধ্র হইয়া উভয়েই নরমাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক বিচরণ করে। তাহার পর পিশাচ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেই শ্মশানেই পঞ্চদশ বৎসর কাল পরিভ্রমণ করে। তাহার পর সেই প্রেতভূমিতে ত্রিংশৎবর্ষ যাবৎ কুণপোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করিয়া থাকে।

নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া ধরণী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে লোকনাথ। হে জনার্দ্দন! হে কমল-লোচন! এই শ্মশান পরিভ্রমণকারীর বিষয়ে আমার এক কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে কহিতেছি শ্রবণ করুন। শ্মশান-ভূমি অতি পবিত্র স্থান বলিয়া ভগবান্ ভূত ভাবন প্রশংসা করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং দীপ্তিমান কপাল গ্রহণ

করিয়া সর্ব্বদা তথায় বিচরণ করিয়া থাকেন। আর নিশাকালে শ্মশান রুদ্রদেবের অতি প্রিয় স্থান। রুদ্রদেব যে শ্মশানের প্রশংসা করেন, আপনি তাহার নিন্দা করিলেন কেন?

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! শ্মশান আমার পক্ষে অপবিত্র এবং মহেশ্বরের পক্ষে প্রিয়স্থান হইল কেন, এই অত্যুত্তম গূঢ় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে পাপ-সম্পর্কশূন্যে! নিয়মাবলম্বী ঋষিগণও অদ্যাপি ইহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত নহেন। ভগবান্ মহেশ্বর ত্রিপুর বিনাশসময়ে একাদিক্রমে ভূতপতি হরি, বালক, বৃদ্ধ ও রূপবতী রমণী প্রভৃতি সমস্ত বিনাশ করিয়া সেই পাপে আর কোন কার্য্যই করিতে পারিলেন না। এমন কি, তাঁহার মনোবল, মায়াবল ও যোগবল নষ্ট হইল। মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমি নষ্টমায় মহাদেবকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত চিন্তা করিলাম; কিন্তু তাঁহার অনাগমনে ধ্যানযোগে দিব্যচক্ষে দেখিলাম, ভূতপতি মহেশ্বরের মায়াবল বিগত হইয়াছে। তখন আমি স্বয়ং তাঁহার উপাসনার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, তিনি সংজ্ঞাশূন্য এবং জ্ঞানশূন্য। তাঁহার আর সে যোগবল নাই, তিনি একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তখন আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, রুদ্রদেব! তুমি এরূপ পাপে পরিবৃত হইয়া এস্থানে এরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছ কেন? তুমি সমুদায় সৃষ্টি, আবার সমুদায় ধ্বংস করিতে পার। তুমি স্বয়ং সাকার, আবার নিরাকার, তুমি সংযোগ, তুমি

এবং বিয়োগ, তুমি উৎপত্তিস্থান ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ভূমি, তুমি সমস্ত উগ্র দেবতার আদিস্বরূপ, তুমিই সাম, তুমিই পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্ সকল, এবং তুমিই প্রমথগণে পরিবেষ্টিত দেবদেব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তুমি আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইতেছ! হে দেবদেবাধিনাথ! তুমি এরূপ বিবর্ণ ও স্থূল-দৃষ্টি হইলে কেন? আমি তাহা স্বরূপতঃ জানিতে অভিলাষী হইয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমায় প্রকৃত উত্তর প্রদান কর। আমি তোমার প্রিয় সম্পাদনার্থ এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমার আশ্চর্য্য যোগ ও মায়া স্মরণ এবং দর্শন কর।

তখন পাপাগ্নি-সন্তপ্ত-লোচন ত্রিলোচন, আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন এবং মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে দেব মাধব! আমি তত্ত্বতঃ তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বলোক মহেশ্বর একমাত্র নারায়ণ ব্যতীত আর কে এরূপ করিবে? হে বিষ্ণো! আমি তোমার অনুগ্রহে দেবত্ব লাভ করিয়াছি, যোগ ও সাঙ্খ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমার মোহজ্বর বিগত হইয়াছে। আমি তোমার প্রসাদে পরিপূর্ণ জলনিধির ন্যায় পূর্ণৈশ্বর্য্য লাভ করিলাম। হে মাধব! কেবল আমিমাত্র তোমাকে ও শুদ্ধ তুমিমাত্র আমাকে অবগত আছ। হে জনার্দ্দন! তোমায় ও আমায় স্বল্পমাত্র প্রভেদ না থাকায় কেহ আমাদিগের বিভিন্নভাব দেখিতে পায় না। এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সহিতও আমাদিগের দুই জনেরই কোন অংশে কিঞ্চিৎমাত্র বিভিন্নতা নাই বলিয়া তাঁহার সহিতও আমাদিগের

পার্থক্যভাব লোকে জানিতে পারে না। হে বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বপ্রকার মায়ার করণ্ডক স্বরূপ, তুমিই ধন্য।

অয়ি বসুন্ধরে! সর্ব্বভূত মহেশ্বর হর আমাকে এই প্রকার বাক্য কহিয়া মুহূর্ত্তকাল ধ্যানস্থ হইয়া, পুনরায় বলিলেন, হে বিষ্ণো! আমি তোমার প্রসাদে সেই ত্রিপুরাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছি ; কিন্তু ত্রিপুরসংগ্রামে আমা কর্ত্তৃক দিগ্বিদিক্ সমস্ত দহ্যমান হওয়াতে দানব দল, গর্ভিণীগণ, বালক ও বৃদ্ধ সমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি সেই পাপে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, কোন কার্য্যেই আমার ক্ষমতা নাই। হে মাধব! আমার পূর্ব্ব যোগমায়া নষ্ট হইয়াছে। আমি স্বীয় ঐশ্বর্য্য সকল হারাইয়াছি। হে বিষ্ণো! আমি পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছি। সম্প্রতি বর্ত্তমান অবস্থায় যে পাপনাশন শুদ্ধিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমি পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহার উপায় নির্দ্দেশ কর। চিন্তাকুলিত চিত্ত রুদ্রদেবের এইরূপ কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, ‘শঙ্কর! তুমি কপালমালা গ্রহণ করিয়া সমলে গমন কর।’ আমার বাক্য শুনিয়া ভগবান পরমেশ্বর আমাকে পুনরায় কহিলেন, ‘হে বিষ্ণো! আমি কি প্রকার সমলে গমন করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, অতএব হে জগৎপতে! আমায় সমলের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।’ অয়ি মহেশ্বরি বসুধে! তখন শঙ্করের কথা শুনিয়া তাঁহার পাপ শোধনের নিমিত্ত আমি কহিলাম, হে রুদ্র! পূতিক-ব্রণ-গন্ধময় শ্মশান সমল। মরণের পর মনুষ্য নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই স্থানে গিয়া অবস্থান করে। তুমি নরকপাল সকল

লইয়া দৃঢ়ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক গণপরিবৃত হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর সেই স্থানে অবস্থান কর। ঐ সময় স্বকৃতপাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত, বিনষ্ট জন্তুগণের মাংস ও অন্যবিধ ভোজ্য সকল তোমার প্রিয় খাদ্য হইবে। প্রমথগণের সহিত দৃঢ়ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক এইরূপে বর্ষ সহস্র অতিক্রান্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সমল পরিত্যাগ করিয়া তুমি গৌতম মুনির আশ্রমে গমন করিবে। তথায় অবস্থিতি করিয়া তুমি তাঁহার প্রসাদে পাপমুক্ত হইবে এবং পুনর্ব্বার আত্মাকে জানিতে পারিবে। তাঁহার প্রসাদে সতত তোমার মস্তকস্থিত পাপ-পরিপূর্ণ কপাল সেইস্থানে পতিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। রুদ্রকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া আমি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলাম, তিনিও সেই পাপসমাকুল শ্মশানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অয়ি বসুন্ধরে! রুদ্র-কৃত ভয়াবহ পাতক শ্মশানে রহিয়াছে, এইজন্য উহা কখনই আমার রুচিকর স্থান নহে। শুভে! শ্মশান আমার ঘৃণার আস্পদ হইবার এই কারণ নির্দ্দেশ করিলাম।

যদি কোন ব্যক্তি অকৃতসংস্কার হইয়া আমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার শুদ্ধি লাভের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। একদিন উপবাসের পর পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এক বস্ত্রে শুদ্ধ কুশাসনোপরি শয়ন করিয়া পরে প্রভাতে শুদ্ধিকর পঞ্চগব্য পান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি লাভ পূর্ব্বক মল্লোকে গমন করিতে পারে। হে সুশ্রোণি বসুধে! যে ব্যক্তি পিণ্যাক ভক্ষণ করিয়া দেবতার উপসর্পণ করে তাহার পাতকনাশক প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ কর। সৎকর্ম্মপরায়ণ

সেই কৃতাপরাধ ব্যক্তি দশ বৎসর পেচকযোনি এবং তিন বৎসরকাল কচ্ছপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে পুনর্ব্বার মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অয়ি সুশ্রোণি বসুন্ধরে! যেরূপ কার্য্য করিলে পূর্ব্বকৃত পাতকের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়, এবং অনায়াসে সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। একদিন যাবক ভক্ষণ ও অন্যদিন গোমূত্র পান করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তি রাত্রিতে বীরাসন হইয়া আকাশশয়নে শয়ন করিবে। এইরূপ আচরণ করিলে ঐ ব্যক্তিকে আর সংসারদুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয় না; প্রত্যুতঃ সে আমার লোকে আগমন করে। অয়ি বসুন্ধরে! যে মূঢ়াত্মা সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া আমাকে বরাহ মাংস নিবেদন করে, তাহার দুর্গতির কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। বরাহ গাত্রে যতগুলি লোম সংস্থিত থাকে, পৃথিবীতে তৎপরিমাণ বর্ষ সহস্রকাল ঐ ব্যক্তি নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে! বরাহমাংস নিবেদনকারীর অপর যন্ত্রণা এই যে নিবেদ্য পাত্রে যতগুলি বরাহলোম অবস্থিত থাকে ঐ ব্যক্তিকে তাবৎ পরিমাণ কাল শূকর দেহ ধারণ করিতে হয়। বরাহ মাংসদাতা আত্মাপরাধহেতু অন্ধ হইয়া সংসারাতিপাত করিয়া থাকে। অনন্তর ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পবিত্র বিখ্যাত ও সিদ্ধ বংশে জন্ম গ্রহণ করে। ঐ জন্মে সেই ব্যক্তি সৎকর্ম্মপরায়ণ বিনীত কৃতসংস্কার দ্রব্যসম্পন্ন, গুণসম্পন্ন, রূপও শীলসম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মকৃত পাতকনিবন্ধন তাহার শরীরশোধনের প্রায়শ্চিত্ত

নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তাদৃশ অপরাধী সাতদিন ফলাহার, সাতদিন মূলাহার, সাতদিন অনশন, সাতদিন পায়স ভোজন, সাতদিন তক্রসেবন এবং সাতদিন অগ্নি ভোজন-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধিলাভ করতঃ আমার লোকে গমন করিতে পারে। অয়ি বরারোহে! যে ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া আমার উপসর্পণ করে দশসহস্রবর্ষ ঐ ব্যক্তিকে দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহার পর সে পবিত্রাত্মা হইতে পারে ইহাতে সংশয় নাই। যে দীক্ষিত ভাগবত ব্যক্তি কামপ্রবৃত্ত হইয়া মদ্যপান করে তাহার প্রায়শ্চিত্তই নাই। অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিয়া যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করে তাহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; প্রত্যুতঃ সে অনায়াসে সংসার অতিক্রম করিতে পারে। আমার পূজক হইয়া যে ব্যক্তি কৌসুম্ভ শাক ভক্ষণ করে ঐ ব্যক্তি শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চদশ বৎসর ঘোর নরকে বাস করে। অনন্তর তিন বৎসর কুক্কুরযোনি লাভ করিয়া পরে এক বৎসর শৃগালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অয়ি বসুন্ধরে! তাহার পর আমার কর্ম্মনিরত শুদ্ধচিত্ত ও পূতাত্মা হইয়া আমার লোক লাভ করে।

পৃথিবী এই সকল কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার হরিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবেশ্বর! হে প্রভো! কুসুম্ভ শাক-কল্পিত নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া লোকে কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে, আমায় কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যে ব্যক্তি আমাকে কুসুম্ভ শাক নিবেদন করে, তাহাকে দশ সহস্র বৎসর নরক যন্ত্রণা

সহ্য করিতে হয়। সম্প্রতি আমায় কুসুম্ভ শাক নিবেদন ও স্বয়ং ভক্ষণ করিলে যে প্রকার প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয়, নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমায় কুসুম্ভ শাক অর্পণ করিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অর্পণকারীকে দ্বাদশ দিবস পয়োব্রত এবং যদি ভক্ষণ করে তাহা হইলে ভক্ষণকারীকে দ্বাদশ দিবস চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহাকে আর পাতকে পরিলিপ্ত হইতে হয় না, প্রত্যুতঃ প্রায়শ্চিত্তকারী আমার সালোক্য লাভ করিতে সমর্থ হয়।

মদ্ভক্তিপরায়ণ যে মূঢ় ব্যক্তি অন্যের পরিত্যক্ত অধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার পূজাদি কার্য্য বা আমাকে স্পর্শ করে, তাহাকে দশ বৎসর কাল মৃগযোনিতে পরিভ্রমণ করিবার পর এক জন্মকাল হীনপদ মূর্খ ও ক্রোধনস্বভাব হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়। হে নিবিড়নিতম্বে! সম্প্রতি সেই মদ্ভক্তিপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তির কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। পাপী ব্যক্তি প্রথমতঃ ভক্তি পূর্ব্বক তুইদিন উপবাস করিয়া পরিশেষে মাঘমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শান্ত দান্ত ও নিয়তব্রত হইয়া জলাশয়ে অবস্থান পূর্ব্বক অনন্যচিত্তে সমস্ত রাত্রি আমাকে ধ্যান করিবে। তাহার পর নিশাবসানে দিবাকর সমুদিত হইলে পঞ্চ গব্য পান করিয়া আমার কার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করে, সে অনায়াসে পাপ বিমুক্ত হইয়া আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণু লোকে গমন করিতে পারে।

যে ব্যক্তি নবান্ন না করিয়া আমার কর্ম্মপরায়ণ হয় কিম্বা

যে ভগবদ্ভক্ত পু...ইতাদি দ্বারা নবান্ন না করায় তাহার পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষগণ পঞ্চদশ বৎসর ভোজনব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অন্যকে নবান্ন না দিয়া স্বয়ং উহা ভোজন করে, নিশ্চয় তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। ঐ ব্যক্তি যাহাতে পাতক হইতে পরিত্রাণ পায়, মদ্ভক্তিপরায়ণ-দিগের সুখাবহ সেই প্রায়শ্চিত্তের কথা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। অয়ি মহাভাগে বসুমতি! অপরাধী ব্যক্তি তিন রাত্রি উপবাসান্তে একরাত্রি আকাশ শয়ন করিয়া চতুর্থ দিবসে সম্যক্ শুদ্ধি লাভ করে। ঐ দিবস সূর্য্যদেব উদিত হইলে পর, বিধানানুসারে পঞ্চ গব্য পান করিলে সত্বরই পাতক হইতে মুক্তি লাভ করে ও সর্ব্ব সঙ্গ বিহীন হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

অয়ি মেদিনি! যে ব্যক্তি আমাকে গন্ধ মাল্য না দিয়া অগ্রে ধূপ প্রদান করে, নিশ্চয়ই তাহাকে কুণপ রাক্ষসযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, এবং সেই অবস্থায় একবিংশ বর্ষকাল অয়স্করের গৃহে বাস করে। উহার পাপ শোধনের প্রায়শ্চিত্ত-কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে কোন মাসের শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশী হইতে দুইদিন, তিনদিন বা চারিদিন উপবাস করিয়া রাত্রি প্রভাতে সূর্য্য মণ্ডল সমুদিত হইলে পঞ্চগব্য পান করিবে। এই প্রকার বিধানে প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তির শুদ্ধিলাভ হয় এবং তাহার পিতামহগণ তাহাকে উক্ত পাতক হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি পদদ্বয়ে পাদুকা প্রদান করিয়া আমার পূজাদি কার্য্যার্থ উপাগত হয় তাহার ত্রয়োদশ বৎসর চর্ম্মকার

যোনিতে জন্ম লাভ হইয়া থাকে। পরে চর্ম্মকার যোনির অবসানে উহার শূকর জন্ম হয়, শূকর যোনি হইতে অতি ঘৃণাস্পদ কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্যক্তি সেই জন্মাবসানে আবার মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এই জন্মে ঐ ব্যক্তি মদ্ভক্ত, বিনীত, অপরাধবর্জ্জিত ও সর্ব্ব-সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হয় এবং আমার লোকে গমন করে। অয়ি বসুধে! ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত বিধানানুরূপ কার্য্যকারী ব্যক্তি কখনও পাতকে লিপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি ভেরীবাদন না করিয়া আমাকে জাগরিত করে সে নিঃসংশয় এক জন্মকাল বধির হইয়া থাকে।

অয়ি সুশ্রোণি বসুধে! উক্ত অপরাধী ব্যক্তি যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, আমার প্রিয় সেই প্রায়শ্চিত্ত কীর্ত্তন করিতেছি। ঐ ব্যক্তি যে কোন মাসের শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশীতে আকাশশয়ন মাত্রে পাপমুক্ত হইতে পারে। অয়ি বসুধে! যে লোক এই প্রকার ব্যবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত করে, সে নিরপরাধ হইয়া মদীয় লোকে গমন করিয়া থাকে। যে কেহ বহুতর অন্ন ভোজন হেতু অজীর্ণ দোষে আক্রান্ত হইয়া উদ্গার তুলিতে তুলিতে অস্নাত অবস্থায় আমার নিকট আগমন করে, সে একজন্ম কুক্কুরযোনি, একজন্ম বানর-যোনি, একজন্ম ছাগযোনি ও একজন্ম শৃগালযোনিতে জন্ম লাভ করে। অনন্তর ঐ ব্যক্তি একজন্ম অন্ধত্ব লাভ করিবার পর মূষিক যোনিতে জন্মিয়া থাকে এবং এই জন্মে সংসার দুঃখ অতিক্রম পূর্ব্বক বিখ্যাত বিশুদ্ধকুলে একজন প্রধান ভগবদ্ভক্ত, পাপাদিবর্জ্জিত ও পবিত্র হইয়া জন্ম লাভ করে।

ধরে! সম্প্রতি যে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলে ঐ ব্যক্তি বিশুদ্ধ আমার ভক্তও অনায়াসে অপরাধবর্জ্জিত হইতে পারে, ভক্তজনের সুখাবহ সেই প্রায়শ্চিত্তের কথা নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। ঐ পাপী ব্যক্তি দিনত্রয় অগ্নি, দিনত্রয় মূল, দিনত্রয় পায়স, দিনত্রয় শক্তু ও দিনত্রয় বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক তিনরাত্রি আকাশশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিশেষে দন্ত ধাবন পূর্ব্বক শরীর শোধনের জন্য পঞ্চগব্য পান করিবে। এইরূপ বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিলে আর তাহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; প্রত্যুত সে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

অয়ি মহেশ্বরি বসুন্ধরে! এই আখ্যান সমস্ত আখ্যানমধ্যে মহাখ্যান, তপস্যা মধ্যে পরম তপস্যা, শ্রুতি সকলের মধ্যে মহাশ্রুতি, এবং গুণগ্রামমধ্যে প্রধান গুণস্বরূপ। তেজোবলবিধায়ী আচার সকলের মধ্যে ইহাই সর্ব্ব প্রধান আচার, ইহাই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তিস্বরূপ। আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়া থাকি। যে মনুষ্য প্রভাতে উত্থিত হইয়া নিত্য এই আখ্যান পাঠ করে, সেই ব্যক্তি আপনার পিতৃপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ ও পুত্রপৌত্রাদি অধস্তন দশ পুরুষের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকে। সর্ব্বপাপনাশন, এই আখ্যান আরোগ্যমধ্যে মহারোগ্য, মঙ্গলমধ্যে মহামঙ্গল এবং যত্নমধ্যে পরম যত্ন স্বরূপ। যে ভাগবত ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া নিত্য ইহা পাঠ করে, সে পূর্ব্বে নানাপ্রকার পাতকের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হয় না। ইহা জপ্য ও প্রমাণ এবং ইহাই সন্ধ্যোপাসনা স্বরূপ। প্রত্যূষে

য়া ইহা পাঠ করিলে মনুষ্য আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি এই আখ্যান পাঠ না করে সে মূর্খ ও কুশিষ্য মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। ইহা আমার কর্ম্মপরায়ণ শ্রেষ্ঠ ভাগবত ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও প্রদান করিবে না। অয়ি দেবি বসুন্ধরে! তুমি পূর্ব্বে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই আমি সেই আচারবিনির্ণয় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয় বল।

## সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন! ভূতধাত্রী ধরিত্রী এইরূপে সর্ব্বপাপনাশন শুদ্ধিকর ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ নরগণের প্রীতিপ্রদ শ্রেষ্ঠ ভাগবত-কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্ বরাহদেব! আপনি আমার প্রিয়ার্থ ও ভক্তিপরায়ণ নরগণের সুখার্থ সর্ব্বধর্ম্মার্থ-সাধন অত্যাশ্চর্য্য অতি রমণীয় যে সকল শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিলেন, আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে ভক্ত সুখাবহ কুব্জাম্রক ক্ষেত্র কিরূপে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মস্থান হইল এবং ঐ ক্ষেত্রের শুভকর মহৎ ব্রতের স্বরূপই বা কি, শুনিবার জন্য আমার হৃদয়ে অতিমাত্র কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব হে মহাবাহো! আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। ভক্তগণ উহা শ্রবণ করিলে সুখী হইবে এবং আমারও কৌতূ-হল চরিতার্থ হইবে।

তখন বরাহদেব কহিলেন, হে দেবি! তুমি যে সর্ব্ব-ধর্ম্মার্থসাধন ভগবদ্ভক্তদিগের প্রিয়, পরম পবিত্র আমার ক্ষেত্রের কথা জিজ্ঞাসিলে, পরম গুহ্য সেই বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। কোকামুখ ও কুব্জাম্রক, পরম পবিত্র ও পাপ-নাশন ক্ষেত্র। সৌকর ক্ষেত্রও সর্ব্বপ্রকার সংসার দুঃখ দূর করিবার উপায়স্বরূপ মহাতীর্থ। ঐ সৌকরে আমার প্রতিমা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ভগবতী ভাগীরথী দেবী তথায় অবস্থান করিতেছেন। তুমি ঐ সৌকর তীর্থে আমা কর্ত্তৃক রসাতল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিলে।

ধরাদেবী কহিলেন, প্রভো! সৌকরে মৃত্যু হইলে কোন্ লোকে গমন করে? হে পরমেশ! তথায় স্নান ও জলপান-কারীর কি প্রকার পুণ্য হইয়া থাকে? আর আপনার ঐ মহাতীর্থে কতগুলিই বা তীর্থ বিদ্যমান আছে? হে কমল লোচন! হে বিষ্ণো! সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমাকে উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করুন।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি বসুন্ধরে! তুমি আমায় যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎসমুদায় বিস্তারিত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, অর্থাৎ সৌকর তীর্থে মরিলে, সৌকরে স্নান ও সৌকরে গমন করিলে মানবগণের যে প্রকার পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, আমার স্থিতি হেতু সৌকরে যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান আছে, এবং সৌকর যাত্রীরা যে সকল পুণ্য লাভ করে, আমি তৎসমুদায় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সৌকর তীর্থে যাহাদিগের

মৃত্যু হয়, তাহাদিগের পিতৃপিতামহাদি উর্দ্ধতন দশ পুরুষ ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। অয়ি সুশ্রোণি। সৌকরে গমনমাত্র আমার মুখ দেখিয়া মানব ধনধান্যৈশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়া অতি বিস্তৃত সাধুবংশে জন্মগ্রহণ করে। ঐ বংশে জন্মিয়া নিষ্পাপ ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ ও পরম ভাগবত বলিয়া প্রথিত হয়। সৌকর তীর্থে যাত্রা ও তথায় মরণই উহার উক্ত প্রকার জন্মাদির একমাত্র কারণ। সৌকরে দেহ ত্যাগের অপর আশ্চর্য্য প্রভাব বলিতেছি শ্রবণ কর। সৌকর তীর্থে তনুত্যাগ করিলে মনুষ্য অবিলম্বে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক চতুর্ভুজ হইয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া থাকে। অয়ি বসুমতি! সৌকরে যে সকল তীর্থ বিদ্যমান আছে তাহাতে স্নান করিলে পরম গতি লাভ হয়। অয়ি শুভে! অয়ি মহাভাগে! যথায় চক্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে সৌকরস্থ সেই চক্র তীর্থে যাইয়া মনুষ্য পরম পুণ্য লাভ করে। যে মানব সংযত ও নিয়ত হইয়া বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে চক্রতীর্থে গিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করে, দশ সহস্রাযুত বৎসর কাল ধন ধান্যাদি মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া বিপুলবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ জন্মে সেই পুণ্যাত্মা আমার ভক্ত, আমার কর্ম্মপরায়ণ, পাপস্পর্শবর্জ্জিত এবং দীক্ষিত হইয়া থাকে। এই তীর্থে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া অনায়াসে দুস্তর সংসার সাগর পার হইয়া যায় এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ, বনমালা ও কৌস্তুভাদিচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া আমার শ্রীমন্মূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করে ও তথায়

পূজিত হইয়া থাকে। অয়ি আরক্তলোচনে! অধিক কি বলিব, চক্রতীর্থে দেহ বিসর্জ্জন করিলে মানুষ মনুষ্য জন্মের সম্পূর্ণ কৃতকৃত্যতা লাভ করে।

বরাহদেবের এই সকল কথা শুনিয়া দেবী বসুন্ধরা অন্যান্য বিষয় শুনিবার অভিলাষে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, দেব! ভগবান্ চন্দ্রমা উক্ত সৌকর তীর্থে আপনাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই বিষয় শুনিতে আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব স্বরূপতঃ উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। সর্ব্বপ্রকার মায়ার ভাণ্ডার স্বরূপ ভগবান বিষ্ণু মেদিনীর কথা শুনিয়া মেঘ ও দুন্দুভি-ধ্বনি সদৃশ গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, অয়ি অনঘে! ভগবান্ চন্দ্র বিশুদ্ধচিত্তে আমার উপাসনা করাতে আমি তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে দেবদুর্ল্লভ আমার অতি অদ্ভুত উৎকট রূপ প্রদর্শন করিলাম। তিনি আমার রূপ দর্শনে মুগ্ধ ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন আর আমাকে দেখিবার তাঁহার শক্তি রহিল না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শিরোদেশে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক চকিতনেত্রে কালালিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাঙ্নিষ্পত্তি করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত বিগত হইল। তখন আমি দ্বিজরাজের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অতি মৃদুস্বরে তাঁহাকে কহিলাম, সোমদেব! তুমি কি ফলোদ্দেশে ঈদৃশ কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমার হৃদয়ের বাসনা কি আমায় প্রকাশ করিয়া বল। আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা পূর্ণ করিব। অয়ি বসুন্ধরে! আমি

এই প্রকার বলিলে পর সেই সোমতীর্থস্থিত সর্ব্বোচ্চ গ্রহ-গণের অধীশ্বর সোমদেব আমাকে মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন, হে ভগবন্! হে প্রভো। আপনি যোগনাথ ও জগতে সর্ব্বপ্রধান, আপনি সর্ব্ব যোগীশ্বরেরও ঈশ্বর, আপনি যদি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, হে জনার্দ্দন! যাবৎকাল সমস্ত ভুবন বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল যেন আপনার প্রতি আমার নিত্য অচঞ্চল অতুল ভক্তির অবসান না হয়। সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা মধ্যে আমার যে মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই মূর্ত্তি যেন সকলে দর্শন করিতে পায়। হে বিষ্ণো! ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে সোমপান করিয়া যেন দিব্য অক্ষয় গতি লাভ করিতে পারেন। অমাবস্যায় পিতৃগণের পিণ্ডাদি কার্য্য যথাবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, উহাতে আমি ক্ষীণ হইলেও যেন পুনরায় সৌম্যদর্শন হইতে পারি। হে অনাদি-পুরুষ! হে মধ্যান্তবর্জ্জিত জনার্দ্দন! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ভক্তের প্রীতি সম্পাদনের জন্য অধীনকে এই বর প্রদান করুন যেন আমি ওষধিদিগের পতি হইতে পারি, কদাপি যেন আমার পাপকর্ম্মে মতি গতি না হয়।”

আমি সোমদেবের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলাম। অয়ি মহাভাগে! সোমতীর্থে চন্দ্রমা এইরূপ কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া অতি তীব্রতপস্যার ফলে অনন্যদুর্ল্লভ মহাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রদেব সোমতীর্থে পঞ্চ সহস্র বৎসর একপদে এবং পঞ্চ সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান

পূর্ব্বক অত্যুগ্রতপশ্চরণে পরমা কান্তি লাভ এবং আমার নিকট অপরাধমুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের পতিত্ব লাভ করেন। যে ব্যক্তি ঐ সোমতীর্থে আমার কার্য্যপর হইয়া দুইদিবস উপবাস করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া থাকে এবং তৎপরে পিতৃপিতামহাদির তর্পণ করে, তাহার যে ফল লাভ হয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রিংশৎ সহস্র এবং ত্রিংশৎ শত বৎসরকাল ঐ ব্যক্তি দ্রব্যবান্ গুণবান্ দাতা বিষ্ণুভক্ত বেদ-বেদান্তপারগ পাপস্পর্শপরিশূন্য ব্রাহ্মণযোনিতে জন্ম করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

সুন্দরি! সম্প্রতি যে চিহ্ন দ্বারা আমার ভক্তগণ সোম-তীর্থের অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে যখন অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়া কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না, চন্দ্রও নেত্রের অগোচর হন, তৎকালে ঐ সৌকরস্থ সোমতীর্থে চন্দ্র ব্যতিরেকেও বোধ হয় যেন চন্দ্রের প্রভায় সমুদায় ভূমি উদ্ভা-সিত হইয়াছে। সৌকর তীর্থ ভিন্ন পৃথিবীর আর কুত্রাপি এই আশ্চর্য্য চিহ্ন বিদ্যমান নাই। অয়ি বিশালক্ষি! সৌকরের এই চিহ্ন দর্শন করিয়া জীব মুক্ত হইয়া থাকে। অয়ি বসু-ন্ধরে! এই ক্ষেত্রের আর এক মহদাশ্চর্য্য প্রভাবের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এক শৃগালী কামনা না করিয়াও আমার ঐ তীর্থে দেহ ত্যাগ হেতু ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা নৃত্যাদি চতুঃষষ্টি কলাভিজ্ঞা আয়তলোচনা শ্যামা এক রাজকুমারীরূপে জন্ম গ্রহণ করিল। উক্ত সোমতীর্থের পূর্ব্বপার্শ্বে গৃধ্রবট নামে একটি তীর্থ

দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গৃধ্রবটে একটি শকুনি কোন ফলাভিসন্ধি না থাকিলেও তনু ত্যাগ করিয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করে। শুভলক্ষণা দেবী ধরণী দেব নারায়ণের নিকট এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুভক্তদিগের অতি সুখপ্রদ কল্যাণকর মধুর বাক্যে এই কথা বলিলেন যে, নাথ! তোমার বিস্ময়কর তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। অহো! সোম তীর্থের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, তির্য্যক জাতিরাও অকালে তনুত্যাগ করিয়া এই তীর্থের মাহাত্ম্যে মানুষদেহ পাইয়াছে। হে কেশব। উক্ত তীর্থে স্নান বা মরণে কিরূপ গতি লাভ হয়? ঐ তীর্থের চিহ্নই বা কি প্রকার? গৃধ্র ও শৃগালী উভয়ে এই তীর্থে দেহত্যাগ করিয়া ইচ্ছা না করিলেও কি রূপে মনুষ্যযোনি লাভ করিল? এই সমস্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি কীর্ত্তন করুন। ধর্ম্ম বেত্তাদিগের অগ্রগণ্য ভগবান্ বিষ্ণু বসুধা দেবীর কথা শুনিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন, বসুন্ধরে! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে অর্থাৎ যে কারণে সেই শৃগালী ও গৃধ্র মানুষী গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা স্বরূপতঃ বলিতেছি শ্রবণ কর। যুগ পরিবর্ত্ত নিয়মে সত্য সমতীত হইয়া ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে ঐ সময় ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত স্বধর্ম্মনিরত মহাভাগ এক নরপতি কাম্পিল্ল নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নরপতির শুভ লক্ষণসম্পন্ন সর্ব্বধর্ম্মার্থদর্শী মহাভাগ্যধর সোমদত্ত নামে প্রসিদ্ধ এক কুমার ছিল। একদা ঐ রাজকুমার পিতৃকার্য্যার্থ মৃগ লাভ করিবার মানসে মৃগয়ার্থী হইয়া সিংহ-ব্যাঘ্র নিষেবিত অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন। তথায় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রমণ

করিয়াও কোন প্রকার মৃগই প্রাপ্ত হইলেন না, তথাপি মৃগয়ায় ক্ষান্ত না হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এই অবসরে এক শৃগালী তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিতে লাগিল। সর্ব্বমঙ্গলসম্পন্ন রাজকুমার উহার দক্ষিণ অঙ্গ বাণবিদ্ধ করিলেন। শৃগালী বাণপ্রহারে সন্তপ্ত ও অতিমাত্র বেদনায় অস্থির হইয়া তথায় জলপান পূর্ব্বক এক শাকোটক বৃক্ষমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শৃগালী রৌদ্রে পরিতপ্তা ও নিদারুণ বাণপ্রহারে নিরতিশয় কাতর হইয়াও সোমতীর্থে বনমধ্যে ইচ্ছা না থাকিলেও কলেবর পরিত্যাগ করিল। ভদ্রে! ঐ সময় রাজকুমার মধ্যাহ্ন রৌদ্র ও ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া বিশ্রামার্থ গৃধ্রবট তীর্থে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ঐ বটশাখায় এক শকুনিকে আসীন দেখিয়া এক বাণে উহাকে বিনষ্ট করিলেন। গৃধ্র মর্ম্মাহত হইয়া বটশাখা হইতে বটমূলে পতিত ও গতাসু হইলে, রাজপুত্র সোমদত্ত তদ্দর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন, এবং আপনার বাণের পক্ষ প্রস্তুত করিবার জন্য উহার পক্ষদ্বয় ছেদন ও গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে গতাসু হইয়া ঐ গৃধ্র দীর্ঘকাল পরে কলিঙ্গরাজের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। রাজকুমার ক্রমে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পণ্ডিত রূপবান্ ও প্রজারঞ্জক হইয়া উঠিলেন। কলিঙ্গরাজকুমারের অধিকারকালে কোন প্রজাই কোন বিষয়ে কোন প্রকার উপদ্রবে উপদ্রুত হয় নাই। অয়ি বসুন্ধরে! পূর্ব্বে যে শৃগালীর কথা বলিলাম ঐ শৃগালীও কাঞ্চীপুরের রাজগৃহে রূপযুক্তা গুণবতী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞা এবং

কোকিলকলকণ্ঠী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। কাঞ্চী ও কলিঙ্গ রাজ্যের ভূপতিদ্বয়ের মধ্যে বংশাদিমর্য্যাদায় পরস্পর ঐক্য থাকাতে দৃঢ়তর সৌহার্দ্দ ও প্রীতিনিবন্ধন কালক্রমে আমার প্রসাদে ঐ রাজকুমার ও রাজনন্দিনীর পরস্পর পরিণয়-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। অনন্তর কাঞ্চীরাজ বরবধূর উপর নিরতিশয় প্রীত হইয়া উভয়কেই নানাধনরত্নাদি যৌতুক প্রদান করিলেন।

অনন্তর কলিঙ্গরাজ বৈবাহিককর্ত্তৃক বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়া বধূদ্বিতীয় তনয়ের সহিত আপন রাজ্যে যাইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে কালসহকারে ঐ রাজকুমার ও রাজপুত্রীর রোহিণী ও চন্দ্রের ন্যায় পরস্পর গাঢ়তর প্রণয় জন্মিলে উভয়ে মিলিয়া বিহার ক্ষেত্র এবং নন্দনকাননসদৃশ বন, উপবন সমূহে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের উভয়ের এরূপ অলৌকিক প্রণয়সঞ্চার হইল যে যদি কোন দিন যশস্বিনী রাজনন্দিনী স্বামীকে সমীপে দেখিতে না পাইতেন, অমনি আপনাকে গতাসুর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। অয়ি বসুধে! সেই রাজনন্দনও স্বীয় ভার্য্যাকে ক্ষণমাত্র না দেখিলে আপনাকে নষ্টপ্রায় বিবেচনা করিতেন। উভয়ের প্রণয় দিন দিন এরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে তাহা দেখিয়া কোন ব্যক্তিই যুবযুগলের মধ্যে কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্র বিভিন্নভাব প্রত্যক্ষ করিতে পাইল না। রাজকুমারের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নম্রস্বভাব ও ন্যায়সঙ্গত বিচার দর্শনে কি পুরবাসী, কি জনপদবাসী সকলেরই আর আমোদের সীমা রহিল না। রাজ-

কুমার ও রাজপুত্রী উভয়েরই পবিত্র চরিত্র, প্রিয়াচরণ ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে অন্তঃপুরবাসিনী যোষিৎগণের যারপর-নাই প্রীতি ও সন্তোষের উদয় হইল। অমরাবতীতে শচী ও শচীপতি যেরূপ সুখে বিহার করেন, প্রতিদিন প্রবর্দ্ধিত প্রগাঢ় প্রেমসম্পন্ন ঐ যুব যুগলও পরস্পর সেই প্রকার সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যশস্বিনী কাঞ্চীরাজনন্দিনী প্রণয়-সৌহার্দ্দে স্বামীকে কহিলেন, নাথ! আমি আপনার নিকট কোন কথা জানিতে ইচ্ছা করি। এ দাসীর প্রতি আপ-নার যেরূপ স্নেহ, তাহাতে আমায় এই প্রীতিকর বিষয় বলিলে কৃতার্থ হই। তখন মহাপ্রতাপ কমললোচন কলিঙ্গ-রাজকুমার ভার্য্যার এবম্বিধ বিনীত প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, অয়ি সুন্দরি! তোমার মনের যাহা কিছু অভিলাষ, তুমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, আমি সত্য শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমায় তাহা বলিব। অয়ি শুভে! সত্য ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মণ্যনিদান। স্বয়ং নারায়ণ বিষ্ণু সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্যই সকল তপস্যার মূল, কেবল সত্যেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, এক্ষণেও তোমায় কহিতেছি, আমি কদাপি মিথ্যা কহিব না। অয়ি সুন্দরি! তোমার কি প্রিয়ানু-ষ্ঠান করিতে হইবে বল। হস্তী অশ্ব প্রভৃতি পশু সকল, রথাদি যান, নানাপ্রকার ধন বা বিবিধ হীরকাদি রত্ন, এ সকলে যদি তোমার প্রয়োজন থাকে, বল, আমি এই দণ্ডে ভাণ্ডার হইতে প্রদান করিতেছি, অথবা যদি তোমার প্রধানা মহিষী

হইতে সঙ্কল্প থাকে, বল, আমি তোমার অভিলাষও পূর্ণ করিতেছি।

অয়ি বসুধে! তখন সেই কাঞ্চীরাজকুমারী ভর্ত্তার কথা শুনিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিলেন, নাথ! আমি হস্তী অশ্ব রথাদি কিছুই কামনা করি না, হীরকাদি রত্নেও আমার কোন প্রয়োজন নাই। যখন শ্বশুরদেব বর্ত্তমান রহিয়াছেন তখন পাটমহিষী হইতেও আমি প্রার্থনা করি না। হে নরনাথ! আমি দিবারাত্র এই ভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি যে, সে সময় আমার শ্বশুর বা শ্বশ্রূদেবী, আত্মগৃহস্থ কোন সখীজন বা পরিচারিকা অথবা পরিবারস্থ যে কোন সহচরী ঐ প্রকার প্রসুপ্ত অবস্থায় আমায় জানিতে না পারে। কলিঙ্গ-সমৃদ্ধি-সম্বর্দ্ধক রাজকুমার প্রণয়িণীর এই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "অয়ি সুশ্রোণি! অয়ি যশস্বিনি! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে, তুমি বিশ্রব্ধভাবে শয়ন মহাব্রত পালন করিও, কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না। অয়ি বসুন্ধরে! প্রিয়তমের নিকট এইরূপ বাঞ্ছিত ফললাভ হওয়াতে রাজনন্দিনী সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে পর কলিঙ্গরাজ ক্রমে জরা-যুক্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি স্বকুলপ্রসূত আপনার ঐ পুত্রকে শাস্ত্রবিধান-অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অয়ি বরারোহে বসুন্ধরে! বৃদ্ধ নৃপতি এইরূপে পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া এবং উহা নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়া স্বর্গত হইলেন। কলিঙ্গরাজকুমার যথাবিধানে পিতৃদত্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া যথাবিধি নিগ্রহানুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা দুষ্ট দমন

ও শিষ্ট পালন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার প্রত্যহ এরূপ ভাবে একাকী শয়ন করিতেন যে, অন্য কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। দীর্ঘকাল এই-রূপে বিগত হইলে পর ঐ রাজকুমারের সূর্য্যসমদ্যুতি বংশবর্দ্ধন পাঁচটি তনয় ক্রমে জন্ম গ্রহণ করিল। হে বসুধে! স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিত মনুষ্য সকল এইরূপে আমার মায়ায় মোহিত হইয়া চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে। ইহলোকে জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া বালক, বালক তরুণ, তরুণ প্রবীণ, এবং প্রৌঢ়াবস্থ ব্যক্তি বৃদ্ধ হইয়া অহর্নিশ ভ্রমণ করিতেছে। বালক অজ্ঞানতানিবন্ধন যে সকল কর্ম্ম করে, তজ্জন্য তাহাকে পাপে পরিলিপ্ত হইতে হয় না।

যাহাই হউক, এইরূপে অনাময় নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিতে করিতে কলিঙ্গরাজের ক্রমে সপ্ত সপ্ততিবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে অষ্ট সপ্ততি বর্ষের বৈশাখ মাসে শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশীতে একদিন মধ্যাহ্নসময়ে সূর্য্যদেব গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ অল-ঙ্কৃত করিলে নরনাথ একান্তে একাকী প্রিয়তমার শয়নের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ দিবস প্রিয়াদর্শনপ্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। তাঁহার মনে হইল, প্রিয়তমার ব্রতের অর্চ্চনীয় পুরুষ কে? ইনি যে নিত্য নির্জ্জনে একাকিনী শয়ন করিয়া থাকেন, এই বা ইহাঁর কি ব্রত? নির্জ্জনে একাকিনী শয়ন করিয়া থাকিলে যে কোন প্রকার ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, শাস্ত্রেত এরূপ কোন বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না? মনুকৃত ধর্ম্মসংহিতায় এরূপ কোন ধর্ম্মেরত বিধান নাই? দেবাদিদেব শঙ্করেরও কোন শাস্ত্রে এরূপ

কোন ব্রতের নির্দ্দেশ ত দৃষ্ট হয় না? ইহা কোন বৈষ্ণবাচার প্রণোদিত ব্রতও ত নহে? কি কশ্যপ-সংহিতা, কি বৃহস্পতি-সংহিতা, কি যম-সংহিতা কুত্রাপি সুপ্তাবস্থায় ব্রতানুষ্ঠান করিবার নিয়ম ত দেখিতে পাই না! তবে আমার বিশাল-লোচনা প্রিয়তমা ইচ্ছামত ভোগ্য বস্তু সমস্ত উপভোগ, পলান্ন ভোজন, তাম্বূল চর্ব্বন, রক্তবস্ত্র ও সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র পরিধান এবং গাত্রে গন্ধ দ্রব্য বিলেপন পূর্ব্বক নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া অলক্ষিতভাবে এ কি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন? যাহাই হউক্ গোপনে আমাকে প্রিয়তমার ব্রত নিয়ম সন্দর্শন করিতে হইবে; নওবা প্রত্যক্ষে হইলে বিশেষ কুপিত হইবেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, লোকে কি ইঁহার বশীকরণের সদুপায় লক্ষ্য করিতেছে, না ইনি স্বয়ং যোগীশ্বরী হইয়া ইচ্ছামত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন? অথবা কামবশে মুগ্ধ হইয়া অন্যের সহিত মিলিত হইয়াছেন?

ধরে! নরপতি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে দিনমণি অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন, ও দিকে সর্ব্বসুখ-দায়িনী রজনী সমাগত হইল। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে সূত মাগধ বন্দী ও বৈতালিকেরা স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। মঙ্গলজনক শঙ্খনাদে ও সুমধুর দুন্দুভিধ্বনিতে রাজা বিবোধিত হইলেন। ক্রমে এ দিকে লোকের হিতসাধন-জন্য ভগবান্ ভাস্কর উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। পূর্ব্ব দিবস প্রিয়তমার ব্রতানুষ্ঠান দর্শন করিবার নিমিত্ত নরপতির মনে যে চিন্তার উদয় হইয়াছিল, সম্প্রতি অন্যান্য সমুদায় চিন্তা দূরীভূত হইয়া কেবল তাহাই প্রবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর নরপতি যথাবিধি স্নানকার্য্য সমাপনের পর পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, "আমি এক্ষণে ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলাম, এ সময় স্ত্রীলোকই হউক্ বা পুরুষই হউক্ যদি কেহ আমাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব।" কলিঙ্গরাজ এইরূপ আজ্ঞা প্রচারের পর স্বীয় অভিমত ব্রত পালনে গমন করিলেন। গোপনে প্রিয়তমার কার্য্য বিলোকন করাই তাঁহার অভিমত ব্রত ; সুতরাং কলিঙ্গরাজ গুপ্তভাবে স্বীয় পর্য্যঙ্কের নিম্নদেশে অবস্থান পূর্ব্বক রাজমহিষীর ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কমললোচনা সেই কাঞ্চীরাজ-কন্যা শিরোবেদনার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হায়! আমি পূর্ব্ব জন্মে কি মহাপাতকই করিয়াছিলাম যে, আমাকে তজ্জন্য এই ঘোরতর দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে! আমি যে অনাথার ন্যায় এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, ভর্ত্তা আমার তাহার কিছুই অবগত নহেন। তিনি কি মনে করিতেছেন? আমায় এরূপ ভাবে শয়ান সন্দর্শন করিয়া সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাদিগকে কি উত্তর প্রদান করিব? অথবা আমি যাহা চিন্তা করিতেছি; সে সমস্তই বৃথা, কারণ অবশ্যই আমাকে স্বীয় অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে হইবে! যাহাই হউক, আমার এই কপট ব্রতের কথা শুনিলে স্বামী আমায় কি বলিবেন? অপর সাধারণেই বা আমায় কি বলিবে? এই কপট ব্রতে সর্ব্বথা আমার বিপরীত ফলই ফলিবে! যদি কখন সৌকর

তীর্থে গমন করিতে পাই তাহা হইলে আমার মনের কথা ব্যক্ত করিব।

কলিঙ্গরাজ স্বীয় পর্য্যঙ্কের নিম্নভাগে অবস্থান পূর্ব্বক প্রিয়তমার সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, সম্প্রতি তিনি তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি বলিতেছ? এরূপ আত্মনিন্দা করিতেছ কেন? তোমার অনুতাপের কোন কারণ না থাকিলেও কেন নির্ব্বেদ প্রকাশ করিতেছ? আমার গৃহে কি অষ্টাঙ্গ কুশল বৈদ্য নাই যে, তোমার শিরোবেদনার প্রতীকার করিতে পারে? তুমি যদি ব্রতচ্ছলে পূর্ব্ব হইতে এই শিরোবেদনা গোপন না করিতে, তাহা হইলে কখনই বেদনায় এরূপ কাতর হইতে হইত না। আর কিছুই নয়, হয় বায়ুর সহিত কফপিত্তের, না হয় কফের সহিত শোণিতের সন্নিপাত হইয়াছে, সেই কারণেই এরূপ শিরোবেদনা উপস্থিত। তুমি কখন সময়ে, কখন বা অসময়ে পলান্ন ভোজন করিয়া থাক, সেই কারণেই পিত্তোদ্রেক হইয়া এরূপ শিরোবেদনা উপস্থিত হইতে পারে। যদি কপালের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এ বেদনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে! অথবা যদি শিরে হস্তাবর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলেও এ বেদনা কোথায় পলায়ন করিবে! প্রিয়ে! তুমি এতদিন এ বেদনা গোপন করিয়াছিলে, কেন? আমায় না বলিবার কারণ কি? তুমি এত দিন ব্রতচ্ছলে বৃথা আত্মাকে ক্লিষ্ট করিয়াছ। আর যে সৌকরতীর্থে গমনের কথা উল্লেখ করিলে, তাহাই বা গোপন

করিয়া অকারণ এরূপ মনস্তাপ পাইবার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না।

অনন্তর কমললোচনা দুঃখসন্তপ্তা রাজনন্দিনী লজ্জিত-ভাবে ভর্ত্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, রাজন! বীরবর! প্রসন্ন হউন্। ইহা আমার জন্মান্তরীণ দুষ্কৃতির ফল। ইহা জিজ্ঞাসা করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছেনা।

তখন কলিঙ্গাধিপতি প্রিয়তমার বচন শ্রবণ করিয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে মধুরবাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন অয়ি বরবর্ণিনি! অয়ি যশস্বিনি মহাভাগে! আমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তখন আমার নিকট প্রকৃত কথা গোপন করিতেছ কেন?

ঐ সময় রাজকুমারী ভর্ত্তা কলিঙ্গনাথের কথা শুনিয়া মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন, নাথ! ভর্ত্তাই অবলাজনের ধর্ম্ম, ভর্ত্তাই অবলাজনের যশ, এবং ভর্ত্তাই অবলাজনের মঙ্গল-নিদান। অতএব আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন অবশ্যই আমাকে বলিতে হইবে। কিন্তু নাথ! তথাপি আমি হৃদগত ভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি না। কারণ ইহা শুনিলে আপনার মনঃক্ষোভ উপস্থিত হইবে। অতএব ইহা জিজ্ঞাসা করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছেনা। আমার মনের ব্যথা আমার মনেই থাকুক্। আপনি রাজা, নিয়ত সুখে কালযাপন করিতেছেন। আপনার অন্তঃপুরে আমার মত ভার্য্যা অনেক রহিয়াছে, বিশেষতঃ আপনি পলান্ন ভোজন এবং উৎকৃষ্ট প্রাবরণ, উৎকৃষ্ট আভরণ, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট যানাদি উপভোগ করিতেছেন। ইচ্ছামত

সর্ব্বত্রই আপনার গতায়াত চলিতেছে, আমার অভাবে আপনার কোন্ কার্য্য অচল হইতেছে? আপনার আজ্ঞা অপ্রতিহত, আপনি ইচ্ছামত গন্ধাদি সমস্ত ভোগ্য বস্তুই উপভোগ করিতেছেন। এ বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছেনা। আমার পক্ষে আপনি দেবতা। হে মানদ! ভর্ত্তাই স্ত্রীজনের ধর্ম্ম, ভর্ত্তাই অর্থ, ভর্ত্তাই কাম, ভর্ত্তাই যশ, ভর্ত্তাই গুরু এবং ভর্ত্তাই স্বর্গ। অধিক কি, ভর্ত্তা স্ত্রীজনের পক্ষে সনাতন যজ্ঞস্বরূপ। আপনি জিজ্ঞাসা করিলে সত্য কথন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামীর নিকট সত্য বলা পতিব্রতাগণের প্রধান ধর্ম্ম। পতিকে সন্দেহ-দোলায় দোলায়িত করা পতিব্রতা পত্নীর কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত আমি বলিতেছি যে, আমাকে পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর কলিঙ্গনাথ ভার্য্যার পীড়ায় একান্ত পীড়িত হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! ভালই হউক, আর মন্দই হউক, যখন আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তখন অবশ্যই তোমাকে বলিতে হইবে। গুহ্য কথাই হউক আর নাই হউক ভর্ত্তাকে সমীপে পাইলেই পতিব্রতা রমণীরা সমস্তই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। রমণীগণ রাগ ও লোভের বশীভূত হইয়া যে কোন সৎকর্ম্মই করুক, আর অসৎ কর্ম্মই করুক, যদি তাহা স্বামীর নিকট প্রকাশ না করে, তাহাহইলে সে কখনই পতিব্রতাপদ বাচ্য হইতে পারে না। অতএব হে যশস্বিনি! হে মহাভাগে! আমার নিকট গুহ্যকথা প্রকাশ করিলে কখনই তোমার অধর্ম্ম স্পর্শ হইতেছে না।

তখন রাজনন্দিনী স্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, রাজন্! রাজা সকলের দেবতা, রাজা সকলের গুরু এবং রাজাই সোম বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব রাজার নিকট সত্য কথা কহা সনাতন ধর্ম্ম। হে রাজসত্তম! যদি আমায় এই গুহ্য কথা একান্তই প্রকাশ করিতে হইল, তবে আপনি প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। তাহার পর চলুন সৌকর তীর্থে গমন করা যাউক, তথায় গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিব।

কলিঙ্গনাথ প্রিয়তমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই স্বীকার করত সন্তোষবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। আমি যেমন পিতার নিকট হইতে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বরাজ্য প্রদান করিব।

রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিবার পর স্বগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর কঞ্চুকীরে সম্মুখে সন্দর্শন করিবামাত্র উচ্চৈস্বরে কহিলেন, "যে সকল লোক, বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া এস্থলে অবস্থান করিতেছে, উহাদিগকে এস্থান হইতে উৎসারিত কর"। রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র সকলে তথা হইতে অপসৃত হইল, কিন্তু অন্তঃপুর মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়াগেল। অনন্তর পুরচারী মাত্রেই "রাজা আমাদিগকে উৎসারিত করিলেন, ইহার কারণ কি? অথবা আমরা স্বকার্য্য সম্পাদনে আগমন করিয়াছি, সম্প্রতি উৎসারিত হইবার কারণ জানিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছি; কিন্তু বোধ হয় অবশ্যই আমাদিগের

অশ্রোতব্য কোন বিশেষ কারণ থাকিবে। উপস্থিত জনগণ বাহিরে আসিয়া নানাবিধ আন্দোলন করিতে লাগিল। এদিকে রাজা ও রাজমহিষী উভয়ে ইচ্ছামত ভোজ্যবস্তু ভক্ষণ ও পানীয় দ্রব্য পান করিয়া আচমন পূর্ব্বক উভয়ে একত্র ক্ষণ-কাল বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর নরপতি স্বীয় তনয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত অমাত্যগণকে আহ্বান করিলেন। সচিবগণগণ উপস্থিত হইলে কহিলেন, তোমরা সত্বর গিয়া মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক রাজধানী সুসজ্জিত কর, আর বৃদ্ধসচিবকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, তাত! কল্য আমি পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করি, অতএব আভিষেচনিক দ্রব্য সকল যথা সময়ে প্রস্তুত চাই।

সচিবগণ কহিলেন, "রাজন্! রাজধানী সুসজ্জিত করিতে বা অভিষেক সামগ্রী আহৃত হইতে বিলম্ব হইতেছেনা। এই মুহূর্ত্তেই সে সমস্ত প্রস্তুত হইতেছে। আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আমাদিগেরও একান্ত বাসনা। হে রাজশার্দ্দূল! আপনার পুত্র সমুদায় লোকের হিতসাধনে একান্ত তৎপর, প্রজাগণের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত এবং নীতিজ্ঞ, সুবিচারক ও বিক্রান্ত। অতএব বিভো! আপনি যাহা সংকল্প করিয়াছেন, আমাদিগেরও তাহাই বাসনা।" এই কথা বলিয়া সচিবগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

এদিকে ভগবান্ সূর্য্য অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী সমাগত হইল, গীতবাদ্যাদি আমোদে ক্রমে নিশা অবসান হইলে সূত মাগধ ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক মঙ্গল স্তব পাঠে রাজা বিবোধিত হইলেন। প্রভাতে ভাস্কর সমুদি

হইলে নরনাথ শুভক্ষণে স্বীয় সংযত পুত্রকে রাজ্যে অভি-ষিক্ত করিলেন। এইরূপে পুত্রহস্তে রাজ্যভার অর্পণ করি-বার পর ধর্ম্মাত্মা মহীপাল তনয়ের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন "বৎস! যদি ধর্ম্ম রক্ষা এবং পূর্ব্বপিতা-মহগণের নিস্তার বাসনা মনে থাকে তাহাহইলে সর্ব্বদা সকলকে দান করিবে। কাহারও অনিষ্ট করিওনা। যাহারা পারদারিক বালঘাতক ও স্ত্রীহত্যাকারী তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। পরস্ত্রী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপত্নীর প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করিও না, যদিও কথঞ্চিৎ রূপবতী রমণী দৃষ্টি-পথে নিপতিত হয়, অমনি তৎক্ষণাৎ নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিবে! পরদ্রব্যে বিশেষতঃ অসৎপথে উপার্জ্জিত বস্তুর প্রতি কদাচ লোভ করিওনা। সর্ব্বদা ন্যায়পথে থাকিয়া স্বদেশ রক্ষা করিবে। সর্ব্বদা সকল কার্য্যে প্রস্তুত থাকিবে, অমাত্য বাক্যে কখনও অবহেলা করিওনা। সচিবগণ যখন যাহা বলিবে, তদ্বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবে, আত্মশরীর রক্ষা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি আমার হিতকামনা করা তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহাহইলে যাহাতে প্রজা সকল সুখে অবস্থান করে, যাহাতে ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট থাকেন, অবশ্য অবশ্য তাহা করিবে। রাজকর্ম্ম উপলক্ষে অমাত্যগণকে কখনও অপ্রিয় কথা কহিওনা, আমি সৌকর তীর্থে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছি। তুমি কোনও প্রকারে আমার গমনে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিওনা, যদি আমার হিতচিকীর্ষু হও, তাহাহইলে আমি যাহা বলিলাম, তাহার অনুষ্ঠান কর।"

ধরে! রাজকুমার পিতার বচন শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার

চরণযুগল ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "পিতঃ! যদি আপনার দর্শনলাভে বঞ্চিত হই, তাহাহইলে আমার রাজ্য, ধন ও বলে প্রয়োজন কি? আপনার অদর্শনে আমি ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আপনি আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যে রাজনাম প্রদান করিলেন, আপনি ব্যতীত আমার তাহা গৌরব বলিয়া বোধ হইতেছেনা। এই সংসারে বালকগণ যেমন ক্রীড়া করে, আমিও সেইরূপ ক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই জানিনা। রাজগণ যেরূপে রাজ্য চিন্তা করেন, আমি তাহার কিছুই অবগত নহি।"

অনন্তর কলিঙ্গরাজ পুত্রের বচনাবসানে সান্ত্বনাবক্যে তাহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। যদিও তুমি কার্য্যকরণে অপটু হও পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিবে।"

ধরে! নরপতি এই কথা বলিয়া গমনে প্রস্তুত হইলে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ, হস্তী অশ্ব রথ প্রভৃতি যান সকল এবং অন্যান্য লোকসকল স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজার অনুগমন করিল। সুদীর্ঘকাল পরে সকলে সৌকর তীর্থে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া সকলে স্বেচ্ছামত ধন ধান্যাদি পাত্রসাৎ করিল।

বসুন্ধরে! রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ে এইরূপে নিত্য ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন পদ্মপলাশলোচন কলিঙ্গনাথ মধুর বাক্যে কাঞ্চীরাজপুত্রীকে কহিলেন, সুন্দরি! আজ আমার জীবিতকাল পূর্ণ

সহস্র বৎসর হইল। আমি তোমাকে যে গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই কথা ব্যক্ত কর, ইহাই আমার ইচ্ছা।

তখন রাজ্ঞী স্বামীর বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন যথার্থ বটে; কিন্তু প্রথমতঃ তিন রাত্রি উপবাস করুন, পরে শ্রবণ করিবেন।

রাজা তাহাই "স্বস্তি" বলিয়া স্বীকার করত কহিলেন, "অয়ি কমলেক্ষণে! অয়ি পূর্ণচন্দ্রনিভাননে! অয়ি নিবিড়-নিতম্বে! তুমি যাহা বলিলে আমারও তাহাই অভিলাষ।" রাজা প্রথমতঃ দ্বাদশাঙ্গুল দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবার পর স্নান করিলেন। রাজ্ঞীও স্নানকার্য্য সমাধা করিলেন। পরিশেষে নৃপদম্পতী নিয়মযুক্ত হইয়া ত্রিরাত্রি উপবাসের সঙ্কল্প করিলেন। পরিশেষে তিন দিবস অতীত হইলে রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ে স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া প্রথমতঃ বিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শুভদর্শনা রাজ্ঞী স্বীয় ভূষণ উন্মোচন পূর্ব্বক সমস্তই আমাকে অর্পণ করিলেন এবং স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আসুন, গিয়া আপনাকে গুহ্য বিষয় প্রদর্শন করি।" এই বলিয়া বিবাহ কালের মত স্বীয় করদ্বারা ভর্ত্তার করগ্রহণ করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, নাথ! আমি পূর্ব্বজন্মে শৃগালী ছিলাম, সোমদত্ত একদিন মৃগয়া ব্যপদেশে বাণদ্বারা আমাকে বিদ্ধ করেন। এই দেখুন আমার মস্তকে অদ্যাপি শরচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। অদ্যাপি মস্তকে সেই

বাণযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে। আমার শৃগালীকলেবর বিগত হইলে আমি কাঞ্চীরাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহার পর পিতা আমায় যথাসময়ে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমি এই ক্ষেত্রপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, আপনার চরণে প্রণাম।

প্রিয়তমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কমললোচন কলিঙ্গনাথেরও পূর্ব্বস্মৃতির আবির্ভাব হইল। তখন তিনি প্রিয়তমাকে কহিলেন, মহাভাগে! আমিও পূর্ব্ব জন্মে গৃধ্র ছিলাম। আমিও মৃগয়াচারী ঐ সোমদত্ত কর্ত্তৃক এক বাণে নিপাতিত হইয়াছি। পরে আমি কলিঙ্গরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐ বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছি। অয়ি সুন্দরি! অয়ি বরারোহে! এই ক্ষেত্রের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমার ইচ্ছা না থাকিলেও এই সৌকরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিলাম।

ধরে! যে সকল ভগবদ্ভক্ত নারায়ণপ্রিয় পুরবাসী ও জনপদবাসী রাজার সহিত তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই নৃপদম্পতীর বচন শ্রবণে লাভালাভে বিসর্জ্জন দিয়া সৌকর তীর্থের অনুযায়ী কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিল। সাংসারিক কোন কার্য্যেই আর তাহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। অবশেষে তাহারা সকলেই সেই সৌকর তীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করিল। অনন্তর তাহারা সকলেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শঙ্খ চক্রাদি অস্ত্র ধারণ করিয়া শ্বেত দ্বীপে বিরাজ করিতে লাগিল। তাহাদিগের অনুগামিনী রমণীগণও সেই শ্বেতদ্বীপে সাতিশয় সম্মানিতা হইয়া বিবিধ ভোগে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ভূমে! এই আমি তোমার নিকট সৌকর তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। এই তীর্থের এরূপ মহিমা যে, কামনা না করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেও চরমে শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া থাকে। ফলতঃ যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এই তীর্থে বাস করে, অন্তে তাহার শ্বেতদ্বীপে অবস্থান হইয়া থাকে। সম্প্রতি তোমায় অপর এক তীর্থের কথা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সৌকর তীর্থের অন্তর্গত আখোটক নামে অপর এক তীর্থ আছে। উহাতে স্নান করিলে প্রথমতঃ দশ সহস্র ও দশশত বৎসর পর্য্যন্ত নন্দনকাননে দেবগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিয়া তৎপরে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুবিখ্যাত মহাবংশে জন্মগ্রহণ করে এবং আমার একান্ত ভক্ত হয়।

এক্ষণে আর এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহার মধ্যে গৃধ্রবট নামে অপর এক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে নবসহস্র এবং নবশত বৎসর ইন্দ্রলোকে দেবগণের সহিত সুখে বিহার করিয়া পরিশেষে তথা হইতে বিচ্যুত হয় এবং একেবারে সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া আমার পরম ভক্ত হইয়া থাকে। ধরে! তুমি পূর্ব্বে আমাকে সংসার-মুক্তির উপায়স্বরূপ যে তীর্থস্নানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

সূত কহিলেন, ব্রতচারিণী বসুন্ধরা নারায়ণের নিকট এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া পুনরায় মধুরস্বরে লোকনাথ জনার্দ্দনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! তীর্থদর্শন, তীর্থস্নান ও তীর্থ-মৃত্যু কোন্ কোন্ কার্য্যের পরিণাম? তাহা আমায় নির্দ্দেশ করুন।

নারায়ণ কহিলেন, দেবি মহাভাগে! মানবগণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবিপাকে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। কিন্তু জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে অর্থাৎ তীর্থস্নান, তীর্থে জপ ও তীর্থে দান প্রভৃতি সৎকার্য্যের ফলে আবার তীর্থমৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। স্বল্পই হউক, আর বিস্তরই হউক, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলের কখনও নাশ নাই। কখনও না কখন তাহার ফলপ্রাপ্তি অবশ্যই ঘটিবে। যদিও কোন ব্যক্তি প্রথমে অসহায় অর্থাৎ ধর্ম্ম-কর্ম্মবলে দুর্ব্বল থাকে, তীর্থদর্শনাদি-পুণ্যবলে সে বলীয়ান্ হয়। যদি কেহ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবলে বলীয়ান্ থাকে, আবার অন্য পাপস্পর্শে দুর্ব্বল হইয়া যায়; কিন্তু ক্ষীণপুণ্য হইলেও পুনরায় অপর পুণ্যকর্ম্মের সাহায্যে ঘোরতর বলীয়ান্ হইয়া উঠে। অতএব কর্ম্মগতি অতি দুর্ব্বোধ। এই যাহা সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান ছিল, স্বল্পক্ষণের মধ্যে আবার তাহাই বিস্তারিত হইয়া উঠিল। এই দেখ, রাজা ও রাজ্ঞী পূর্ব্বে গৃধ্র ও শৃগালী ছিল; কিন্তু তীর্থমাহাত্ম্যে একেবারে দুর্লভ মানবযোনি লাভ করিয়া প্রথমে রাজ্যেশ্বর হইল; তাহার পর আবার তাহাদিগের পূর্ব্বজন্মস্মৃতির উদয় হইল। তৎপরে তীর্থমৃত্যু লাভ করিয়া একেবারে চতুর্ভুজ হইয়া শ্বেতদ্বীপে অবস্থান করিতে লাগিল। অতএব কর্ম্মের গতি অতি গহন।

ধরে! সম্প্রতি আর এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈবস্বত নামে অপর এক তীর্থ বিদ্যমান আছে। ভগবান্ ভাস্কর পুত্রকামনায় ঐ স্থানে ঘোরতর তপস্যা করেন। প্রথমতঃ চান্দ্রায়ণ-ব্রতেই দশসহস্র বৎসর অতীত হয়। তাহার পর সপ্তসহস্র বৎসর বায়ু ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত

করেন। তখন আমি ভাস্করের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলাম, দিবাকর! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি এক্ষণে স্বীয় মনোগত অভিলাষ ব্যক্ত কর।

অনন্তর বলবান্ কশ্যপনন্দন সূর্য্য মধুরস্বরে কহিলেন, দেব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহাহইলে আমায় এই বর প্রদান কর, যেন আমি পুত্রমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হই।

সুন্দরি! আমি দিবাকরের বচন শ্রবণে ও ঐকান্তিকতায় পরিতুষ্ট হইলাম এবং কহিলাম ভাস্বন্! অচিরাৎ তোমা হইতে যম নামক এক পুত্র ও যমুনা নাম্নী এক কন্যার উৎ-পত্তি হইবে।

আমি দিবাকরকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া স্বীয় যোগ-প্রভাবে তথায় অন্তর্হিত হইলাম। এদিকে প্রভাকরও সেই সৌকর তীর্থে স্বীয় ভক্তি ও ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। ধরে! যদি কোন ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া এই বৈবস্বত তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে সে দশ সহস্র বৎসর সূর্য্যলোকে সুখে বিহার করিতে পারে। অথবা যদি কেহ এই তীর্থে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করে, তাহাহইলে আর তাহাকে শমনভবন সন্দর্শন করিতে হয় না।

বসুন্ধরে! এই আমি তোমার নিকট সৌকরতীর্থের অন্তর্গত বৈবস্বত তীর্থে স্নান ও মরণের ফল কীর্ত্তন করিলাম। যাবতীয় আখ্যানের মধ্যে সৌকরাখ্যান অতি মহাখ্যান, যাবতীয় ক্রিয়ামধ্যে ইহা প্রধান ক্রিয়া এবং ইহাই প্রধান জপ, ইহাই সন্ধ্যোপাসনা, ইহাই প্রধানতম তেজ, ইহাই শ্রেষ্ঠতম

মন্ত্র ও ইহাই ভগদ্ভক্তদিগের অতীব প্রিয়পদার্থ। খল-স্বভাব, ভগদ্ভক্ত অথচ মূর্খ, যে বৈশ্য বা শূদ্র আমাকে অবগত নহে, তাহাদিগের নিকট ইহা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা ভগবদ্ভক্ত পণ্ডিতগণের সমাজে, মঠস্থিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সমীপে, দীক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট এবং যাহাদিগের শাস্ত্র-জ্ঞান আছে তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। ভদ্রে! এই আমি তোমার নিকট সৌকর তীর্থের মহাপুণ্যের কথা কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি একদিনও প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই সৌকর-তীর্থ-মাহাত্ম্য পাঠ করে তাহার দ্বাদশ বৎসর কাল আমায় চিন্তা করিবার কার্য্য করা হইয়া থাকে। তাহাকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এমন কি, ইহার এক অধ্যায় পাঠ করিলে পূর্ব্বতন দশকুল সমুদ্ধৃত হইয়া থাকে।

## অষ্টাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

### সৌকরতীর্থ-মাহাত্ম্য।

সূত কহিলেন, সাতিশয় ধার্ম্মিকা কমলপত্রাক্ষী বসুন্ধরা সৌকর তীর্থের তাদৃশ প্রশংসা, মাহাত্ম্য ও জাতিস্মারকতা প্রভৃতি পবিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সানন্দহৃদয়ে পুনরায় বলিলেন, সৌকর তীর্থের কি অপূর্ব্ব মহিমা! কামনা না করিয়াও এস্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিলে তির্য্যক্‌জাতি-

রাও দুর্লভ মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াথাকে। সৌকরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ আমার হৃদয়ে কৌতূহল বর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব এই ক্ষেত্রের অপরাপর বৃত্তান্ত অর্থাৎ এস্থলে নৃত্য, গীত, বাদ্য করিলে; গোদান অন্নদান ও জল দান করিলে; সম্মার্জ্জনীদ্বারা এস্থান সম্মার্জ্জন ও গোময়ে বিলিপ্ত করিলে; এস্থলের নিমিত্ত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি আহরণ করিলে এবং এস্থলে বসিয়া জপ ও যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কি কি ফল লাভ হইয়া থাকে? ভক্তগণের সুখের নিমিত্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

অনন্তর বরাহরূপী সর্ব্বদেবময় নারায়ণ ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু বসুন্ধরার বচন শ্রবণ করিয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমাকে যাবতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি পুণ্যজনক ও অতীব সুখকর সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করিতেছি, শ্রবণ কর। সৌকর তীর্থে খঞ্জরীট নামে এক পক্ষী বাস করিত। একদা ঐ পক্ষী অপর্য্যাপ্ত কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করত অজীর্ণদোষে আক্রান্ত হইয়া স্বকর্ম্মদোষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় কতকগুলি বালক ক্রীড়া উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইয়া পক্ষীটিকে তদবস্থ অবলোকন করিবামাত্র "আমি লইব, আমি লইব" বলিয়া অগ্রসর হইল এবং ক্রীড়া কৌতুকে পরস্পর 'আমার আমার' বলিয়া কলহ করিতে লাগিল। অবশেষে একটি বালক পক্ষীটি লইয়া' ইহাতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, তোমরাই গ্রহণকর। এই বলিয়া গঙ্গাসলিলে নিক্ষেপ করিল। খঞ্জরীটের সর্ব্বশরীর গঙ্গা-জলে পরিপ্লুত হইল। অনন্তর ঐ পক্ষী ধনরত্নসম্পন্ন যজ্ঞ-

শীল এক বৈশ্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। বালক ক্রমশঃ রূপবান্ গুণবান্, বুদ্ধিমান্ ভক্তিমান্ ও পবিত্রাত্মা হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন আর পিতা মাতার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। একদা তাহারা উভয়ে উপবিষ্ট রহিয়াছে এমন সময় কুমার ভূতলনতশিরা হইয়া পিতা মাতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জবিপুটে কহিল, পিতঃ! মাতঃ! যদি আপনারা আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তাহাহইলে আমি যাহা প্রার্থনা করি অনুমোদন করুন! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার কার্য্যে বাধা দেওয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে।

তখন বৈশ্যদম্পতী পুত্রের বচন শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল এবং কহিল বৎস! তোমার মনের যাহা অভিলাষ অর্থাৎ তুমি যাহা বলিবে আমরা তাহাই করিব। বৎস! আমাদিগের ত্রিংশৎ সহস্র পরস্বিনী ধেনু রহিয়াছে, যদি তোমার তাহা দান করিবার ইচ্ছা থাকে অনায়াসে করিতে পার। বাণিজ্য আমাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম, যদি তাহা করিতে ইচ্ছা হয়, কর। বন্ধুবান্ধবদিগকে ধনরত্ন প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়, সম্ভবমত প্রদান কর। তুমি অজস্র অবারিত ধন ধান্য ও রত্নাদি দান কর। তোমার বিবাহের নিমিত্ত সৎকুলসম্ভবা অতি রমণীয় স্বজাতীয় কন্যাসকল আনাইয়া দিব। যে যে যজ্ঞে বৈশ্যগণের অধিকার আছে, ইচ্ছামত অনায়াসে সে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পার। ভারবহনপটু আটশত হল আমার বর্ত্তমান। তদ্ভিন্ন কৃষিকার্য্যসাধনের নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, অনায়াসে সমস্তই

সংগ্রহ করিতে পার। যদি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার ইচ্ছা হয়, পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতে পার। তোমার যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা হয়, আপনার ইচ্ছামত সমস্তই করিতে পার।

পরম ধার্ম্মিক বৈশ্যবালক পিতা মাতার বচন শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাহাদিগের চরণ ধারণ পূর্ব্বক কহিল, তাতঃ! মাতঃ! আমার গোদান করিবার বাসনা নাই। আমি বন্ধুবান্ধবগণের নিমিত্তও চিন্তিত নহি। আমার কন্যা লাভেরও ইচ্ছা নাই, যজ্ঞফলও কামনা করিনা, আমার বাণিজ্য কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষণেরও প্রয়োজন নাই। আমি অতিথি সেবনেও উৎসুক নহি। আমার একমাত্র মনের বাসনা এই যে, আমি সৌকরে নারায়ণক্ষেত্রে গমন করিয়া একাগ্রমনে সেই অচিন্ত্য পুরুষের উদ্দেশে তপস্যা করি।

তখন আমার কার্য্যতৎপর বৈশ্যদম্পতী পুত্রের বচন শ্রবণ করিয়া করুণস্বরে পরিদেবন করিতে করিতে কহিল, বৎস! আজি দ্বাদশ বৎসর হইল, তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ইহার মধ্যে তোমার নারায়ণাশ্রমে যাইবার ভাবনা কেন? যখন তোমার তদনুরূপ বয়ঃক্রম হইবে তখন বরং এরূপ চিন্তা করিও। আজিও খাদ্য লইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকি। আজিও আমার স্তনদ্বয় হইতে দিবারাত্র দুগ্ধ নিঃসৃত হইতেছে, আজিও রাত্রিতে পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সময় মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া থাক, আজিও কি গৃহে, কি বহির্দ্দেশে নারীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাক, কেহ তাহা দোষ বলিয়া ধর্ত্তব্য করে না; আজি পর্য্যন্ত কি আত্মীয়বর্গ, কি

ভৃত্যপরম্পরা কেহ কখন তোমাকে একটি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে নাই, আজি পর্য্যন্ত তোমাকে ভয়প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কখনও রুষ্টভাবে যষ্টি গ্রহণ করিতে হয় নাই, তবে বৎস! তোমার এরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল কেন? তুমি কি নিমিত্ত সৌকরতীর্থে গমনের জন্য উৎসুক হইলে?

বৈশ্যনন্দন জননীর এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, মাতঃ! আমি তোমার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তোমার অঙ্গে অবস্থান করিয়াছি, তোমার ক্রোড়ে ক্রীড়া করা আমার যথেষ্ট হইয়াছে। আমি সুখে বদন বিস্তার করিয়া তোমার স্তন্য পান করিয়াছি, আমি তোমার অঙ্গে আরোহণ করিয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত করিয়াদিয়াছি। অতএব মাতঃ! তুমি আমার প্রতি যথোচিত করুণা প্রকাশ কর, আমাকে পরিত্যাগ কর, আমার জন্য শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই সংসারে কেহ আসিয়া যাইতেছে, কেহবা গিয়া পুনরায় আসিতেছে, কাহাকেবা নষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে, কেহবা আদৌ দৃশ্য হইতেছেনা, কে কোথা হইতে জন্ম গ্রহণ করিল, কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ, কে কাহার মাতা, আর কে কাহার পিতা, তাহার কিছুই নিরূপণ নাই। এই ঘোরতর সংসারসাগরে মনুষ্যযোনি লাভ করিতেছে মাত্র। সংসারে সহস্র সহস্র মাতা, সহস্র সহস্র পিতা, শত শত পুত্র, শত শত কন্যা বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু তাহারাই বা কাহার এবং আমরাই বা কাহার, তাহার কিছুই অবধারিত নাই। জননি! তুমি আমার আমার করিয়া কখনই শোকের বশীভূত হইওনা।

বৈশ্যদম্পতী পুত্রের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া কহিল, "বৎস! তুমি যে বিশেষ গুহ্য কথার উল্লেখ করিলে, তাহা আমাদিগের সমক্ষে ব্যক্ত কর।"

তখন বৈশ্যবালক জনক ও জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পিতঃ! মাতঃ! যদি আমার গুহ্য কথা শ্রবণ করা আপনাদিগের অবধারিতই হইয়া থাকে, তাহাহইলে সৌকর তীর্থের অন্তর্গত বৈবস্বত তীর্থে যাত্রা করুন, তথায় গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিব।

অনন্তর বৈশ্য ও তৎপত্নী পুত্রকে 'তথাস্তু' বলিয়া সৌকরগমনে কৃতসংকল্প হইল। গমনোপযোগী দ্রব্যসকল আয়োজন করিল। প্রথমতঃ গোপপতিদ্বারা বিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী গাভী তথায় প্রেরণ করিল। আমার উদ্দেশে সম্ভৃত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া লোকসকল অগ্রেই প্রেরিত হইল। অনন্তর বৈশ্য ও বৈশ্যপত্নী উভয়ে মাঘমাসের দ্বাদশীতে স্নানাদি কার্য্য সমাপনের পর মহানন্দে পূর্ব্বার্দ্ধযামে যাত্রা করিল। আত্মীয় স্বজনের নিকট যথাবিধি বিদায় গ্রহণ করিল। পরিশেষে সুদীর্ঘ কালের পর বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে পরমানন্দে আমার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। উপস্থিতির পর স্নান ও বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক প্রথমতঃ পিতৃকার্য্য সমাপন করিয়া পূর্ব্বে যে বিংশতি সহস্র গাভী তথায় প্রেরিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই তত্রত্য ভঙ্গুরস নামক বিপ্রকে সম্প্রদান করিল। গাভীগুলি সুলক্ষণ সম্পন্ন পবিত্র ও সুখ-দোহ্যা। বৈশ্যবর প্রতিদিন ধনরত্নাদি প্রদান পূর্ব্বক স্ত্রী পুত্র ও স্বজনগণের সহিত পরমসুখে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল।

এইরূপে কিছুকাল বিগত হইলে শস্যোৎপাদিনী বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইল। কদম্ব, কুটজ ও অর্জ্জুন প্রভৃতি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। প্রিয়তম-বিরহিত রমণী-গণের হৃদয় দুঃখদাবানলে সন্তপ্ত হইতে লাগিল। গর্জ্জন-শীল মেঘ হইতে ঘন ঘন বিদ্যুৎ-বিকাশ ও ধারাপাত হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে বলাকামালা বিরাজিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন জলধর অঙ্গদভূষণে বিভূষিত হইয়াছে। কলকলশব্দে নদীস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ময়ূরগণ কেকারব আরম্ভ করিল। কুটজ ও অর্জ্জুন প্রভৃতি পুষ্পের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল। কদম্ব ও অর্জ্জুন পাদপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। বায়ু ময়ূরগণের পুচ্ছসকল বিকম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। শোক প্রোষিতভর্ত্তৃকা রমণীগণের হৃদয়মন্দির অধিকার করিল।

এইরূপে অতীব সুখজনক বর্ষাকাল মেঘধ্বনিরূপ দুন্দুভি-নাদে নিনাদিত হইয়া বিগত হইলে শরৎকালের সমাগম হইল। ক্রমে অগস্ত্যোদয় হইয়া উঠিল। তড়াগাদি জলাশয় সকল প্রসন্নসলিল হইল। কুমুদ ও উৎপল সকল পুষ্পিত হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল। সুতরাং সুগন্ধ সুশীতল বায়ু সপ্তচ্ছদের গন্ধ বহন পূর্ব্বক কামিজনের হৃদয়ে আনন্দ বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে শরৎকাল সমতীত হইয়া কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইলে শুক্ল-পক্ষীয় একাদশী দিবসে বৈশ্য ও তৎপত্নী উভয়ে স্নানকার্য্য সমাপনের পর পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুত্রকে কহিল, বৎস! এইত আমরা এস্থানে ছয়মাস সুখে অতিবাহিত করিলাম।

একাদশী গত হইয়া দ্বাদশী উপস্থিত হইবে। তথাপি তুমি যে গুহ্য কথা ব্যক্ত করিবে বলিয়াছিলে, কিনিমিত্ত তদ্বিষয়ে অবহেলা করিতেছ ?

তখন ধার্ম্মিকবর বৈশ্যনন্দন পিতামাতার বচন শ্রবণ করিয়া মধুরবচনে কহিল, মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন, সত্য বটে! কল্য আপনার নিকট এই সুমহৎ গুহ্য বিষয় বিস্তারিত কহিব। পিতঃ! কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় এই দ্বাদশী নারায়ণের অতীব প্রিয়। এই বিচিত্র দ্বাদশী বিষ্ণুভক্তগণের সুখ ও মঙ্গল দায়ক। যে বিষ্ণু-ভক্তব্যক্তিগণ যোগিকুলে দীক্ষিত, তাঁহারা মহানন্দে এই কৌমুদীদ্বাদশীতে দান করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর সন্তোষ জনক এই দান প্রভাবে তাঁহারা অনায়াসে এই ঘোরতর সংসার-সাগর পার হইতে পারেন।

ধরে! এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে শুভলক্ষণা শর্ব্বরী প্রভাতা হইল। অনন্তর দিবাকর সমুদিত হইলে বৈশ্যনন্দন পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া প্রথমতঃ সন্ধ্যার উপাসনা করিল। তৎপরে শঙ্খ চক্র গদাধর দেব নারায়ণকে প্রণাম করিয়া পরিশেষে পিতামাতার চরণ স্পর্শ করিয়া কহিল, পিতঃ! আপনারা যে নিমিত্ত সৌকর তীর্থে আগমন করিয়াছেন, এবং যে গুহ্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বজন্মে আমি খঞ্জরীট নামে পক্ষী ছিলাম। একদা প্রচুর পরিমাণে কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করাতে অজীর্ণদোষে আক্রান্ত

হই। এমন কি, উদর স্ফীত হওয়ায় আমার অঙ্গ-চালনের সামর্থ্য ছিলনা। বালকগণ আমাকে স্পন্দহীন অবস্থায় পতিত দর্শন করিয়া আমাকে গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রীড়া আরম্ভ করিল। পরস্পর বলিতে লাগিল "তুমি দেখিতে পাও-নাই "আমি অগ্রে দেখিয়াছি, অতএব এ পক্ষী আমার" এইরূপ বলিয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলে তন্মধ্যে একটি বালক "এ পক্ষী আমার নয়, তবে কি তোমার?" এই বলিয়া ক্রোধভরে আমাকে লইয়া বৈবস্বততীর্থে গঙ্গা-সলিলে নিক্ষেপ করিল। আমি প্রভাবসম্পন্ন সূর্য্যতীর্থে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করিলাম। মাতঃ! অনন্তর এই তীর্থমাহাত্ম্যে আমি তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার মৃত্যুদিবস হইতে আজ ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইল। তাত! আমি সৌকরে আসিয়া আপনাকে যে গুহ্যবিষয় জ্ঞাপন করিব বলিয়াছিলাম, এই সেই গুহ্য বৃত্তান্ত। পিতঃ! মাতঃ! আমি এক্ষণে এই তীর্থে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিব। আপনাদিগের চরণে প্রণাম করি, আপনারা স্বভবনে প্রতিগমন করুন!

অনন্তর বৈশ্যবর ও তৎপত্নী উভয়ে পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি এই তীর্থে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুধর্ম্মপ্রোক্ত যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠানকরিবে আমরাও এইস্থানে যথাবিধি সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। এই কথা বলিয়া তাহারা সকলেই সংসারসাগর সমুত্তীর্ণ হইবার উপায়স্বরূপ আমার কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল। বহুকাল পর্য্যন্ত আমার কর্ম্মে আসক্ত থাকিবার পর তাহাদিগের পঞ্চত্ব

লাভ হইল। আমার কার্য্য এবং আমার ক্ষেত্রপ্রভাবে তাহারা সংসারমুক্ত হইয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করিল। যে সকল পরিজন গৃহ হইতে ঐ বৈশ্যের অনুগমন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ঐশ্বর্য্যশালী ও ব্যাধিবিবর্জ্জিত হইয়া উঠিল। সকলেই যোগসাধনে তৎপর হইল। সকলেরই শরীরে পদ্মগন্ধ বিকাশ পাইতে লাগিল। পরিণামে সকলেই স্ব স্ব কার্য্যানুসারে আমার ক্ষেত্রের ফল ভোগ করিতে লাগিল।

দেবি ধরে! এই আমি তোমার নিকট সৌকর বৃত্তান্ত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ খঞ্জরীটোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, পরে অন্যান্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিব। হে মাভাগ! আমার ক্ষেত্রের এবং আমার কার্য্যের এরূপ মহিমা যে, তির্য্যক্ জাতিরাও এই ক্ষেত্রে পঞ্চতত্ব লাভ করিয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া থাকে। ভূমে! যে ব্যক্তি প্রতিদন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমার সৌকর বৃত্তান্ত পাঠ করে, তাহার ঊর্দ্ধতন দশ এবং অধস্তন দশ পুরুষ উদ্ধার লাভ করে। আমার এই মাহাত্ম্য মূর্খ, শাস্ত্রনিন্দক ও পিশুনের নিকট পাঠ করিবে না, ইহা গৃহমধ্যে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া পাঠ করিবে। ইহা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং বিশুদ্ধস্বভাব বিনীত বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণদিগের নিকট পাঠ করিতে পারে। নিত্য ইহা পাঠে সংসার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

# ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

## সৌকরতীর্থ-বিলেপনাদির ফল।

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! সম্প্রতি মানবগণ তীর্থে গোময় বিলেপন করিয়া যেরূপ ফললাভ করে বিস্তারিত কহিতেছি শ্রবণ কর। আমার গৃহে গোময় লেপন করিবার সময় যাবৎ পরিমাণ পদবিক্ষিপ্ত হয়, লেপদাতা তাবৎ পরিমাণ দিব্য সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে সুখে বিহার করিয়া থাকে। যদি কেহ আমার কার্য্যোপলক্ষে দ্বাদশ বৎসরকাল আমার গৃহে গোময় লেপন করে, তাহাহইলে, সে জন্মান্তরে ধনধান্যসমাযুক্ত বিপুল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া চরমে স্বর্গ-বাসীদ্বারা নমস্কৃত হইয়া কুশদ্বীপে অবস্থান করিতে পারে। তথায় গমন করিয়া সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং তম্মধ্যে দশবৎসরকাল আমার পরম ভক্ত হইয়া থাকে। তৎপরে আমার কার্য্যের মহিমায় কুশদ্বীপ হইতে পরিভ্রষ্ট এবং আমার কর্ম্মপরায়ণ পরম ধার্ম্মিক নরপতি হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। পরিশেষে পূর্ব্বজন্মে আমারই গৃহে লেপ-প্রদানের নিমিত্ত আমার প্রতি একান্ত নিষ্ঠ হইয়া সমুদায় শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে বাসনা করে। তাহার পর শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিয়া যথাবিধি আমার আয়তন সকল নির্ম্মাণ করাইয়া চরমে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

সুন্দরি! সম্প্রতি গোময়ের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদি কোন ব্যক্তি নিকট হইতেই হউক, আর দূর হইতেই

হউক্, আমার কার্য্যের নিমিত্ত গোময় সংগ্রহ করিতে গমন করে, সেই ব্যক্তি গোময় আহরণার্থ যতবার পদ বিক্ষেপ করিবে, তত সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে পারে। গোময় সংগ্রহকর্ত্তা স্বর্গসুখ সম্ভোগের পর শাল্মলিদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একাদশ সহস্র ও একাদশ শতবর্ষকাল তথায় পরমানন্দে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আমার একান্ত ভক্ত সর্ব্বধর্ম্মবিৎ পরম ধার্ম্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর সেই গোময়ানয়িতা দ্বাদশ বর্ষকাল আমার একান্ত ভক্ত হইয়া কঠোর ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ভূমে! আমার স্নান ও আমার উপলেপনের নিমিত্ত যে ব্যক্তি জল আনয়ন করে, তাহার যেরূপ পবিত্র পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমার স্নানাদির নিমিত্ত সমাহৃত জলমধ্যে যত পরিমাণ জলবিন্দু বিদ্যমান থাকে, জলানয়নকর্ত্তা তত সহস্র সংখ্যক বৎসর স্বর্গলোকে সমাদৃত হইয়া থাকে। পরিশেষে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চদ্বীপে এবং ক্রৌঞ্চদ্বীপ হইতে বিচ্যুত হইয়া পরম ধার্ম্মিক নরপতিকুলে জন্ম গ্রহণ করে। পরিশেষে সেই রাজবংশ হইতে অনায়াসে শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! সম্প্রতি স্ত্রীলোকেই হউক, আর পুরুষেই হউক্ যদি কেহ আমার গৃহে সম্মার্জ্জনী প্রদান করে, তাহাদিগের যেরূপ সদ্গতি লাভ হয়, কহিতেছি শ্রবণ কর।

যদি কোন ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি পবিত্র হইয়া সম্মার্জ্জনীদ্বারা আমার গৃহের ধূলি সকল পরিচালিত করে তাহা হইলে যে

পরিমাণ পাংশু পরিচালিত হয়, তাবৎ সংখ্যক বৎসর স্বর্গ-লোকে সমাদৃত হইয়া থাকে। তাহার পর তথাহইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শাকদ্বীপে গমন করে এবং তথায় রাজা হইয়া নানাবিধ উপভোগে কালযাপন করিবার পর শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া পূতমনে আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া যাহারা মদ্বিষয়ক সঙ্গীতের আলোচনা করে তাহাদিগের যেরূপ ফললাভ হইয়া থাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমার সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন করিতে বদনবিবর হইতে যাবৎ পরিমাণে বর্ণমালা বিনির্গত হয়, গায়ক তাবৎ সহস্র সংখ্যক বৎসর মহাসমাদরে ইন্দ্র-লোকে অবস্থান করিয়া থাকে। এমন কি সে তথায় রূপবান্, গুণবান্, সিদ্ধ ও বেদবেত্তার অগ্রগণ্য হইয়া নিত্য দেবরাজ ইন্দ্রের সন্দর্শন লাভ করিতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ সে তথায় আমার পরম ভক্ত হইয়া সর্ব্ব-প্রকার বৈষ্ণব কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং আমার পূজা করিয়া থাকে। তৎপরে সে ইন্দ্রলোক হইতে নন্দনকাননে গমন পূর্ব্বক দেবগণের সহিত একত্র গান করত পরম সুখে অবস্থান করে। তাহার পর ভূলোকে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের সহিত পরমানন্দে কালক্ষেপ করিয়া আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

সূত কহিলেন, যশস্বিনী বসুন্ধরা মাধবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় কহিলেন, আপনি যে সঙ্গীত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, শুনিলাম, সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, গীতপ্রভাবে কাহারা সিদ্ধ লাভ করিয়াছে?

বরাহদেব কহিলেন, ভদ্রে ধরে! আমার আশ্রমে এক চণ্ডাল অবস্থান করিত। যদিও সে চণ্ডাল; কিন্তু আমার অতীব ভক্ত ছিল। এমন কি সে বহুসংবৎসর ভক্তিভাবে আমারই গুণগান করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিত। এক দিন কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী দিবসে সমুদায় লোক নিদ্রায় অভিভূত হইলে সেই চণ্ডাল বীণা লইয়া সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইল। সে একমনে গান করিতেছে এমন সময় এক ব্রহ্মরাক্ষস আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। রাক্ষস বলবান্, সুতরাং শ্বপচের আর পলাইবার উপায় রহিল না। তখন সে দুঃখশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া কহিল, রাক্ষস! তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বলপ্রকাশ করিতেছ? তখন ব্রহ্মরাক্ষস চণ্ডালের কথা শুনিয়া কহিল, "অহো! আমি নরমাংসলোলুপ রাক্ষস। আজ দশ দিন হইল আমি অনাহারে অবস্থান করিতেছি। আমি বিধির নিয়োগে তোমায় পারণা লাভ করিয়াছি। আজ তোমার বসা, মাংস, শোণিতাদি সমস্ত ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইব।" সঙ্গীতোৎসুক ও আমার পরম ভক্ত চণ্ডাল ব্রহ্ম-রাক্ষসের কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাভাগ! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। আমি ত তোমার সম্মুখেই উপ-স্থিত রহিয়াছি। বিধাতা যখন তোমার উপযোগ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহা হইবে। কিন্তু এক্ষণে আমি জাগরণব্রত পালন করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনে ব্যস্ত হইয়াছি। আমি জাগরণব্রত পালন করিয়া আসি, তাহার পর আমাকে ভক্ষণ করিও।

তখন ক্ষুধার্ত্ত ব্রহ্মরাক্ষস শ্বপচের বচন শ্রবণ করিয়া কঠোর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, মূর্খ! পাষণ্ড! বৃথা কেন পুনরায় আগমনের কথা উল্লেখ করিতেছিস্? মনুষ্য কি কখন যমালয়ে গিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করে? তুই রাক্ষসের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্?

চণ্ডাল ব্রহ্মরাক্ষসের বচন শ্রবণ করিয়া বলিল, "রাক্ষস! যদিও আমি পূর্ব্ব কর্ম্মবিপাকে চণ্ডালযোনি লাভ করিয়াছি, তথাপি সত্য শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে রাত্রি জাগরণরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিয়া পুনরায় তোমার নিকট আগমন করিব। অতএব যদি অভিরুচি হয়, আমাকে পরিত্যাগ কর।" সত্যই এই জগতের মূল, লোক সকল সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সত্যবলেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সত্যবচন পাঠ করিয়া কন্যা প্রদত্ত হয়, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা সত্য কথা কহিয়া থাকেন, এবং রাজবচন কখন মিথ্যা হইবার নহে। এই তিনই সত্য বলিয়া বিখ্যাত। লোক সত্যবলে স্বর্গে গমন এবং সত্যবলে মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে। সূর্য্য সত্যবলে তাপ প্রদান এবং চন্দ্র লোকের মনোরঞ্জন করিতেছেন।

রাক্ষস! যদি আমি প্রত্যাগমন না করি, ষষ্ঠী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও উভয় পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে স্নান না করিলে, যে দুর্গতি হয়, আমি তাহাই ভোগ করিব। যদি আমি মোহ বশতঃ প্রত্যাগমন না করি তাহা হইলে গুরুপত্নী ও রাজপত্নী গমন করিলে যে মহাপাতক হয়, আমি সেই মহাপাতকে

পরিলিপ্ত হইব। যদি আমি পুনরায় প্রত্যাগমন না করি তাহাহইলে যাজক ও মিথ্যাবাদীদিগের যে দুর্গতি লাভ হয়, আমারও তাহাই হইবে। যদি আমি পুনরায় প্রত্যাগমন না করি তাহাহইলে ব্রহ্মঘাতক, সুরাপায়ী, পরস্বাপহারী ও ব্রতবিঘ্নকারী ব্যক্তির যে দুর্গতি লাভ হয়, আমারও তাহাই হইবে।

ধরে! ব্রহ্মরাক্ষস শ্বপচের বচন শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল এবং মধুর বাক্যে কহিল, চণ্ডাল! তোমায় নমস্কার, তুমি শীঘ্র গমন কর।

ধরে! আমার পরম ভক্ত সেই চণ্ডাল ব্রহ্মরাক্ষসের বচনাবসানে আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে ভক্তিপূর্ব্বক পুনরায় আমার সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর প্রভাতে নৃত্য, গীত জাগরণ শেষ হইলে "নারায়ণায় নমঃ" এই বলিয়া চণ্ডাল প্রতিনিবৃত্ত হইল। ঐ সময় এক পুরুষ তাহার পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিল, সাধো! তুমি দ্রুতপদে কোথায় যাইতেছ? তোমার এস্থান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য হইতেছেনা, তুমি কৌণপপতি তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমার এস্থান হইতে গমন করা বিধেয় হইতেছে না।

শ্বপচ পুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, এক রাক্ষস আমাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে আমি তাহার সহিত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছি। সেই সত্য প্রতি-পালনের নিমিত্ত আমি দ্রুতপদে তথায় গমন করিতেছি।

তখন কমললোচন মিষ্টবচনে তাহাকে কহিলেন, চণ্ডাল! সেই পাপ রাক্ষস যে স্থলে অবস্থান করিতেছে, তুমি আর

তথায় গমন করিও না। জীবন রক্ষার্থ মিথ্যা বলিলেও দোষস্পর্শ হয় না। স্বীয় জীবনদানে কৃতনিশ্চয় চণ্ডাল তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল, তুমি আমাকে যাহা কহিতেছ, আমি তাহাতে সম্মত নহি। আমার বিশ্বাস, আমার নিশ্চয় ব্রত যে, আমি কখন সত্যের অপলাপ করিব না। এই জগৎ, এই সমুদায় লোক এবং সকলের আত্মা সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম, অতএব আমি কখনই সেই সত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা পথের পথিক হইব না। তুমি যথাভিরুচি গমন কর, তোমাকে প্রণাম করি।

সত্যব্রতাবলম্বী সেই চণ্ডাল এই কথা বলিয়া ব্রহ্মরাক্ষস যথায় তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল তথায় সমুপস্থিত হইয়া সাদরে তাহাকে কহিল, মহাভাগ! এই আমি আসিয়াছি, আর বিলম্বে প্রয়োন কি? আমায় উদরসাৎ কর। তোমার অনুগ্রহে আমি বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিব। আমার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ভক্ষণ কর। তোমায় সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত সন্দর্শন করিতেছি। আর বিলম্ব কেন, তুমি আমায় ভক্ষণ করিয়া স্বয়ং পরিতৃপ্ত হও এবং আমারও হিত সাধন কর।

ব্রহ্মরাক্ষস শ্বপচের বচন শ্রবণ করিয়া মিষ্টবচনে কহিল, বৎস! শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত চণ্ডাল হইয়া যখন তোমার এরূপ মতি গতি, এরূপ সত্যনিষ্ঠা, তাহাতেই আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম।

ব্রহ্মরাক্ষসের বচনাবসানে চণ্ডাল কহিল, যদিও আমি জাতিতে চণ্ডাল, যদিও আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই নাই, তথাপি

প্রাণান্তে কখন মিথ্যা কথা কহিব না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।

তখন সেই ব্রহ্মরাক্ষস শ্বপচকে কহিল, বৎস! যদি স্বীয় জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ কর, তাহাহইলে তুমি রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক হরিণাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছ, আমায় তাহার ফলপ্রদান কর। তাহাহইলে এইদণ্ডে আমি তোমায় মুক্ত করিয়া দিতেছি, আর তোমাকে ভক্ষণ করিতে চাহি না।

সেই কথা শুনিয়া চণ্ডাল বলিল, তুমি এরূপ কথা কহিবে, তাহা স্বপ্নেও জানিনা। "আমি তোমায় ভক্ষণ করিব" এই কথা বলিয়া আবার গীতপুণ্য প্রার্থনা করিতেছ কেন?

রাক্ষস বলিল চণ্ডাল! যদিও তুমি সমস্ত সঙ্গীতের পুণ্য প্রদান করিতে অসম্মত হও, আমাকে এক প্রহরের গীতের পুণ্য প্রদান কর। তাহাহইলে আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তুমি স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে সংসার কর।

চণ্ডাল রাক্ষসের কথা শুনিয়া কহিল, রাক্ষস! আমি কিছুতেই তোমায় গীতফল প্রদান করিতেছিনা। তোমার যাহা অভিলাষ তাহাই পূর্ণ কর। তুমি স্বচ্ছন্দে আমায় ভক্ষণ কর, আমার উষ্ণ শোণিত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হও। গীতফল প্রদান করিতেছিনা।

ব্রহ্মরাক্ষস কহিল, যদি একান্তই অসম্মত হও, তাহাহইলে তুমি অন্ততঃ আমায় একটি বিষ্ণুসঙ্গীতের ফল দান কর। তাহাহইলে আমি অনায়াসে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব।

তখন চণ্ডাল ব্রহ্মরাক্ষসের বচনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল, রাক্ষস! বলদেখি, কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া তোমায় এরূপ রাক্ষসত্ব লাভ করিতে হইয়াছে?

ব্রহ্মরাক্ষস দুঃখিতমনে কহিল, চণ্ডাল! আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আমার নাম চরক সোমশর্ম্মা। আমি সূত্রমন্ত্রবর্জ্জিত হইয়াছিলাম; কিন্তু যজ্ঞ কর্ম্ম করিতাম। আমি লোভ ও মোহের বশবর্ত্তী হইয়া মূঢ় ব্যক্তিদিগের যাজন ক্রিয়া করিতাম। একদিন আমি যজ্ঞ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইত্যবসরে শূলরোগ সহসা আমাকে আক্রমণ করিল। আমি তাহাতেই পঞ্চত্ব লাভ করিলাম। পঞ্চরাত্র-সাধ্য সে যজ্ঞও সম্পূর্ণ হইল না। আরব্ধ যজ্ঞের অসম্পূর্ণতা, যজ্ঞীয় মন্ত্রের পরিহীনতা এবং উদাত্তাদি স্বরের উচ্চারণদুষ্টতা জন্য আমি রাক্ষসযোনি লাভ করিয়াছি। চণ্ডাল! তুমি গীতফল প্রদান করিয়া আমার উদ্ধার সাধন কর। বিষ্ণু সঙ্গীতদ্বারা সত্বর এই পাপাত্মাকে, এই অধমকে মুক্ত কর।

ব্রতাবলম্বী চণ্ডাল রাক্ষসের বচন শ্রবণ করিয়া কহিল, যদি আমি গীতফল প্রদান করিলে তোমার মুক্তি হয়, এই দণ্ডেই দিতেছি। বাস্তবিক স্বরসংযোগে যে ব্যক্তি বিষ্ণুর নিকট সঙ্গীতালাপ করে, তাহাকে আর কোন বিপত্তিই ভোগ করিতে হয় না। এই বলিয়া চণ্ডাল ব্রহ্মরাক্ষসকে যেমন গীতফল প্রদান করিল, অমনি সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শারদীয় শশধরের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া উঠিল। এদিকে সেই চণ্ডালও গীতপ্রভাবে ক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিল।

দেবি ধরে! মানবগণ রাত্রি জাগরণ করিয়া যদি আমার সঙ্গীতে একান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাহইলে এইরূপ মহাফল লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ কার্ত্তিকী দ্বাদশীতে আমার সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হয়, যদি কেহ আমার নিমিত্ত জাগরণ করিয়া গীত সকল গান করে, তাহাহইলে তাহারা চরমে সর্ব্বসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। দেবি! এই আমি তোমার নিকট হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের ফল কীর্ত্তন করিলাম। এই নাম কীর্ত্তনে লোক অনায়াসে সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে।

ধরে! সম্প্রতি বাদিত্রের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার সঙ্গীতের সহিত বাদিত্র বাদন করিলে দেব-তুল্য গতি লাভ হইয়া থাকে। যাহারা বাদিত্রের সহিত তাল প্রদান করে, তাহারা পর্য্যন্ত কুবের ভবনে গমন করিয়া নবশত ও নবসহস্র বৎসর স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে পারে। অনন্তর কুবেরভবন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অনায়াসে ইচ্ছামত আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ধরে! এক্ষণে নৃত্যের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি আমার ভাবে মগ্ন হইয়া নৃত্য করে, সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিংশৎসহস্র এবং ত্রিংশৎ-শতবর্ষ পর্য্যন্ত পুষ্করদ্বীপে অবস্থান করিয়া যথা ইচ্ছা গমন এবং যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারে। সে ব্যক্তি রূপবান্, গুণবান্, বলবান্, শীলবান্, সৎপথের পথিক ও আমার পরম ভক্ত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে নর্ত্তক গীত বাদ্যের সহিত নিত্য রাত্রি জাগরণ করে, সে জম্বুদ্বীপে

রাজরাজেশ্বর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। তাহার সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মে মতিগতি হয়। সে অনায়াসে আমার ভক্ত ও আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া প্রজা সকল প্রতিপালন করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি আমার ভক্ত ও আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক আমার মস্তকে সমর্পণ করে, সে সেই সৎকর্ম্মফলে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

দেবি ধরে! আমার ভক্তগণের সুখ সম্পাদনের নিমিত্ত এই তোমার নিকট সংসারমুক্তির উপায়ভূত সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া আমার এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করে, সে অনায়াসে স্বীয় ঊর্দ্ধ্বতন দশ এবং অধস্তন দশ পুরুষের উদ্ধারসাধন করিয়া থাকে। আমার এ সমস্ত বৃত্তান্ত মূর্খ বা খলস্বভাব ব্যক্তি-দিগের নিকট কীর্ত্তন করিবে না। ইহা মুক্তিপথের পথিক ভক্তদিগের নিকটেই কীর্ত্তন করিবে। ফলতঃ এ সমস্ত অশ্রদ্ধাবান্, ক্রূর ও দেবলের নিকট কদাচ পাঠ করিবে না। পাঠ করিলে কখনই ইষ্টসিদ্ধি বা মঙ্গললাভ হয় না। ইহা কীর্ত্তন করা ধর্ম্মসমুদায়ের মধ্যে পরম ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সমুদায়ের মধ্যে পরম কর্ম্ম। এমন কি শাস্ত্রনিন্দকের নিকট ইহার এক অধ্যায়ও পাঠ করা বিধেয় নহে। তাহা করিলে কখনই অভিমত সিদ্ধিলাভ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে না।

---

# চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

## কোকামুখমাহাত্ম্য।

দেবী ধরণী নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে সকল দেবস্থানের কথা নির্দ্দেশ করিলেন, শুনিলাম। এখন বলুন দেখি, আপনি নিয়ত কোন্ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন? কোন্ স্থান সর্ব্বোৎকৃষ্ট? আপনি স্বশরীরে কোন্ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন? কোন্ স্থানে কর্ম্ম করিলে সদ্গতি লাভ হয়?

বরাহদেব কহিলেন, হে ভক্ত বৎসলে! হে দেবি ধরে! স্থামি যে যে স্থানে অবস্থান করিয়া থাকি কহিতেছি, শ্রবণ কে। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে কোকামুখের কথা বলিয়াছি, সেই কোকামুখ, বদরী নামে বিখ্যাত হিমালয়ের একদেশ এবং ম্লেচ্ছরাজের অধিষ্ঠিত লোহার্গল, এই সকল স্থান কখনই পরিত্যাগ করি না। কিন্তু স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্বই আমার নিবাস স্থান। এমন স্থানই নাই যেস্থলে আমি বিদ্যমান না আছি। তবে যাহারা আমার গুহ্য বৃত্তান্ত জানিতে বাসনা করে, অবিলম্বে তাহাদিগের কোকামুখে গমন করাই কর্ত্তব্য।

তখন ধরণী নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে কহিলেন, লোকনাথ! কোকামুখ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান হইল কেন? কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! কোকামুখ হইতে শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও আমার প্রিয়তর স্থান দ্বিতীয় নাই। যে ব্যক্তি কোকামুখে গমন করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আত্ম-যজ্ঞ সাধন করে, তাহাকে পুনরায় আর নিবৃত্ত হইতে হয় না। আমার যত ক্ষেত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে সমুদায়ের মধ্যে কোকামুখের মত উৎকৃষ্ট স্থান হয় নাই, হইবেও না। অন্যের অজ্ঞাত আমার শ্রেষ্ঠতম মূর্ত্তি সেই স্থানেই গোপিত রহিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট কোকামুখের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

বসুন্ধরা কহিলেন, হে দেবাদিদেব! হে মহাদেব! হে ভক্তগণের ভয়ভঞ্জন! কোকাক্ষেত্রের গুহ্য বৃত্তান্ত সকল কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, হে পাপসম্পর্কশূন্যে! কোকা-ক্ষেত্র কেন যে এত রমণীয় ও শ্রেষ্ঠতম স্থান তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোকামুখ অতি গুহ্যতম স্থান। এই স্থানে কর্ম্ম করিলে সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। কোকাক্ষেত্রে জলবিন্দু নামে বিখ্যাত এক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। ঐ পর্ব্বত হইতে বিষ্ণুধারা-নামে বিখ্যাত মুসলধারা সদৃশ এক ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কেহ এক রাত্রি তথায় বাস করিয়া যত্নপূর্ব্বক সেই ধারা-জলে স্নান করে, তাহাহইলে তাহার সহস্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়। সে ব্যক্তি কখন কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুখ হয় না; প্রত্যুত উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে। পরিশেষে বৈষ্ণব-কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। বাস্তবিক বিষ্ণুধারা

আশ্রয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে আমার গুহ্যতম পরমমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে পারে।

ধরে! ঐ কোকামুখে বিষ্ণুপদ নামে এক উৎকৃষ্ট স্থান আছে। আমি যে ঐ স্থান আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়া থাকি, তাহা অন্যে জানে না। যদি এক রাত্রি উপবাস করিয়া ঐ বিষ্ণুপদে স্নান করে, তাহাহইলে সেই মদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি ক্রৌঞ্চদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার যদি আমার ঐ গুহ্যতম স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। ধরে! বিষ্ণুসরোবর নামে এক স্থান আছে। ঐ স্থানে আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলাম। ঐ স্থানে দন্তদ্বারা আমি তোমায় উদ্ধৃত করিয়াছিলাম; যদি কেহ প্রাতঃকালে ঐ স্থানে স্নান করে, তাহাহইলে সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! কোকাক্ষেত্রমধ্যে সোমতীর্থ নামে বিখ্যাত এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে পঞ্চশিলা নামে বিষ্ণুনামাঙ্কিত এক উৎকৃষ্ট স্থান আছে। যে বৈষ্ণব ব্যক্তি পঞ্চরাত্র উপবাস করিয়া তথায় স্নান করে, সে অনায়াসে গোমেদ নামক দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। পরিশেষে সেই গোমেদ দ্বীপে প্রাণত্যাগ করিলে পাপমুক্ত ও পূতাত্মা হইয়া আমার দর্শনলাভে সমর্থ হয়।

কোকাক্ষেত্রে তুঙ্গকূট নামে বিখ্যাত অপর এক পবিত্র স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় পর্ব্বতের অতি উচ্চতর প্রদেশ

হইতে চারিধারা নিপতিত হইতেছে। পাচ রাত্রি উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি ধারাজলে স্নান করে, সে ব্যক্তি কুশদ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমার লোকে অবস্থান করিয়া থাকে। আমার অপর স্থানের নাম অনিত্য আশ্রম। মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, দেবতারাও ঐ আশ্রমের অনুসন্ধান জানেন না। যদি কোন ব্যক্তি অহোরাত্র তথায় বাস করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে আমার পরমভক্ত হইয়া পুষ্করদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে এবং যদি পবিত্রভাবে ঐ পুণ্য-ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহাহইলে তাহার পাপের সম্পর্ক মাত্র থাকেনা; প্রত্যুতঃ সে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! ঐ কোকামণ্ডলের মধ্যে অগ্নিসরোবর নামে আমার পরম গুহ্য স্থান আছে। ঐ স্থানে গিরিকুঞ্জ নামক পর্ব্বত হইতে পাঁচ ধারা নিপতিত হইতেছে। পাঁচ রাত্রি তথায় বাস করিয়া যদি কোন ব্যক্তি ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহা-হইলে সে আমার কর্ম্মপরায়ণ হইয়া কুশদ্বীপে জন্মগ্রহণ করে। যদি তথায় বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করিতে পারে, তাহাহইলে সে কুশদ্বীপ হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে।

ব্রহ্মসর নামে আমার আর এক গুহ্যতম ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রের শিলাতলে এক পবিত্র ধারা নির্গত হইতেছে। ঐ স্থানে পাঁচ রাত্রি বাস করিয়া আমার পথের পথিক হইয়া যদি সেই ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে অনায়াসে সূর্য্য-লোকে গমন করিতে পারে। আর যদি ঐ ধারাজলে কলেবর

পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সূর্য্যলোক অতিক্রম করিয়া অনায়াসে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ কোকামুখে ধেণুবট নামে আমার আর এক ক্ষেত্র আছে। পর্ব্বত হইতে তথায় আর এক ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া সপ্তরাত্রিকাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সপ্ত সমুদ্রজলে স্নান করিবার তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যদি ভক্তিসমন্বিত হইয়া সেই ধেণুবট-ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহাহইলে সপ্তদ্বীপ অতিক্রম পূর্ব্বক অনায়াসে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ কোকাক্ষেত্রে ধর্ম্মোদ্ভব নামে আর এক পবিত্র স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। গিরিকুঞ্জ হইতে তথায় ভূমিতলে এক পবিত্র ধারা নিপতিত হইতেছে। এক রাত্রি তথায় বাস করিয়া যদি কেহ ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে শূদ্র হইলেও বৈশ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে। আর যদি তত্রত্য শিলাতলে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সাঙ্গ ও সদক্ষিণক যজ্ঞের ফললাভ করিয়া পরিশেষে আমাকে লাভ করিয়া থাকে।

কোটিবট নামে আমার অন্য এক গুহ্যতম ক্ষেত্র আছে। ঐ স্থানে একধারা নিপতিত হইয়া সেই বটমূল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি উপবাস করিয়া রাত্রিকালে তথায় স্নান করে, তাহাহইলে সেই বটবৃক্ষে যত পরিমাণ পত্র বিদ্যমান আছে, তত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রূপ গুণ ও সম্পদ্-সমাযুক্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রে সুখে অবস্থান করিয়া থাকে।

আর যদি তথায় আমার পথের পথিক হইয়া কঠোর কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক পঞ্চত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাহইলে অগ্নিবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করে।

এই কোকাক্ষেত্রে পাপপ্রমোচন নামে অপর এক গুহ্যতম ক্ষেত্র আছে। তথায় কুম্ভের ন্যায় স্থূলাকার একধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কেহ একরাত্রি কাল তথায় অবস্থান করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে আমার কর্ম্মপরায়ণ চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে।

আমার ঐ ক্ষেত্রে কৌশিকী নামে এক নদী বিরাজমান আছে। যদি কেহ ঐ নদীতটে পাঁচরাত্রি বাস করিয়া উহাতে অবগাহন করে, তাহাহইলে সে আমার পথের পথিক হইয়া পরমসুখে ইন্দ্রলোকে বিহার করিতে পারে। আর যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে ইন্দ্রলোক পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

কোকাক্ষেত্রে যমব্যসনক নামে আমার অপর এক গুহ্যতম ক্ষেত্র আছে। তথায় কৌশিকী নদী আশ্রয় করিয়া এক স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। যদি কেহ একরাত্রি কাল তথায় অবস্থান করিয়া সেই স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাকে কখন দুর্গমে পতিত বা যমদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় না। আর যদি আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সে বিশুদ্ধ ও পাপমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ ক্ষেত্রে মাতঙ্গব্যসন নামে অপর এক পরম গুহ্য স্থান

আছে। কৌশিকী নদী দিয়া তথায় স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। তথায় এক রাত্রিকাল বাস করিয়া যদি ঐ স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে অনায়াসে কিম্পুরুষ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। আর যদি তথায় দেহ ত্যাগ করে, তাহাহইলে সে কিম্পুরুষযোনি পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

সেই গুহ্যক্ষেত্রে বজভবনামে আমার অপর এক গুহ্যতম ক্ষেত্র আছে। তাহাতেও কৌশিকী নদী দিয়া এক ধারা প্রবাহিত হইতেছে। যদি কেহ এক রাত্রিকাল তথায় বাস করিয়া সেই স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে অনায়াসে আমার পরম ভক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে সর্ব্বাবয়বে বজ্রহস্ত ইন্দ্রস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে। আর যদি তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে শক্রলোক অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ঐ শক্রক্ষেত্রের তিন ক্রোশের মধ্যে শক্ররুদ্র নামে বিখ্যাত আমার অপর এক ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি তিন রাত্রি উপবাস করিয়া ঐ ক্ষেত্রে স্নান করে, তাহাহইলে সে অনায়াসে জম্বুপ্রতিষ্ঠিত জম্বুদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। আর তথায় প্রাণত্যাগ করিলে জম্বুদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে আমার পার্শ্বচর হইতে পারে।

ভদ্রে! আমার ঐ ক্ষেত্রমধ্যে অপর এক গুহ্যতম স্থান আছে। মানবগণ ঐ ক্ষেত্রপ্রভাবে অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। ঐ ক্ষেত্রের নাম দংষ্ট্রাঙ্কুর। ঐ দংষ্ট্রাঙ্কুর হইতে কোকা বিনিঃসৃত হইয়াছে। মানবগণ এই

ক্ষেত্রের গুহ্যতম বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহে। ভদ্রে! যদি এই কোকাক্ষেত্রে এক রাত্রিকাল বাস করিয়া অবগাহন করে, তাহাহইলে অনায়াসে শাল্মলিদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। আর যদি এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তাহাহইলে অনায়াসে শাল্মলিদ্বীপ হইতে আমার পার্শ্বে গমন করিয়া থাকে।

এই কোকাক্ষেত্রে বিষ্ণুতীর্থ নামে বিখ্যাত ভক্তজন-সুখাবহ মহাফলপ্রদ আমার অপর এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে পর্ব্বতমধ্য হইতে কোকাক্ষেত্রে জল নিপতিত হইতেছে। ঐ স্থানের নাম ত্রিস্রোতা। ত্রিস্রোতার প্রভাবে সংসারমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই ত্রিস্রোতাজলে স্নান করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে বায়ুভবনে গমন করিয়া বায়ুরূপে অবস্থান করিতে পারে। আর যদি এই তীর্থে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে বায়ুলোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ ক্ষেত্রে যথায় কৌশি মিলিত হইয়াছে, তাহার উত্তর-দিকে সর্ব্বকামিকা নামে বিখ্যাত শিলাময় এক তীর্থ আছে। যদি কোন ব্যক্তি অহোরাত্র বাস করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে জাতিস্মর হইয়া মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, আর স্নান করিবামাত্র ভূলোকেই হউক, আর স্বর্লোকেই হউক, যাহা যাহা কামনা করে সমস্তই লাভ করিয়া থাকে। আর যদি আমার কর্ম্মানুরক্ত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ কোকামুখে মৎস্যশিলা নামে পরম গুহ্যতম এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে তিনটি ধারা নিপতিত হইয়া কৌশিকী নদীতে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ তীর্থে স্নান করিবার সময় যদি মৎস্য দর্শন করিতে পায়, তাহাহইলে সেই মৎস্যদর্শন বিষ্ণুদর্শনের তুল্য হইয়া থাকে। আবার পূজা করিতে করিতে যদি মৎস্যদর্শন লাভ হয়, তাহাহইলে মধু ও লাজসমন্বিত অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যাহাই হউক্ ঐ তীর্থে স্নান করিলে উহার উত্তর ভাগে সুমেরু পর্ব্বতে পদ্মপত্রে অবস্থান করিতে পারে। আর যদি মৎস্য ধারণ করিয়া উহা পুনরায় পরিত্যাগ করে, তাহাহইলে সুমেরুশৃঙ্গ অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

হে দেবি! কোকাক্ষেত্রের বিস্তার পঞ্চযোজন। যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না।

বসুন্ধরে! সম্প্রতি তোমাকে অন্য এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি এই রমণীয় কোকামুখে দক্ষিণামুখে অবস্থান করিয়া থাকি। আমার আকৃতি পুরুষের ন্যায়, কিন্তু যখন কোকাক্ষেত্রে অবস্থান করি, তখন শিলাস্থিত চন্দনের ন্যায় আভাসমান দেবদুর্ল্লভ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিয়া থাকি। আমার মুখ এবং দংষ্ট্রা বামদিকে উন্নত করিয়া সমুদায় জগৎ এবং আমার প্রিয়তম ভক্তগণকে পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া থাকি। যাহারা আমাকে স্মরণ করে, তাহা-দিগের পাপের লেশমাত্র থাকে না। পূতাত্মা মানবগণ সংসারমুক্তির কামনায় এই কোকাক্ষেত্রে নানাবিধ সৎকর্ম্মের

অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কালক্রমে যদি কেহ কোকাক্ষেত্রে গমন এবং আমার সাযুজ্য লাভ করিতে বাসনা করে, সে কখনই ঐ ক্ষেত্র হইতে আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। আমার এই ক্ষেত্র পরম গুহ্য স্থান। এই স্থান সিদ্ধগণের পরম সিদ্ধ ও অতীব গুহ্যতম বলিয়া বিখ্যাত। সাংখ্যযোগেও এই স্থানের মত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

ধরে! তুমি কোকামুখের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমার নিকট সেই গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলাম। এখন আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, কীর্ত্তন কর। ধরে! যে ব্যক্তি এই কোকামাহাত্ম্য বর্ণন করে, সে ঊর্দ্ধতন দশ এবং অধস্তন দশ পিতৃলোকদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকে, এবং স্বয়ং লীলাসম্বরণ করিবার পর বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অনন্যমনে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে দ্বাদশশত জন্ম আমার ভক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বাস্তবিক প্রতিদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া যে আমার এই কোকামাহাত্ম্য পাঠ করে, নিশ্চয়ই তাহার পরম গতি লাভ হইয়া থাকে।

---

# এক চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

## বদরিকাশ্রম-মাহাত্ম্য।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! হিমালয়পৃষ্ঠে আমার আর এক গুহ্যতম স্থান আছে, সম্প্রতি তাহারই কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয়প্রদেশে বদরী নামে বিখ্যাত দেবগণেরও দুর্লভ এক গুহ্য স্থান আছে। এমনকি, মানবগণ কঠোর ব্রত পালন করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না। কেবল ভক্তগণই বিশ্বতারিণী ঐ বদরী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হিমকূটের একদেশস্থিত আমার ঐ দুর্লভ স্থানে গমন করিতে পারে, সে কৃতকৃতার্থ হয়। তথায় ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে ব্রহ্মকুণ্ড নামে বিখ্যাত এক পরম স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। মাধবি! আমি তথায় হিমশিলার উপর অবস্থান করিয়া থাকি। কোন ব্যক্তি তিনরাত্রি উপবাস করিয়া যদি ঐ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে, সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। আর যদি জিতেন্দ্রিয় ও ব্রতনিষ্ঠ হইয়া তথায় দেহ পতন করিতে পারে, তাহাহইলে নিশ্চয়ই সে সত্যলোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

আমার ঐ ক্ষেত্রে অগ্নিসত্যপদ নামে আর এক তীর্থ আছে। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে মুসলাকার তিনটি ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি তিন রাত্রি উপবাস

করিয়া ঐ ধারাজলে অবগাহন করে, তাহাহইলে সে সত্য-বাদী কার্য্যদক্ষ ও আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া থাকে। আর যদি কোন ব্যক্তি তথায় জলাশয় প্রস্তুত করিয়া দেহ-ত্যাগ করিতে পারে তাহাহইলে নিশ্চয়ই যে সত্যলোক অতিক্রম করিয়া আমার লোকে সুখে বিহার করিতে পারে।

দেবি ধরে! ঐ বদরীমধ্যে ইন্দ্রলোক নামে বিখ্যাত আমার আর এক আশ্রম আছে। ঐ স্থানে আমি ইন্দ্র কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি পরিতোষিত হইয়াছিলাম। তথায় পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে স্থূলতম একধারা প্রকাণ্ড এক শিলার উপর নিপতিত হইতেছে। ধর্ম্ম তথায় বিরাজমান। যদি কোন ব্যক্তি একরাত্রি তথায় বাস করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করে, সে সত্যবাদী ও শুচি হইয়া সত্যলোকে সমাদৃত হইয়া থাকে। আর যদি অনাশক ব্রত অবলম্বন করিয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সত্যলোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ঐ বদরী-আশ্রমের একদেশে পঞ্চশিখ নামে অপর এক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ তীর্থে পঞ্চশৃঙ্গ হইতে পঞ্চ-ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি ঐ পঞ্চধারা-জলে স্নান করিতে পারে, তাহাহইলে তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং সে স্বর্লোকে দেবগণের সহিত সুখে বিহার করিতে পারে। আর যদি তথায় মৃত্যু হয়, তাহা-হইলে সে স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

আমার ঐ বদরীক্ষেত্রে চতুঃস্রোত নামে প্রসিদ্ধ অপর

এক তীর্থ আছে। তাহার চারিদিকে চারিধারা নিপতিত হইয়াছে। যদি কেহ তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া ঐ ধারা-জলে স্নান করে, তাহাহইলে সে আমার ভক্ত হইয়া স্বর্গ-লোকে বিহার করিতে পারে। আর যদি তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! ঐ আশ্রমের একদেশে বেদধার নামে আর এক বিখ্যাত তীর্থ রহিয়াছে। চারিবেদ ঐ স্থানে ব্রহ্মার মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। ঐ স্থানে হিমালয় হইতে চারিটি বিষম স্থূলতম ধারা নিপতিত হইতেছে। চারি রাত্রি বাস করিয়া যদি কেহ ঐ ধারাজলে স্নান করে তাহাহইলে সেই অবগাহন দেবলোক গমনের কারণ হইয়া থাকে। আর যদি আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে তাহা-হইলে দেবলোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে অবস্থান করিয়া থাকে।

বদরীক্ষেত্রে দ্বাদশাদিত্যকুণ্ড নামে অপর এক তীর্থ আছে। ঐ স্থানে আমি দ্বাদশ আদিত্যকে সংস্থাপিত করিয়াছিলাম। তথায় পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে স্থূলতম দ্বাদশ ধারা পর্ব্বতের পাদদেশে এক শিলাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ স্থান আমার কার্য্যের পক্ষে বিশেষ সুখজনক। যে কোন দ্বাদশীতে হউক, যদি কেহ ঐ ধারাজলে স্নান করে তাহা-হইলে দ্বাদশ আদিত্য যে স্থানে বিরাজ করিতেছে, নিশ্চয়ই সেই স্থানে গমন করিতে পারে। আর যদি আমার ভক্ত হইয়া ঐ স্থানে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহাহইলে

আদিত্যলোক অতিক্রম পূর্ব্বক অনায়াসে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ বদরীপরিসরে লোকপাল নামে বিখ্যাত আমার অপর এক ক্ষেত্র আছে। পূর্ব্বে আমি লোকপালগণকে ঐ স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছিলাম। ঐ স্থানে পর্ব্বতগহ্বরে আমার এক বৃহত্তম স্থলকুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে সোম-দেবের উৎপত্তি হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে আমার পরম ভক্ত হইয়া লোকপাল মধ্যে বিহার করিতে পারে। আর যদি আমার কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে তাহাহইলে লোকপালগণকে অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! মেরুবর নামে আমার পরম গুহ্যতম আর এক স্থান আছে। আমি স্বয়ং তথায় অবস্থান করিয়া মেরুকে স্থাপিত করিয়াছিলাম। সুবর্ণবর্ণ তিনধারা ঐ স্থানে নিপ-তিত হইতেছে। ঐ ধারাজল ভূতলে পতিত হইতেছে, কিন্তু কোন্ স্থান হইতে নিপতিত হইতেছে তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে পারা যায় না। যদি কেহ তিন রাত্রি উপবাস করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে আমার পরম ভক্ত হইয়া সুমেরুশৃঙ্গে বাস করিতে পারে। আর যদি সেই গুহ্যক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে পারে; তাহা-হইলে মেরুশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিরা থাকে।

মানসোদ্ভেদ নামে তথায় অপর এক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। পৃথিবী ভেদ করিয়া তথায় বেগে জলোদ্গম

হইতেছে। এমন কি, বদরীমধ্যে যে এরূপ অদ্ভুত স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দেবগণও বিদিত নহেন। কেবল ঐ জল ভূমির উপর নিপতিত হইতেছে বলিয়া মনুষ্যেরাই উহার বৃত্তান্ত অবগত আছে। যদি কেহ অহোরাত্র তথায় বাস করিয়া ঐ তীর্থোদকে স্নান করে, তাহাহইলে আমার পরম ভক্ত হইয়া মানসলোকে বিহার করিয়া থাকে।

ঐ ক্ষেত্রমধ্যে পঞ্চশির নামে আর এক গুহ্যতম তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে ব্রহ্মা স্বয়ং স্বীয় দ্যুতিমান মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। তথায় পাঁচটি কুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই কুণ্ডে ধারাসকল নিপতিত হইতেছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্ত্তী কুণ্ডটি ব্রহ্মার মস্তক ছেদনে সমুৎপন্ন। ঐ কুণ্ডের ধারাজলে তত্রত্য ভূমি শোণিতজলে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি পাঁচ রাত্রি তথায় বাস করিয়া ঐ কুণ্ডজলে স্নান করে, তাহাহইলে অনায়াসে পরম ভক্ত হইয়া ব্রহ্ম লোকে বিহার করিতে পারে। আর যদি আমার কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই পঞ্চশির তীর্থে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে মতিমান্ বুদ্ধিমান্ ও রাগমোহ বর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মালোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

তথায় সোমাভিষেক নামে আমার অপর এক তীর্থ আছে। আমি ঐ স্থানে সোমদেবকে ব্রাহ্মণদিগের অধি-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। মাধবি! অত্রিপুত্র সোম-দেব কর্ত্তৃক আমি পরম পরিতোষিত হইয়াছিলাম। তিনি নব পঞ্চকোটি কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার প্রসাদ-

বলে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই জগতে যত ব্রীহি, যত ওষধী, সমস্তই সোমদেবের করায়ত্ত। এই জগতে কত ইন্দ্র, কত স্কন্দ, কত দেবতা একবার বিলীন আরবার উৎপন্ন হইতেছে। সোমাত্মক সমুদায় জগতই আমাতে অবস্থান করিতেছে। যাহাহউক ঐ বদরীক্ষেত্রে সোমগিরি নামে এক গিরি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ গিরি হইতে ভূতলে একধারা নিপতিত হইতেছে। ঐ বিশাল বদরীবনে যথায় ধারা নিপতিত হইতেছে, তথায় এক কুণ্ড আছে। তিন রাত্রি উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি ঐ কুণ্ডজলে স্নান করে, সে সুখে সোমলোকে বিহার করিতে পারে তাহার আর সংশয় নাই। আর যদি কঠোর ব্রত পালন করিয়া এই তীর্থে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সোমলোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমারলোকে গমন করিয়া থাকে।

এই বদরীবনে উর্ব্বশীকুণ্ড নামে আমার আর এক গুহ্য-ক্ষেত্র আছে। উর্ব্বশী দক্ষিণ উরু ভেদ করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। আমি দেবগণের নিমিত্ত ঐ বদরিকাশ্রমে বহু-কাল তপস্যা করিয়াছিলাম। আমার আত্মা ভিন্ন আর কেহই তাহা অবগত নহে। এমন কি, কি ইন্দ্র, কি মহেশ্বর, কি অন্যান্য দেবগণ কেহই তাহার কিছুই অনুসন্ধান পান নাই। আমি এক একটি ফললাভের নিমিত্ত কত শতবর্ষ তপশ্চরণ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। আমি দশকোটি দশ বৎসর, দশ অর্ব্বুদ বৎসর এবং দশ পদ্ম বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যায় নিমগ্ন ছিলাম। সুতরাং দেবগণ আমার কোন উদ্দেশ না পাইয়া মহা উদ্বিগ্ন হইয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন

হইলেন। দেবগণ আমার যোগমায়ায় সমাবৃত হইয়া আমাকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু আমি তপঃস্থ হইয়া অনায়াসে সকলকে দেখিতে লাগিলাম। তখন দেবগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! নারায়ণ ব্যতীত কিছুতেই আমাদিগের শান্তি নাই।

"ঐ সময় ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! নারায়ণ এক্ষণে যোগমায়াপটে সমাচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহাতেই তোমরা তাঁহার সন্দর্শন পাও নাই।"

মহাভাগে! অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ ব্রহ্মার বচন শ্রবণে মহা আনন্দিত হইয়া সকলে উর্ব্বশীক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং তথায় আমার উদ্দেশ লাভ করিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করাতে আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কিছুতেই আমাদিগের শান্তি নাই। অতএব হৃষিকেশ! অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা কর।

ধরে! দেবগণ প্রণাম পূর্ব্বক এই কথা কহিলে আমি তাঁহাদিগের সকলকে দর্শনদান করিলাম। তখন তাঁহাদিগের আর আনন্দের অবধি রহিল না। যদি কোন ব্যক্তি একরাত্রি উপবাস করিয়া এই উর্ব্বশীকুণ্ডে স্নান করে, তাহাহইলে তাহার পাপের সম্পর্ক মাত্র থাকে না; প্রত্যুতঃ অনন্তকাল উর্ব্বশীলোকে বাস করিতে পারে। আর যদি সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া এই উর্ব্বশীকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে পারে তাহাহইলে পাপপুণ্য বর্জ্জিত হইয়া আমার শরীরে লীন হইয়া যায়।

ধরে! মানবগণ যথা ইচ্ছা অবস্থান করিয়া যদি এই পুণ্যতম বদরীক্ষেত্রের মহিমা স্মরণ করে, তাহাহইলে তাহা-দিগকে আর সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হয় না; প্রত্যুতঃ তাহারা বৈষ্ণবলোকে গনন করিয়া থাকে। আমার যে ভক্তজন ব্রহ্মচারী ক্রোধবিজয়ী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং আমার চিন্তায় অনুরক্ত হইয়া নিত্য ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই মুক্তিফল সম্ভোগ করিয়া থাকে। ধরে! যাহার এই ধ্যানযোগে অধিকার জন্মে, যে ব্যক্তি আত্মাকে অবগত হইতে পারে, তাহার পরম গতিলাভ হয়।

---

## দ্বাচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা বরাহদেবের বচন শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্তোষসাধন পূর্ব্বক বলিলেন, মাধব! আমি দাসী, আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন, আমি সেই সাহসে বিনীতভাবে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন। স্ত্রীজাতিরা স্বভাবতঃ ক্ষীণপ্রাণ ও দুর্ব্বল। আপনি যে কঠোর নিয়মের কথা কহিলেন, অবলারা ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া অনশনে সে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে একান্ত অক্ষম। কিন্তু পুরুষগণ যে অন্নভোজন করিয়াও রজোগুণপ্রভাবে পরম মঙ্গল লাভ

করে, সে কেবল আপনার অনুগ্রহ। কারণ তাহারা আপনার কার্য্য অনুষ্ঠান করে বলিয়াই কল্যাণলাভ করিতে পারে।

বিশুদ্ধাত্মা বরাহদেব ধরার বচন শ্রবণে হাস্য করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মৎকর্ম্মপরায়ণে! হে দেবি বরারোহে! তুমি আমার ভক্তজনের সুখজনক পরম গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যাহাই হউক, সুন্দরি! আমার কর্ম্মপরায়ণা হইয়া যে রমণীগণ রজঃস্পৃষ্ট হইবে, আমি যথাইচ্ছা অবস্থান করিনা কেন, তাহারা অনায়াসে আমায় স্পর্শ করিতে পারিবে। আর যদি শরীর রক্ষার্থ ভোজন করিতেও প্রবৃত্তি হয়, তাহাহইলে অমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া অনায়াসে ভোজন করিতেও পারিবে তাহার আর সংশয় নাই। রজস্বলাবস্থায় রমণীরা যদি মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক আমার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভোজন কার্য্য সম্পন্ন করে, তথাপি তাহাকে দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না। আমার মন্ত্র এই "হে দেববর! আমি রজস্বলা, তথাপি, তুমি অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত দেব, তোমাকে প্রণাম করি!" যদি কোন রজস্বলা রমণী এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক ভোজন করিয়া আমার কার্য্য করে, তাহাহইলে তাহারা কখনই দোষে লিপ্ত হয় না।

হে মহাভাগে! রজস্বলা কামিনী চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া পঞ্চমদিন হইতে পুনরায় যদি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাহইলে সংসারচিন্তা পরিত্যাগ নিবন্ধন অনায়াসে পুরুষত্ব লাভ করিতে পারে।

ধরা কহিলেন, ভগবন্! পুরুষই হউক, আর স্ত্রীজনই

হউক, কি কার্য্য করিলে দোষে লিপ্ত এবং কি কার্য্য করিলে দোষ হইতে মুক্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! অশুভ কর্ম্মের পরিহার এবং শুভ কার্য্যের আসঙ্গ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় ও মনকে নিগ্রহ করিয়া আমাতে সমস্ত সমর্পণ পূর্ব্বক আমারই যোগ ও আমারই কার্য্যে তৎপর হইতে হয়। তাহাহইলে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি ক্লীব সকলেই সেই সন্ন্যাসযোগে সদ্গতি লাভ করিতে পারে।

সুন্দরি! সম্প্রতি আর এক কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মন, বুদ্ধি ও চিত্তকে বশীভূত করা, মানবগণের পক্ষে অতীব দুষ্কর। যাহারা জ্ঞানবলে চিত্তকে বশীভূত করিতে পারে, তাহারা কোন পাপেই লিপ্ত হয় না। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সমস্ত ভোজন এবং পেয়াপেয় সমুদায় পান করিয়াও যদি কেহ চিত্তকে বশীভূত করিয়া আমাতে সমর্পণ করিতে পারে, তাহাহইলে তাহার কোন কার্য্যেরই প্রয়োজন নাই। চিত্ত, মন ও বুদ্ধির একত্র সমাধান করিয়া যদি আমাতে সমর্পণ করিতে পারে, তাহাহইলে তাহার কার্য্য পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্ত। চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন তাহার কর্ম্মসংযোগ নামমাত্র। অতএব কি দিবা, কি রাত্রি, কি মুহূর্ত্ত, কি ক্ষণ, কি কলা, কি নিমেষ, কি ত্রুটি সকল সময়েই চিত্তের একাগ্রতা সাধন কর। আমাতে চিত্ত স্থাপন করিয়া দিবারাত্র কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও পরমা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। কি জাগ্রদবস্থা, কি স্বপ্নাবস্থা, কি দর্শনকাল, কি শ্রবণ সময় সর্ব্বদাই যদি চিত্তে আমার চিন্তা থাকে, তাহাহইলে তাহার

শঙ্কা কি? মদর্পিতচেতা যদি দুর্ব্বৃত্ত চণ্ডাল হয়, যদি কুপথস্থিত ব্রাহ্মণও হয়, তথাপি আমি তাহাকে প্রশংসা করি। কিন্তু অন্যচিত্তকে কখনও প্রশংসা করি না। যাহারা সমুদায় ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়াছে, যাহাদিগের চিত্ত জ্ঞানসংস্কারে সংস্কৃত, যাহারা যাগযজ্ঞে প্রবৃত্ত, যাহারা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মদধিকৃতহৃদয়ে যাহারা কার্য্যপরায়ণ হয়, যাহারা সুখে নিদ্রা যাইতে যাইতে স্বপ্নযোগে আমার কার্য্য করিয়া থাকে, যাহারা প্রসঙ্গক্রমে আমাতে চিত্ত সমর্পণ করে, তাহারা সকলেই আমার স্নেহপাত্র। কিন্তু ভালই হউক্, আর মন্দই হউক্, যাহারা আত্মাভিমানে কার্য্য করিয়া থাকে, সেই ভ্রান্তচিত্ত নরাধমদিগকে বহুতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। লোকের চিত্তই নাশ ও মোক্ষের প্রধান কারণ। অতএব ধরে! তুমি আমাতে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক আমাকে ভজনা কর। জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে কেবল আমাকেই ভজনা কর। যাহারা ব্রতপরায়ণ হইয়া কেবল আমাকে চিন্তা করে, তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বসুন্ধরে! আমি কেবল প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত মাসে মাসে ঋতুর সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু আমাকে স্মরণ করিয়া প্রতি মাসেই ঋতুকালে স্ত্রীগমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আর যদি আমায় স্মরণ করিয়া মাসে মাসে ঋতুগমন না করে, তাহাহইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগের ঊর্দ্ধ্বতন দশ এবং অধস্তন দশ পিতৃলোক নিরয়গামী হইয়া থাকে। ধরে! কামের

বা মোহের বশীভূত হইয়া স্ত্রীগমন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। অতএব কামভাব ও মোহভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল পিতৃগণের পিণ্ডপ্রদানার্থ স্ত্রীগমন করিবে। লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া কখনও স্বীয়া ভিন্ন দ্বিতীয়া, তৃতীয়া বা চতুর্থী স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না। স্বীয় পত্নীর সহিত আহ্লাদ আমোদের পর সম্ভোগকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে যদি আপনার শুদ্ধিকামনা থাকে, তাহাহইলে শয্যাতে আর পত্নীকে গ্রহণ করিবে না। আমার কার্য্যপরায়ণ ব্যক্তিরা যদি সম্ভোগ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলে তদন্তে স্নান করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান করিবে। ঋতুকাল অতীত না হইতে যদি কেহ রজস্বলা স্ত্রীগমন করে, তাহাহইলে তাহার পিতৃলোক নিশ্চয়ই রেতঃপায়ী হইয়া থাকে। যে পুরুষ একমাত্র নারী অর্থাৎ স্বীয় পত্নীতে গমন করে, সেই পুরুষই প্রকৃত পুরুষ; নতুবা যাহারা দ্বিতীয়া, তৃতীয়া বা চতুর্থী কামিনীতে গমন করে, তাহারা পুরুষাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। আমি সকল লোকের নিমিত্ত এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছি যে, কেবল ঋতুকালে পিতৃলোকের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন প্রত্যাশায় পত্নী গমন করিবে। যে ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী। যদি কেহ ক্রোধ বা মোহপ্রযুক্ত ঋতু রক্ষা না করে, সেই ব্যক্তই নরাধম। ঋতু রক্ষা না করিলে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়।

বসুন্ধরে! সম্প্রতি চিত্তযোগ ও কর্ম্মযোগের যেরূপ পদ্ধতি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ আমার কর্ম্মযোগে, আমার সঙ্গীতযোগে এবং আমার যোগযোগে

আমার সমীপে গমন করিয়া থাকে। এই সকল যোগ অপেক্ষা আমায় লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। কি জ্ঞান-যোগ, কি যোগযোগ, কি সাংখ্যযোগ, চিত্তযোগ ভিন্ন কিছুই সাধিত হয় না। আমার পথাবলম্বীরা চিত্তযোগ দ্বারাই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত হইয়া ঋতুকালে বায়ু ভক্ষণ করিয়া তিন দিবস যাপন করে, চতুর্থ দিবসে কেবল সিদ্ধিকার্য্য ভিন্ন অপর কার্য্য না করে, যে ব্যক্তি স্নান করিয়া মস্তক মার্জ্জন করে, তৎপরে শুক্লাম্বর ধারণ করিয়া আমাতে চিত্ত সমর্পণ করে, যে ব্যক্তি মন ও বুদ্ধি একত্র করিয়া আমাকে হৃদয়ে স্থাপন করত সর্ব্বদা আমারই কার্য্য করে, তৎপরে আমায় নিবেদন করিয়া ভোজ্যবস্তু ভোজনে প্রবৃত্ত হয়, এবং মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক সহাস্যবদনে এই মন্ত্র পাঠ করে যে, "হে বাসুদেব! তুমি সকলের আদি। তোমার অন্তও নাই, মধ্যও নাই। দেব! আমরা রজস্বলা, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। আমরা তিন দিন উপবাস করিয়াছি, বাসুদেব! তুমি মুক্তিদানে তৎপর, তোমাকে নমস্কার করি।"

ধরে! এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রজস্বলারা শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, যাহারা এইরূপ কার্য্য করে, তাহারা কখনও দূষিত হয় না; প্রত্যুত তাহারা আমার একান্ত প্রিয়ই হইয়া থাকে। ভদ্রে! স্ত্রীই হউক্, আর পুরুষই হউক্, যাহারা নিয়ত আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কার্য্য করে, তাহারা আমাকে লাভ করিতে পারে।

যদি পরমা গতি লাভের ইচ্ছা থাকে, তাহাহইলে চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া আমার ইষ্টযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীই হউক, পুরুষই হউক, আর ক্লীবই হউক্, যাহারা নিত্য আমার কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর, তাহারাই মুক্ত হইয়া থাকে।

বসুন্ধরে! শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও যাহারা সংসারে আসক্ত হইয়া আমার কার্য্যে বিমুখ হয়, তাহারা কখনও আমাকে জানিতে পারে না। আর যাহারা যথার্থ আমার ভক্ত, তাহারা অনায়াসে আমাকে জানিতে পারে। কত মাতা, কত পিতা, কত স্ত্রী, কত শত পুত্র এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু তাহারা সংসারমোহনিবন্ধন আমাকে জানিতে পারে না। সংসারের লোক সকল অজ্ঞান ও মোহের বশীভূত হইয়া এবং নানাবিধ সংসর্গে পড়িয়া আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিতে অক্ষম হয়। কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র, কি দাস দাসী, কর্ম্মানুসারে সকলেরই গতি ভিন্ন ভিন্ন। সংসারমুগ্ধ অজ্ঞানান্ধ মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সদসৎপথে গমন করিয়া থাকে। স্বকর্ম্মানুসারে কেহ এক মাস, কেহ বা এক বৎসর, কেহ অল্পকাল, কেহ বা কিছু অধিককাল স্বকর্ম্ম-লব্ধ স্থানে বাস করে। আবার তথায় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনরার অন্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। কেহ কখনও আমাতে বিলীন হইতে পারে না।

ধরে! যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগত এই সকল যোগ বিষয় বিদিত আছে, তিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহার আর সংশয় নাই। যিনি প্রতিদিন

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকেন। ভদ্রে! তুমি আমায় যে রহস্যবিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলে আমার ভক্তের সুখজনক সেই বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

## ত্রয়শ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

### মন্দারমাহাত্ম্য।

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! আমার ভক্তগণের সুখজনক আর এক গুহ্য স্থানের কথা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। জাহ্নবীর দক্ষিণকূলে বিন্ধ্যাচলপৃষ্ঠে আমার ভক্তগণের একান্ত প্রিয় মন্দার নামে বিখ্যাত এক উৎকৃষ্ট স্থান আছে। ত্রেতাযুগে মহাদ্যুতি রাম তথায় অবতীর্ণ হইয়া আমাকে স্থাপন করিবেন।

ধর্ম্মার্থিনী দেবী ধরণী নারায়ণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ত্রিলোকনাথ জনার্দ্দনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবাদিদেব! হরে! নারায়ণ! প্রভো! আপনি যে মন্দার ধামের কথা উল্লেখ করিলেন, মানবগণ ঐ মন্দারে কোন্ কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মবলে কোন্ কোন্ লোক লাভ করিতে পারে? মন্দারের রহস্য বৃত্তান্ত কি,

এবং তথায় কি কি বৃত্তান্ত বিদ্যমান আছে, শ্রবণ করিবার জন্য আমার একান্ত উৎসুক্য জন্মিয়াছে, আদ্যোপান্ত সকল কীর্ত্তন করিয়া আমার শ্রবণ পিপাসার শান্তি করুন।

সুন্দরি! তুমি যত্নপূর্ব্বক মন্দারের কার্য্যকলাপ বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, কহিতেছি, শ্রবণ কর। বিন্ধ্যাচলে মন্দারদ্রুম প্রস্ফুটিত হইলে আমি তাহারই এক মনোহর পুষ্প লইয়া হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে চিন্তা করিলাম, এই বিন্ধ্যপৃষ্ঠে একাদশ কুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং ঐ সকল কুণ্ড হইতে জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। বিন্ধ্যাচলে আমার প্রভাবে প্রভাবযুক্ত এক মন্দার বৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। আমি তথায় ঐ মন্দার বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়া থাকি। সম্প্রতি সুন্দরি! এই মন্দার বৃক্ষের বিস্ময়কর ব্যাপার কহিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বাদশী বা চতুর্দ্দশী দিবসে ঐ মন্দার বৃক্ষ পুষ্পিত হয়। যখন মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হয়, তখনই লোকে উহা দেখিতে পায়; কিন্তু দ্বাদশী বা চতুর্দ্দশী ভিন্ন অন্য কোন দিনে উহা লক্ষিত হ না। ঐ স্থানে মন্দারনামে এক কুণ্ড আছে। মানবগ একদিন উপবাস করিয়া যদি ঐ কুণ্ডে স্নান করে, তাহাহইতে পবিত্র হইয়া পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া তপশ্চরণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! উহার উত্তর পার্শ্বে প্রাপন নামে এক গি বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ গিরির দক্ষিণ দিকে তিনটি ধা নিপতিত হইতেছে। ঐ স্থান স্নানকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। উহা

দক্ষিণভাগে ধারা নিপতিত হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ ধারা উত্তরদিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যদি এক রাত্রি তথায় বাস করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করিতে পারে, তাহাহইলে সুমেরুর দক্ষিণ শৃঙ্গে অবস্থানে সমর্থ হয়, আর যদি মৎকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে তাহাহইলে, সমুদায় সংসর্গ বিরহিত হইয়া অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে পারে। উহার পূর্ব্বোত্তর পার্শ্বে বৈকুণ্ঠকারণ এক গুহ্য ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় হরিদ্রাবর্ণ এক ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি এক রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে স্বর্লোকে গমন করিয়া অনায়াসে দেবগণের সহিত পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারিলে স্বীয় সমুদায় কুল সমদ্ধৃত করত আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

বরাননে! উহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে সমস্রোত নামে একধারা বিন্ধ্য-শৃঙ্গে নিপতিত হইতেছে। ঐ ধারাপাতে অগাধ এক হ্রদ সমুৎপন্ন হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি এক দিন উপবাস করিয়া ঐ হ্রদে স্নান করে, তাহাহইলে সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্বে গিয়া পরমানন্দে অবস্থান করিতে পারে। আর যদি আমায় চিন্তা করিতে করিতে ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সে আমার লোকে গমন করিয়া সুখে বিহার করিতে পারে।

ধরে! মন্দারের পূর্ব্বপার্শ্বে কোটরসংস্থ নামে এক গুহ্য ক্ষেত্র বিরাজমান রহিয়াছে। তথায় মুসলসমান এক ধারা

নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি পাঁচদিন তথায় অবস্থান পূর্ব্বক উপবাস করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থান করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারে। আর যদি কঠোর কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সুমেরু পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ধরে! মন্দার পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে বিন্ধ্যগিরি পরিসরে এক গুহ্য ক্ষেত্র রহিয়াছে। ঐ স্থানে মুসলসমান পাঁচধারা নিপতিত হইতেছে। একরাত্রি তথায় বাস করিয়া ঐ ধারা-জলে স্নান করিলে, অনায়াসে পরমানন্দে মহামেরুর দক্ষিণ শৃঙ্গে অবস্থান করিতে পারে। আর যদি এই ক্ষেত্রে কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে মেরুশৃঙ্গ হইতে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

যশস্বিনি! মন্দারের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে আদিত্যবর্চ্চা একধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কেহ অহোরাত্র তথায় বাস করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সুমেরুর পশ্চিম ভাগে ধ্রুব যথায় বিরাজ করিতেছে, তথায় অবস্থান করিতে পারে। আর যদি আমার কর্ম্মে তৎপর হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমার লোকে পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে। উহার পশ্চিম পার্শ্বে চক্রাবর্ত্তনামে বিখ্যাত দেবগণসমাযুক্ত এক পরম পবিত্র গুহ্য ক্ষেত্র রহিয়াছে। ঐ ক্ষেত্রে অতলস্পর্শ এক মহাহ্রদ বিদ্যমান। যদি কোন ব্যক্তি পাঁচদিন উপবাস করিয়া ঐ হ্রদের জলে স্নান করে, তাহাহইলে সে স্বচ্ছন্দে

মেরুশৃঙ্গে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে পারে। আর যদি তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে মেরুশৃঙ্গ হইতে অবলীলা-ক্রমে আমার নিকট আগমন করিতে সমর্থ হয়।

উহার উত্তরদিকে মুসলাকৃতি তিন ধারা বিন্ধ্যাচলের একদেশে নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে মেরুশৃঙ্গের সর্ব্বস্থানে বিচরণ করিতে পারে। আর যদি এই গুহ্য ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সমুদায় সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

সুন্দরি! উহার একক্রোশ দক্ষিণে গভীরক নামে অতল-স্পর্শ এক মহাহ্রদ রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি আটদিন তথায় অনাহারে অবস্থান করিয়া সেই হ্রদে স্নান করে, তাহা-হইলে সে স্বচ্ছন্দে সমুদায় দ্বীপে গমন করিতে পারে। আর যদি সে আমার কার্য্যনিষ্ঠ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সমুদায় দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আমার লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধরে! উহার পূর্ব্ব-পশ্চিম পার্শ্বে আর এক অতীব গুহ্য ক্ষেত্র আছে। তথায় সপ্তধারা নিপতিত হইতেছে। ঐ ধারা হইতে অতলস্পর্শ মহাহ্রদ সম্ভূত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি একরাত্রি তথায় বাস করিয়া সেই হ্রদজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে স্বচ্ছন্দে ইন্দ্রলোকে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। আর যদি তথায় আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে অনায়াসে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! সম্প্রতি ঐ ক্ষেত্রের অন্যতম মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মন্দার পর্ব্বতের মধ্যে সমন্তপঞ্চক নামে আমার এক আশ্রম আছে। ঐ আশ্রম বিন্ধ্যাচলের উপরিভাগে বিরাজমান। আমি সর্ব্বদা ঐ স্থানে বাস করিয়া থাকি। মন্দারে আর এক গুহ্য ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। শিলাময় ঐ ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে চক্র এবং বামদিকে গদা। তদ্ভিন্ন উহার পুরোভাগে লাঙ্গল, মুসল ও শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুন্দরি! আমি তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমার ভক্তগণের সুখজনক এই মন্দারবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা আমার মায়ায় মুগ্ধ, তাহারা এই মন্দার মহিমা কিছুই অবগত নহে। কেবল যাহারা একান্ত ভগবদ্ভক্ত ও যাহারা বরাহবৃত্তান্ত প্রিয় তাহারাই এই বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে।

## চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

### মুক্তিক্ষেত্র-ত্রিবেণী-আদি তীর্থের মহিমাকীর্ত্তন।

সূত কহিলেন, ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা মন্দারমাহাত্ম্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুনরায় মাধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাধব! আপনার প্রসাদে মন্দার মহিমা শ্রবণ করিলাম; কিন্তু যে স্থান মন্দার হইতেও বিষ্ণুর প্রিয়তর তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি, কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, শালগ্রামশিলা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া আমার প্রিয়তর স্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বাপর যুগ সমুপস্থিত হইলে যদুবংশে যদুকুলবর্দ্ধন শূরনামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিবেন। তৎপরে তাঁহাহইতে সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণ অতি ধার্ম্মিক বসুদেব নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অতি মনোরমা দেবকী নামে এক রমণী তাঁহার ভার্য্যা হইবেন। আমি দেবগণের শত্রু বিনাশার্থ বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইব। আমি যখন বসুদেবগৃহে অবস্থান করিব, তখন সালঙ্কায়ন নামে এক ব্রহ্মর্ষি আমার আরাধনার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবেন। তিনি প্রথমতঃ পুত্রার্থী হইয়া সমাহিতচিত্তে মেরুশৃঙ্গে তপশ্চরণ করিয়া পরিশেষে আমার ক্ষেত্র পিণ্ডারকে, এবং তৎপরে লোহার্গলে সহস্র বৎসর অবস্থান করিবেন। এইরূপে তিনি আমার অনুসন্ধানার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবেন। আমি সর্ব্বযোগেশ্বর মহাদেবের সহিত তথায় অবস্থান করিব, কিন্তু ঋষিবর আমার উদ্দেশ পাইবেন না। সালঙ্কায়ন যে স্থলে তপশ্চরণ করিবেন, সেই স্থানে দেব শঙ্কর আমার সমান রূপ ধারণ পূর্ব্বক শালগ্রামপর্ব্বতে শালগ্রামশিলারূপে অবস্থান করিবেন। আমিও তথায় শিলারূপে অবস্থান করিব। সুতরাং পর্ব্বতস্থিত সমুদায় শিলা আমার স্বরূপ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব চক্রলাঞ্ছিত তত্রত্য সমুদায় শিলা যে আর্চনীয়, তদ্বিষয়ে বক্তব্য কি? ঐ শালগ্রাম পর্ব্বতে দেব মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজ করিবেন।

তত্রত্য শিলামধ্যে কতকগুলি শিবনাভ এবং কতকগুলি চক্রনাভ। ঐ গিরি সোমেশ্বরকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, সুতরাং উহা শিবরূপী। সোমদেব স্বীয় শাপনিবৃত্তির নিমিত্ত তথায় স্বনামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপশ্চরণ করেন। তৎপরে পাপহইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্বীয় তেজোলাভ করিবেন। সোমদেব-স্থাপিত সোমেশ্বর লিঙ্গ হইতে দেব ত্রিলোচনের আবির্ভাব হইলে, তিনি দেব শঙ্করের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। সোমদেব কহিলেন, হে শিব! হে সৌম্য! হে উমাকান্ত! হে পঞ্চানন! হে নীলকণ্ঠ! হে ত্রিলোচন! আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে শশাঙ্কশেখর! সমুদায় দেবতা তোমাকে নমস্কার করে। হে পিনাকপাণে! তুমি দেবশ্রেষ্ঠ, তুমি ভক্তগণকে অভয় প্রদান করিয়া থাক। তোমার এক হস্তে ত্রিশূল, অপর হস্তে ডমরু শোভা পাইতেছে। তুমি বৃষধ্বজ। নানাবিধ মুখ-বিরাজিত বিবিধাকৃতি ভীষণমূর্ত্তি প্রমথগণ তোমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তুমি ত্রিপুরাসুরকে নিপাত করিয়াছ, তুমি মহাকাল, তোমা হইতে অন্ধকাসুর নিপাতিত হইয়াছে, তুমি গজচর্ম্মে পরিবৃত, তুমি স্থাণু। ব্যাঘ্রচর্ম্ম তোমার ভূষণ, সর্প তোমার যজ্ঞোপবীতি, তুমি রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তুমি সকলকে নিগ্রহ এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, তোমার রূপ নাই; তথাপি তুমি সর্ব্বেশ্বর। কেবল ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে তুমি বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাক। অগ্নি, সোম ও সূর্য্য তোমার চক্ষু। তুমি বাক্য ও মনের অগোচর পদার্থ। তোমার মস্তকে জটাজট। গঙ্গা নিরন্তর

পাপপঙ্ক প্রক্ষালিত করিতেছেন। কৈলাস পর্ব্বত তোমার আবাসস্থান এবং তোমা হইতেই সমুদায় মঙ্গল সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বত তোমার আশ্রয় স্থান।

সোমদেব এইরূপ স্তব করিলে, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, গোপতে! আমার দর্শনলাভ অতি দুর্লভ, অতএব যখন তোমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে, তখন তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর।

সোমদেব কহিলেন, ভগবন্! যদি আমায় বরদান করিবারই অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহাহইলে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনি আমার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে অবস্থান করিয়া ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

মহাদেব কহিলেন, আমি একাকী কেন, বিষ্ণুও সর্ব্বদা এই স্থানে অবস্থিতি করিবেন। বিশেষতঃ আজ্ অবধি তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গে, তুমিই আমার অপরা মূর্ত্তিরূপে অবস্থান করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমি এই লিঙ্গের অর্চ্চকদিগকে সর্ব্বদা দেবদুর্ল্লভ বর প্রদান করিব। কলানিধে! সালঙ্কায়ন মুনির তপঃপ্রভাবে বিষ্ণু ও আমি আমরা উভয়েই পরামর্শ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি।

বিষ্ণু শালগ্রামগিরি এবং আমি সোমেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছি। সুতরাং শালগ্রামগিরি ও সোমেশ্বর এই উভয় পর্ব্বতের যাবতীয় শিলা সমস্তই বিষ্ণু ও শিবময়।

ধরে! পূর্ব্বে রেবা শিবের সন্তোষসাধনজন্য এই স্থানে এই অভিপ্রায়ে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন যে, শঙ্করের সদৃশ আমার এক পুত্র লাভ হউক। "কিন্তু আমি কাহারও পুত্র

নহি, তবে এখন কি করি, রেবাকেও বরপ্রদান করিতে হইবে।” এই চিন্তা করিয়া পরিশেষে রেবার পুত্রত্ব স্বীকার স্থির করিলাম এবং প্রসন্ন হইয়া কহিলাম, “শিবপ্রিয়ে! আমি গজানন সহিত লিঙ্গরূপে তোমার গর্ভে বাস করিব, তুমি আমার অপর জলময়ী মূর্ত্তি বলিয়া বিখ্যাত হইবে। বিষ্ণু ও আমি আমরা উভয়ে একত্র অবস্থান করিব।”

রেবা এইরূপ বর লাভ করিয়া, এখানে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। সোমদেব! সেই অবধি এই স্থান রেবাখণ্ড নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

পূর্ব্বে গণ্ডকীও দশ সহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে বিশীর্ণ পত্র এবং বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক বিষ্ণুধ্যান করিয়া দিব্য শতবর্ষ পর্য্যন্ত তপশ্চরণ করিলে ভক্তজনপ্রিয়, প্রণত বৎসল জগন্নাথ হরি পরিতুষ্ট হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, গণ্ডকি! আমি তোমার কঠোর তপশ্চরণ ও অচলা ভক্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। অতএব হে সুব্রতে! হে বরবর্ণিনি! আমি তোমাকে কি অভিমত বর প্রদান করিব, শীঘ্র বল।

ধরে! অনন্তর গণ্ডকী শঙ্খ-চক্র-গদাধর হরিকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেব! যোগিগণও যাঁহার সাক্ষাতকারে অসমর্থ, আজ আমি তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। ভগবন্! এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্ব, তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ, আবার তুমিই সেই সকল সৃষ্ট পদার্থে অনুপ্রবেশ করিয়াছ, সেইজন্য তুমি পুরুষ নামে অভিহিত।

তোমার লীলায় এই বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে। তুমি ভিন্ন জগতে স্বতন্ত্র পুরুষ আর কে আছে? কর্ণে যে অনাদি অনন্ত পরম ব্রহ্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তুমিই সেই পরম ব্রহ্ম। যে তোমার স্বরূপ জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই বেদবিৎ। যিনি সর্ব্বপ্রধানা জগন্মাতা, তিনিই তোমার আদ্যা শক্তি। লোকে তোমাকে যোগমায়া, তোমাকে প্রকৃতি এবং তোমাকেই পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমিই নির্গুণ পুরুষ, তুমিই অব্যক্ত পুরুষ, তুমিই জ্ঞানস্বরূপ, তুমিই নিরঞ্জন, আনন্দময়, বিশুদ্ধাত্মা নির্ব্বিকার ও অকর্ত্তা, তুমিই যোগমায়াতে প্রবেশ করিয়া কর্ত্তা পদবাচ্য হইয়াছ। যদিও প্রকৃতি দেবী এই বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু তথাপি তুমি সৃষ্টিরূপে অবস্থান করিতেছ। প্রকৃতি হইতেই এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, সত্য বটে, কিন্তু তোমার সান্নিধ্য ভিন্ন কিছুই সাধিত হয় না। তুমিই এই জগতের কারণরূপে আভাসমান হইতেছ। যেমন স্ফটিকপাত্রে জবাকুসুম প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ তুমি প্রকৃতিশরীরে প্রতি-বিম্বিত হইতেছ। তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। ব্রহ্মা প্রভৃতি কবীন্দ্রগণ যখন তোমার মহিমা বিষয় অবগত নহেন, তখন আমি মূঢ় হইয়া কিরূপে তোমার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইব। এই সমুদায় জগৎ যেমন মূঢ়, আমিও সেইরূপ মূঢ়। আমি যোগ্যাযোগ্য কিছুই জানি না। তুমিই আমাকে ধৃষ্ট করিয়াছ, তাহাতেই আমি বাচাল হই-য়াছি। সেই নিমিত্ত ধৃষ্টতাবশতঃ তোমার অনুগ্রহে মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে উদারপ্রকৃতে! আমি

যদিও অজ্ঞতাবশতঃ তোমার নিকট অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছি, তথাপি আমার অভিলাষ পূর্ণ করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কারণ তুমি দয়ালু, বল দেখি তুমি দীনজনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাক কি না? অতএব প্রভো! তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু গণ্ডকীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তোমার যাহা যাহা অভিলাষ, ব্যক্ত কর। তোমায় আমার অদেয় কিছুই নাই। অতএব তুমি মনুষ্য-লোক-দুর্ল্লভ যাহা কিছু প্রার্থনা করিবে, তাহাই দিব। আমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া এই জগতে কে পূর্ণমনোরথ না হইয়াছে?

তখন লোকতারিণী দেবী গণ্ডকী কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতভাবে এই কথা কহিলেন, দেব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহাহইলে আমি এই বরপ্রার্থনা করি যে, আপনি আমার গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করুন।

হিমাংশো! অনন্তর ভগবান হরি সুপ্রসন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, "এই নিম্নগা আমার সহবাস প্রত্যাশায় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিল। যাহাহউক, যখন প্রার্থনা করিয়াছে, তখন ভববন্ধনমুক্তির নিমিত্ত অবশ্যই আমাকে পূরণ করিতে হইবে।" ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রকাশভাবে কহিলেন, দেবি! আমি এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবি! আমি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং পুত্ররূপে তোমার গর্ভে বাস করিব। আমার সন্নিধানতাবশতঃ তোমায় দীনভাবে অবস্থান করিতে হইবে না; বরং তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ

হইবে। তুমি দর্শন, স্পর্শ, স্নান, পান ও অবগাহন জন্য লোকের বাক্যসম্ভূত, মনঃসম্ভূত ও শরীরসম্ভূত সমুদায় পাপ বিদূরিত করিবে। দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ নিমিত্ত যে কেহ যথানিয়মে তোমার সলিলে অবগাহন করিবে, সে স্বীয় পিতৃগণকে সমুদ্ধৃত করিয়া স্বর্গে নীত করিতে পারিবে, এবং স্বয়ং আমার প্রিয় হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। আর যদি কেহ তোমার সলিলে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সে আমার লোকে গমন করিবে। আর তাহাকে কোন শোকে আক্রান্ত হইতে হইবে না।

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে গণ্ডকীরে বরপ্রদান করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। হে শশাঙ্কদেব! সেই অবধি আমরা এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। ভগবান্ ভূতপতি এইরূপে দ্বিজরাজকে সমুদায় বৃত্তান্ত কহিয়া তাঁহার অঙ্গে হস্তাবর্ত্তন করিলেন। শশধরের জ্যোতিঃ প্রোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শঙ্করের হস্তাবর্ত্তনে তাঁহার শরীর ব্যাধিশূন্য হইল। তখন মহাদেব দেখিতে দেখিতে তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

ধরে! সোমেশ্বরের দক্ষিণভাগে বাণদ্বারা অদ্রি বিদারণ করিয়া দশানন এক ধারাপথ প্রস্তুত করেন। ঐ প্রবাহের নাম বাণগঙ্গা। উহাতে অবগাহন করিলে পাপিগণের পাপপঙ্ক প্রক্ষালিত হয়। সোমেশ্বরের পূর্ব্বভাগে রাবণের এক তপোবন বিদ্যমান রহিয়াছে। তিন রাত্রি ঐ স্থানে অবস্থান করিলেই তপস্যার ফললাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ ভূতনাথ রাবণের নৃত্য দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদান করিয়াছিলেন। রাবণের নৃত্যের নিমিত্ত ঐ স্থান নর্ত্তনাচল বলিয়া

প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বাণগঙ্গাতে স্নান করিয়া বাণেশ্বরকে দর্শন করিলে গঙ্গাস্নাননিমিত্ত ফললাভ হয় এবং পরিণামে স্বর্লোকে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারে।

ধরে! তোমায় অন্য এক গুহ্য কথা জ্ঞাপন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঋষিবর সালঙ্কায়ন অবিলম্বে আমার পরম ক্ষেত্র সেই শালগ্রাম নামক শিলাখণ্ডে ঘোরতর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। "মহেশ্বরের মত এক পুত্র লাভ করিব" ইহাই ঐ ঋষিবরের তপস্যার উদ্দেশ্য। দেব মহেশ্বর তাঁহার হৃদ্গত ভাব বুঝিতে পারিয়া যোগমায়া প্রভাবে তাঁহার পুত্ররূপে এক বিগ্রহ ধারণ করিলেন। ঐ মূর্ত্তি মহেশ্বরেরই অপর মূর্ত্তি এবং দেখিতে অতি সুদৃশ্য। ঋষিবরের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ঐ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। ঐ মূর্ত্তি ত্রিলোচনযুক্ত, এবং শূলাস্ত্রধারী, রূপবান্ ও গুণবান্। এমন কি, উহা সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ঋষিবর সালঙ্কায়ন আমার আরাধনায় একান্ত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, সুতরাং স্বীয় দক্ষিণপার্শ্বসম্ভূত ঐ পুত্রের বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না। ঐ পুত্রের নাম নন্দী, নন্দী মহাদেবের আজ্ঞাক্রমে হাসিতে হাসিতে ঋষিবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মুনিশার্দ্দূল! আপনার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, গাত্রোত্থান করুন। আমি আপনার দক্ষিণাঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছি। আমি আপনার পুত্র। প্রভো! এক্ষণে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি মহেশ্বরের সদৃশ পুত্রকামনায় তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার লাভ করিয়াছেন। আমার তুল্য আর দ্বিতীয় নাই।

আপনি শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণকে আরাধনা করিয়া সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। তাহাতেই আমি আপনার পুত্র হইয়াছি।

ধরে! মুনিবর সালঙ্কায়ন নন্দিকেশ্বরের বচন শ্রবণে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে সমাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, যদি তাহাই হইল, তবে আমার হরি সাক্ষাৎ হইলেন না কেন? যদি তপস্যারই ফল উৎপন্ন হইল, তাহাহইলে তিনি আমার নয়নগোচর হইলেন কৈ? অতএব যে পর্য্যন্ত তিনি আমার দর্শনগোচর না হইবেন, সে পর্য্যন্ত আমি তপস্যা হইতে বিরত হইব না। আমি তাঁহার দর্শনকাল পর্য্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান করিব। বৎস! সম্প্রতি তুমি আমার যোগবলে সত্বর মথুরায় গমন কর। গিয়া তথায় আমার পুণ্যাশ্রম দর্শন করিবে, তুমি সেই পুণ্যাশ্রমের এবং তত্রত্য ধন ও গোধনের কুশল সংবাদ লইবে। তথায় আমুষ্যায়ণ নামে আমার এক শিষ্য আছে। প্রত্যাগমনকালে তাহাকে এবং গোধনদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া এখানে আসিবে।

নন্দী আজ্ঞামাত্র মথুরায় গমন করিলেন। তথায় ঋষি-বরের আশ্রম দর্শন করিয়া আমুষ্যায়ণের নাম জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহাকে জানিতে পারিয়া আশ্রম, আশ্রমস্থিত সম্পত্তি ও গোধনসমূহের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমুষ্যা-য়ণ কহিলেন, আমার গুরুর প্রভাবে আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, আমার গুরুর কুশলত? তিনি এখন কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন? আপনিই বা কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছেন? এস্থলে আপ-নার আগমনের প্রয়োজন কি?

এইরূপ জিজ্ঞাসার পর ঋষিশিষ্য তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। নন্দী অর্ঘ্যগ্রহণ ও কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর পিতার সমুদায় বৃত্তান্ত এবং আপনার আগমনপ্রয়োজন বিজ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর নন্দী অর্ঘ্যগ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পিতার আদেশ এবং স্বীয় আগমন প্রয়োজন প্রকাশ করিলেন। তাহার পর আমুষ্যায়ণকে এবং গোধনসকল সমভিব্যাহারে লইয়া কয়েক দিনের পর গণ্ডকীতীরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে গণ্ডকী পার হইয়া যখন ত্রিবেণীতে উপনীত হইলেন, তখন আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদিগের উপস্থিতি-স্থান দেবিকা নামে প্রসিদ্ধ। কারণ দেবগণ ঐ স্থানে তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ তপোনুষ্ঠান নিমিত্তই ঐ স্থান পরিকল্পিত হইয়াছে। ত্রিবেণী ঐ স্থানে গণ্ডকীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পুলস্ত্য ও পুলহ নামক ঋষিদ্বয়ের আশ্রম পার্শ্ব হইতে অপর এক ধারা উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ ত্রিবেণী গণ্ডকী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ মহাতীর্থ পিতৃগণের অতীব প্রিয়তম স্থান। ঐ স্থানে ত্রিজলেশ্বর নামে বিখ্যাত এক মহালিঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সমস্ত পাপ বিদূরিত হয় এবং তিনি মানবগণকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন।

ধরণী কহিলেন, প্রভো! প্রয়াগে ত্রিবেণী নামে যে তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় শূলটঙ্ক ও সোমেশ্বর নামে মহেশ্বরের দুই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বেণীমাধব নামে এক

বিষ্ণুমূর্ত্তিও তথায় বিরাজমান। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী তথায় একত্র মিলিত হইয়াছেন। আমি শুনিয়াছি ঐ স্থানে দেবগণ, ঋষিগণ, সরোবরসকল এবং বহুতর তীর্থ অবস্থান করিতেছে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে স্বর্গ এবং কলেবর পরিত্যাগ করিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ঐ তীর্থ সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উহা কেশবের অতীব প্রিয়তম স্থান। সেই ত্রিবেণীই বিখ্যাত। আপনি যে অন্য ত্রিবেণীর কথা উল্লেখ করিলেন, ইহা তবে গুহ্যতম ক্ষেত্র তাহার আর সংশয় নাই। অতএব মহাভাগ! দয়ানিধে! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক লোকদিগের হিতার্থ এবং আমার প্রতি দয়া প্রকাশার্থ উহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি ধরে! তুমি যে রহস্যবিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, এই সম্বন্ধে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বিষ্ণু, লোকদিগের হিতকামনায় দেবগণনিষেবিত হিমালয় পর্ব্বতের এক রমণীয় প্রদেশে তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তথায় তপস্যা করিতে করিতে বহুকাল অতীত হইলে এক তীব্রতর তেজোরাশি প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ তেজঃপ্রভাবে চরাচর সকল উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সেই তেজের উত্তাপে বিষ্ণুর গণ্ডদেশ হইতে স্বেদোদ্গম হইল। সেই স্বেদজলে লোকসমূহের পাপ-নাশিনী এক স্রোতস্বতীর সমুৎপত্তি হইয়া উঠিল। তখন মহর্লোক প্রভৃতি সকলে চারিদিকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। সকলেরই সেই তেজঃ প্রাদুর্ভাবের কারণ জানিবার ঔৎসুক্য জন্মিল, কিন্তু কেহই সমর্থ হইল না। তখন

দেবগণ মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই তেজঃ প্রাদুর্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বিধাতাও বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি দেবগণের সমভিব্যাহারে ভগবান্ ভূতভাবনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন।

এদিকে মহাদেব বিধাতাকে দেবগণের সহিত সমাগত সন্দর্শন করিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, চতুরানন মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহেশ্বর! সহসা এরূপ অদ্ভুত তেজোরাশির সমুৎপত্তির কারণ কি? এই তেজঃপ্রভাবে ধরা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। এ ব্যাপার কি? কেন এরূপ তীব্র তেজের প্রাদুর্ভাব হইল? কেই বা ইহার প্রকৃত কারণ? সমস্ত নির্দ্দেশ করুন।

তখন মহাভাগ ভূতভাবন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন, তোমরা আমার সঙ্গে চল, ইহার কারণ প্রদর্শন করিতেছি। এই বলিয়া সোমেশ্বর সগণে সুরবৃন্দ সমভিব্যাহারে, ভগবান্ বিষ্ণু যথায় তীব্র তপশ্চরণ করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। হইয়া কহিলেন, জগৎপ্রভো! তুমি কি উদ্দেশে এস্থলে এরূপ তপশ্চরণ করিতেছ? তুমি স্বয়ং সকলের আধার এবং সমস্ত বিশ্বের অধীশ্বর, তোমার অভাব কি? তুমি কি নিমিত্ত তপস্যা করিতেছ?

জগৎপ্রভু বিষ্ণু ভূতপতিকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, আমি বিশ্ববাসী জনগণের হিতকামনায় এই তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমার নিকট হইতে বরলাভ এবং

তোমার দর্শনলাভই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। জগৎপতে! এখন তোমার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম।

শিব কহিলেন, ভগবন্! এই ক্ষেত্র মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। ইহার দর্শনমাত্রেই লোক মুক্ত হইবে। তোমার গণ্ডদেশের স্বেদ হইতে যখন এই তরঙ্গিনীর সমুৎপত্তি হইয়াছে, তখন আজি অবধি ইহার নাম সরিদ্বরা গণ্ডকী হইল। তুমি ইহার গর্ভে বাস করিবে এবং তোমার সন্নিধানবশতঃ কি আমি, কি ব্রহ্মা, কি ঋষিগণ, কি দেবগণ, কি বেদচতুষ্টয়, কি যজ্ঞসমুদায়, কি পবিত্র তীর্থসকল, আমরা সকলেই সর্ব্বদা এই গণ্ডকীতে বাস করিব। প্রভো! যে ব্যক্তি সমুদায় কার্ত্তিক মাস এই গণ্ডকীতে স্নান করিবে, সে সমুদায় পাপহইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিমার্গের পথিক হইতে পারিবে। এই তীর্থ সমুদায় তীর্থমধ্যে পবিত্র এবং সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গলজনক। এই তীর্থে স্নান করিলে মানবগণের গঙ্গাস্নান জন্য ফল লাভ হইবে। ইহার স্মরণে, ইহার দর্শনে এবং ইহার স্পর্শে মানবগণ নিষ্পাপ হইতে পারিবে। ভাগীরথী ভিন্ন আর কোন নদীই ইহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিবে না। এই পবিত্রতোয়া ভোগমোক্ষপ্রদায়িনী গণ্ডকীর সহিত আর এক নদী মিলিত হইয়াছে। উহার নাম দেবিকা। পূর্ব্বে পুলস্ত্য ও পুলহ উভয়ে সৃষ্টিবিধানার্থ ঐ নদীদ্বয়ের সঙ্গম স্থলে পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তপস্যায় কৃতকার্য্য হইয়া সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা ব্রহ্মতনয়ানামে

এক সরিদ্বরায় উৎপত্তি হয়। যশস্বিনী ব্রহ্মপুত্রী উদ্ভূত হইয়া ঐ গণ্ডকীর সহিত মিলিত হন। তাহাতেই গণ্ডকী বেদিকা ও ব্রহ্মপুত্রী এই তিন নদীর সমাগম স্থানকে ত্রিবেণী কহে। ঐ ত্রিবেণী অতি পবিত্র স্থান। এমন কি, ঐ স্থান দেবগণেরও অতি দুর্ল্লভ। ধরে! ঐ ত্রিবেণীক্ষেত্র এক যোজন আয়ত।

অতি পূর্ব্বকালে বেদনিধি তৃণবিন্দুর জয় ও বিজয় নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা কোন এক নরপতি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যজ্ঞকার্য্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। উভয়েই যজ্ঞকার্য্যে দক্ষ এবং বেদবেদাঙ্গপারদর্শী। তাঁহারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তি হরিচরণে সমর্পণ করিয়া প্রগাঢ় ভক্তিযোগে হরিরই আরাধনা করিতে লাগিলেন। এমন কি কেশব তাঁহাদিগের ভক্তিযোগে একক্ষণও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ভক্তাধীন হরি তাঁহাদিগের ভক্তির বশবর্ত্তী হইলেন। ঘটনাক্রমে একদা রাজা মরুত্ত সেই কর্ম্মকুশল দ্বিজদ্বয়কে যজ্ঞার্থ আহ্বান করিলেন। পরে যজ্ঞকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাদিগের উভয়কেই যথেষ্ট পারিতোষিক এবং যথেষ্ট দক্ষিণা দান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে, উভয়ে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। ভবনে উপস্থিত হইয়া রাজদত্ত দ্রব্যসামগ্রী সকল বিভাগ করিবার নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ কহিলেন, "আমরা উভয়ে যাহা লাভ করিয়াছি তাহা সমভাগে বিভক্ত হউক্। কিন্তু কনিষ্ঠ বিজয় কহিলেন, তাহা কেন, যে যাহা পাইয়াছি সে তাহাই গ্রহণ করুক্। জ্যেষ্ঠ

জয় কহিলেন, অমায় অক্ষম মনে করিয়া কি বলিতেছ? যাহা গহণ করিয়াছ, তুমি কি আমায় তাহার অংশ দিবে না? যদি না দেও, গ্রাহ হইয়া থাক। বিজয় বলিল, তুমি নিশ্চয়ই ধনমদে অন্ধ হইয়াছ। যাহাহউক্, আমায় যখন শাপপ্রদান করিলে, তখন আমি বলিতেছি, তুমিও মদান্ধ মাতঙ্গ হও।”

ধরে! এইরূপে তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের শাপে গ্রাহ ও মাতঙ্গরূপে পরিণত হইলেন। বিজয় সেই গণ্ডকী নদীতে বৃহদাকার গ্রাহ হইল এবং জয় সেই ত্রিবেণীক্ষেত্রে মদান্ধ গজরূপে পরিণত হইয়া বনমধ্যে করেণু ও করি শাবকদিগের সহিত ক্রীড়া করত বাস করিতে লাগিল। এইরূপে বহুসম্বৎসর অতীত হইলে একদিন ঐ মদান্ধ মাতঙ্গ করেণুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্নানার্থ সেই গণ্ডকীসঙ্গমে অবতীর্ণ হইল। অনন্তর মাতঙ্গ করেণুগণের এবং করেণুগণ সেই মাতঙ্গের শরীরে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল। এমন কি, পরস্পর পরস্পরকে জলপান করাইতে লাগিল। এইরূপে তাহাদের পরস্পর জলক্রীড়া চলিতেছে ইত্যবসরে সেই গ্রাহ দৈব-প্রেরিত হইয়া পূর্ব্ব বৈবানুসারে দৃঢ়রূপে গজের পাদদেশে আক্রমণ করিল। মাতঙ্গও দন্ত প্রহারে গ্রাহকে পীড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে হইতে কতকাল সমতীত হইল। উভয়েই রোষপরবশ; সুতরাং পরস্পরের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে জলজন্তু সকল নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া উঠিল। এমন কি, তন্মধ্যে কতকগুলি ক্ষয়প্রাপ্তও হইল।

অনন্তর জলেশ্বর বরুণ ভগবান্ নারায়ণকে ঐ বৃত্তান্ত

বিজ্ঞাপন করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ সুদর্শন চক্রদ্বারা সেই গ্রাহের আস্যদেশ বিপাটিত করিলেন। বারম্বার সুদর্শন চক্র বিক্ষেপ করাতে, শিলার সহিত ঐ চক্রের সংঘট্টন হয়। চক্র সংঘট্টনে শিলাসকল অতীব লাঞ্ছিত হইয়া উঠে। ঐ ত্রিবেণীক্ষেত্রে আমার চক্রলাঞ্ছিত বহুতর শিলা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাতেই তত্রত্য শিলা সকল বজ্রকীট-নির্ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ধরে! এই ত্রিবেণীক্ষেত্র বিষয়ে যাহা কহিলাম, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহের আবশ্যক নাই।

ধরে! যখন রাজা ভরত পুলস্ত্য ঋষির আশ্রমের নিকটে অবস্থান করিয়া ত্রিজলেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেন, সে সময় ভরতের প্রতি বিষ্ণুর বিশেষ অনুরাগ ছিল না। সুতরাং ভরত রাজাকে স্বীয় কর্ম্মানুসারে মৃগদেহ ধারণ করিতে হয়। আবার মৃগদেহের অন্তে ভরতকে জড় হইতে হইয়াছিল। যাহাই হউক্, ভরত রাজা পূজা করাতে বিষ্ণু ত্রিজলেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন। ভক্তি পূর্ব্বক ঐ ত্রিজলেশ্বরকে পূজা করিলে মানবগণ অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

ধরে! আমি যখন শ্রেষ্ঠতম শালগ্রামক্ষেত্রে অবস্থান করি, তখন জলেশ আমাকে স্তব করাতে আমি ভক্তজন-বাৎসল্য বশতঃ সুদর্শনচক্র বিক্ষেপ করি। আমার সুদর্শন প্রথমেই যে স্থানে নিপতিত হয়, সেই স্থান পরম তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। ঐ তীর্থে স্নান করিলে লোক তেজস্বী হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকে। আর যদি তথায় কলেবর ত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। আমি ভক্তজনকে রক্ষা

করিবার নিমিত্ত সুদর্শনকে আদেশ করি। সুতরাং আমার ক্ষিপ্ত সুদর্শন যে যে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছে, সেই সেই স্থানের শিলাসকল চক্রাঙ্কিত হইয়াছে।

ধরে! অনন্তর জলেশ্বর পাঁচ রাত্রি যথাবিধি তথায় বাস করিয়া পরিশেষে কতকগুলি গোধন সমভিব্যাহারে হরিক্ষেত্রে গমন করিলেন। হরি ঐ স্থানে অবস্থান করেন বলিয়া উহা অতীব পূজনীয় স্থান হইয়াছে। যেদিন অবধি শূলপাণি নন্দী গোধন লইয়া ঐ স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন অবধি ঐ ক্ষেত্র হরিহরক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দেবগণ ঐ স্থানে অটন অর্থাৎ ভ্রমণ করেন বলিয়া উহা দেবাট নামে প্রসিদ্ধ। দেবাদিদেব ভক্তজনের অভয়প্রদ ভগবান্ শূলপাণির মহিমা কে বলিতেপারে? মুনিগণ দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সেই অচিন্ত্যশক্তি মহেশ্বরকে সেবা করিয়া থাকেন। যোগসিদ্ধিবিধাতা মহাযোগী ভগবান্ মহাদেব নন্দিরূপে সালঙ্কায়ন ঋষির পুত্রত্ব স্বীকার এবং স্বয়ং ঐ ত্রিধারক তীর্থে পরম পীঠে অবস্থান করেন। তাঁহার তিন জটা হইতে পরমাদ্ভুত তিন ধারা নিপতিত হয়। উহার এক ধারা গঙ্গা, একধারা যমুনা এবং অপর ধারা সরস্বতী। ঐ ত্রিধারক তীর্থ মহাদেবের তিন জটা হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। মহাযোগী মহেশ্বর হরিনাম জপ করত শালগ্রাম নামক ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ভক্তগণকে যে জ্ঞান প্রদান করিতেছেন, তাহাতে ভক্তেরা অনায়াসে সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে। ধরে! এই ত্রিধারক তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণকে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক

মহেশ্বরের অর্চনা করিলে আর তাহাকে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

ধরে! ঐ ত্রিধারক তীর্থের পূর্ব্বভাগে হংসতীর্থ। হংসতীর্থের কৌতুকাবহ এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণণ করিতেছি, শ্রবণকর। এককালে শিবরাত্রি মহোৎসবে ভক্তগণ নানাবিধ উপচারে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া মহাযোগী মহেশ্বরের পূজা আরম্ভ করিয়াছে, ইত্যবসরে কতকগুলি কাক বুভুক্ষিত হইয়া বিবাদ করিতে করিতে সেই নৈবেদ্যের উপর পতিত হইল। তন্মধ্যে একটা কাক নৈবেদ্য সামগ্রী গ্রহণ পূর্ব্বক উড্‌ডীন হইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল। অপর এক কাক তাহার মুখ হইতে সেই সামগ্রী লইবার নিমিত্ত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ে বিবাদ করিতে করিতে যেমন যজ্ঞকুণ্ডে নিপতিত হইয়াছে, অমনি তাহারা উভয়ে চন্দ্রকিরণসদৃশ শুভ্রবর্ণ হংস হইয়া কুণ্ড হইতে বিনির্গত হইল। তদ্দর্শনে তত্রত্য লোক সকল সেই ক্ষেত্রকে হংসতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ফলতঃ সেই অবধি ঐ তীর্থ হংসতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এক যক্ষ ঐ স্থানে তপশ্চরণ করিয়াছিল বলিয়া ঐ তীর্থ যক্ষতীর্থ নামে বিখ্যাত ছিল। ঐ যক্ষতীর্থে স্নান করিলে লোক যক্ষলোকে গমন করিয়া থাকে। যদি কোন শৈব ঐ তীর্থে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে যক্ষলোক অতিক্রম পূর্ব্বক অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে পারে। মহাযোগী মহাদেবের প্রভাবে ঐ তীর্থের এইরূপ মাহাত্ম্য হইয়াছে। মহাদেব ও আমি আমরা উভয়ে ভক্তজনের প্রতি কৃপাবিতরণের নিমিত্ত ঐ

তীর্থে বাস করিয়া থাকে। ধরে! এই আমি তোমার নিকট গুহ্যতম ক্ষেত্র-বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিলাম। মুক্তিক্ষেত্র হইতে যজ্ঞক্ষেত্র পর্য্যন্ত এই দ্বাদশ যোজন পর্য্যন্ত আমি শালগ্রামরূপে অবস্থান করিয়া থাকি। আমার ভক্তজনের পরমানন্দদায়ক অতি গুহ্যতম বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় ব্যক্ত কর।

## পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

### শালগ্রামক্ষেত্র মাহাত্ম্য॥

দেবী ধরণী বরাহদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ দেবদেবেশ! মুনিবর সালঙ্কায়ন আপনার মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়া কি লাভ করিয়াছিলেন?

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! ব্রতাবলম্বী সেই সালঙ্কায়ন ঋষি কিছুকাল যথানিয়মে তপস্যা করিবার পর অত্যুৎকৃষ্ট অতি অক্ষুণ্ণ অতুলচ্ছায়, পুষ্পিত, সুগন্ধ, মনোহর ও দেবদুর্ল্লভ এক শালবৃক্ষ অবলোকন করিলেন। পরম জ্ঞানী সেই ঋষি শুভদর্শন ঐ শালবৃক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই আমার দর্শন না পাইয়া পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া আমার দর্শনোদ্দেশে সেই শালবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে পশ্চিমাস্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথাপি আমার মায়ায় মুগ্ধ, সুতরাং আমার

উদ্দেশ পাইলেন না। পরিশেষে বৈশাখ মাসের দ্বাদশীদিনে সেই শালবৃক্ষের পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া আমাকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্র ঋষিবর পুনঃ পুনঃ আমাকে প্রণাম করিয়া বৈদিক সূক্তে আমাকে স্তব করিতে লাগিলেন। আমার তেজঃ-প্রভাবে প্রথমতঃ তাঁহার দর্শনশক্তি উপহত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আমার দর্শন ও স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আমি বৃক্ষের দক্ষিণপার্শ্বে গমন করিলাম। ঋষিবরও পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। আমি ঋষিকর্ত্তৃক ঋগ্বেদের ঋগনুগত স্তোত্রে স্তূয়মান ও পূজ্যমান হইয়া শালবৃক্ষের পশ্চিমপার্শ্বে গমন করিলাম। ধরে! ঋষিও পশ্চিমপার্শ্বে গমন করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি উত্তরদিকে গমন করিলাম। সালঙ্কায়নও সেই দিকে গমন করিয়া সামবেদোক্ত মন্ত্রে আমাকে স্তব করিতে লাগিলেন। সুন্দরি! আমি এইরূপে ঋষিকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ স্তূয়মান হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম এবং বলিলাম, মহাভাগ ভদ্র সালঙ্কায়ন! আমি তোমার তপস্যায় এবং তোমার স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অভিমত বর প্রার্থনা কর। তুমি তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার মঙ্গল লাভ হউক্।

দেবি ধরে! সেই ঋষিসত্তম সালঙ্কায়ন আমাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া শালবৃক্ষের অন্তরাল হইতে আমাকে কহিলেন, হরে! আমি তোমারি জন্য এতকাল তপস্যা করিয়া সশৈলবনকাননা এই বসুন্ধরা পরিভ্রমণ করিতেছি।

চক্রপাণে! মহাপ্রভো! এতদিনের পর আমি তোমার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। হে সর্ব্বশান্তিদাতা! হে পরমপুরুষ! যদি আমার তপস্যায়, আমার আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া থাক, যদি আমাকে বর প্রদান করাই অভিপ্রেত হয়, তাহাহইলে, হে জগন্নাথ! হে মধুসূদন! আমায় এই বর প্রদান কর, যেন আমি শঙ্করকে পুত্র লাভ করিতে পারি।

কঠোর তপোনুষ্ঠাতা মুনিবর সালঙ্কায়নকর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মুনে! দীর্ঘকাল ব্রতস্থ হইয়া তুমি যখন আমার আরাধনা করিয়াছ, তখন তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক। তুমি তপঃসিদ্ধ হইয়াছ। সম্প্রতি নন্দিকেশ্বর নামে মহেশ্বরের অপর এক মূর্ত্তি তোমার দক্ষিণাঙ্গ হইতে সম্ভুত হইয়া তোমার পুত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রহ্মন্! মহামুনে! তুমি কঠোর তপশ্চরণ হইতে নিবৃত্ত হও, শান্তি অবলম্বন কর। সপ্ত সপ্ত কাল সমতীত হইল, নন্দিকেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি অদ্যাপি তাহা জানিতে পার নাই, কিন্তু আমি সেই মায়াবল ও যোগবলযুক্ত নন্দিকেশ্বরকে গোব্রজে স্থাপিত করিয়াছি। সম্প্রতি তোমার আমুষ্যায়ণ নামা শিষ্যের সহিত মথুরা হইতে আসিয়া শূলধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। হে মহাভাগ! হে তপোনিধে! তুমি পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পরমসুখে আমার ক্ষেত্রে আমার তুল্যভাবে অবস্থান কর।

সালঙ্কায়ন! সম্প্রতি তোমার প্রীতির নিমিত্ত আর এক গুহ্য কথা নির্দ্দেশ করিতেছি, অর্থাৎ যে কারণে এই ক্ষেত্র

উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। এই ক্ষেত্রের নাম শালগ্রাম। তুমি এই ক্ষেত্রে যে শালবৃক্ষ সন্দর্শন করিয়াছ, তাহা প্রকৃত শালবৃক্ষ নহে। সে আমি। দেব মহেশ্বর ব্যতীত আর কেহ এ বৃত্তান্ত অবগত নহে। আমি মায়াবলে বৃক্ষরূপে নিগূঢ় ছিলাম, কেবল তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ প্রকাশিত হইয়াছি।

বসুধে! আমি সালঙ্কায়নকে এইরূপে বরদান করিয়া তাহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলাম। এদিকে মুনিবরও বৃক্ষটি দক্ষিণ পার্শ্বে করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। গিরিকূটে শালগ্রাম নামে যে স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ স্থান আমার একান্ত প্রিয় এবং ঐ স্থান হইতেই আমার ভক্তগণের সংসারমুক্তি হইয়া থাকে। ধরে! মানবগণ যে রহস্যবলে সংসার-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হয়, আমি ঐ ক্ষেত্রের সেই রহস্য সকল উদ্‌ভেদ করিতেছি শ্রবণ কর। ঐ স্থানে অতি গুহ্য পঞ্চদশ তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। অত্রত্য মানবগণ অদ্যাপি তাহার গুহ্যবৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহে। যশস্বিনি! তথায় একক্রোশের মধ্যে চারিটি কুঞ্জ আছে। ঐ স্থান ভক্তগণের পরম হৃদ্য ও কার্য্যসুখাবহ। যদি কোন ব্যক্তি অহোরাত্র তথায় বাস করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে চারি অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভোগ করিয়া অন্তে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! ঐ ক্ষেত্রে চক্রস্বামী নামে বিখ্যাত আমার এক

ক্ষেত্র আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে চক্রাঙ্কিত শিলা সকল বিকীর্ণ দর্শন করিতে পাওয়া যায়। ঐ রূপ শিলাবিকীর্ণ স্থান প্রায় তিন যোজন। যদি কোন ব্যক্তি তিন রাত্রি উপবাস করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে তিন তন্ত্রের ফললাভ হইয়া থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। আর যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহা-হইলে বাজপের যজ্ঞের ফলভোগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। ঐ স্থানে বিষ্ণুপদ নামে আমার আর এক পরম ক্ষেত্র আছে। হিমালয় শৃঙ্গ হইতে তিনটি জলধারা ঐ ক্ষেত্রে নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি তিন রাত্রি উপবাস করিয়া তথায় স্নান করে, তাহাহইলে ত্রিরাত্র ব্রতের ফল লাভ করিতে পারে। আর যদি মুক্তসঙ্গ ও অক্ষুণ্ণ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে তাহাহইলে অতিরাত্র ফলভোগের পর আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ স্থানে কালীহ্রদ নামে আমার আর এক গুহ্য ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রস্থিত বদরীবৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া এক প্রবাহ নির্গত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি ষষ্টিকাল তথায় বাস করিয়া ঐ স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাহইলে তাহার নর-মেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যদি সংসারবিরত হইয়া ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে নরমেধ যজ্ঞের ফল ভোগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

বসুন্ধরে! তোমায় আর এক আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ প্রদেশে শঙ্খপ্রদ নামে আমার আর এক

আশ্চর্য্যক্ষেত্র আছে। দ্বাদশী তিথিতে নিশীথ সময়ে শঙ্খশব্দ শ্রবণগোচর হয়। ঐ স্থানে গদাকুণ্ড নামে আমার এক পরম স্থান আছে। ঐ স্থানে দক্ষিণদিক দিয়া এক স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি তিন রাত্রি উপবাস করিয়া ঐ স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাহইলে বেদান্তপারদর্শী ব্রাহ্মণের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যদি স্বয়ং পরিসমাপ্ত কার্য্য ও গুণান্বিত হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে গদাপানি হইয়া অনায়াসে আমার লোকে বাস করিতে পারে। অগ্নিপ্রভ নামে আমার আর এক গুহ্য ক্ষেত্র আছে। উহার পূর্ব্বোত্তরভাগে এক ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কেহ দুই দিন উপবাস করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যদি ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। ঐ স্থানের আর এক আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। হেমন্তে তত্রত্য উদক উষ্ণ এবং গ্রীষ্মে শীতল হইয়া থাকে।

ধরে! ঐ স্থানে সর্ব্বায়ুধ নামে আমার আর এক উৎকৃষ্ট স্থান আছে। হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া সপ্ত স্রোত তথায় নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি সপ্তরাত্রি তথায় বাস করিয়া সেই স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাহইলে তিনি সর্ব্বায়ুধসমন্বিত ও চতুঃষষ্টিকলাসম্পন্ন রাজা হইয়া থাকেন। আর যদি আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া তথায় প্রাণ-ত্যাগ করে, তাহাহইলে রাজ্যসুখ সম্ভোগের পর আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। ঐ স্থানে দেবপ্রভ নামে আর

এক গুহ্য ক্ষেত্র আছে। তথায় পর্ব্বত হইতে পঞ্চমুখে পঞ্চধারা নির্গত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি অষ্টকাল তথায় বাস করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে চারি দেহীর পরপারে যাইতে অর্থাৎ চারিবর্ণের শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। আর যদি লোভমোহ বর্জ্জিত হইয়া তথায় প্রাণ-ত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে বৈদিক কার্য্য অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। বিদ্যাধর নামে আমার অপর এক গুহ্য ক্ষেত্র রহিয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে পাঁচটি ধারা বিনিঃসৃত হইয়া এই স্থানে নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি একরাত্রি তথায় বাস করিয়া ঐ ধারাজলে অবগাহন করে, তাহাহইলে সে কৃতকৃত্য হইয়া বিদ্যাধর লোকে গমন করিয়া থাকে, তাহার আর সংশয় নাই। আর যদি সংসারবিরত হইয়া এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে বিদ্যাধর লোকের সুখ-সম্ভোগ করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। ঐ স্থানে পুণ্য নদী নামে আর এক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্রত্য শিলাখণ্ড কুঞ্জ লতায় সমাকীর্ণ। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তথায় বাস করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি চারিদিন উপবাস করিয়া ঐ পুণ্যনদীতে স্নান করে, তাহাহইলে সে যথেচ্ছগামী ও যথাস্থানস্থায়ী হইয়া অনায়াসে সপ্তদ্বীপে পরিভ্রমণ করিতে পারে। যদি সেই ব্যক্তি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সপ্তদ্বীপ অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ধরে! ঐ প্রদেশে গন্ধর্ব্ব নামে বিখ্যাত আমার অপর

এক ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার পশ্চিমদিকে এক ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি চারি রাত্রি তথায় বাস করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে যথেচ্ছগামী ও যথেচ্ছস্থায়ী হইয়া লোকপালমধ্যে সুখে বিহার করিতে পারে। আর যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে লোকপাল দিগকে অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

বসুন্ধরে! ঐ স্থানে দেবহ্রদ নামে আমার আর এক গুহ্য ক্ষেত্র রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলিরাজার যজ্ঞ বিনাশের পর ঐ স্থানে তুমি আমার কান্তা হইয়াছিলে। ঐ হ্রদ বরদশ্রেষ্ঠ, মনোহর, সুখশীতল অতলস্পর্শ ও সুখপ্রদ। এমন কি, ঐ স্থান দেবগণেরও প্রার্থনীয়। আমার সেই হ্রদে চক্রাঙ্কিত মৎস্য সকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। ঐ স্থানের আর এক আশ্চর্য্য এই যে, যাহারা মদ্ভক্তিপরায়ণ তাহারাই ঐ ঘটনা দর্শন করিতে পায়; নতুবা পাপাত্মারা কখনও উহা দর্শন করিতে পায় না। তদ্ভিন্ন সূর্য্যোদয় হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত ঐ দেবহ্রদে ষট্‌ত্রিংশৎপদ্ম পরিমিত দীনার দর্শন করিতে পাওয়া যায়। ঐ হ্রদে স্নান করিলে শুদ্ধবাক্ ও নির্ম্মল-শরীর হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি তথায় পাঁচদিন বাস করিয়া ঐ হ্রদে স্নান করে, তাহাহইলে সে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ণফল লাভ করিতে পারে। আর যদি আমায় চিন্তা করিতে করিতে তথায় দেহ পাত করিতে পারে, তাহাহইলে সে আমার সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হয়। ধরে! আমি তোমাকে অন্য এক গুহ্য

ক্ষেত্রের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ স্থানে দুই দেব-নদীর পরস্পর সম্ভেদ হইয়াছে। দেবগণ প্রিয়তমার সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, দেবর্ষিগণ, মুনিগণ, সমস্ত সুরনায়ক, সিদ্ধগণ ও কিন্নরগণ, ইহাঁরা সকলেই ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। ধরে! নেপালে যে শিবস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা সমস্ত সুখের আধার। পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় স্থান এবং সমুদায় তীর্থ হইতে সকলে এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। এই স্থানে নীলকণ্ঠ মহাদেবের জটাজুট হইতে এক নদী বিনির্গত হইয়াছে। ঐ নদী শ্বেতগঙ্গা নামে বিখ্যাত। বহুতর নদী, কেহ দৃশ্য কেহবা অদৃশ্যভাবে ঐ শ্বেতগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। কৃষ্ণশরীরসম্ভবা কৃষ্ণা এবং গণ্ডকী শিবশরীরসম্ভবা ত্রিশূল-গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ ত্রিশূলগঙ্গা বিস্তীর্ণ নদী।

ধরে! এইরূপে নদী সকল পরস্পর মিলিত হইয়া ঐ স্থান তীর্থকদম্ব হইয়া উঠিয়াছে। ঐ তীর্থকদম্ব পরম পবিত্র স্থান। বসুধে! অধিক কি বলিব, ঐ স্থান দেবদুর্ল্লভ। যে স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে সুপ্রসিদ্ধ, ঐ স্থানে ভগবান্ ভূতনাথের তপোবন বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ আশ্রম সমুদায় আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ। উহাতে নানাবিধ পুষ্প নানাবিধ ফল, কদলীবন, নিচুল, পুন্নাগ ও কেসর বৃক্ষ সকল বিরাজমান। খর্জ্জুর, অশোক, বকুল, চূত, পিয়াল, নারিকেল, পূগ, চম্পক, জম্বীর, ধব, নারঙ্গ, বদরী, জম্বু মাতুলঙ্গ, কেতকী,

মল্লিকা, জাতি, যূথিকা, কুন্দ, কুরবক, নাগ, কুটজ, এবং দাড়িম্ব বৃক্ষের পরিসীমা নাই। দেবগণ অঙ্গনাদিগের সহিত সমাগত হইয়া ঐ স্থানে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। পুণ্যতোয়া নদীদ্বয় প্রবাহিত হইয়া ঐ হ্রদের যে স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে, তথায় স্নান করিলে শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়াথাকে। ঐ স্থানে বৈশাখ মাসে স্নান করিলে সহস্র গোদানতুল্য ফল লাভ হয়। কার্ত্তিক মাসে ভাস্কর তুলা রাশিতে সংক্রমণ করেন, ঐ কার্ত্তিক মাসে ঐ স্থানে স্নান করিলে মাণবগণ মুক্তিমার্গের পথিক হইতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই। সংযতভাবে তিন রাত্রি বাস করিবার পর ঐ তীর্থে স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া চরমে দেবতার ন্যায় স্বর্লোকে অবস্থান করিয়া থাকে। ধরে! যদি কোন ব্যক্তি ঐ তীর্থে যজ্ঞ, তপস্যা, স্নান, শ্রাদ্ধ, ও ইষ্টদেব পূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাহইলে অনন্তফল লাভ করিয়া থাকে। এমন কি সেই সমস্ত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা যতই অপরাধ করুকনা কেন, আমি তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকি। ধরে! গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থাম যেমন মর্ত্ত্য-লোক দুর্লভ, সেইরূপ এই দেবনদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল দেব-লোক দুর্লভ। আমার ক্ষেত্রের মধ্যে ইহাও এক গুহ্যতম ক্ষেত্র। আমি এই শালগ্রাম নামক মহাক্ষেত্রে পূর্ব্বমুখে অবস্থান করিয়া থাকি। এই স্থান আমার ভক্তগণের একান্ত মনোরম।

ধরে! সম্প্রতি তোমায় আর এক রহস্য কথা বলিতেছি,

শ্রবণ কর। আমার এই ক্ষেত্রের মধ্যে আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার রহিয়াছে, মুগ্ধগণ তাহার কিছুই অবগত নহে। সে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে আমি যথায় অবস্থান করি, শিবও পরমানন্দে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমি যে স্থানে শিবও সেই স্থানে এবং শিবও যে স্থানে আমিও সেই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকি। এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমাদিগের উভয়ের বিচ্ছেদ নাই। শিবের বন্দনা করিলেই আমার বন্দনা করা হয়। ফলতঃ আমাদিগের উভয়ের প্রতি যাহার অভেদবুদ্ধি হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। সুতরাং এই তীর্থ হরিহরাত্মক। যাহারা আমার কার্য্য করিতে করিতে এই তীর্থে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা অনায়াসে আমাকে লাভ করিয়াথাকে।

ধরে! প্রথমতঃ মুক্তিক্ষেত্র, তৎপরে রুরুখণ্ড তৎপরে দেবনদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থান—যথায় গণ্ডকী মিলিত হইয়াছে। গণ্ডকী সমুদায় নদী মধ্যে উৎকৃষ্ট নদী। গণ্ডকী আবার ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়া মহাফলদা হইয়াছেন। গণ্ডকী যথায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, ঐ স্থানকে হরিক্ষেত্র কহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক দেবতারাও হরিক্ষেত্রের মহিমা অবগত নহেন।

ধরে! ইতিপূর্ব্বে আমার যে শালগ্রাম ও গণ্ডকী নদীর মাহাত্ম্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান ভগবদ্ভক্তদিগের অতীব প্রিয়, সমুদায় আখ্যান মধ্যে উৎকৃষ্ট

আখ্যান, জ্যোতি মধ্যে উৎকৃষ্ট জ্যোতি, পুণ্যমধ্যে পরম পুণ্য, তপস্যা মধ্যে উৎকৃষ্ট তপস্যা, রহস্য মধ্যে পরম রহস্য, গতি মধ্যে উৎকৃষ্ট গতি এবং লাভ মধ্যে মহালাভ। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিষয় আর দ্বিতীয় নাই। এই বিষয় পিশুন শঠ, সুরদ্রোহী, পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, দেবদ্বিজদ্বেষ্টা কুশিষ্য, শাস্ত্রদূষক এবং সেবানাভিজ্ঞ নীচকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা শুশিষ্য, ধীর, সদ্বুদ্ধিশালী, লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-বিহীন পবিত্রবুদ্ধি ব্যক্তিকে প্রদান করাই কর্ত্তব্য। যাহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই শালগ্রাম ও গণ্ডকীমাহাত্ম্য পাঠ করে, তাহার ত্রিসপ্তকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। যদি বিষ্ণু-লোকে যাইবার এবং উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ করিবার বাসনা থাকে, তাহাহইলে মৃত্যুকালেও বিমুগ্ধ না হইয়া ইহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ধরে! এই আমি তোমার নিকট শালগ্রাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য কি শ্রবণ করিবার বাসনা হয় প্রকাশ কর।

---

## ষট্চত্বারিংশদধিকশততমঅধ্যায়॥

### কুরুক্ষেত্র ও হৃষীকেশ মাহাত্ম্য॥

সূত কহিলেন, দেবী বসুন্ধরা শালগ্রামক্ষেত্রের অতি গুহ্যতম মাহাত্ম্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ভগবন্ হরে! আপনার প্রসাদে শালগ্রাম মহিমা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আপনি যে

পরমার্চ্চিত রুরুখণ্ডের কথা উল্লেখ করিলেন, সেই রুরু কে? তাঁহার নাম রুরু হইল কেন? জনার্দ্দন! হৃষীকেশ! জগন্নাথ! যদি আমার প্রতি আপনার অনুহ থাকে, তাহা-হইলে আপনি রুরুক্ষেত্রের মহিমা যথাযথ বর্ণন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! পূর্ব্বে ভৃগুবংশে বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী যজ্ঞকুশল ব্রতনিষ্ঠ অতিথিপ্রিয় মহাভাগ্যধর দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার আশ্রম অতি পবিত্র স্থান। নানাবিধ বৃক্ষ লতায় পরিপূর্ণ এবং শান্তস্বভাব মৃগগণে সমাকীর্ণ। তথায় কন্দ-মূল-ফলাদির অভাব নাই। মুনিবর দেবদত্ত ঐ আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঘোরতর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্রের মহা চিন্তা উপস্থিত হইল। তখন তিনি বসন্ত সহিত কন্দর্প এবং সখীসমন্বিত গন্ধর্ব্বগণকে আহ্বান করিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধন করত কহিলেন, বন্ধুগণ! আমার কোন গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয় তোমরা ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর নাই। তোমাদিগের সাহায্যবলে আমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি।

মহেন্দ্রের বচনাবসানে কন্দর্প ও মলয়ানিল প্রভৃতি সকলে বলিলেন, দেবরাজ! আপনার কি প্রয়োজন উপস্থিত হই-য়াছে? কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। কোন্ জিতেন্দ্রিয়ের চিত্তবিকার জন্মাইতে হইবে? বা কাহাকে তীব্র তপশ্চরণ হইতে প্রচ্যুত করিতে হইবে, আদেশ করুন। আপনি শীঘ্র আজ্ঞারূপ প্রসাদ দানে আমাদিগকে সুস্থির করুন এবং আপনিও সুস্থ হউন।

কন্দর্প প্রভৃতি সকলে এইরূপ কহিলে, দেবেন্দ্র পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে কহিলেন, বন্ধুগণ! যখনি তোমা-দিগকে দর্শন করিয়াছি, তখনই আমার চিন্তা বিগত এবং সমুদায় কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি আমার প্রয়োজন বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ নারায়ণপরায়ণ হইয়া হিমালয়ের এক রমণীয় প্রদেশে ঘোরতর তপশ্চরণ করিতেছে। আমার ইন্দ্রত্বপদ গ্রহণ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব তাঁহাকে তপোবিরত করিতে হইবে। কামদেব প্রভৃতি সকলে দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত দেবদত্তের তপোভঙ্গের নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

ধরে! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে বসন্ত ও মলয়ানিল প্রভৃতি সকলকে প্রথমত প্রেরণ করিয়া তৎপরে প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রণয় সম্ভাষণে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া কহিলেন, প্রম্লোচে! তুমি আমার কিঙ্করী, সম্প্রতি ভূলোকে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ তপশ্চয়ণ করিতেছেন, অতএব তথায় গমন করিয়া যাহাতে তাঁহার তপোবিঘ্ন জন্মে তোমায় তাহা করিতে হইবে। তোমার মঙ্গল হউক্, তুমি সেই মুনিবরের আশ্রমে গমন করিয়া মনোহর হাবভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বশীভূত কর।

ধরে! প্রম্লোচা দেবেন্দ্রের অনুমতি পাইবা মাত্র দেব-দত্তের আশ্রমে গমন করিল। গিয়া দেখিল ঐ আশ্রম নানাবিধ বৃক্ষ লতায় পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে কোকিলগণ কুহু ধ্বনি করিতেছে, রসাল মঞ্জরী সকল মুকুলিত; তাহাতে

ভ্রমর সকল গুণ গুণ স্বরে গান করাতে শ্রবণে যেন অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে গন্ধর্ব্বগণের সুমধুর সঙ্গীত। সুশীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত, নির্ম্মল সলিলষিক্ত সরোবরে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মুনিবরের তপঃ প্রভাবে তথায় কি জলভাগ, কি স্থলভাগ, কুত্রাপি হিংসা বা দ্বেষ নাই। সর্ব্বদাই চিত্তের আনন্দজনক মধুর আলাপে তপোবন পরিপূর্ণ।

প্রম্লোচা তপোবন শোভা সন্দর্শনে প্রীত হইয়া অনেকক্ষণের পর মুনিবর যেমন ধ্যান নিবৃত্ত হইলেন, অমনি মধুস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। গন্ধর্ব্বগণও সেই সময়ে একতান স্বরে সুরজনমনোহর গন্ধর্ব্বসঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল। কামদেব ঐ সময় প্রকৃত অবসর পাইয়া মুনিবরকে লক্ষ্য করত ফুলধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক সংহিতশর হইয়া রহিলেন। দেবদত্ত ব্রতাবলম্বী হইলেও গন্ধর্ব্বগণের সেই পঞ্চম স্বরের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধচিত্ত হইলেন। এদিকে পঞ্চশর সতর্কভাবে বারংবার ফুলধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঋষিবর সংযমী হইলেও তপোবনের শোভাদর্শনে ও সঙ্গীত শ্রবণে বিকৃতচিত্ত হইয়া পরমানন্দে আশ্রমের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন অনতিদূরে এক কৃশাঙ্গী ক্রীড়া কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাহার প্রতি ঋষিবরের দৃষ্টি নিপতিত হইবামাত্র পঞ্চশর অমনি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঋষিবর ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেই কৃশাঙ্গীর সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অপ্‌সরাও প্রস্তুত হইল। সে, ক্ষণে ক্ষণে কটাক্ষ বিক্ষেপ,

আবার লজ্জায় নেত্র সঙ্কোচ করিতে লাগিল। চকিত-নয়না হইয়া ক্রীড়াকন্দুক ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল। কন্দুক ভঙ্গ সময়ে যেমন কেশ পাশ আলুলায়িত হইতে লাগিল অমনি তাহা হইতে পুষ্প সকল স্খলিত হইতে আরম্ভ হইল। কোমলাঙ্গী প্রম্লোচা এইরূপে নানা প্রকার হাবভাব প্রকাশে দেবদত্তের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল।

ধরে! ঐ সময় দক্ষিণবায়ু তাহার কোটিদেশ হইতে বস্ত্র হরণ করিল। কাঞ্চীদাম-গুণযুক্ত বসন নীবি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। পুষ্পধন্বাও অবসর বুঝিয়া পুনরায় ঋষিবরকে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ক্রমশঃ অপ্সরার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, সুভগে! তুমি কে? কাহার কামিনী? এ তপোবনে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি কি মাদৃশ তপোধনকে অন্বেষণ করিতেছ, না বাহুপাশে মৃগবদ্ধ করিতে বাসনা করিয়াছ? অথবা আমাদ্বারা তোমার কোন অভিপ্রেত সিদ্ধি আছে? যাহাই হউক্, আমি সর্ব্বথাই তোমার অধীন, তোমার যাহা অভিরুচি হয় আদেশকর তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব।

তপোধনের কথা শ্রবণে সেই বিলাসিনী হাসিতে লাগিল, তখন ঋষিবর প্রথমতঃ তাহার করে গ্রহণ, পরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মোহ তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তপস্যাদি বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইলেন। অহোরাত্র কেবল সেই কামিনীকে লইয়া তপঃ-প্রভাব সমাহৃত নানাবিধ ভোগে ও ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল বিগত হইলে অকস্মাৎ একদিন তাঁহার মনোমধ্যে বিবেকবুদ্ধির উদয় হইল। যেন তিনি সুপ্তোত্থিত হইলেন। তাঁহার মনোমধ্যে সহসা নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সাতিশয় দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! ভগবৎমায়ার কি মোহিনী শক্তি? আমি একেবারে হতজ্ঞান হইলাম! আমি বিশেষ জানিয়াও দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত তপস্যা নষ্ট করিলাম। বুদ্ধিমান্ লোকের বিবেকশক্তির কথা দূরে থাক, সামান্য মূর্খেরাও স্ত্রীজনকে অগ্নিকুণ্ড এবং পুরুষকে ঘৃতকুম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমার বোধ হয় স্ত্রীপুরুষসংযোগ তদপেক্ষাও প্রবল। কারণ, অগ্নিকুণ্ড দর্শনে ঘৃতকুম্ভ কখনও দ্রবীভূত না হইতে পারে, কিন্তু পুরুষ স্ত্রীজন দর্শনে একেবারে আদ্র্র হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের অপরাধ কি? পুরুষেরাই অজিতেন্দ্রিয়!

ধরে! ঋষিবর দেবদত্ত মনোমধ্যে এইরূপ আন্দোলন করিয়া ভোগবাসনায় বিসর্জ্জন দিলেন। তপস্যার অন্তরায়ভূত সেই দেবাঙ্গনা প্রমোচাকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভৃগুমুনির আশ্রমের সন্নিধানে গমন করিয়া তীব্র তপশ্চরণে শরীর শোষিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পরিশেষে সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক গণ্ডকীসঙ্গমে গিয়া স্নান এবং পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন। তৎপরে ভূতনাথ মহাদেব ও নারায়ণের পূজা সমাপন করিয়া আশ্রমস্থান মনোনীত করিতে গমন করিলেন। প্রথমতঃ রমণীয় ভৃগ্বাশ্রম দর্শন করিতে করিতে ক্রমে তাহার উত্তর দিকে গমন করিলেন। তাহার পর

গণ্ডকীর পূর্ব্বপার্শ্বে অতি নির্জ্জন রমণীয় স্থান সন্দর্শন করিয়া তথায় আশ্রম স্থান মনোনীত করিলেন। পরিশেষে ক্ষণ কাল বিশ্রামের পর সেই ভৃগুতুঙ্গে শঙ্করের দর্শন বাসনায় ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল তপশ্চ-রণের পর মহাদেব পবিতুষ্ট হইলেন এবং কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি পার্শ্ব, চতুর্দ্দিকেই জলধারাবেষ্টিত তপঃক্রম নিবা-রণী লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ঋষিকে দর্শন প্রদান করিয়া কহিলেন, মুনে! এই দেখ, আমি শিব, তোমায় দর্শন দান কবিতে আসিয়াছি। আমিই বিষ্ণু এবং আমিই শিব। আমাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র অন্তর নাই। তুমি পূর্ব্বে প্রভেদ বুদ্ধিতে তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে, সেই নিমিত্ত তোমার তপোবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। আমা-দিগের উভয়কে অভিন্নভাবে ভাবনা কর, তাহা হইলেই তোমার সিদ্ধি লাভ হইবে। তোমার তপঃপ্রভাবে এই স্থানে লিঙ্গ সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম সগঙ্গ হইবে। যাহারা এই গণ্ডকীতীর্থে স্নান করিয়া আমার লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, নিশ্চয়ই তাহারা যোগফল লাভ করিতে পারিবে।

ধরে! ভগবান্ ভূতনাথ দ্বিজবর দেবদত্তকে এইরূপ বরদান করিয়া তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন ঋষিবরের দিব্য জ্ঞান লাভ হইল। তিনি শিবশিক্ষিত নিয়মে সাযুজ্য লাভ করিলেন। এ দিকে প্রম্লোচা মুনিবর হইতে গর্ভ ধারণ করিয়াছিল। সে সেই আশ্রমের সমীপে এক কন্যা প্রসব করিয়া স্বর্গে গমন করিল। তখন যেন তাহার

পুনর্জন্ম লাভ হইল। (রুরু অর্থাৎ মৃগগণ তপোবনে ঐ কন্যাকে পালন করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম রুরু হইয়াছিল।) রুরু পিতার আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সে পরিবর্দ্ধমানা হইলে অনেক যুবা পুরুষে তাহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু সে কাহাকেও ভজনা করিল না। তপোনুষ্ঠানসঙ্কল্প তাহার মনোমধ্যে দৃঢ় নিবদ্ধ হইল। তখন রমাপতি ভগবান্ তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইলেন। সে প্রথম মাসে একদিন অন্তর, দ্বিতীয় মাসে তিন দিন অন্তর, তৃতীয় মাসে পাঁচ দিন অন্তর, চতুর্থ মাসে সপ্তাহ অন্তর, পঞ্চম মাসে নয় দিন অন্তর, ষষ্ঠ মাসে পঞ্চদশ দিন অন্তর, এবং সপ্তম মাসে মাসান্তর ফলাহার করিয়া পরিশেষে অষ্টম মাসে পর্ণাশনে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। নবম মাস উপস্থিত হইলে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া কেবল বায়ু মাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে লাগিল।

ধরে! রুরু এইরূপে নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া শত বৎসর সমতীত করিল। সমাধি অবলম্বনে সেই ঋষি-কন্যা স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। এমন কি, আত্মশরীরস্থিত মহাভূত ব্যতীত আর তাহার দ্বিতীয় সঙ্গ ছিল না। তপস্যার পরাকাষ্ঠা লাভ করিল। তপঃপ্রভাবে তাহার শরীরকান্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন কি, তাহার তপস্তেজে সমস্ত সমাবৃত হইল। তদ্দর্শনে আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু সেই ঋষিকন্যা বহিরিন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ করিয়া এরূপ তপস্যায় মগ্ন ছিল যে, আমাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। অনন্তর

যখন আমি তাহার ইন্দ্রিয়মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার ইন্দ্রিয়-বৃত্তি রোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম, তখন সে আমাকে দেখিতে পাইল। আমি তাহার হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল নিয়মিত করিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলাম বলিয়া আমার নাম হৃষীকেশ হইয়াছে। সে প্রথমতঃ নিমীলিতনেত্রে আমার দর্শন পাইল না। পরিশেষে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া যেমন আমার দর্শন পাইল, অমনি কৃতাঞ্জলিপুটে আমাকে প্রণাম করিল; কিন্তু আমায় কিছু বলিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া গেল। নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, শরীর কদম্ব কুসুমের মত রোমাঞ্চিত হইল। আমি তাহার সেই অবস্থা দর্শনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, অয়ি বালে! অয়ি বিশা-লাক্ষি! আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থণা কর। এমন কি, অন্য—দুর্লভ বর প্রার্থনা করিলেও আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব।

আমার বচনাবসানে রুরু বারংবার আমাকে প্রণাম ও স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, দেবাদিদেব! জগৎপতে! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, যদি আমায় বরদান করিবারই বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, তুমি এই ভাবে আমার নিকট অবস্থান কর।

আমি বলিলাম, আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এই স্থানেই অবস্থান করিলাম, তোমার মঙ্গল লাভ হউক, তুমি আর কি বর প্রার্থনা কর, প্রকাশ করিয়া বল।

রুরু আমাকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিল, যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমায় পবিত্র কর। এই ক্ষেত্র আমার নামে বিখ্যাত হউক্।

তখন আমি পুনরায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, সুভগে! তোমার এই দেহ পরম পবিত্র তীর্থ, এবং এই ক্ষেত্র তোমার নামে প্রসিদ্ধ হউক্। কোন ব্যক্তি এই তীর্থে ত্রিরাত্র বাস করিয়া স্নান করিলে আমার দর্শন লাভে পবিত্র হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এমন কি, জ্ঞানকৃতই হউক, আর অজ্ঞানকৃতই হউক, যদি ব্রহ্মহত্যা পাতক স্পর্শ করে, এই তীর্থে স্নান করিলে তৎসমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হইবে। ধরে! আমি রুরুকে এইরূপ বরদান করিয়া অন্তর্হিতভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। রুরুও কিছুকাল পরে পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত হইল। দেবি! এই আমি তোমায় অতি গুহ্য রুরু-মাহাত্ম্য ও রুরু ক্ষেত্রের উৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

# সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

## গোনিষ্ক্রমণ-মাহাত্ম্য।

ধরা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে অত্যাশ্চর্য্য রুরু ক্ষেত্র ও হৃষীকেশমহিমা বর্ণন করিলেন, শুনিলাম, কিন্তু দেব! কথা শ্রবণে আমার কৌতূহল পরিবর্দ্ধিত হইতেছে,

অতএব অনুগ্রহ করিয়া অন্যতম পরম পবিত্র গুহ্য ক্ষেত্রের কথা কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন ধরে! হিমালয় পর্ব্বতের অপর অংশের আর এক গুহ্যক্ষেত্রের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। ঐ স্থানে গোনিষ্ক্রমণ নামে এক পবিত্র ক্ষেত্র আছে। সুরভি-সন্তান গোধনগণ ঐ স্থানে নিষ্ক্রমণ লাভ করিয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ স্থানে প্রজাপতি ঔর্ব্ব আমার মায়াবলে মুগ্ধ হইয়া সপ্ততি কল্প পর্য্যন্ত ঘোরতর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার তপস্যা দর্শনে লোক সকল সংশয়ারূঢ় হইয়া উঠিল।

ঔর্ব্ব তপস্যা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার তপস্যার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না, অথবা কেহ তাঁহার উদ্দেশ্যের কোন মর্ম্মভেদ করিতে পারে নাই। ঔর্ব্বের তপশ্চরণ সময়ে এক ব্রহ্মযতি তথায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহেশ্বরও তাহার নিকট সমাগত হইয়াছিলেন। ঔর্ব্ব হিমালয় শৈলের যে প্রদেশে তপস্যা করিতেছিলেন, তাহার নাম গোনিষ্ক্রমণ। তিনি পদ্ম আহরণের নিমিত্ত গোনি-ষ্ক্রমণ হইতে গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন। আশ্রম হইতে ঔর্ব্বের স্থানান্তর গমন জানিতে পারিয়া কি তাপসগণ, কি মহাতেজা মহেশ্বর, সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ আশ্রম নানাবিধ ফল পুষ্পে পরিপূর্ণ থাকাতে শোভার পরি-সীমা ছিল না। কিন্তু রুদ্রদেবের তেজে তাদৃশ শোভা-সম্পন্ন সেই আশ্রম ভস্মসাৎ হইয়া গেল। রুদ্রদেব এই-রূপে ঔর্ব্বের অতীব প্রিয়তম সেই পুণ্যাশ্রম দগ্ধ করিয়া স্বয়ং

তৎক্ষণাৎ পুনরায় হিমালয়ে গমন করিলেন। এদিকে শান্ত, দান্ত ক্ষমাশীল সত্যব্রতপরায়ণ মুনিবর ঔর্ব্ব পদ্ম আহরণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে সমুপস্থিত হইবামাত্র তাদৃশ ফল-পুষ্প-সম্পন্ন উদকবহুল প্রিয়তম আশ্রম ভস্মীভূত হইয়াছে দেখিয়া যুগপৎ ক্রোধ ও দুঃখে অভিভূত হইলেন। রোষবশতঃ তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবর্ষী বচনে বলিতে লাগিলেন, "যিনি আমার এই উদকবহুল ফলপুষ্পসম্পন্ন প্রিয়তম আশ্রম দগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকে নিরতিশয় দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া সমস্ত লোকে পরিভ্রমণ করিতে হইবে।"

ধরে! মুনিবর ঔর্ব্ব এইরূপে শাপ প্রদান করিলে সমস্ত লোকের ত্রাস উপস্থিত হইল। কাহারও তাঁহার নিকট গমন করিয়া নিবারণ করিবার শক্তি হইল না। এদিকে তৎক্ষণাৎ মহাদেবের ঘোরতর দাহ উপস্থিত হইল। তিনি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া দেবী ভগবতীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেবগণ ঔর্ব্বের তপশ্চরণ দর্শনে ভীত হইয়া আমাকে বলিলেন, "ঔর্ব্ব সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, অথচ উহার তপস্যার কোন উদ্দেশ্যই দেখিতেছি না। যাহাই হউক্, এক্ষণে ইহার প্রতিবিধানের উপায় কি?" দেবগণ এইরূপ কহিলে, আমি তাহার আশ্রমের প্রতি ক্রোধদৃষ্টি বিক্ষেপ করাতে তৎক্ষণাৎ তাহার সমুদায় আশ্রম ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। আমরা তথা হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঔর্ব্ব স্বীয় আশ্রমের দুর্দ্দশা দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাপ প্রদান করাতে আমরা সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছি।

বিরূপাক্ষ আমারই রূপান্তর। তিনি জ্বালায় অস্থির হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। কুত্রাপি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। আমরা একাত্মা বলিয়া আমারও সাতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি, আমিও স্থির হইতে পারিতেছি না।

ধরে! মহাদেবের বচনাবসানে পার্ব্বতী কহিলেন, "তবে চল আমরা এক্ষণে নারায়ণপরায়ণ ঔর্ব্বের নিকট গমন করিয়া এই শাপবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন এবং যাহাতে রুদ্রদেবের শাপবিমোচন হয়, তাহার প্রার্থনা করি।" অনন্তর তাঁহারা উভয়ে ঔর্ব্বের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তোমার শাপপ্রদানে আমরা সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি, অতএব যাহাতে রুদ্রদেবের এই শাপবিমোচন হয়, তাহার উপায় বিধান কর।

ঔর্ব্ব কহিলেন, আমার মুখ হইতে কখন বৃথাবাক্য নির্গত হয় নাই। অতএব আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না। তবে এক্ষণে সুরভীগণকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের দুগ্ধে রুদ্রদেবকে স্নান করাও, তাহাহইলে শাপ অর্থাৎ দাহ নিবৃত্তি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

ধরে! অনন্তর আমি অতি তেজস্বী সপ্ত সপ্ততি সুরভিসন্তানকে তথায় অবতারিত করিলাম। রুদ্রগণ তাহাদিগের দুগ্ধে প্লাবিত কলেবর হইয়া নির্ব্বৃত্তি লাভ করিলেন। সেই অবধি ঐ স্থান পরম পবিত্র গোনিষ্ক্রমণ তীর্থ নামে অভিহিত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি এক রাত্রি ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, সে অনায়াসে গোলোকে গমন করিয়া থাকে। আর যদি কঠোরতম ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিয়া ঐ তীর্থে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহার কর্ণকুহরে সে শঙ্খচক্রগদাযুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। এই স্থানে বটমূলে পঞ্চধারা নিপতিত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি এই স্থানে পঞ্চরাত্র বাস করিয়া এই ধারা-জলে স্নান করে তাহাহইলে নিশ্চয়ই সে পঞ্চযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। আর যদি কঠোর ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এই স্থানে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাহাহইলে অনায়াসে পঞ্চযজ্ঞের ফললাভ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ঐ স্থানে পঞ্চপদ নামে আমার আর এক প্রিয়তম ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ক্ষেত্রের পূর্ব্ব পার্শ্বে দৃঢ়তম পঞ্চ মহাশিলা বিরাজমান। তথায় ব্রহ্মপদদ্বয় বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার মধ্যভাগে বিস্তীর্ণ এক শিলা। ঐ শিলার মধ্যদেশে বিষ্ণুপদ। বিষ্ণুপদের মধ্যস্থান হইতে ঊর্দ্ধ্বদিকে পরিণাহযুক্ত এক নাল ঊর্দ্ধ্বে উদ্গত হইয়াছে। যদি কেহ পঞ্চরাত্রকাল তথায় অবস্থান করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে সে ভগবানের প্রিয়তম বিশুদ্ধ লোকে গমন করিতে পারে। আর যদি এই পঞ্চপদ তীর্থে প্রাণত্যাগ করে তাহাহইলে সংসারবিমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

উহার পরেই ব্রহ্মপদ ক্ষেত্র। ঐ ক্ষেত্রের পশ্চিম দিক্ দিয়া এক ধারা নিপতিত হইয়াছে। যদি কোন বক্তি এক রাত্রিকাল ঐ ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করে তাহাহইলে অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার সহিত

সুখে বাস করিতে পারে। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। আর যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

ঐ ব্রহ্মপদের উত্তরদিকে প্রায় পঞ্চ ক্রোশ দূরে কোটি-বট নামে আমার আর এক ক্ষেত্র আছে। যদি কোন ব্যক্তি এই কোটিবট তীর্থে যষ্ঠকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া উহাতে স্নান করে, তাহাহইলে কোটি যজ্ঞের ফললাভ করে। আর এই স্থানে প্রাণত্যাগ কবিতে পারিলে কোটিযজ্ঞের ফল ভোগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

উহার পূর্ব্বোত্তর পার্শ্বে পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া বিষ্ণুসরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সরোবর অতলস্পর্শ। উহার বিস্তারও পঞ্চক্রোশ। উহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভদ্রে! যদি কোন ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া ত্রিরাত্রকাল উপবাস করত ঐ পঞ্চক্রোশব্যাপী বিষ্ণুসরোবর পরিভ্রমণ করে, তাহাহইলে ভ্রমণ করিতে তাহার যতবার পদবিক্ষেপ হয়, তাবৎ পরিমাণ বর্ষ পর্য্যন্ত সে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। আর যদি সে স্বাকার্য্যতৎপর হইয়া এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে ব্রহ্মলোক হইতে আমার লোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। সুন্দরি! এই তীর্থের আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। আমার ভক্তগণ এই স্থানে অবস্থান করিয়া গোধন-গণের এক প্রকার শব্দ শ্রবণ করিতে পায়। বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠ

মাসের শুক্লদ্বাদশীতে এই শব্দ নিশ্চয়ই মদ্ভক্তগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

ধরে! মদ্ভক্ত ব্যক্তিগণ এই পবিত্র গোস্থলে গোনিষ্ক্রমণে অবস্থান করিয়া শুভাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অচিরে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। হে মহাভাগে! হে যশস্বিনি! এইরূপে সেই মহাদেব অন্যান্য দেবগণের সহিত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। এই গোস্থলক তীর্থে সমুদায় সন্তাপ বিদূরিত হয়। আমি তোমার প্রতি দয়াবশতঃ বিস্তারিত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এই অধ্যায় পাঠে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা আমার ও আমার ভক্তগণের প্রীতিপ্রদ। এই গোস্থলবৃত্তান্ত সমুদায় শ্রেষ্ঠ পদার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সমুদায় মঙ্গলেরও মঙ্গল, সমুদায় লাভের মধ্যে পরম লাভ, এবং সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যশস্বিনি! যাহারা মদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই অধ্যায় পাঠ করে তাহারা তেজস্বিতা, শোভা ও সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এই অধ্যায়ে যত পরিমাণ অক্ষর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তত সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত পাঠক আমার লোকে অবস্থান করিতে পারে। যাহারা এই অধ্যায় পাঠ করে, তাহাদিগের কিছুতেই পতন নাই। প্রত্যুতঃ তাহারা দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া স্বীয় ত্রিগুণিত সপ্তকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। এ অধ্যায় খল, মূর্খ ও শঠের নিকট পাঠ করিবে না। যাহারা ইহার প্রকৃত সমাদর জানে তাহাদিগকে অর্থাৎ পুত্রকে এবং পুত্রসমান শিষ্যকে প্রদান করিবে। এমন কি যদি পাঠক সদ্গতি লাভ করিবার অভিলাষ করেন, তাহাহইলে

মৃত্যুকালে ইহার এক শ্লোক বা শ্লোকপাদ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

মহাভাগে! আমি পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ এই ক্ষেত্রের পূর্ব্ব পার্শ্বে পরমানন্দে অবস্থান করিয়া থাকি। ধরে! এই ক্ষেত্রের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী সুখে প্রবাহিত হইতেছেন। ভদ্রে! তুমি আমায় যে পরম গুহ্য ক্ষেত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি ধর্ম্মসমাযুক্ত গুহ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

---

## অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

### স্তুতস্বামি-মাহাত্ম্য।

সূত কহিলেন, হে শৌনক! সর্ব্বরত্নবিভূষিতা বসুন্ধরা এইরূপ গোনিষ্ক্রমণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, জগন্নাথ! আপনার মুখে গোনিষ্ক্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় নির্বৃতি লাভ করিলাম। সম্প্রতি, প্রভো! যদি ইহা অপেক্ষা অন্যতর উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র কিছু বিদ্যমান থাকে, নির্দ্দেশ করুন।

নারায়ণ কহিলেন, বসুন্ধরে! আমি সমুদায় ধর্ম্মের আশ্রয় স্থানভূত। আমার দেহে মৎসরতার লেশ মাত্রও নাই। সেই নিমিত্ত আমাকে পরম প্রভু কহে। আমি বরাহরূপ

ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে আমার ভক্তগণের একান্ত প্রিয় এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি।

ধরণী কহিলেন, জনার্দ্দন! আপনার মুখকমল হইতে যে কিছু বচনসুধা বিনির্গত হয়, তাহাই ধর্ম্মকারণ, তাহাই ধর্ম্মনির্ণায়ক, তাহাই অপ্রমেয় এবং তাহাই একান্ত প্রিয়তম।

ধর্ম্মপ্রবীণ মহামনা ঋষিবর নারায়ণ বসুন্ধরার বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ধরে! তুমি ধন্য। আমার কর্ম্মে তোমার একান্ত ভক্তি। অতএব তোমার নিকট অন্যতম গুহ্য ক্ষেত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দ্বাপরযুগে স্তুতস্বামী নামে আমার অন্যতর ক্ষেত্র এক প্রসিদ্ধ হইবে। ঐ যুগে আমি ঐ ক্ষেত্রে অবস্থান করিব। ঐ সময় আমি দেবকীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুদেবের পুত্র বাসুদেব নামে অবতীর্ণ হইব। ঐ জন্মে আমা হইতে দানবকুল নির্ম্মূল হইবে। ঐ সময় পাচটি ঋষি আমার শিষ্য হইবে এবং আমারই প্রসাদবলে তাহারা বিচক্ষণ ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। আমি তাহাদিগের দ্বারাই ভূলোকে ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইব। আমার পঞ্চ শিষ্যের মধ্যে একের নাম শাণ্ডিল্য, অপরের নাম জাজলি, অন্যতরের নাম কপিল, অপরের নাম উপসায়ক এবং অন্যতমের নাম ভৃগু হইবে। তাহারা সকলেই আমার পথবর্ত্তী হইয়া চলিবে। তাহারা সকলে নির্ম্মল অন্তঃকরণে স্ব স্ব জ্ঞানপ্রভাবে আমাকে প্রকাশিত করিবে। সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইহারা সকলেই আমার কর্ম্মপরায়ণ হইবে। ইহারা বহুকাল পর্য্যন্ত আমার অর্চ্চনায় তৎপর থাকিলে, পরে আমি তাহা-

দিগকে স্ব স্ব অভিলষিত বরপ্রদান করিব। তাহারা স্বয়ং যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিবে তাহাতে কেবল আমাকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। তাহাদিগের দ্বারাই ধর্ম্মমূলক মন্নিষ্ঠ শাস্ত্র সকল প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেবি! আমি যাহা বলিলাম কদাচ ইহা মিথ্যা হইবার নহে। আমার শিষ্যগণ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিবে, "হে দেব! আপনার প্রসাদবলে এই জগৎ আমাদিগের প্রদর্শিত পথে গমন করুক্।" আমিও তাহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া কহিব, যে, তোমরাও শিষ্যগণকে অভীষ্টদান করিতে সমর্থ হইবে। কারণ তোমরা আমার একান্ত প্রিয়পাত্র ও নিতান্ত সুশিষ্য। বাস্তবিক সুশিষ্যগণ একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। আমার শিষ্যগণ ভাগবতপ্রিয় শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিবে। যেমন দধি মন্থন করিলে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সমুদায় শাস্ত্র মন্থন করিয়া ঘৃতসম্মিত এই বরাহপুরাণ উৎপন্ন হইয়াছে। আমার জ্ঞানলাভ ও বরাহ-জ্ঞানলাভ উভয়ই তুল্য। আমার শিষ্যগণ এই বরাহকে আমার তুল্য বলিয়া প্রতিপন্ন করত অসীম সিদ্ধিলাভ করিবে। দেবি! ভক্তগণের মধ্যে বরাহপুরাণ-জ্ঞান অতীব উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্মতম। ইহা শাস্ত্রের মধ্যে প্রধানতম শাস্ত্র এবং সংসার-মুক্তির উপায়।

ধরে! সম্প্রতি অপর বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। শাস্ত্রে স্থূলতম কার্য্যবিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মহিমা অপার। কেহ কেহ জ্ঞানবলে, কেহ কেহ কর্ম্মবলে, কেহ কেহ ইষ্টমন্ত্রবলে, কেহ কেহ দানবলে, কেহ কেহ বা যোগবলে, আমার সত্ত্বা জানিতে পারিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে

সমুত্তীর্ণ হয়। মানবগণ ঐকান্তিকভাবে যথাবিধি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই আমাকে দর্শন করিতে পারে। বাস্তবিক কেহ কেহ বা ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কেহ কেহ একেবারে সমুদায় বাসনায় বিসর্জ্জন দিয়া আমার দর্শনলাভে সমর্থ হয়। দেবি ধরে! সংসার-মুক্তির উপায়-ভূত এই মহাশাস্ত্র আমার ভক্তগণের শিক্ষাপ্রদানর্থই বিহিত হইয়াছে। আমার ভক্তগণের মধ্যে যাহার যেরূপ অভিরুচি, শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ তাহাদিগের নিমিত্ত সেইরূপ শাস্ত্রই প্রণয়ন করিবে। ঋষিরা যে সকল শাস্ত্র বিধান করিয়াছেন যুগ-প্রভাবে মানবগণ তাহার অন্যথাচরণ করিয়া থাকে। যাহারা স্বীয় শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া শাস্ত্রপ্রণয়ন করিবে, তাহারা সিশ্চয়ই আমার প্রসাদবলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। আমার শাস্ত্রপ্রণয়নকারীদিগের মধ্যে যাহাদিগের চিত্ত মাৎসর্য্যে পরিপূরিত হয়, নিশ্চয়ই তাহাদিগের কৃত গ্রন্থ দোষদুষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং তাহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। (যাহারা আমার ভক্তজনের প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশ করে, তাহাদিগের না ইহলোক, না পরলোক, কিছুই থাকে না।)

ধরে! সম্প্রতি তোমায় আর এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তাহারাই বিনীত ও অশেষ-বিধ দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া যদি মাৎসর্য্য দোষে লিপ্ত হয়, তাহাহইলে নিশ্চয়ই তাহারা আচারভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি লাভ করিয়া থাকে; মাৎসর্য্য সর্ব্বনাশের মূলীভূত। মাৎসর্য্য হইতে ধর্ম্ম লোপ হয়।

মৎসরীরা বিবিধ ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক্, আর দান, ধ্যান ও অধ্যয়নেই তৎপর হউক্, কিম্বা তপঃসম্পন্ন, জ্ঞানযুক্ত ও নিত্যকর্ম্মে একান্ত রতই হউক্, মৎসরতাদোষে কখনই আমাকে দর্শন করিতে পায় না। আমি তাহাদিগকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া রাখি। অতএব যদি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া উৎ-কৃষ্ট গতিলাভ করিবার বাসনা থাকে, তাহাহইলে ধর্ম্মনাশক মাৎসর্য্যের বশীভূত হওয়া কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। মহা-ভাগে! এই গুহ্য বৃত্তান্ত মনীষী ব্যক্তিরাও অবগত নহে। এই মাৎসর্য্য-দোষে কত লোক উৎসন্ন হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ধরে! আমিই বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার ভক্তগণের একান্ত প্রিয়তম এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি।

ধরে! সম্প্রতি আর এক আশ্চর্য্য কথা নির্দ্দেশ করি-তেছি, শ্রবণ কর। ভূতগিরি নামক পর্ব্বতে অতি দুর্ভেদ্য আমার এক আরসী প্রতিমা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ তাহাকে আরসী, কেহ কাংস্যময়ী, কেহ পাষাণময়ী, কেহ বা বজ্রময়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যাহাই হউক্ ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠিয়াই হউক্, আর অধোভাগ হইতেই হউক্, যাহারা আমার অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের পক্ষে আমার মস্তক স্পর্শ করা হয়।

ভূমে! যাহারা আচারপূত ও সুসংযত হইয়া মণিপুর পর্ব্বতে আমাকে দর্শন ও আমার স্তব করে, তাহারা আচার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং চরমে সমুদায় পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম গতিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

ধরে! অপর এক গুহ্য কথা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

ঐ ক্ষেত্রের উত্তরদিকে পঞ্চারুমা নামে আর এক ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চকাল তথায় অবস্থান করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে চরমে অপ্সরোগণ-সমাকীর্ণ নন্দনবনে বাস করিতে পারে। আর যদি ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে কৃতকৃতার্থ হইয়া নন্দনবন হইতে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

এই স্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে ভৃগুকুণ্ড নামে বিখ্যাত আমার অপর এক গুহ্যতম ক্ষেত্র রহিয়াছে। ঐ ক্ষেত্র অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ। যদি কোন মদ্ভক্ত ঐ কুণ্ডে স্নান করে, তাহাহইলে তাহাকে আর ভূলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। প্রত্যুতঃ সে ধ্রুব, যে মেরুশৃঙ্গে অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে অপ্সরোগণের সহিত সুখে অবস্থান করিতে পারে। আর যদি কোন ব্যক্তি ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে ধ্রুবলোক হইতে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

ঐ স্থানে মণিকুণ্ড নামে আমার অপর এক ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে নানাবিধ মণি দর্শন করিতে পাওয়া যায়। এমন কি বহুতর গৃহে ঐ সকল মণির অসদ্ভাব নাই। তথায় মণিকুণ্ড নামে অতলস্পর্শ এক হ্রদ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ হ্রদে মণিসমূহের চলাচল দৃশ্যমান হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চকাল তথায় অবস্থান করিয়া ঐ হ্রদজলে স্নান করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি মণিলাভ করিয়া রাজলক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। আর যদি আমার ভক্ত হইয়া এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সংসারবন্ধন

ছেদন করিয়া অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

ধরে! আমার ঐ ক্ষেত্রের পূর্ব্ব পার্শ্বে অনতিদূরে তিন ক্রোশ বিস্তীর্ণ অপর এক গুহ্য ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় স্নান করিলে মানবগণ আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। উহার অদূরে পশ্চিমদিকে পাচ ক্রোশ বিস্তীর্ণ ধূতপাপ নামে আর এক গুহ্য ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় এক কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের জল আমার অতীব প্রিয়। আমিই স্বয়ং মরকত মণিদ্বারা ঐ কুণ্ড নির্ম্মাণ করাইয়াছি। উহার আভা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এবং গভীরতায় উহা অতলস্পর্শ। যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চভূতাত্মক এই দেহ দ্বারা দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ কুণ্ডের জলে স্নান করে, তাহাহইলে সে অনায়াসে নিষ্পাপকলেবর হয় এবং ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দেবগণের সহিত সুখে বাস করিতে পারে। আর যদি এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে অনায়াসে ইন্দ্রলোক হইতে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

ধরে! ধূতপাপের আর এক আশ্চর্য্য কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মণিপূর পর্ব্বত হইতে এক ধারা ভূতলে নিপতিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ পাপের সঞ্চার থাকে, ততক্ষণ ধারা নিপতিত হয় না। তদ্ভিন্ন আর এক আশ্চর্য্য এই যে, এই স্থানে অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের সমাগম রহিয়াছে, নিষ্পাপ কলেবর না হইলে এই স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। এই তীর্থ চতুর্দ্দিকে পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ। আমি উহার পশ্চিম-

দিকে অবস্থান করিয়া থাকি। আমার ঐ ক্ষেত্রের অর্দ্ধ-যোজন দূরে এক আমলক বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার প্রভাবে ঐ বৃক্ষের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টদান করিবার সামর্থ্য আছে। পাপাত্মা নরাধমমাত্রেই উহার তত্ত্ব অবগত নহে। যাহারা আমার ভক্ত ও ভক্তগণের একান্ত প্রিয়, তাহারাই উহার মর্ম্ম অবগত আছে। যদি কোন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তিন রাত্রি উপবাস করিয়া প্রভাতে, মধ্যাহ্নে বা অস্তমন বেলায় একাত্মমনে তথায় গমন এবং আমলক ফললাভ করে, পঞ্চরাত্রের মধ্যে তাহার অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে।

কুলপতে! ব্রতাবলম্বিনী বসুন্ধরা নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! স্তুতস্বামীর এবং তত্রত্য স্থান সমুদায়ের মাহাত্ম্য আপনার মুখে শ্রবণ করিলাম। কিন্তু সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, ঐ তীর্থের নাম স্তুতস্বামী হইল কেন?

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! আমি দ্বাপরযুগে সংসার হইতে দেবশত্রুদিগকে দলিত করিয়া যখন মণিপুর পর্ব্বতে ঐ ক্ষেত্রে অবস্থান করি, তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল ও পর্ব্বত প্রভৃতি সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমার স্তুতি আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানের নাম স্তুতস্বামী হইয়াছে। তাহারা সেই পর্য্যন্তই ঐ স্থানকে স্তুতস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছে। ভদ্রে! তুমি যে স্তুতস্বামী নামের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি তাহা নিরূপণ ও তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দ্বাপরযুগে

আমি ঐ স্থানে অবস্থিতি করিব। এই আমি তোমার নিকট স্তুতগিরিস্থিত তীর্থ সমুদায়ের এবং স্তুতস্বামীর মহিমা বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিবার বাসনা হয়, ব্যক্ত কর।

---

# ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

## দ্বারবতী-মাহাত্ম্য।

সুত কহিলেন, কুলপতে! ধর্ম্মপরায়ণ পৃথিবী স্তুতস্বামীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, এবং পুনরায় নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার মুখে স্তুতস্বামীর মহিমা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। আপনি নারাচ অস্ত্রের সুতীক্ষ্ণধারা-নিবারণকারী অসি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আপনা হইতে সুরশত্রু সকল উন্মূলিত হইয়া থাকে। আপনি অবলীলা-ক্রমে এই ধরাকে ধারণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আপনার করে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান। আপনা হইতে যে শাস্ত্র প্রণীত হইবে, তাহা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহার আর সংশয় কি? হে কৃপানিধে! স্তুতস্বামীর গুণগৌরব শ্রবণ করিলাম; কিন্তু যদি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট-তম অন্যতর বিষয় আর কিছু থাকে, শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

বরাহদেব কহিলেন, হে প্রফুল্লপঙ্কজমালাধারিণি! ধরে! তোমায় আর এক পাপনাশন আশ্চর্য্য কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বাপরযুগে যদুবংশে সৌরী নামে বিখ্যাত এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিবেন। আমি তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব। যদুবংশীয়দিগের পুরীর নাম দ্বারকা হইবে। বিশ্বকর্ম্মা ঐ পুরীকে অমরাবতী সদৃশ মনোহরা করিয়া সৃষ্টি করিবেন। উহার দৈর্ঘ্য দশ যোজন এবং বিস্তার পঞ্চ যোজন হইবে। আমি পাঁচ শত বর্ষকাল ঐ পুরীতে বাস করিব। আমি তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দেবগণের ভারাবতরণ করিয়া পুনরায় স্বর্লোকে আগমন করিব। ঐ সময় আমার সদৃশ ক্ষমতাশালী দুর্ব্বাসা নামে বিখ্যাত এক ঋষি অবতীর্ণ হইবেন। আমার বংশের উপর তাঁহার শাপাবেশ হইবে। এমন কি তাঁহার শাপে সন্তপ্ত হইয়া দ্বারকাবাসী বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজগণ সমস্তই সমূলে নির্ম্মূল হইবে। চন্দ্রকিরণের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ বনমালাধারী হলায়ুধ লাঙ্গলাস্ত্র দ্বারা উৎক্ষাত করিয়া দ্বারকাপুরীকে সাগরগর্ভে পাতিত করিবেন।

কুলপতে! ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা নারায়ণের বচন শ্রবণে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! আপনি ত্রিলোকনাথ; আপনি মায়ার নিদান; অতএব জিজ্ঞাসা করি, ঋষিবর দুর্ব্বাসা যদুবংশে শাপপ্রদান করিবেন কেন, বিস্তারিত বিবৃত করুন।

বরাহদেব কহিলেন, আমি যখন যদুবংশে অবতীর্ণ হইব, তখন জাম্ববতী নামে রূপযৌবনসম্পন্না এক রমণী আমার

ভোগনিরতা পত্নী হইবে। ঐ জাম্ববতীর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে রূপযৌবনদর্পে দর্পিত, আমার সাতিশয় প্রিয় ও সাম্বনামে বিখ্যাত হইবে। একদা সাম্ব ক্রীড়াকৌতুকে রমণীবেশ ধারণপূর্ব্বক এক বৃথা গর্ভ কল্পিত করিয়া যদৃচ্ছাগত ঋষিবর দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিবে "মুনিবর! আমি পুত্রাভিলাষিণী, কিন্তু; বলুন দেখি; আমার এই গর্ভে কি প্রসব করিবে?" মুনিবর দুর্ব্বাসা স্বীয় তপঃ-প্রভাবে তাহাকে সাম্ব বলিয়া জানিতে পারিবামাত্র ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া কহিলেন, "(আমার সহিত উপহাস!) তবে তোর গর্ভে কুলনাশন মুসলের উৎপত্তি হইবে। সেই মুসলে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশকে শমনভবনে গমন করিতে হইবে।"

ধরে! অনন্তর সাম্বের ক্রীড়া-সহচরগণ দুর্ব্বাসার শাপ শ্রবণে ব্যাকুল ও সাতিশয় ভীত হইয়া আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিল। আমি তাহাদিগের প্রমুখাৎ শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলাম, দুর্ব্বাসা যাহা বলিয়াছেন, মিথ্যা হইবার নহে। ধরে! এই আমি তোমার নিকট বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয়দিগের প্রতি শাপবিষয় বিস্তারিত কহিলাম। ধরে! সম্প্রতি, দ্বারকায় আমার যে সকল স্থান বিদ্যমান আছে, কহিতেছি শ্রবণ কর।

দ্বারকাপুরীতে পঞ্চসর নামে আমার পরম গুহ্য এক স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। ষষ্ঠকাল তথায় অবস্থান করিয়া সেই সরোবরে স্নান করিলে, মানবগণ অনায়াসে অপ্সরোগণ-সমাকুল স্বর্গলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। আর যদি এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে দেবলোক

হইতে অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। ঐ পঞ্চসর তীর্থে শত শত শাখাসঙ্কুল এবং কুম্ভাকৃতি অতি সুশোভন ফলযুক্ত এক বটবৃক্ষ বিরাজমান আছে। অনেক লোক লাভপ্রত্যাশায় ঐ স্থানে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত লোক ব্যতীত আর কেহ ফললাভ করিতে পারে না। যাহারা আমার কার্য্যে একান্ত তৎপর ও পাপসম্পর্ক পরিশূন্য তাহারাই কেবল ঐ ফল এবং পরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ঐ স্থানে প্রভাস নামে আমার আর এক তীর্থ আছে। রাগ ও লোভবশীভূত মানবগণ কখন ঐ তীর্থ সন্দর্শন করিতে পায় না। যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চভক্ত হইয়া সেই তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে সে অনায়াসে সপ্তদ্বীপে সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। আর যদি পাপ-সম্পর্কশূন্য হইয়া প্রভাসে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সে অনায়াসে সমস্ত বিষয়ভোগে বিনিবৃত্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। প্রভাসের আর এক আশ্চর্য্য কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই প্রভাসতীর্থে অসংখ্য মকর-গণকে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়। যাহারা তীর্থে অব-গাহন করে, মকরগণ কখনও তাহাদিগের কোন অনিষ্টসাধন করে না। মানবগণ এই তীর্থে পিণ্ড প্রক্ষেপ করিয়া থাকে। আশ্চর্য্য এই যে, পিণ্ড সকল মানবদিগের হস্তবিচ্যুত হইয়া নির্ম্মল সলিলে নিপতিত না হইতে হইতেই তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা পাপাত্মা, তাহাদিগের দত্ত পিণ্ড জলে নিপতিত হইলেও কুম্ভীরগণ উহা গ্রহণ করে না।

এই স্থানে পঞ্চপিণ্ড নামে আমার আর এক গুহ্য তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ তীর্থ একক্রোশ বিস্তীর্ণ, অপার ও অতলস্পর্শ। যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চকাল তথায় অবস্থান এবং ঐ তীর্থজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে নিশ্চয়ই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। আর যদি এই তীর্থে অর্থাৎ এই পঞ্চকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সে ইন্দ্রলোক হইতে আমার লোকে গমন করিতে পারে। এই তীর্থের আর এক আশ্চর্য্য এই যে, বৎসরের চতুর্ব্বিংশ দ্বাদশীতে দিবাকর গগনের মধ্যভাগে গমন করিলে রৌপ্যময় পদ্ম সন্দর্শন হয়। কিন্তু এই ব্যাপার পুণ্যাত্মা ব্যতীত কখন পাপাত্মাদিগের নয়নপথে নিপতিত হয় না।

ধরে! এই স্থানে সঙ্গমন নামে আমার আর এক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। মণিপুর পর্ব্বত হইতে ঐ তীর্থে চারিটি ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি চতুর্ভক্ত হইয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে সে বৈখানস লোকে গমন করিয়া থাকে। আর যদি আমার প্রতি একান্ত ভক্তিবশতঃ ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে বৈখানস লোক পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। এই তীর্থের আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, মণিপুর পর্ব্বতে যেমন পদ্ম সকল পরিদৃশ্যমান হয়, এই তীর্থেও সেইরূপ হইয়া থাকে। যাহারা নিষ্পাপকলেবর তাহাদিগের দ্বারা জল অনায়াসে ভূতলে নীত হয়, কিন্তু পাপাত্মারা স্নান করিলেও তাহাদিগের শরীর হইতে একবিন্দু জল ভূতলে পতিত হয় না।